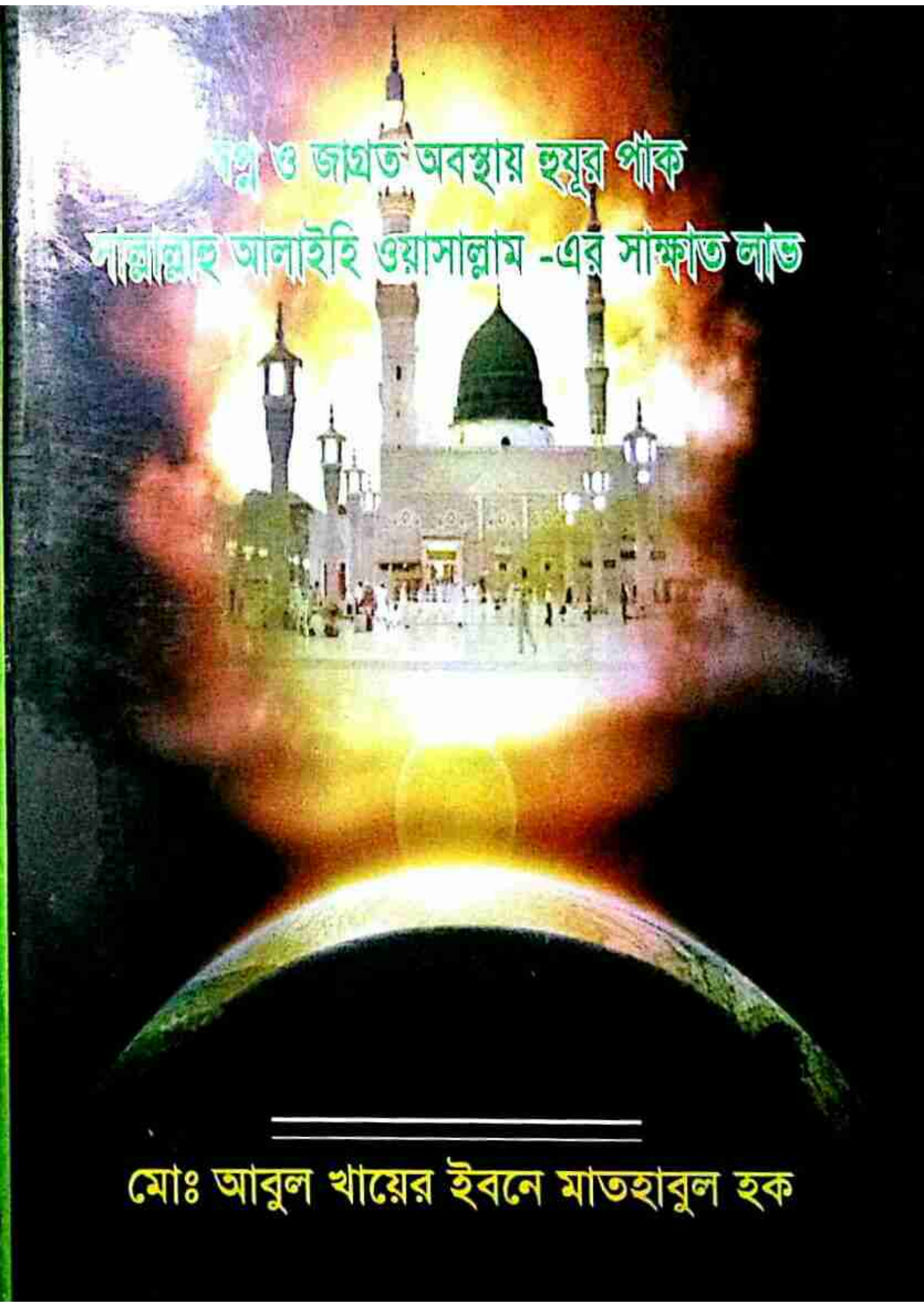

স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থায় হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাক্ষাত লাভ

মোঃ আবুল খায়ের ইবনে মাতহাবুল হক

হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে
স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থায় দেখা
সংকলনে
মো. আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল হক

প্রকাশনায়-
আল-আমিন প্রকাশন
জনতা মার্কেট, বিয়ানীবাজার, সিলেট।
০১৭২২১১৫১৬১

প্রথম প্রকাশঃ জুলাই ২০০৯ইং
দ্বিতীয় প্রকাশঃ জুলাই ২০১২ইং
তৃতীয় প্রকাশঃ জানুয়ারী ২০১২ইং

কম্পিউটার কম্পোজ
মিডিয়া ফেয়ার
কলেজ রোড, বিয়ানীবাজার, সিলেট।

প্রচ্ছদ
নূরুল ইসলাম লোদী

মুদ্রণে
কলম প্রিন্টিং প্রেস
৮১/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

হাদিয়া- ২২০/= টাকা (দুশত বিশ টাকা)
পাউন্ড- ১০/=

Hujur Pak Sallallhu Alihi Wasallam K Sopno O Jagroto Obostay Dekha. Edited By Md. Abul Khayer

Al-Amin Prokation Biani bazar, Sylhet. July 2012
Price: tk. 220.00; US. Pound 10.00

PDF BY (MASUM BILLAH SUNNY)
SUNNIPEDIA.BLOGSPOT.COM

সূচিপত্র

কৌমি উলামাদের আকিদা বা বিশ্বাস ১৪
দেওবন্দী উলামায়ে কেরামগনের আকিদা ১৬
নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে ও
জাগ্রত অবস্থায় দেখা ২৩
হায়াতুন্নবী (দ.) তাঁর দেখা প্রসঙ্গ ৩২
সিরাজ উদ্দিন ইবনে মিলকন এর অভিমত ৩৩
ইবনে আতাউলা সিকন্দরী অভিমত (রহ) ৩৫
আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) ৩৮
আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) ৩৮
শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলবী (রহঃ) ৩৯
মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) ৩৯
ইমাম মহিউদ্দিন নববী (রঃ) ৩৯
ইমাম মহিউদ্দিন নববী (রহঃ) ৪০
শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) ৪০
ইমাম আব্দুল ওয়াহ্যাব শা'রানী (রহঃ) ৪১
শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) ৪১
ইবনে হাজার মক্কী (রহ.) ৪২
ইমাম শা'রানী (রহ.) ৪২
ইমাম যুরকানী (রহ.) ৪৩
ইমাম যুরকানী (রহ.) ৪৪
ইমাম যুরকানী (রহ.) ৪৪
শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) ৪৫
মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানী (রহ.) ৪৫
মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানী (রহ.) ৪৬
শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) ৪৬
'আফ্যালুস সালাত' ৪৭
মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (রহ.) ৪৮
ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) ৪৯
হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রহঃ) : ৫০
শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) ৫১

তিনি দশম মুশাহাদায় : ৫২
তিনি আরো : ৫৩
রাওযা শরীফ কি খালি পড়ে থাকে? ৫৪
একই সাথে কি একাধিক উম্মতকে দেখা দিতে পারেন? ৫৩
আল্লামা ক্বাস্তল্লানী (রহঃ) আরো : ৫৪
আল্লামা জুরকানী (রহঃ) আরো : ৫৫
ইমামে আজম আবু হানিফা (রহঃ) ৫৫
সমগ্র বিশ্বে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর
পদচারণার ক্ষমতা ও এখতিয়ার ৫২
ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (রহঃ) ৫৭
ইমামে আজম আবু হানিফা (রহঃ) ৫৮
হযরত মুত্বররিফ (রাঃ) ৫৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

গাউসুল আযমের মজলিসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়া সাল্লাম নিজ সাহাবীসহ শুভাগমন ৬০
মোল্লা মোহাম্মদ ওয়াকেদি দামেস্ক বিজয় ৬০
কয়েকখানি হাদীস সম্পূর্ণ বাস্তব জগতেই শ্রবণ করেছি ৬১
জাগ্রত অবস্থায় বার হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লামের সাক্ষাত লাভ ৬২
বাহাস করো' ইবনে আব্বাস,আবু হনিফা, শাফেয়ী.
বোখারী, আফলাতুন সাহায্যকারী হিসেবে থাকবেন ৬২
আমি ক্ষুধার্ত ৬৩
হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার
বাসস্থানে আগমন করেন ৬৪
তাই আমি তোমার সাক্ষাতের জন্যে চলে এসেছি ৬৫
দাড়িয়ে আছেন, নানা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৬৫
আমি তাতে চুম্বন করবো, কেননা তুমি আমার প্রতি অনেক
দরুদ পাঠ কর ৬৫
তিনি আমার ঘরে তাশরীফ এনেছেন। আমার ঘরটি নূরে
ঝলমল করছিল ৬৬
আমি সেই দুধ পান করে তৃপ্তি লাভ করি ৬৭

PDF BY (MASUM BILLAH SUNNY)
SUNNIPEDIA.BLOGSPOT.COM

নির্দিষ্ট স্থানে একটি লাঠি স্থাপিত আছে ৬৮
অনেক বুজুর্গসহ শুভাগমন করেছেন ৬৮
প্রত্যেক দিনই তুমি সাক্ষাত লাভ করবে ৭০
আমাকে তো একটি কুলও খেতে দিলেনা ৭২
হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে উপস্থিত হয়েছেন ৭২
তার সাথে মোসাফাহা করলেন ৭৩
ইনি আমার উম্মতের ওলীদের অন্যতম ৭৪
প্রতি রাত্রে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের
সাক্ষাত লাভে ধন্য হতেন ৭৪
বেহুশ হতাম তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লামের সাক্ষাত নসীব হতো ৭৫
হুজরায়ে হুযূরী ৭৬
চাকু দ্বারা মৃত খচ্চরের গোশত কেটে ৭৭
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কর্তিত
হাত পা জুড়ে দিলেন ৭৮
দরসে কোরআনে রাসূলের আগমন ৭৯
স্বয়ং প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম তাশরিফ রেখেছেন ৭৯
শহীদ ব্যক্তির সঙ্গীর সাহায্যে আগমন ৮০
নির্দয়তার আযাব ৮১
একজন শহীদ বলল, রবে কা'বার কসম আমরা জীবিত ৮৩
আল্লাহর সকল দোস্ত জীবিত থাকেন ৮৪
আল্লাহর প্রেমিকগণ সর্বদা জীবিত থাকেন ৮৪
পিতা-মাতার সাক্ষাতে শাহাদাত বরণকারী ছেলের আগমন ৮৪
শহীদ মুজাহিদরা জীবিত মুজাহিদকে ঘরে পৌছে দিলেন ৮৫
শহীদ বন্ধু জীবিত মুজাহিদ বন্ধুর বিবাহ পড়ানোর জন্য উপস্থিত হওয়া ৮৬
স্পেনে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ ৮৯
আমাকে কোন নসিহত করুন ৮৯
অর্ধেক রুটি তিনি স্বপ্নাবস্থায় খেয়ে ফেলেন ৯০
হে শামস! এখানে হাউজ বানাও ৯০
এই মুহূর্তে আমি দেখলাম হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে .. ৯১

রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
রুহুজ জাহাব' খুজছেন ৯২
আমি দেখলাম হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু ৯৩
"মোসাব্বাতে আসার"-এর মাধ্যমে হুযূর পাক
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখা ৯৪
সাকরাতের সময় রাসূল আমাকে পানি পান করিয়েছেন ৯৭
হঠাৎ চিৎকার দিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ!
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটি আমার পা ৯৮
কদমবুছি করার সৌভাগ্য লাভ করলেন ৯৯
রাসূল নোমা ও আইসি ৯৯
অধিকাংশ সময় জাগ্রত অবস্থায় হুযূর পাক ১০০
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভ করতেন ১০১
প্রতি রাত্রে প্রিয়নবী হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভে ধন্য হতেন ১০১
যখন আমি বেহুশ হতাম তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
-এর সাক্ষাত নবীব হতো ১০২
হুজরায়ে হুজরী ১০৩
শাহ আব্দুল রহীম ও শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী ১০৩
তাঁর প্রকৃত রূপে বারবার দেখার সুযোগ লাভ করি ১০৫
এ রাত্রে আমি তাঁর সাক্ষাত লাভ করি ১০৬
হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিল্লীর ১০৭
জামে সমজিদে শুভাগমন করেছেন ১০৮
জাগ্রত হয়ে দেখলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম রয়েছেন ১০৮
হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরিফ এনেছেন ১০৯
তন্দ্রাহত অবস্থায় হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত হলো ১১০
আমাকে আরবী ভাষা শিখিয়ে দেন ১১১
রাসূল আইন ১১২
আল্লাহ পাকের দরবার তোমার উচ্চ মর্যাদা রয়েছে ১১৪
খানেকায় সরাসরি নবীজীর দর্শন লাভ ১১৫
রওযা শরীফ থেকে প্রেমিকের দিকে আগমন ১১৬
বোখারী শরীফের জামাতে নবীজীর আগমন ১১৬

মাওলানা নূরউদ্দীন ভুট্টো (রহঃ) জাগ্রত অবস্থায় নবীজীর সাক্ষাৎ ১১৮
সাদী যাকে বলা হয় আমিই সেই অধম ১১৯
খাজা সাহেবের রুহ আবিস্কার হয়ে আমাকে বলতে লাগল ১২০
খাজার রুহ তখন প্রকাশ হল ১২১
আমার পিতা সশরীরে উপস্থিত হতেন ১২১
আমি তার মুখমণ্ডলে আনন্দের ভঙ্গিমা ফুটে উঠতে দেখলাম ১২২
শাহ ওয়াজিহ উদ্দীন (রাহ.) এর শাহাদতের ঘটনা ১২৩
হযরত হামযা (রা.) এর রুহের ফায়েয ১২৫
আমি হলাম হামযা বিন আব্দুল মোত্তালিব ১২৭
একটি চিরকুটে কি যেন লিখে দিয়ে বললেন ১২৭
শহীদের আত্মার মর্যাদাঃ ১২৭
ইমাম বোখারীর (রঃ) স্বপ্ন ১৩০
মাওলানা জামীর (রঃ) স্বপ্ন ১৩০
যা স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে করতে দেখেছি ১৩১
মাহমুদ গজনবীর সন্দেহ ছিল ১৩২
আমি ষাট হাজার বার দরুদ শরীফ পাঠ ১৩৩
মালেক ইবনে আনাসের নিকট সমাধান চেয়ে নিও ১৩৪
ইবনে আনাসকে একটি ভান্ডার দিয়েছি ১৩৫
প্রতি রাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখি ১৩৫
নও-মুসলিম বন্দী খালেদ লতিফ গাবাকে মুক্ত কর ১৩৬
এ মাদ্রাসার তালেবে-ইলম নয় ১৩৭
আমার নিকট মদীনা শরীফে চলে আসুন ১৩৯
আবদুর রহমান আপনার খেদমতে হাযির ১৪০
১০ লক্ষ ৬০ হাজার শত্রু সৈন্য মুসলমানদের মোকাবিলা করছে ১৪১
আমার নিকট এসে ইফতার করবে ১৪২
গতরাত্রে একটি স্বপ্ন দেখেছি ১৪৩
অযূতে তোমার ভুল হয়ে গেছে ১৪৪
সেই নীতি অবলম্বন করা উচিত ১৪৪
ইমাম নির্বাচিত হবে ১৪৫
সৈয়দ মারওয়াহের চক্ষুর উপর হাত মোবারক বুলিয়ে দিলেন ১৪৬
আপনার কেতাব কোন্‌টি ১৪৭
মোহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বোখারীর অপেক্ষা করছি ১৪৭

বিসমিল্লাহ শরিফের তা'যীমে..... ১৪৭
হে বায়েজিদ! তুমি যে কাজ করেছ..... ১৪৮
তোমার দেশ ইরাকে যাওয়ার ইচ্ছা করেছ..... ১৪৯
আমি মদীনায়ে তৈয়্যেবায় দু'দিন অনাহারে ছিলাম..... ১৪৯
এক রাতে ৫১বার সাক্ষাত নসীব হয়েছে..... ১৫০
চলো আমরা আবু কোবাইস পাহাড়ে গমন করি..... ১৫০
খুনের আসামীকে মুক্তি দাও..... ১৫১
আমি তাদের জবাবও দিয়ে থাকি..... ১৫২
দৌড়ে গিয়ে তাঁর কদম মোবারক চুম্বন করলাম..... ১৫৩
আল্লাহর মারেফাতের পোষাক..... ১৫৩
ফুসুলুল হেকাম' অনুমতিক্রমে রচনা করেছিলেন..... ১৫৪
সঙ্গে সঙ্গে কাযী পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে..... ১৫৫
মাশারারেকুল আনোয়ার গ্রন্থটি তাঁরই সাধনার ফসল..... ১৫৬
আমি তাঁর ভক্ত..... ১৫৬
স্বপ্নে আমিরী (রাজত্ব) দান করেছেন..... ১৫৭
তুমি সূরা ইউসুফ তেলাওয়াত করতে থাক..... ১৫৮
স্বহস্তে তাঁকে সুস্বাদু খাদ্য খাওয়াচ্ছেন..... ১৫৮
কবিতা লিখার দ্বারা স্বপ্নে সাক্ষাত লাভ করলেন..... ১৫৯
তাঁর সালামের জবাব প্রদান করেছেন..... ১৬০
নিজাম, তুমি শীঘ্র চলে এসো..... ১৬০
ফুতুহুল গায়ব..... ১৬১
তোমার বয়স অনেক হবে..... ১৬২
হিসনে হাসীন..... ১৬২
হুজরার ছাদ ছিদ্র করে দাও..... ১৬৩
"দরুদে তুনাজ্জিনা" শিক্ষা দেন..... ১৬৩
এমন ব্যক্তিকে আমি দেখা দেই না..... ১৬৪
এ মহিলাকে তুমি কবুল করো..... ১৬৪
এক দলকে ওয়াইসি বলা হয়..... ১৬৫
তিনজন মোহাদ্দিসের পানাহারের কিছুই নেই..... ১৬৬
তোমার হিন্দুস্তানেই থাকা উচিত..... ১৬৬
দরূদ পাঠ আমাকে পেরেশান করে ফেলেছে..... ১৬৭
তোমার প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে..... ১৬৮

তুমি ভুল জবাব দিয়েছ..... ১৬৯
আমার পায়ের কি হলো..... ১৬৯
অগ্নিপূজক এসে দশ হাজার টাকা দিয়ে গেলেন..... ১৭০
দোয়া পাঠ না করে শুধু দরূদ শরীফ পাঠ করে..... ১৭১
আবু আব্দুল্লাহ জরীর এর কবরের নিকট রেখে আসে..... ১৭২
'কাসিদায়ে' নাসিরিয়া ফারেজিয়া..... ১৭৩
দ্বীনের ব্যাপারে তাকে পরীক্ষায় ফেলবেন..... ১৭৩
নিজের আওয়াজ দ্বারা কোরআনকে সৌন্দর্য দিয়েছে..... ১৭৪
দরূদ প্রেরণেবহেলা..... ১৭৫
শেখ আহমদ আমার বংশধরদের অর্ন্তভুক্ত..... ১৭৫
সঙ্গে সঙ্গে শ্বেত রোগে আক্রান্ত হয়..... ১৭৬
সারা রাত হারাম শরীফে মোরাকাবায় অবস্থান..... ১৭৭
আহলে বায়েতের সিলসিলায় দাখেল করবো..... ১৭৭
আমার ঘরের দুয়ারে করাঘাত..... ১৭৮
তিনদিন যাবত কিছুই খাওয়ার সুযোগ হয়নি..... ১৭৮
সত্য উপলব্ধি করার পর মত পরিবর্তন করেছিলেন..... ১৭৯
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
এর সঙ্গে এশার নামাজ আদায় করলেন..... ১৭৯
তাঁর সাথে মোসাফাহা করলেন..... ১৮০
মন চায় তুমি মদীনা শরীফ এসে আমার কাছে থাক..... ১৮১
শাহ কলিমুল্লাহ চিশ্‌তী কদম বুসি করি..... ১৮১
আমি তিন দিন থেকে স্বপ্নে দেখছি..... ১৮২
হে শাহবাজ! যুবকটি আমার সন্তান..... ১৮২
স্থানে পৌছলেন যা যমিনও নয় আসমানও নয়..... ১৮৩
জাহাঙ্গীরকে আমার সাথে জান্নাতে নিয়ে যাব..... ১৮৪
গোসানিশিন হয়ে যাবেন..... ১৮৫
জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলাম..... ১৮৬
তোমার নাম আবদুল মোমিন রাখা হলো..... ১৮৬
নামাজের পূর্বে নিদ্রিত হওয়া উচিত নয়..... ১৮৭
বানরগুলোর সঙ্গে একত্রিত হলো..... ১৮৭
তামার জীহ্বার কর্তিত অংশ জুড়ে দেবে..... ১৮৮
এই ছুরিটি নিয়ে যাও এবং তাকে জবাই করো..... ১৯০

কেউ তাকে বাড়ী থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে ১৯০
দরবারে এই প্রশ্ন উত্থাপন করি ১৯১
আহমদ শাহ দুররানী নিদ্রিত ছিলেন ১৯২
আমার পরে এ রাজত্ব তুমি পাবে ১৯৩
ভাগ্নীর ঘরে আল্লাহর একজন ওলী পয়দা হবে ১৯৪
কফির পাঁচটি দানা প্রদান করেছেন ১৯৫
অমুক অমুক ব্যক্তিকে খানকাহ থেকে বহিস্কার করা হোক ১৯৬
মুখে তিনটি খেজুর দিয়ে দেন ১৯৬
আমার সঙ্গে নামাজে শরীক হও ১৯৭
ইমারত অত্যন্ত বরকতময় হবে ১৯৭
স্বীয় টুপি মোবারক আশেকুল্লাহর মাথায় ১৯৮
হামিদুদ্দিনের নিকট জিজ্ঞাসা কর ১৯৮
"আখলাকে হামিদী" ১৯৯
শরীয়তের খেয়াল রাখা উচিত ১৯৯
হিজরত করে মক্কা শরীফ গমন করলেন ২০০
এই ফকীর হিন্দুস্তানের ওলী ছিলেন ২০০
তোমার দুশমন সতেরো মাসে ডুবে যাবে ২০১
প্রতিদিন স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
-এর সাক্ষাত লাভ করতেন ২০২
সাক্ষাত বন্ধ হয়ে যায় ২০২
তাঁকে দুটি রুটি দিয়েছেন ২০৩
এক বছর পর একজন মজজুব ব্যক্তি ২০৩
স্বপ্নেই তাঁর নিকট বয়আত হওয়ার ২০৪
জাগ্রত হওয়ার পর তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন ২০৫
একখানি চুল আমাকে দান করলেন ২০৫
এ ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থী হলেন ২০৬
তুমি আমাকে সন্তুষ্ট করেছ ২০৬
ইসলাম কবুল করলেন ২০৭
সাক্ষাত লাভ করতে পারি নাই ২০৭
তোমার মনোবাঞ্ছনা পূর্ণ হবে ২০৮
তখনও বিয়ে করেননি ২০৯
আরবী ব্যাকরণবিদ হিসেবে ২০৯

ছোট সিরিয়া ২১০
আমি আপনার মেহমান ২১০
মুসলমানদের জন্যে পানির ব্যবস্থা কর ২১১
দরবারে হাযিরীর সৌভাগ্য লাভ করি ২১১
বিছানা থেকে উঠিয়ে আনেন ২১২
তাঁকে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নমুনা বলত ২১২
একটি চড় মেরে দিল ২১৩
আপনাদের নিকট কিছু পৌছে দেই ২১৩
তুমি আমার পক্ষ থেকে লাব্বাইক বলেছে ২১৪
এই হাদীসসমূহ সহীহ ২১৪
দু' বছর যাবত একখানি আয়াতের ব্যাখ্যা করছিলেন ২১৬
আল কওলুল বাদী গ্রন্থটি পেশ করেন ২১৬
অভাবগ্রস্ত অবস্থায়ই মদীনা শরীফে হাযির ২১৭
সাথীদেরকে নিয়ে ডাকাতি করতে গমন ২১৮
সালাম পৌছাবার কথা তিনি ভুলে যান ২১৯
সাত কদম অগ্রসর হয়ে তাঁর এস্তেকবাল করলেন ২২০
রওনাকুর মাজ্যালেজে ২২১
পূর্ববর্তী উম্মতদের ধ্বংস হওয়া আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে ২২২
পথে ডাকাতদের দ্বারা কাফেলা লুণ্ঠিত হয় ২২২
সাবুনীর আকীদা অবলম্বন কর ২২৩
তুমি এই দোয়টি পাঠ কর ২২৩
শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেলভী (রহ)
তার আদদুরুছছামীন কিতাব ২২৪

PDF BY (MASUM BILLAH SUNNY)
SUNNIPEDIA.BLOGSPOT.COM

PDF BY (MASUM BILLAH SUNNY)
SUNNIPEDIA.BLOGSPOT.COM

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

মহান আল্লাহ পাকের কৃজ্ঞতা ও প্রশান্তি জ্ঞাপন করছি। তাঁর সম্মানিত রাসূল সায়্যিদিনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বংশধরদের প্রতি, নিবেদন করছি যথোপযুক্ত সালাত ও সালাম।

বিশ্বের সংখ্যা গরিষ্ট মুসলমানদের আকিদা বিশ্বাস গত পরিচয় হলো তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। তাদের আকিদা বিশ্বাসের মধ্যে এ বিষয়টি যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওফাতের পর নেক মজলিসে রূহানী বা মিছালী সুরতে আসতে পারা ও তা নেক মু'মিনগন দেখতে পারেন যা তাদের কারামত।

আলোচ্য গ্রন্থে এ বিষয়ের উপর আমরা আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি।

প্রথমে ২৪ পৃষ্টার একটি রেছালা অতপর ১১২ পৃষ্টায় প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান সংস্করণে ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধন করে বর্ধিত আকারে স্বপ্ন ও জাগ্রত উভয় অবস্থার তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। সংকলনে সহযোগিতা করেছেন জনাব মাওঃ ছালিক আহমদ, সহকারী অধ্যাপক মাথিউরা সিঃ মদ্রাসা। প্রুফ সংশোধনে সহযোতা করেছেন মাওঃ হুসাইন আহমদ, মোঃ শাহিনুর রহমান।

যথা সম্ভব সতর্কতা অবলম্ভন করা হয়েছে। তার পরও কম্পিউটার জনিত ত্রুটি বিচ্যুতি সাভাবিক। তাই কার নিকট ত্রুটি বিচ্যুতি আকৃষ্ট হলে তা জ্ঞাত করার অনুরূধ রহিল এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে।

হে আল্লাহ! এই গ্রন্থ রচনার জন্য যদি দয়া করে আমাকে কোন ছওয়াব দেয়া আপনার মর্জি হয় তবে এই গোলামের তরফ থেকে সেই ছওয়াব আপনার প্রিয় হাবীব সাইয়্যিদুল মুরছালীন খাতামুন্ন নাবিয়্যিন নূরে মুজাসসম হুযূরআকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দিন এবং এই দিনহীন গোলামকে তাঁর সাফারাত নছীব করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আ'লামীন।
মোঃ আবুল খায়ের ইবনে হক্ব

ইটাউরী
বড়লেখা
মৌলভীবাজর

PDF BY (MASUM BILLAH SUNNY)
SUNNIPEDIA.BLOGSPOT.COM

কৌমি উলামাদের আকিদা বা বিশ্বাস

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওফাতের পর নেক মজলিসে রূহানী বা মিছালী সুরতে আসতে পারা ও তা নেক মু'মিনগন দেখতে পারেন এ বিষয়ে কৌমি উলামাদের বিশ্বাস।

১। জনাব শাহ্ আহ্মদ শফী

মহাপরিচালক ও শাইখুল হাদীস আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। চেয়ারম্যান- বাংলাদেশ ক্বওমী মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড (বেফাক)

দ্বিতীয়তঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র রূহ মোবারক উপস্থিত হন না। কেননা যদি রূহ্ মোবারক মীলাদের অনুষ্ঠানে এসে থাকে, তাহলে নিস্প্রাণ দেহ মদীনায় পড়ে থাকবে। এভাবে হায়াতুন নবীকে মেরে ফেলার ধৃষ্টতা দেখানো হবে? অন্যদিকে তিনি যদি এভাবে মীলাদের অনুষ্ঠানে যেতে থাকেন, তাহলে তিনি একসাথে কত জায়গায় যাবেন?

"হক বাতিলের চিরন্তন দ্বন্দ্ব "১০মুদ্রন মার্চ২০১১ইং পৃষ্টা৬৫ মাকতাবাতুল মাদানী।

২। জনাব নূরুল ইসলাম এর (ওলীপুরী) বক্তব্য

মুহতামিম, মাদ্রাসায়ে নূরে মদীনা, শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগগঞ্জ

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীস শরীফে বলেন, আমি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাওয়ার পর আমাকে যখন রওজা শরীফে দাফন করা হবে, দাফন করার সাথে সাথে আল্লাহ আমাকে জিন্দা করে দেবেন। জিনদা করে দেওয়ার পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত জিন্দা অবস্থায় শুয়ে থাকব। আল্লাহর রাসূল জিন্দা হয়ে কোথায় কোথায় যাবেন বলেছেন? যাবেন না কোথাও। থাকবেন কোথায়? রওজা শরীফে। তাহলে চট্টগ্রামের নানুপুরে যদি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আসেন, জিসমানীভাবে, না রুহানীভাবে? স্বশরীরে আসবেন না আত্মিকভাবে আসবে? যদি বলেন, স্বশরীরে আসবেন, তাহলে নবী বলেন আমি কিয়ামত পর্যন্ত রওজা শরীফে থাকবো।

আপনি বলেন নবীর শরীর মোবারক নানুপুরে, আর নবী বলেন রওজা শরীফে। নবীর কথা মানব, না আপনার কথা মানব? আর যদি বলেন, না; স্বশরীরে আসবেন না- শরীর থাকবে রওজা শরীফে আর রূহ মোবারক আসবে নানুপুরে। তাহলে জিজ্ঞেস করি, যার রূহ নানুপুরে আর শরীর রওজা শরীফে, তা রওজা শরীফের দেহটা কি জিন্দা থাকবে না মুর্দা হয়ে যাবে? যদি বল নবী রূহানীভাবে আসেন তাহলে তোমরা নবীকে মুর্দা বানিয়েছে, যদি বল স্বশরীফে আসেন, তাহলে রওজা খালি করেছ। لازم الامرين احد মাদরাসার ছাত্ররা বুঝবে অর্থাৎ দুই বিপদের এক বিপদ্ স্বশরীরে আসেন বললে রওজা খালি, আর রূহানীভাবে আসেন বললে শরীর মুর্দা। আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদা নবী জিন্দা রওজা শরীফে আছেন। তাহলে আসল আহলে সুন্নাতুল জামাত কোনটা? আর আহলে সুন্নাতুল জামাতের নামে প্রতারণা কোনটা? আমার কথা বুঝে থাকলে বলুন! বাংলাদেশে যারা যারা নিজেদেরকে আহলে সুন্নাত দাবী করে তাদের সবাই কি আহলে সুন্নাতুল জামাত? না আহলে সুন্নাতুল জামাত নামে ধোঁকাবাজ? নিশ্চয় আহলে সুন্নাতুল জামাত নামে ধোঁকাবাজ। এ জন্যই হয়তো আজকে আমার আলোচনাটা "আহলে সুন্নাহ এর পরিচিতি" দেওয়া হয়েছে। সিরাতে মুস্তাকীমের সপ্তম ব্যাখ্যা। এর মাঝে ৭নং ব্যাখ্যা আহলে সুন্নাতুল জামাতের পথ তথা বেহেশতে যাওয়ার সোজা পথ। এটাকে কুরআনের ভাষায় সিরাতে মুস্তাকীম বল হয়ছে।

"আহলে সুন্নাত ওয়াল্ জামাতের সঠিক পরিচয়"পৃষ্টা ৩৬-৩৭,আল কাওছার প্রকাশনী। বাংলা বাজার, ঢাকা -প্রকাশকাল ২০১০ প্রথম প্রকাশ

PDF BY (MASUM BILLAH SUNNY)
SUNNIPEDIA.BLOGSPOT.COM

দেওবন্দী উলামায়ে কেরামগনের আকিদা

৩। হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহঃ)

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের রূহ মুবারক অবলোকন করার যিকিরঃ

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সুরতে মিছালী (রূপক অবয়ব)- এর ধ্যান করে দরূদ শরীফ পড়বে। আর ডান দিকে يا احمد (ইয়া আহমদাদু) বাম দিকে يا محمد (ইয়া মুহাম্মাদু) এবং দিলের উপর يا رسول الله (ইয়া রাসূলাল্লাহ)-এর এক হাজার বার করে জরব লাগাবে। জাগরণে বা নিদ্রায় যে কোন অবস্থায় হউক না কেন ইনশাআল্লাহ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যিয়ারত নসীব হবে।[১]

৪। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেব

হাকীমুল উম্মত মাওলানা থানবী সাহেব লিখেন যে, (১) প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রওদ্বায়ে পাকে উম্মতের আমল পর্যবেক্ষণ করেন। (২) তিনি নামায আদায় করেন। (৩) সে জগতের উপযোগী খাদ্য গ্রহণ। (৪) নিকট থেকে মানুষের সালাম নিজেই শ্রবণ করেন, আর দূর থেকে ফেরেশতাদের মাধ্যমে সালাম গ্রহণ করেন। সালামের জবাব দিয়ে থাকেন, আর এ কাজটি সর্বদা অব্যাহত রয়েছে। (৬) বিশেষ বিশেষ উম্মতের উদ্দেশ্যে হেদায়েত প্রদানও তার কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। স্বপ্নে এবং কাশফের অবস্থায় এমন অগণিত ঘটনা এ পর্যন্ত ঘটেছে। ২

৫। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহঃ) বলেন

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহঃ) লিখেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রুহ মোবারক কখনও স্বপ্নে আত্মপ্রকাশ করেন; আর কখনও জাগ্রত অবস্থায়, আমার মতে জাগ্রত অবস্থায়ও তার দীদার সম্ভব। যেমন হযরত ইমাম জালালউদ্দিন সূয়ুতী (রহঃ) জাগ্রত অবস্থায় ২২ বার হযরত রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীদার লাভ করেছেন এবং তার নিকট কয়েকখানি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন এবং তিনি সে হাদীসের সংশোধন করেছেন। ৩

---

১ জিয়াউল কুলুব
২ নশরুত্ব তীব
৩ স্বপ্ন জগতে প্রিয়নবী

৬। শাইখুল হাদীস জাকারিয়া সাহেব বলেনঃ

শাইখুল হাদীস জাকারিয়া সাহেব তাঁর ফাজাইলে আমালের ফাজাইলে দূরূদ অংশে হযরত আবূ নাঈম (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ হযরত সুফিয়ান ছওরী (রহঃ) বলেন যে, আমি একবার জনৈক যুবককে কদমে কদমে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দূরূদ (আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন) শরীফ পড়তে দেখে আমি তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। সে বলল: আমি আমার মাকে নিয়ে হজ্জে গিয়েছিলাম। রাস্তায় আমার মা মারা যান, তাঁর মুখ কালো হয়ে গেল এবং পেট ফুলে গেল। এই বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য আমি আল্লাহর দরবারে দোয়ার জন্য হাত উঠালাম। আমি দেখতে পেলাম হেজাজের দিক থেকে একটি মেঘ আসছে, এ থেকে একজন বুজুর্গ বেরিয়ে এলেন, তিনি তাঁর মোবারক হাতখানা আমার মায়ের মুখের উপর দিয়ে নিয়ে গেলেন, এতে আমার মায়ের মুখখানা ফর্সা হয়ে গেল তাঁর পেটের উপর দিয়েও এমনিভাবে হাত মোবারক নিয়ে গেলেন, এতে সে অসুবিধাও দূর হয়ে গেল। আমি বললাম: আপনি আমার এবং আমার মায়ের মুসিবত দূর করে দিলেন, কে আপনি? তিনি জবাব দিলেন: আমি তোমার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । আমি আরজ করলাম: আমাকে কোন ওসিয়ত করুন। তিনি বললেন: কদমে কদমে পড়বে:اللهم صل على محمد و على ال محمد আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন'।[৪]

৭। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেওবন্দ মাদ্রাসার যমীনে তাশরীফ এনেছেন ও বল্লেন মাদ্রাসার ইমারতের বুনিয়াদ এখানে হওয়া উচিত

দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা একটি এলহামী মাদ্রাসা। ১৭ই মহররম, ১২৮৩ হিঃ মোতাবেক ৩০শে মে ১৮৬৬ খৃঃ তারিখ এ মাদ্রাসার কাজ আরম্ভ হয়। যমীন নেয়ার পর মাদ্রসার ইমারতের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। যখন ইমারত নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা হয় তখন মাদ্রাসার মোহতামেম মাওলানা রফিউদ্দীন সাহেব (রহঃ) স্বপ্নে দেখেন প্রিয়নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। তিনি মাদ্রাসার জন্যে নির্দিষ্ট যমীনে তাশরীফ এনেছেন। হস্ত মোবারকে ছিল একটি ছড়ি। তিনি মাওলানা রফিকউদ্দীনকে লক্ষ করে এরশাদ করলেনঃ উত্তরদিকে মাদ্রাসার যে বুনিয়াদ রাখা হয়েছে তাতে মাদ্রাসার

---

৪ ফাজাইলে আমালঃ ফাজাইলে দুরূদ অংশ ১০৯।

আঙ্গিনা সংকীর্ণ হয়ে যাবে, অতঃপর তিনি তাঁর নিজের ছড়ি দিয়ে কয়েক গজ আরও উত্তরে একটি সীমারেখা টেনে দিলেন এবং এরশাদ করলেনঃ মাদ্রাসার ইমারতের বুনিয়াদ এখানে হওয়া উচিত।

ফজরের নামাজের পর সঙ্গে সঙ্গে তিনি সে স্থানে গমন করলেন এবং প্রিয়নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেয়া চিহ্ন দেখে বিস্ময়াভিভূত হলেন। অতঃপর সেখানে মাদ্রাসার ইমারত নির্মান করা হলো।[৫]

৮। নিজের চাদর মোবারকে আমাকে জড়িয়ে কোন সময় ভেতরে আনেন, কোন সময় বাইরে আনেন

হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী সাহেব ১২৪৮ হিজরীর শাওয়াল মাসে মোতাবেক ১৮৩২ খৃষ্টব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ১২৯৭ হিজরীর ১৩ জমাদিউল আউয়াল মোতাবেক ১৫ এপ্রিল ১৮০ খৃষ্টাব্দে রোজ বৃহস্পতিবার বেলা তিনটায় দারুল উলুম দেওবন্দে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। ১৫ মহররম ১২৮৩ হিজরী মোতাবেক ৩০ মে, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ইতিহাস-খ্যাত দারুল উলুম দেওবন্দের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হয়। কিছু দুষ্ট লোক ইংরেজ সরকারের নিকট এই গোপন রিপোর্ট পেশ করে যে, দারুল উলুম দেওবন্দ ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেখানে জেহাদের জন্যে যুবকদের সাময়িক ট্রেনিং দেয়া হয়। বৃট্রিশ সরকার সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দেয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী সাহেব এর সাথে দেখা করার জন্যে মসজিদে আসার অনুমতি প্রার্থনা করেন। হযরত নানুতবী সাহেব জুতা খুলে আসার শর্তে অনুমতি দেন। কর্মকর্তা আসল কিন্তু বসল না; অত্যন্ত আদবের সাথে নীরবে হযরতের সম্মুখে দণ্ডায়মান হলো। প্রত্যাবর্তন করে বৃটিশ সরকারকে এ রিপোর্ট দিল যে, এমন পবিত্র চেহারা বিশিষ্ট লোকদের বিরুদ্ধে অশান্তি সৃষ্টির অভিযোগ দুষ্টামি ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ ঘটনার পর হযরত নানুতবী সাহেব বলেন, আমি প্রায় দেখি হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেন এবং নিজের চাদর মোবারকে আমাকে জড়িয়ে কোন সময় ভেতরে আনেন, কোন সময় বাইরে আনেন। এ অবস্থা নিদ্রিত এবং জাগ্রত উভয় অবস্থায় আমি দেখতে থাকি। সকলে এর তা'বীর করেছেনঃ এ হলো

৫। এলহামী মাদ্রাসা, হযরত মওলানা ক্বারী মোহাম্মদ তৈয়ব সাহেব কৃত, মাসিক আর রসিদ, সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী, পৃষ্ঠা-১৪

হযরতকে দুশমনের দুশমনী থেকে রক্ষা করার ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গংগুহী সাহেব বলেন, এর অর্থ তোমরা যা বুঝেছ তা নয়; বরং মাওলানা নানুতবীর বয়স শেষ হয়ে গেছে। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বিষয়টি প্রকাশ করা মর্জি হয়েছে যে, মানুষ যখন এত মন্দ হয়ে গেছে যে এমন নেককার লোকদের প্রতিও অপবাদ দিতে তারা দ্বিধাবোধ করেনা, তখন আমরাও এমন লোককে এমন সমাজে রাখতে চাই না কেননা, তখন আমরাও এমন লোককে এমন সমাজে রাখতে চাই না কেননা এ সমাজ এমন লোকের উপযুক্ত নয়। এ ঘটনার কিছুদিন পরই তিনি ইন্তেকাল করেন।[৬]

৯। তার মেহমানদের খাবার আমি তৈরী করবো

হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রহঃ) ২২ সফর, সোমবার ১২২৩ হিঃ সাহারানপুর জেলা নানুতা নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর নাম ছিল এমদাদ হোসাইন। হযরত শাহ ইসহাক (রহঃ) এর নামকে পরিবর্তন করে এমদাদুল্লাহ রেখেছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল হাফেজ মোহাম্মদ আমীন। তিনি ১২৭৬ হিজরীতে মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় হিজরত করেন। ১৩১৭ হিজরীর ১২ জমাদিউল আখের, রোজ বুধবার তোমাবেক ১৯ অক্টোবর, ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন।

মক্কায়ে মোয়াজ্জমার বিখ্যাত কবরস্থান জান্নাতুল মোয়াল্লায় তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি অত্যন্ত বড় আলেম, আরেফ এবং বড় মুজাহিদ ছিলেন। আল্লাহর পথের সাধনায় এবং জেহাদেও জীবন অতিবাহিত করেছেন। বহু বুজর্গানে দ্বীন তাঁর নিকট থেকে ফয়েয লাভ করেছেন। ১২৬০ হিজরীতে তিনি স্বপ্নে সাক্ষাত লাভ করেন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের। তিনি এরশাদ করেন, তুমি আমার নিকট চলে এসো। এই স্বপ্ন দেখার পর তিনি মদীনা মোনাওয়ারায় হাজির হতে অস্থির হলেন এমনকি, কোন প্রস্তুতি ব্যতীতই পদব্রজে মদীনার পথে রওয়ানা হলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর তাঁর ভ্রাতৃবৃন্দ সংবাদ পেয়ে কিছু সামান-পত্র পেশ করলেন যা তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে কবুল করেছেন।

৬। ১। হেকায়াতে আউলিয়া, সংকলক আশরাফ আলী থানভী রঃ পৃষ্ঠা ২৫১-৫২ সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ৩০৬-০৭

জিলহজ্জ ১৩৬১ হিজরীতে তিনি জেদ্দা অবতরণ করলেন। মক্কাশরীফ পৌছে হজ্জের আহকাম পূরণ করলেন। এরপর মদীনায়ে তৈয়্যেবায় হাজির হলেন।

হযরত হাজী এমদাদউল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রঃ)-এর ভাবী আন্তরিক ভক্তির কারণে হাজী সাহেবের মেহমানদের খাবার নিজেই তৈরী করতেন। কোন মেহমান অসময়ে আসলে মন খারাপ করতেন না। একদিন হাজী সাহেব স্বপ্নে দেখেলেন যে তাঁর ভাবী তাঁর মেহমানদের জন্যে খাবার তৈরী করছেন, এমন সময় হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেছেন এবং তাঁর ভাবীকে বলছেন,"তুমি ওঠো, তুমি এমদাদ উল্লাহর মেহমানদের খাবার তৈরীর যোগ্য নও। তার মেহমান ওলামায়ে কেরাম, তার মেহমানদের খাবার আমি তৈরী করবো"।[৭]

১০। মাওঃ শাব্বির আহমদ উছমানী

মাওঃ শাব্বির আহমদ উছমানী তার ফতহুল মুলহিম কিতাবে আউলিয়ায়ে কেরাম একই মুহূর্তে বিভিন্ন স্থানে প্রকাশিত হওয়া সর্ম্পকে লিখেন:

আউলিয়ায়ে কেরাম একই মুহূর্তে বিভিন্ন স্থানে প্রকাশিত হয়ে থাকেন।

قالا الشيخ العثماني في فتح الملهم ج١-ص ٣٠٥ – يُحْكَى عَنْ بَعْضِ الْاَوْلِيَاءِ قُدِّسَتْ اَسْرَارُهُمْ اَنَّهُمْ يُرَوْنَ فِي وَقْتٍ وَّاحِدٍ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ وَمَاذَاكَ اِلَّا لِقُوَّةِ تَجَرُّدِ اَنْفُسِهِمْ وَغَايَةِ تَقَدُّسِهَا فَتَمَثَّلُ وَتَظْهَرُ فِي الْمَوْضِعِ الْاَصْلِيِّ فِي مَوْضِعٍ اٰخَرَ

আউলিয়ায়ে কেরাম একই মুহূর্তে বিভিন্ন স্থানে প্রকাশিত হয়ে থাকেন। এটা এমনি এক শক্তির কারনে যা তাদের আত্মাকে একাকিত্ব ও নিখুত করে দেয় এবং ঐ মহত উদ্দেশ্যের কারণে যা তাদেরকে পূত পবিত্রকরে দেয়। এমতাবস্থায় তারা মূল জায়গা থেকে অন্য স্থানে প্রতিবিম্ব হয়ে থাকেন।

১। আনোয়ারুল আশেকীন, পৃষ্ঠা ৮৪
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াস্যালুন্নবী, পৃষ্ঠা ৩০৪
২। আনোয়ারুল আশেকীন, পৃষ্ঠা ৮৪

১১। স্বচক্ষে দেখেছি হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে তুমি বোখারী শরীফ পাঠ করছিলে।

রাও আবদুল্লাহ শাহ একজন বড় বুজুর্গ ছিলেন। মাওলানা মোহাম্মদ কাসেম নানুতবী সাহেব অনেক সময় তাঁর সাথে দেখা করতে যেতেন। তাঁর অভ্যাস ছিল যখনই মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহঃ) তাঁর নিকট গমন করতেন তখন তিনি বলতেন আস হাজী কাশেম। তখন মাওলানা সাহেব বলতেন, আমি হাজী নই, তিনি জবাব দিতেনঃ ভাই এমনি মুখ থেকে বের হয়ে যায়। একবার মাওলানা কাসেম নানুতবী সাহেব হজ্জের সফরে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গমন করলে, তিনি বললেনঃ আস, হাজী কাসেম। মাওলানা সাহেব বললেন, হযরত! আমি এখন হজ্জে রওয়ানা হচ্ছি। তিনি বললেন, আমিতো এজন্যেই তোমাকে হাজী বলেছি। বিদায়ের সময় হযরত নানুতবী সাহেব বললেন, আমার জন্যে দোয়া করুন, তখন রাও সাহেব বললেন, ভাই, তোমার জন্যে আমি কি দোয়া করবো! **স্বচক্ষে দেখেছি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে তুমি বোখারী শরীফ পাঠ করছিলে।**[৮]

১২। স্বয়ং প্রিয়নবী হযরত রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপবিষ্ট রয়েছেন

হাকীম সুফী মোহাম্মদ তোফায়েল সাহেব অত্যন্ত বড় পরহেজগার এবং বুজুর্গ মানুষ ছিলেন। খতমে নবুওয়্যতের আন্দোলনের কারণে তাঁকে ২৭ এপ্রিল ১৯৫৩ সালে গ্রেফতার করা হয় এবং সাহীওয়ারা কারাগারে বন্দী রাখা হয়। তিনি স্বপ্নে দেখলেন, একটি বিরাট-বিস্তৃত ময়দান আলোয় ঝলমল করছে। এরপর একটি সিংহাসন দেখতে পেলেন, যার মধ্যে স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপবিষ্ট রয়েছেন এবং সেই সিংহাসনের চার কোণে তাঁর চার খলীফা রয়েছেন। সিংহাসনটি একটু উঁচু স্থানে স্থাপন করা হয়েছে। সিংহাসনের সম্মুখে অগণিত মানুষ সমবেত ছিল। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে দন্ডায়মান অবস্থায় ভাষণ দান করলেন। আর খতমে নবুওয়্যতের আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারীদের প্রশংসা করলেন এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের দিকে ইঙ্গিত করে তাঁদের প্রতি তাঁর

৮। হোকায়াতে আউলিয়া, পৃষ্ঠা ২৭১-৭২

সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। যখন তাঁর ভাষণ শেষ হলো তখন গায়ব থেকে একটি মেঘ খন্ড দেখা দিল এবং তা থেকে এই শব্দ শ্রুত হলো যে, আমি সে সব লোকের পূর্বের সমস্ত গুণাহ মাফ করে দিয়েছি, যারা আন্তরিকভাবে খতমে নবুওয়্যতের সংগ্রামে অংশ নিয়েছে এবং এজন্যে ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় দিয়েছে। একটু পরে আর একটি মেঘখণ্ড আকাশে দৃশ্যমান হলো, তাতে একটি মানুষের হাত দেখা গেল, সে হাতে ছিল একটি আমামা; গায়বী আওয়াজ আসলঃ "নিজের দস্তে মোবারকে আতাউল্লাহ্ বোখারীকে পাগড়ী পরিয়ে দিন" (মাওলানা আতাউল্লাহ্ শাহ্ বোখারী (রহঃ) অত্যন্ত বড় আলেম ও বাগ্মী ছিলেন, খতমে নবুওয়্যতের আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং এজন্যে তিনিও কারাবরণ করেছিলেন)। এরপর হযরত রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাওলানা শাহ্ আতাউল্লাহ্ বোখারীর মাথায় পাগড়ি পরায়েদেন। মজলিস যখন শেষ হবার পথে তখন একজন আরজ করলো, আমাদের একান্ত আকাংক্ষা আমার মুসাফেহা করার সৌভাগ্য লাভ করি। হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ মোতাবেক সকলে কাতারবন্দী হয়ে দণ্ডায়মান হলেন, তিনি প্রত্যেকের সঙ্গে মুছাফেহা করে অগ্রসর হলেন, তখন আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে সময় শাহ আতাউল্লাহ্ বোখারী (রহঃ) শুক্কুরের (সিন্ধু) কারাগারে বন্দী ছিলেন। সুফী মোহাম্মদ তোফায়েল যখন শাহ আতাউল্লাহ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত করতে গেলেন এবং তাঁর নিকট এ স্বপ্ন বর্ণনা করেন, তখন তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে ক্রনন্দন করতে লাগলেন।[১]

PDF BY (MASUM BILLAH SUNNY)
SUNNIPEDIA.BLOGSPOT.COM

[১] সিরাতুন্নবী আর ওয়াসালুন্নবী ৩৫০

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে ও জাগ্রত অবস্থায় দেখা

১৩। শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলবী (রহঃ) তার মাদারেজুন নবুওয়াত কিতাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে ও জাগ্রত অবস্থায় সাক্ষাত লাভ বিষয়ে লিখেন-

যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখল, নিঃসন্দেহে সে সত্য ও সংশয়হীন ভাবে তাঁকেই দেখল ! এ জন্য যে, শয়তান তাঁর আকৃতি ধারণ করতে পারে না। তাকে এ শক্তি দেওয়া হয় নাই যে, সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আকৃতি ধারণ করে ধোকা ও প্রতারণা করবে। এক বর্ণনায় এসেছে, যে আমাকে দেখল, সে সত্যিই আমাকে দেখল। হযরত জাবির (রাঃ) বর্ণনায় এসেছে যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে আমাকে দেখল, সে সত্যিই আমাকে দেখল । মোটকথা, শয়তানকে যদিও সে কোন ধরনে আকৃতি ধারণ করার শক্তি দেওয়া হয়েছে, তবে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আকৃতি ধারণ করার শক্তি দেওয়া হয় নাই। এ জন্য যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিদায়াত প্রকাশকারী আর শয়তান গোমরাহী প্রকাশকারী। হিদায়াত ও গোমরাহী একটি আরেকটির বিপরীত। এমনকি শয়তান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হিদায়াতও গোমরাহী উভয়টির সৃষ্টিকারী। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্তা উভয়টির জন্য সদৃশতার মহল নয়।

কোন কোন উলামায়ে কিরাম বলেন, এ মর্যাদাটি সমস্ত নবীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আর শয়তান কোন নবীর আকৃতিই ধারণ করতে পারে না। কিন্তু 'মাওয়াহিবে লাদুনিয়া গ্রন্থকার এ মর্যাদাকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ই বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন। স্বপ্নযোগে রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখার ক্ষেত্রে বিশেষ কোন আকৃতিতে দেখার শর্ত নাই। যে ব্যক্তি যে আকৃতিতেই দেখুক না কেন, নিশ্চিতভাবে যেন তাঁকেই দেখলেন। আবার কেহ কেহ সন্দেহের পথ গ্রহণ করে এ কথা বলে যে, বিশেষ আকৃতিতে দেখলেই শুধু তা সঠিক হতে পারে।

সারকথা হল, সে এ আকার-আকৃতিতে দেখল, বাস্তবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে আকৃতি ছিল। আবার কেহ কেহ আরও সংকুচিত করে বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ বিশেষ আকৃতিতে দেখল, দুনিয়া হতে যাওয়ার সময় তার যেই আকৃতি ছিল। এমনকি তারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাড়িগুলির মধ্যে পাকা

দাড়িগুলিরও লক্ষ্য রাখেন। অর্থাৎ তাঁর দাড়ি শরীফ বিশটির বেশী পাকা ছিল না। তারা বলেন, স্বপ্নের তা'বীর করতে অত্যন্ত পারঙ্গম ব্যক্তি ইবনে সীরীনের নিকট যদি কেহ এগিয়ে বলত, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছি। তো তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করতেন, বল কোন আকৃতিতে দেখেছ ? যদি সে এ আকৃতির কথা না বলত যে রকম আকৃতি তাঁর ছিল, তবে তিনি তাকে বলতেন, তুমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিয়ারত কর নাই। উলামায়ে কিরাম বর্ণনা করেন যে, এ হাদীসের সনদ সহীহ । (মহান আল্লাহই ভাল জানেন)।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর নিকট কোন ব্যক্তি বল্লে, আমি স্বপ্নযোগে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি। তিনি জানতে ইচ্ছা করলেন, কোন আকৃতিতে দেখেছ ? লোকটি বল্লে, সায়্যিদুনা হাসান (রা.) -এর মত আকৃতিতে দেখেছি। তখন ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, তুমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঠিকই দেখেছ । কোন কোন উলামায়ে কিরাম বলেন, তাঁর বিশেষ ও পরিচিত প্রকৃত আকৃতিতে দেখা হতেছে প্রকৃত অবস্থার উপলব্ধি। আর অন্য কোন আকৃতিতে দেখা হতেছে তার মত আকৃতির উপলব্ধি। তবে সমস্ত মুহাদ্দিসীনে কেরামের ঐকমত্য অনুযায়ী সঠিক কথা এই যে, যে কোন আকৃতিতেই দেখুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে তা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই দেখেছে বলে ধরা হবে। অবশ্য তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে দেখা পরিপূর্ণতার দাবী রাখে আকৃতিগত পার্থক্যই ধারণাগত পার্থক্য। যার ধারণার আয়না ইসলামের নূর দ্বারা যতটুকু পরিষ্কার ও নূরান্বিত হবে তার দর্শনও ততটুকু সঠিক ও পরিপূর্ণ হবে। এ বিষয়টির বিস্তারিত বিশ্লেষণ মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানেও দেখে নেওয়া দরকার।

মুসলিম শরীফের হাদীসে এসেছে ঃ من رانى فى المنام فسيرانى فى اليقظة "যে আমাকে স্বপ্নে দেখল, অচিরেই সে আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখবে। " কয়েকটি আলোচনায় এ হাদীসের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথমতঃ সে আখিরাতে দেখবে। অথচ উলামায়ে কিরাম বর্ণনা করেন যে, আখিরাতে গোটা উম্মতই হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করবে। স্বপ্নযোগে দর্শনকে নির্ধারণ করা হয়েছে। উলামায়ে কিরাম বলেন, এ ধরনের দর্শনের জন্য বিশেষ এক প্রকারের দর্শন ও বিশেষ প্রকারের নৈকট্য অর্জিত হবে। হতে পারে কতক পাপিষ্ঠ উম্মত কোন কোন সময়ে রাসূলের দর্শন হতে গুনাহ করার কারণে বঞ্চিত থাকবে। বিপরীতে এ ধরনের দর্শন দ্বারা সে বঞ্চনার ব্যর্থতা হতে নিরাপত্তা লাভ

করবে। দ্বিতীয়তঃ জাগ্রত অবস্থায় দেখার উদ্দেশ্য স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যার তার বিশুদ্ধতা। আর এ বিষয়টি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের সাথে সংশ্লিষ্ট। বিষয়টি এমন, যেন, তাদেরকে সুসংবাদ দেওয়া হতেছে যে, তাঁর যুগের যারাই স্বপ্নযোগে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করল, আশা করা যায় তারা তাঁর সুহবত লাভে ধন্য হবে। এ কথাটি একেবারেই সুস্পষ্ট। যেমন কোন কোন বর্ণনায়ও এসেছে যে, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাজির হওয়ার শক্তি রাখেনা। কিন্তু স্বপ্নযোগে সে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভে ধন্য হল। তিনি বললেন ঃ من رانى فى المنام فسير انى فى اليقظة "আমাকে যে স্বপ্নযোগে দেখবে, অবশ্যই অচিরেই সে জাগ্রত অবস্থায় আমাকে দেখবে। " আবার এ অর্থও হতে পারে যে, কোন কোন মহান আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাও মহান আল্লাহর রাস্তায় সাধনায় ব্রত কোন ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ যে, যে কোন সময় এ নিআমত দ্বারা ধন্য হয়ে জাগ্রত অবস্থায় রাসূলে সাক্ষাত লাভ করবার মর্যাদা ও ভাগ্য অর্জন করবে। কিন্তু উলামায়ে কিরাম নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দুনিয়া হতে ওফাত পাওয়ার পর জাগ্রত অবস্থায় তাঁকে দেখা অসম্ভব বলে মতপ্রকাশ করেছেন। 'মাওয়াহিবে লাদুনিয়া গ্রন্থকার তাঁর শায়খ হতে উদ্ধৃত করে বলেন যে, আমাদের মধ্য হতে চাই সে সাহাবী হউক কিংবা তার পরবর্তী যুগের কেহ হউক, জাগ্রত অবস্থায় তাঁর সাক্ষাত লাভ ধন্য হয় নাই। আর এ কথাও তো ভালভাবে প্রমাণিত আছে যে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর সায়্যিদুনা ফাতিমা যুহরা (রা.) শোকাহত হয়ে পড়েন। এমনকি বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী এ শোকে শোকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের ছয় মাস পর দুনিয়া হতে বিদায় নিয়ে গেলেন। অথচ তাঁর ঘর ছিল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নূরান্বিত কবরের পাশেই। কিন্তু বিরহের এ দীর্ঘ সময়ের কোন দিন জাগ্রত অবস্থায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছেন বলে কেহ বর্ণনা করে নাই। অবশ্য কোন কোন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি নিজেদের মনের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। যেমন বাযিরী কর্তৃক রচিত 'তাওছীকু ইবলাসিল ঈমান' গ্রন্থে ইবনে আবী হুমায়রা বর্ণনা করেছেন। আফীফ ইয়াফিঈ 'বায়তুজাতুই-নুফূস'ও ' রওযুর রাইহান' এবং তার অন্যান্য রচিত গ্রন্থে, শায়খ সফিউদ্দীন এসূর তাঁর পুস্তিকায় উল্লেখ করেছেন। মাওয়াহিবে লাদুনিয়া গ্রন্থে ইবনে আবী হুমায়রার উদ্বৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী এমন এক

দলের উল্লেখ করা হয়েছে, যা এ হাদীসের সত্যায়ন করে। অর্থাৎ من رانى فى المنام فسيرا نى اليقظة "স্বপ্নযোগে আমাকে দেখবে, জাগ্রত অবস্থায় অচিরেই সে আমাকে দেখবে।" স্বপ্নযোগে আমি নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলাম। তারপর জাগ্রত হয়েও তাঁর সাক্ষাত লাভে ধন্য হলাম। তিনি নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হতে সমস্যার সংকট হতে উত্তরণের ব্যবস্থা জানিয়ে নিলেন। নবী তাকে তা হতে মুক্তির রাস্তা দেখিয়ে দিলেন। মানুষ যদি ওলীদের সাথে যা যা বলবে সে তা অস্বীকার করবে। আর যদি সে বিশ্বাস করে এবং সত্যায়ন করে, তবে তাকে বলে দেওয়া উচিত যে, জাগ্রত অবস্থায় রাসূলের দর্শন লাভ করার বিষয়টি ও এ কারামতেরই অন্তর্ভূক্ত। কেননা, আওলিয়ায়ে কিরামের জন্য এমন অস্বাভাবিক আত্যাশ্চর্য বিষয় চাই তার উর্ধ্বজগতের হতে হউক, বা নিম্নজগত হতে উন্মোচিত হয়, যার উপর অন্য কোন মানুষ শক্তি রাখেনা। তা ছাড়াও "মাওয়াহিবে লাদুনিয়া" গ্রন্থকার উল্লেখ করেন, শায়খ আবূ মানসূর তাঁর পুস্তিকায় উল্লেখ করেছেন, "বুযুর্গগণ বর্ণনা করেন যে, শায়খ আবুল আব্বাস কুসতোলানী একবার রাসূলের দরবার হাজির হলেন। নবী আকরাম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, اخذ الله بيدك احمد অর্থাৎ "হে আহমদ! আল্লাহ তোমার হাত ধরুন।"

শায়খ আবুস সাউদের উদ্বৃতি দিয়ে "মাওয়াহিবে লাদুনিয়া" গ্রন্থকার বলেন, আমি তোমাদের শায়খ আবুল আব্বাস ও অন্যান্য মাশায়িখ ও বুযুর্গদের সাক্ষাত লাভ করেছি। তারপর সকলের হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমি মশগুল হয়ে পড়লাম এবং বিভিন্ন বিষয়ের উন্মোচন শুরু হয়ে গেল। তারপর আমি শায়খকে রাসূলে কারীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত দেখতে পেলাম। সবার শেষে রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার সঙ্গে মুসাফাহা করলেন।

হযরত শায়খ আবুল আব্বাস হারাঁ বলেন, একবার আমি রাসূলের দরবারে হাজির হলাম। দেখলাম, রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আওলিয়ায়ে কিরামের জন্য বিভিন্ন আহকাম ও ফরমান লিখতেছেন। আমার ভাই মুহাম্মদের জন্যও রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ফরমান লিখেছেন। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম !) আমার জন্য কি কোন ফরমান লেখেন নাই? রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, তা ছাড়া তাঁর জন্য অন্য একটা অবস্থান আছে।

ইমাম হুজ্জাতুল ইমাম গাজ্জালী তাঁর গ্রন্থ 'আল-মুনকিযু মিনাদ দালাল-এ বলে ছেন, আরবাবে কুলূব জাগ্রত অবস্থায় ফেরেশতাদের এবং নবীদের রূহসমূহ প্রত্যক্ষ করেন, তাদের আওয়াজ শোনেন, তাদের হতে নূর কুড়িয়ে নেন ও বিভিন্নভাবে উপকৃত হন।

হযরত সায়্যিদ নুরুদ্দীন আল-হাই তাঁর পিতা সায়ফুদ্দীন ও সায়্যিদ আফীফুদ্দীন হতে ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, তিনি কখনও কখনও যিয়ারতের সময় কবর শরীফের ভিতর হতে عليك السلام يا ولدى "তোমার উপর সালাম হউক হে আমার সন্তান" বলে সালামের জবাব দিতেন।

মাওয়াহিবে লাদুনিয়া এ ধরনের অনেক ঘটনাই বর্ণনা করা হয়েছে যে গুলির দ্বারা জাগ্রত অবস্থায় ও স্বপ্নযোগে রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর দর্শনের কথা উল্লেখ রয়েছে। উদ্ধৃত করা হয় যে, শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী কাদ্দাসাল্লাহু সিররাহুল আযীয 'আরিফুল মা'আরিফ' গ্রন্থে শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে আমি যতক্ষন পর্যন্ত বিবাহ করার ইচ্ছা পোষণ করি নাই, যতক্ষণ রাসূলে খোদা সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বিবাহ করার নির্দেশ না দিয়েছেন।"

গ্রন্থকার বান্দা মিসকীন আব্দুল হক ইবনে সায়ুফুদ্দীন (রহঃ) (মুহাদ্দীসে দেহলবী) সাব্বাতাল্লাহু ফী মাকামিস-সিদক ওয়াল-ইয়াকীন বলেন ঃ 'বাহজাতুল আসরার' শায়খ আবুল হাসান আলী ইবনে ইউসুফ শাফিঈ খামী রহমাতুল্লাহি আলাইহির রচিত গ্রন্থ। উক্ত শায়খ ও হযরত গাওছুছ ছাকলাইন শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.)-এর মাঝখানে দু:টি রেওয়ায়েত (মাধ্যম) রয়েছে। তিনি হযরত শায়খ জালীলুল কদর আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে শায়খ আব্দুল্লাহ আযহারী হুসাইনী (রহ.)-এর মজলিসে হাজির হলাম। তখন তাঁর মজলিসে দশ হাজার মানুষ বসে ছিলেন। আর শায়খ আলী ইবনে হায়তামীর একেবারে সামনে উপবিষ্ট ছিলেন। কেননা, তাঁর বসার জন্য এ জায়গাটি নির্ধারণ করে রাখা হয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে গেলেন। এমন সময় শায়খ আব্দুল কাদির জীলানী (রহ.) বললেন, চুপ হয়ে যাও। ফলে সবাই চুপ হয়ে গেল। তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস আওয়ায ছাড়া আর কোন আওয়ায শোনা যেতে ছিল না। হযরত জীলানী (রহ.) মিম্বর হতে নামলেন এবং হযরত শায়খ হায়তীর সামনে আদবের সাথে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং খুব মনোযোগের সাথে তাঁর দিকে তাকিয়ে রহিলেন। তারপর যখন হযরত শায়খ আলী জাগ্রত হলেন, তখন বললেন, হে শায়খ! তুমি কী স্বপ্নযোগে রাসূলে কারীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতেছিলে? তিনি বলতে লাগলেন, হ্যাঁ। গাওছুল আ'যম বললেন, এ জন্যই

তো আমি আদব বজায় রেখে ছিলাম। রাসূলে সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লা
তোমাকে কি উপদেশ দিলেন? তিনি বললেন, আপনার খিদমতে হাজি
থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তখন হযরত আলী হায়তী মানুষদেরকে বললেন,
স্বপ্নযোগে আমি যা কিছু দেখলাম, হুযূর গাওছুল আ'যম জাগ্রত অবস্থাতেই ত
দেখলেন। এ দিন উপস্থিত লোকদের মধ্যে সাতজন ব্যক্তি (মহান আল্লাহর
ভয়ে) মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল। জানিয়ে রাখতে হবে যে,

'মাওয়াহিবে লাদুনিয়া গ্রন্থকার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লামকে দেখা যাওয়া প্রসঙ্গে মাশায়েখে কিরামের মতামত উদ্ধৃত করার পর
শায়খ বদরুদ্দীন হাসান ইবনে আহলআল হতে বর্ণনা উদ্ধৃত করেন যে, জাগ্রত
অবস্থায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দর্শন লাভ করার
ঘটনা সেই সব আওলিয়ায়ে কিরামের নিকট হতে তাওয়াতুর অর্থাৎ
অধিকসংখ্যক লোকের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়েছে যাদের এমন
শক্তিশালী ইলম অর্জিত আছে, যার মধ্যে কোন ধরনের সন্দেহ-সংশয়ের
অবকাশ নাই। দর্শন লাভের সময় আওলিয়ায়ে কিরামের অনুভূত শক্তি হারিয়ে
যায় এবং তাদের উপর এমন একটি অবস্থা বিরাজ করে যা ভাষায় প্রকাশ করা
যায় না। এ দর্শন লাভের মধ্যে তাদের মর্যাদা ও অবস্থাসমূহ ভিন্ন ভিন্নও
কমবেশী হয়ে থাকে। কখনও তারা স্বপ্নযোগে দর্শন লাভে ধন্য হন, আবার
কখনও অনুভব শক্তির অদৃশ্যে যাকে তারা জাগ্রত ধারণা করেন দর্শন লাভে
ধন্য হন, আবার কখনও কখনও নিজের কল্পনার খেয়াল দেখে ধারণা করে
নেন যে, প্রকৃতপক্ষে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দর্শন লাভ
নিদ্রা ও জাগরণের মাঝামাঝি অবস্থায় অর্থাৎ তন্দ্রায় হয়ে থাকে। হ্যাঁ,
আরবাবে কুলুব যারা সর্বদা মুরাকাবার ধ্যান করার মধ্যে ব্যস্ত থাকে, মানবিক
নোংরামি হতে পাক-পবিত্র থাকে, দুনিয়া ও দুনিয়াবাসী হতে সাধারণত পৃথক
থাকে এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সৌন্দর্য প্রভার
উপর আশিক ও আগ্রহী থাকে, তারপর তারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়া সাল্লামের দর্শন লাভ এ অবস্থায় করতে পারে, যেমননি ভাবে সায়্যিদুনা
গাওছুল আ'যম শায়খ আব্দুল কাদির জীলানী (রহ.) প্রত্যক্ষ দর্শনের জগতের
নিজ চোখে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বীয় আকৃতিতে
তাঁর যিয়ারত করলেন। তাঁর এমন ইখতিয়ার ছিল যে, প্রত্যেক জগতের
যেখান পর্যন্ত শারীরিক অস্তিত্বের সম্পর্ক আছে, সেখানে যওকের অবস্থাতেই
কথাবার্তা বলতেন।

হযরত শায়খ আবুল আব্বাস মুরসী হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক
মুহূর্তের জন্যও যদি সায়্যিদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

সৌন্দর্য্যের প্রভা দুনিয়া হতে লুকিয়ে যায়, তবে আমি আমার নিজেকে
মুসলমানদের মধ্যে গণ্য করব না। এটিও নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়া সাল্লামের সুনান, আদাব, সুলূক ও চাল-চলনের মধ্যে সার্বক্ষণিক দর্শন ও
উপস্থিতির উপর প্রয়োগ করা হবে। তা নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লামের এ ইরশাদের ভিত্তিতে ধরা যায়, যাতে বলা হয়েছে- الاحسان ان
تعبد الله كانك تراه "ইহসান অর্থ হল তুমি আল্লাহর ইবাদত এমন ভাবে
করবে, যাতে তুমি আল্লাহকে দেখতে পাও।" শায়খ আবুল আব্বাস মুরসীর এ
বক্তব্যের পর বদর ইহলাল বলেন, মাশায়খে কিরামের কালাম ও বিভিন্ন
বক্তব্যের মধ্যে যা কিছু বলা হল তা বৈধ রাখার ক্ষেত্রে এ বক্তব্য। তার
সারকথা হল এ যে, অবচেতনা ও বিস্মৃতির পর্দায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম আচ্ছাদিত নন এবং সার্বক্ষণিক ভাবে কথা ও কাজে
মুরাকাবা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধ্যান করার দিক
থেকে চক্ষুষ্মান থাকে। আর এ উদ্দেশ্য লওয়া হয় নাই যে, নিজ চোখে নবী
করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রূহের চিহ্নসহ আচ্ছাদিত নহে।
কেননা, তা সম্ভব নহে। মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়ার বক্তব্যের সারকথা হল, যা
তারা চর্মচোখে জাগ্রত অবস্থায় দর্শন লাভের অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে উদ্ধৃত
করেছেন। শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলবী (রহঃ) বলেন দওয়াল
ইয়াকীন বলেন, সার্বক্ষণিক মুরাকাবা, শওক ও মহব্বতের আতিশয্যার
উপস্থিতি, খেয়ালে ও চোখের দর্শন ও সাদৃশতার কল্পনা করা আহলে তলবও
আসহাবে সুলূকের একটি স্তর। যার দ্বারা তারা লাভবান ও আনন্দিত হয়।
আকৃতির সদৃশতার দর্শন প্রসঙ্গে আলোচনা চলতেছে। যেমনটি স্বপ্নযোগে বৈধ
হয়ে থাকে যে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শারীরিক
গঠনের অস্তিত্ব দৃশ্যমান হয়ে পড়ে এবং তাতে শয়তানের কোন দখল থাকে
না। জাগ্রত অবস্থায়ও তা অর্জিত হয়ে থাকে। ঘুমন্ত ব্যক্তি যেমননি ভাবে
স্বপ্নযোগে দেখে থাকে, জাগ্রত ব্যক্তিও তেমনিভাবে দেখে থাকে। 'বাহজাতুল
আসরার'-এর ঘটনা দ্বারা এ কথাই বুঝা যায়।

এমনি ভাবে এক হাদীসে এসেছে, আমি হযরত মূসা (আ)-কে কয়েক
হাজার বনী ইসরাঈলের সঙ্গে ইহরাম বাঁধা অবস্থায় তালবিয়া পড়তে ও হজ্জ
করতে দেখেছি। এ দেখাকে ও স্বপ্নযোগে ও ইয়াকীনের উপর অতিরঞ্জন করে
প্রয়োগ করা বাহ্যিক অবস্থার পরিপন্থী। ফেরেশতার মানবাকৃতিতে আগমন
করার বিষয়টি প্রকৃত বিষয়। এর দ্বারা এ কথা অপরিহার্য হয়ে পড়ে না যে,
নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর শরীফ হতে বের হয়ে

আসবেন। আর এ কথাও অনিবার্য হয়ে পড়ে না যে, জাগ্রত অবস্থায় দর্শ
লাভকারী ব্যক্তিকে পারিভাষিক 'সাহাবী' বলা হবে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্র
তারা অবশ্যই সাহাবীর বিধানভুক্ত হবেন। আর অনুভূতির জগতে যদি
যিকরের প্রবলতার কারণে অদৃশ্যতা সাব্যস্ত নিদ্রা বা স্বপ্ন সাব্যস্ত না করে,
তবে কোন বিষয় তার অন্তরায় নহে। কেননা, ঘুম বা নিদ্রা হতেছে। মস্তিষ্কে
স্বভাবগত সিক্ততার প্রবলতার কারণে অনুভূতি শক্তি লোপ পাওয়ার নাম। আর
এ স্থানে অনুভূতির অদৃশ্যতা প্রত্যক্ষ যিকিরের প্রবলতার কারণে হয়ে থাকে।
আর তা জাগ্রত অবস্থা হয়, ঘুমন্ত অবস্থায় নহে।

আলোচনার সারাংশ এ দাঁড়াল যে, ওফাতের পর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লামের দর্শন লাভ হল আদর্শিক। যেমনটি সাধারণত মানুষ
ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে থাকে। এমনি ভাবে জাগ্রত অবস্থায়ও দর্শন লাভে ধন্য
হওয়া যায়। আর মদীনা শরীফে কবর মুবারকে যে অস্তিত্ব শায়িত আছেন,এ
অস্তিত্বেরই অনুরূপ। আর একই মুহূর্তে একাধিক স্থানে দ্যুতি ছড়াতে পারেন
যা সাধারণকে স্বপ্নযোগে আর বিশিষ্টদেরকে জাগ্রত অবস্থায় ধন্য করেন।
'মাওয়াহিবে লাদুনিয়া গ্রন্থকার নিজেই বলেন, যে ব্যক্তি আওলিয়ায়ে কিরামের
কারামতের সত্যায়ন করে আর আওলিয়ায়ে কিরাম তার যোগ্যতা রাখে যে,
আসমান ও যমীনের সমস্ত কিছু নিঃসন্দহে তাদের নিকট উন্মুক্ত হয়ে যায়। এ
দর্শন লাভটি ও জইফ। ইমাম গাযালী (রহ.) বলেন ঃ সাধারণরা স্বপ্নযোগে যা
দেখে থাকে, বিশিষ্ট রাও তাই জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পায়। আর সাধারণ
মানুষ শ্রম সাধনা করে যা অর্জন করে, আওলিয়ায়ে কিরাম বিনাশ্রমে আল্লাহ
তা'আলার ধনভাণ্ডার হতে তা পেয়ে যান। والله يقول الحق وهو يهدى
السبيل "আল্লাহ সত্য কথাই বলেন এবং তিনি সরল পথ নির্দেশ করেন"।

সতর্কতা

যদিও স্বপ্নযোগে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দর্শন লাভের বিষয়টি সত্য ও প্রমাণিত তথাপি উলামায়ে কিরাম বলেন ঃ স্বপ্নযোগে যেসব বিষয় শরীআতের বিধি-বিধান সম্পর্কিত শ্রবণ করবে, সে সব বিষয়ে আমল করবে না। এটা এ ভিত্তিতে নহে যে, দর্শনগতভাবে কোন সন্দেহ-সংশয় আছে। বরং এ জন্য যে, স্বপ্নযোগের অর্থাৎ ঘুমন্ত অবস্থায় নিয়ন্ত্রণশক্তির স্মৃতিশক্তি অরক্ষিত থাকে। যেমনটি উলামায়ে কিরাম বলে থাকেন। আর বিধি-বিধান সংক্রান্ত বিষয় শোনার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, এমন শরঈ বিধান যা দীন ও শরীআতের পরিপন্থী (এর উপর আমল করা যাবে না)। অন্যথায় যেসব বিষয় শরীআত পরিপন্থী নহে, সে গুলি মানতে ও তার উপর আমল করতে কারও কোন দ্বিমত নাই। কেননা, অনেক মুহাদ্দিস স্বপ্নযোগে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হতে হাদীস সংশোধন করেছেন। আর নিবেদন করেছেন অমুক হাদীস কি? আপনার নিকট থেকে বর্ণনা করা হয়েছে? তার উত্তরে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ্যাঁ' বা 'না' বলে জওয়াব দিয়েছেন। জাগ্রত অবস্থায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দর্শন লাভ করেও কোন কোন শায়খ ইলম সম্পর্কিত ব্যাপারে উপকৃত হয়েছেন। (মহান আল্লাহই ভাল জানেন)।

হায়াতুন্নবী (দ.) তাঁর দেখা প্রসঙ্গ

১৪। আল্লামা আলুছী (রহ) বলেন

قال العلامة الآلوسي في تفسيره روح المعاني [٢٢/٣٦]١ عند كلامه على نزول المسيح عليه السلام: (لا يبعد أن يكون عليه السلام قد علم في السماء بعضا ووكل إلى الإجتهاد والأخذ من الكتاب والسنة في بعض آخر وقيل : إنه عليه السلام يأخذ الأحكام من نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم شفاها بعد نزوله وهو في قبره الشريف عليه الصلاة والسلام وأيد بحديث أبي يعلى والذي نفسي بيده لينزلن عيسى إبن مريم ثم لئن قام على قبري وقال يا محمد لأجيبنه.

وجوز أن يكون ذلك بالاجتماع معه عليه الصلاة والسلام روحانية ولا بدع في ذلك فقد وقعت رؤيته صلى الله تعالى عليهوسلم بعد وفاته لغير واحد من الكاملين من هذه الأمة والأخذ منه يقظة

তাফসীরে রুহুল মায়ানী আল্লামা আলুছী (রহ) ঈসা আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবতরণ প্রসংগে বলেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসমানে কাউকে শিক্ষা দেন এবং কাউকে কিতাব ও সুন্নাহ থেকে ইজতিহাদ করতে বলেন। কেউ কেউ বলেন ঈসা (আ:) নবী করিম (দ:) এর কাছ থেকে আহকাম শিক্ষা নেন এবং তা তিনি পৃথিবীতে অবতরণের পর বর্ণনা করবেন। এ উক্তির স্বপক্ষে আবু ইয়ালার একটি হাদীস আছে। হাদীসটি হচ্ছে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন সেই সত্ত্বার কসম যার হাতে আমার প্রাণ অবশ্যই ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ:) জমীনে অবতরণ করবেন। তার পর তিনি যদি আমার কবরে দাড়িয়ে বলেন হে মোহাম্মদ। তা হলে আমি অবশ্যই তার জবাব দেব।

হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে এ সাক্ষাৎ অনেকের রুহানী অবস্থায় হয়। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাতের পর তাঁর কামেল উম্মতের একাধিক উম্মত এভাবে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছেন এবং জাগ্রত অবস্থায় তার সাথে কথা হয়েছে।

১৫। সিরাজ উদ্দিন ইবনে মিলকন বলেন

قال الشيخ سراج الدين بن الملقن في طبقات الأولياء : قال الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس سره : رأيت رسول الله قبل الظهر فقال لي : يابني لم لا تتكلم قلت : يا أبتاه أنا رجل أعجم كيف أتكلم على فصحاء بغداد؟! فقال : افتح فاك ففتحته فتفل فيه سبعا وقال : تكلم على الناس وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فصليت الظهر وجلست وحضرني خلق كثير فارتج علي فرأيت عليا كرم الله تعالى وجهه قائما بازائي في المجلس فقال لي : يا بني لم لا تتكلم قلت : يا أبتاه قد ارتج علي فقال : افتح فاك ففتحته فتفل فيه ستا فقلت : لم لا تكملها سبعا؟ قال : أدبا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . ثم توارى عني فقلت : غواص الفكر يغوص في بحر القلب على درر المعارف فيستخرجها إلى ساحل الصدر فينادي عليها سمسار ترجمان اللسان فتشتري بنفائس أثمان حسن الطاعة في بيوت أذن الله أن ترفع وقال أيضا في ترجمة الشيخ خليفة بن موسى النهر ملكي : كان كثير الرؤية لرسول الله عليه الصلاة والسلام يقظة ومناما فكان يقال :

ان اكثر أفعاله يتلقاه منه يقظة ومناما ورآه في ليلة واحدة سبع عشرة مرة قال له في إحداهن : يا خليفة لا تضجر مني فكثير من الأولياء مات بحسرة رؤيتي

طبقات الاولياء এর মধ্যে থেকে সিরাজ উদ্দিন ইবনে মিলকন বলেন শায়খ আব্দুল কাদির কাইলানী বলেছেন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জোহরের নামাজের পূর্বে দেখি তিনি আমাকে বলেন হে বৎস! তুমি কেন কথা বলনা। আমি বললাম একজন অনারবী (আহমী) লোক, কি ভাবে বাগদাদের বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলব। এমন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তোমার মুখ খোল। আমি মুখ খোললাম। তখন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার মুখে সাতবার থুথু দিলেন এবং বললেন মানুষদের সাথে কথা বল এবং হেকমত ও নসীহতের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করুন। তারপর আমি জোহরের নামাজ পড়ে নিলাম এবং বসে পড়লাম। তখন আমার সামনে অনেক লোক হাজির হলেন। এর মধ্যে হযরত আলী (রা:) কে দেখলাম তিনি বললেন হে বৎস! তুমি কেন কথা বলছনা। আমি বললাম আমার ভয় লাগছে। তখন তিনি (রা:) বললেন তুমি তোমার মুখ খোল আমি মুখ খোললাম। তখন আলী (রা:) আমার মুখে ছয়বার থুথু দিলেন। আমি তখন বললাম সাতবার কেন পূর্ণ করলেন না। তিনি বললেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মান। এর পর তিনি চলে গেলেন। এভাবে ترجمة الشيخএর মধ্যে খলিফা ইবেন মুসা আন্নাহার মালিকী বলেন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে তার আনেক বার জাগ্রত ও ঘুমন্ত অবস্থায় সাক্ষাৎ হয়েছে। বলা হব তিনি অনেক কাজ হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছ থেকে জাগ্রত ও ঘুমন্ত অবস্থায় জেনে নিতেন। তিনি একই রাত্রে তাঁকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সতের বার দেখেছেন এবং এর মধ্যে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে একবার বলেছেন অস্থির হওনা কারণ অনেক অলিগণ আমার সাথে দেখার আশা রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন।

১৬। সাইয়্যিদ আবুল ফজল আহমদ বিন মোহাম্মদ আব্দুল করিম বিন আব্দুর রহিম বিন আব্দুল্লাহ তাজউদ্দিন ইবনে আতাউলা সিকন্দরী (রহ)ওফাত ৬৫৮ হিজরী

সাইয়্যিদ আবুল ফজল আহমদ বিন মোহাম্মদ আব্দুল করিম বিন আব্দুর রহিম বিন আব্দুল্লাহ তাজউদ্দিন ইবনে আতাউলা সিকন্দরী (রহ)ওফাত ৬৫৮ হিজরী বলেন

وقال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في لطائف المتن : قال رجل للشيخ أبي العباس المرسي يا سيدي صافحني بكفك هذه فإنك لقيت رجالا وبلادا فقال : والله ما صافحت بكفي هذه إلا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : وقال الشيخ لو حجب عني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين ومثل هذه النقول كثير من كتب القوم جدا .اهـ

এবং শায়েখ তাজউদ্দিন ইবনে আতাউলাহ لطائف المتن এর মধ্যে বলেন জনৈক ব্যক্তি শায়খ আবু আব্বাস মুরসিকে বলেন, হে সাইয়াক আপনার হাতে আমি মুসাফাহা করতে চাই, কারণ আপনি অনেক শহরে গেছেন এবং অনেক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করেছেন। উচ্চস্বরে তিনি বলেন আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি আমার এ হাত দ্বারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্য কাউকে মুসাফাহা করিনি। তিনি বলেন বলেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি সামান্য সময় আমার চোখের আড়াল হন তবে আমি আমাকে মুসলমান বলে গণ্য করিনা। এভাবে কিতাবের মধ্যে আরো অনেক বর্ণনা আছে।

১৭। তাজউদ্দিন ইবনে আতাউলা সিকন্দরী (রহ)

সাইয়্যিদ আবুল ফজল আহমদ বিন মোহাম্মদ আব্দুল করিম বিন আব্দুর রহিম বিন আব্দুল্লাহ তাজউদ্দিন ইবনে আতাউলা সিকন্দরী (রহ)ওফাত ৬৫৮ হিজরী আর বলেন-

قال": ثم أن كثيرا من الصالحين يقول إنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة ولا ينكر هذا منهم وإنما هي رؤية روحانية لاجسمانية ولذلك يراه البعض دون البعض في المكان الواحد ولو كان بجسمه لرآه كل أحد لأن رؤية الجسم لا تتوقف على صلاح التقوى بل رآه الكفار في حليته صلى الله عليه وسلم وشرار الخلق وخيارهم واعلم أن الشيطان لا يمكنه أن يتمثل بصورة الأنبياء – عليهم الصلاة والسلام - وهذا لطف وكرامة من الله – تعالى – زيادة في حفظهم وعصمتهم منه حتى لا يقدر على التشكل بشكلهم فإذا أكرم الله عبدا برؤية رسوله صلى الله عليه وسلم يقظة يتمثل له نوره الشريف بصورة جسمه الكريم وربما ظنه الرائي أنه الجسم الشريف لغلبة الحال

তিনি (শায়খ তাজউদ্দিন) বলেন অনেক সালেহ ব্যক্তিরা বলেন যে, তাঁরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জাগ্রত অবস্থায় দেখেছেন। এবং এটা অস্বীকার করা যায়না। অবশ্য সে দর্শন রুহানী ছিল জিসমানী নহে। এ কারণে একই স্থানে কেহ দেখেন আবার কেহ দেখেন না। আর যদি এ দর্শন জিসমানী হত তাহলে সকলেই দেখাও পেত। কারণ শারীরিক দর্শন খোদাভীরু বা তাকওয়ার উপর নির্ভরশীল নহে। বরং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশায় তাকে কাফের মুশরিক পাপী পূণ্য সকলেই দেখেছেন। এখানে

জেনে রাখা দরকার যে, শয়তান কোন নবীর রূপধারণ করতে পারেনা। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের সম্মান ও অধিক হেফাজত। তাই শয়তান তাদের রূপ ধারণ করতে পারবেনা। সুতরাং আল্লাহপাক যখন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দর্শন কোন ব্যক্তিকে সম্মানিত করতে চান তখন তার সামনে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর নূরকে শারীরিক আকৃতি রূপে ঐ ব্যক্তির সামনে উপস্থাপন করেন। এবং অনেক সময় দর্শক মনে করেন এটা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জিসম বা দেহ।

القاضي أبو بكر بن العربي أحد الأئمة المالكية، شارح صحيح الترمذي، في كتاب قانون التأويل، فقد قال– ذهبت الصوفية إلى أنه إذا حصل للإنسان طهارة النفس في تزكية القلب، وقطع العلائق، وحسم مواد أسباب الدنيا من الجاه والمال والخلطة بالجنس، والإقبال على الله تعالى بالكلية، علما دائما وعملا مستمرا، كشفت له القلوب، ورأى الملائكة وسمع أقوالهم، واطلع على أرواح الأنبياء، وسمع كلامهم، ثم قال ابن العربي من عنده: ورؤية الأنبياء والملائكة وسماع كلامهم ممكن كرامة، وللكافر عقوبة)الحاوي للفتاوى ج٢ ص٢٥٧، ٢٥٨

কাজী আবুবকর ইবনুল আরাবী তিনি একজন মালেকী ইমাম, সহীহ তিরমিজীর ব্যাখ্যাকার। তিনি كتاب قانون التأويل.. কিতাবে বলেন সুফীরা মনে করেন কোন মানুষের অন্তর যখন শুদ্ধ القلب تزكية হয় তখন তাদের অন্তর সমূহ খুলে যায় তারা ফেরেশতাদের দেখেন, তাদের কথা শোনেন, নবীদের রুহ দেখেন এবং চিনেন এবং তাদের কথা বার্তাও শোনেন। এরপর ইবনুল আরাবী তার পক্ষ থেকে বলেন। নবী ও ফেরেশতাদের দেখা, তাদের কথা শোনা সম্ভব এবং এটা কারামত।

১৮। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন

আল্লামা কাইয়্যিম (রহঃ) লিখেছেন যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রুহ মোবারক 'আ'লা ইল্লীয়্যীনে' রয়েছে, যেখানে অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের পবিত্র রুহ সমূহ রয়েছে। তাঁর দেহ মোবারক মদীনায়ে তৈয়্যেবায় রওদ্বায়ে পাকে সংরক্ষিত রয়েছে এবং রুহ মোবারকের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক এত গভীর ঘনিষ্ঠ এবং সুদৃঢ় হয়েছে যে, তিনি কবর শরীফে নামাজ আদায় করেন এবং তাকে যারা সালাম দেয়, তাদের সালামের জবাব প্রদান করেন। রুহ এবং দেহের এ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ভিত্তিতেই শবে মে'রাজে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মুসা (আঃ) কে তার কবরে নামাযরত অবস্থায় দেখেছেন। আর একথা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম তাদের কবর সমূহে জীবিত রয়েছেন। ১০

১৯। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) আর বলেন

ومن كَثُفَ إدراكُهُ، وغلظت طباعه عن إدراك هذا، فلينظرْ إلى الشَّمسِ فى عُلُوِّ محلها، وتعلُّقِهَا، وتأثيرهَا فى الأرض، وحياة النبات والحيوان بها، هذا وشأنُ الروح فوق هذا، فلها شأنٌ، وللأبدان شأن، وهذه النارُ تكون فى محلها، وحرارتُها تؤثِّر فى الجسم البعيد عنها، مع أنَّ الارتباط والتعلُّقَ الذى بَيْنَ الروحِ والبدنِ أقوى وأكملُ مِن ذلك وأتم، فشأنُ الروح أعلى من ذلك وألطف.

যার উপলব্ধি শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে এবং স্বভাব অলিদের ঐ শক্তি হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম সে যেন সূর্যের দিকে লক্ষ্য করে, তাদেরকে সুর্য্যের দিকে তাকাতে অনুরুদ করছি। সুর্য অতি উচ্ছে অবস্থান করছে অথচ তারা তার সংশ্রব ও তাছীর পৃথিবীর প্রতিটি শস্য ও প্রাণীর সাথে সমভাবে বিরাজ করছে। রূহ বা আত্মার অবস্থা সূর্যাপেক্ষা অতি উর্ধ্বে। কেননা রুহের অবস্থা এক প্রকার এবং দেহের অবস্থা অন্য রকমের হচ্ছে। আবার দেখুন আগুন থাকে তার কেন্দ্রে, অথচ তার তাপ দূরবর্তী বস্তু সমূহে প্রভাব সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে রুহ এবং দেহের মধ্যকার সম্পর্ক তা হতে অধিক শক্তিশালী সুতরাং রুহের সাথে দেহের সংশ্রব অতি উচ্চ ও অতি সুক্ষ। ১১

---

১০ আর রুহ পৃঃ-১৬৮

১১ যাদুল মায়াদ ৩য় খন্ড ৪১পৃষ্ঠা

২০। শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলবী (রহঃ)

দরুদ ও সালাম পেশ করা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামও একমত যে, রওদ্বায়ে পাকের সম্মুখে অথবা মসজিদে নব্বীতে যত নিঃস্বরেই দরুদ ও সালাম পেশ করা হোক না কেন, তা শ্রবণ করেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণতঃ আম্বিয়ায়ে কেরাম ব্যতীত সকল মানুষকে সওয়াল জওয়াবের জন্যে কবরে পুনর্জীবন দান করা হয়। এরপর পুনরায় মৃত্যুমুখে পতিত করা হয়, তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বিতীয়বার মৃত্যু আসবে না; হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেছিলেন যে, একবার মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণের পর আপনার ওপর দ্বিতীয় মৃত্যু আসবে না; এ কথাটি 'হায়াতুন নবীর' প্রতিই ইঙ্গিত বহনকারী। এজন্যেই হযরত শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) লিখেছেনঃ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মান ও মর্যাদা তেমনি ভাবেই করতে হবে, যেভাবে করা হতো তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর রেসালত সর্বকালের জন্যে, তিনি পৃথিবীতে অবস্থানকালে যেমন রাসূল ছিলেন, আজও তেমনি রাসূল রয়েছেন এবং থাকবেন। মসজিদে নব্বীতে এজন্যে উচ্চস্বরে কথা বলা আদবের খেলাফ। ১২

২১। মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন

মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত কোন অবস্থাতেই বাতিল হতে পারেনা; যদিও তিনি তার প্রকৃত আকৃতি ব্যতীত অন্য কোন আকৃতিতে দেখা দেন। এজন্যে যে, আকৃতি আল্লাহ পাকের তরফ থেকেই তৈরী হয়। ১৩

২২। ইমাম মহিউদ্দিন নববী (রঃ)

ইমাম মহিউদ্দিন নববী (রহঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীদার লাভ করা তা যে কোন পোষাকে বা আকৃতিতেই হোক না কেন, তারই দীদার লাভ করা। যে দেখেছে সে তাকেই দেখেছে তার আকৃতি তা প্রকৃত আকৃতি হোক বা রূপক আকৃতি হোক তা একই, কেননা গুণাবলী বা আকৃতির পরিবর্তন হয়না।

---

১২ মাদারেজুন নবুওত

১৩ স্বপ্ন জগতে প্রিয়নবী

২৩। হযরত রাসূল নোমা ও আই সি দেহলভী (রহঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীদার লাভ করা অত্যন্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার। আর এ সৌভাগ্য অর্জিত হয় আল্লাহ ওয়ালাদের কাতারে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার পর। কোন দোয়া-দুরুদ বা আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে এ সৌভাগ্য অর্জনের দৃষ্টান্ত হলো, কোন ঝাড়ুদার বাদশাহর দুয়ারে করাঘাত করে তাকে ডাকে; হয়তো বাদশাহ তার বিনম্র ও মধুর ব্যবহারের কারণে তাকে এজন্যে শাস্তি বিধান করেন না এবং বাইরে এসে তার দর্শন থেকেও তাকে বঞ্চিত করেন না, কিন্তু বিষয়টি তার মহান দরবারের আদবের খেলাফ। তবে স্বয়ং বাদশাহ যদি দয়া করে কোন ফকীরের কুটিরে তার পদধূলি দান করেন, তবে তাতে তার শানের খেলাফ কিছু হয় না; আর ফকীর তার দানে ধন্য হয়।

২৪। ইমাম মহিউদ্দিন নববী (রহঃ) আর বলেন

তিনি আরো বলেছেনঃ শয়তান তার আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করে ধোকা দিতে পারেনা। এ কাজটি তার পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা তিনি হলেন হেদায়েতের প্রাণকেন্দ্র, আর শয়তান হল গোমরাহীর মূল উৎস।

২৫। শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) বলেন

হযরত শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) লিখেছেনঃ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীদার ঈমান সালামতীর কারণ হয়। সবকিছুই মানুষের খাতেমার উপর নির্ভর করে। ১৪

এজন্যে সে কাজের ফলশ্রুতি হলো জীবনের শেষ অবস্থা ভালভাবে অতিবাহিত হওয়া তথা খাতেমা বিল খায়ের হওয়া। আর তিনি বলেন, যে আকৃতিতেই কেউ রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীদার লাভ করে, সে আকৃতি মোবারক তারই। যদি কোন ব্যক্তি বলে অথবা তিনি নিজেই এরশাদ করেন, আমিই রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তবে নিশ্চয় সে ব্যক্তি হযরত রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীদার লাভ করে। তার ব্যাপারে শয়তান কোন ভূমিকা রাখতে পারেনা। হযরত শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) "মাদারেজুন নবুওয়্যত" গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার পর লিখেছেনঃ মোট কথা এই মৃত্যুর পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীদার লাভ করা রূপক আকৃতিতে হয়, বা স্বপ্নেও হয় এবং জাগ্রত অবস্থায়ও হয়। যার মোবারক অস্তিত্ব মদীনা

১৪ মাদারেজুন নবুওত

মোনাওয়ারায় রওদ্বায়ে পাকে বিদ্যমান রয়েছে, তিনি সেখানে জীবিত আছেন, আরামরত রয়েছেন, তার রূপক আকৃতি প্রকাশ পায়। সাধারণ লোকেরা স্বপ্নে, আর বিশিষ্ট ব্যক্তিরা জাগ্রত অবস্তায় দেখতে পান। মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার পর সওয়াল-জওয়াবের সময়ও রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রূপক আকৃতি প্রকাশিত হয়।

২৬। কাজী আয়াজ (রঃ), ইমাম নববী (রহঃ) এবং ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) এ বিষয়ে একমত যে, যে কেউ যে কোন আকৃতিতেই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীদার লাভ করে তবে সে তারই দীদার লাভ করে। হাদীস শরীফে রয়েছেঃ যে আমাকে দেখলো সে সত্যিই আমাকে দেখলো, কেননা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে সক্ষম নয়। ১৫

ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো যে স্বপ্নে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীদার লাভ করবে, জাগ্রত অবস্থায় তার সত্যতা তার নিকট উদ্ভাসিত হবে।

২৭। ইমাম আব্দুল ওয়াহ্যাব শা'রানী (রহঃ) বলেন

এভাবে হযরত ইমাম আব্দুল ওয়াহ্যাব শা'রানী (রহঃ) লিখেছেন যে, তিনি তার আটজন সঙ্গীসহ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বোখারী শরীফ পাঠ করেছেন এবং বোখারী শরীফ খতম হওয়ার পর তিনি যে দোয়া করেছিলেন তাও হযরত শা'রানী (রহঃ) লিখেছেন।

২৮। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) বলেন

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) 'আল ফওজুল কবীর' গ্রন্থে লিখেছেন যে, আমি কোরআন মজিদ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রুহ মোবারক থেকে পাঠ করেছি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবার থেকে পাঠ করেছি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবার থেকে স্বপ্নে এবং জাগ্রত অবস্থায় যে সমস্ত হাদীস শ্রবণ করেছেন এবং যে সব হাদীস তিনি সংশোধন করেছেন।[১৬]

১৫ মাওয়াহেবে লাদুনিয়া
১৬ 'আল ফওজুল কবীর'

২৯। ইবনে হাজার মক্কী (রহ.) বলেন

ইবনে হাজার মক্কী (রহ.)। তিনি বলেছেন, আমার ও আমার পিতার শেখ, শেখ শামস্ আবুল হামায়েল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতে পেতেন। তখন তিনি তাঁর কামীসের গলার ভিতর মস্তক ঢুকিয়ে দিতেন ও পরে বলতেন– নবী করিম তাঁর সম্বন্ধে এ দু'টি উক্তি করে গিয়েছেন। অনন্তর তাই হতো, যা তিনি অস্বীকার করতেন না। হাফেয আব্দুল গনী নাবলুসী বলেছেন, এটা কোন আশ্চর্য ঘটনা ও ঐ শান কোন অদ্ভুত ঘটনা প্রসূত নয়। (এটা স্বাভাবিক ঘটনা) মৃতদের রূহসকল মরেনি এবং কখনও মরবে না। এটা হলো সৃষ্টির স্বাভাবিক বিধান। যখন তারা মাটির দেহ ত্যাগ করে, তখন তারা নিজ নিজ আকৃতি ধারণ করে যেরূপ ধারণ করতেন রুহুল আমীন জিবরাঈল (আ) বেদুঈনের আকৃতি আর দেহ্ইয়া কাল্বীর আকৃতি। এটা সহীহ হাদীস রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত। এটা হলো সাধারণভাবে সকল রূহের কথা। তবে যারা তাওহীদের পথ ছাড়া অপর বিভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে ও বিভিন্ন পাপপথে চলেছে এবং যারা মানুষের হক হুকুমের দায়ে দায়বদ্ধ এ অবস্থায় পরলোক গমন করেছে, তাদের কথা আলাদা। (তারা জান্নাতবাসী হয়ে গিয়েছে।) [১৭]

৩০। ইমাম শা'রানী (রহ.) বলেন

ইমাম শা'রানী (রহ.) 'মীযান' কিতাবে লিখেছেন ঃ

قَدْ بَلَغَنَا عَنْ ابىْ الْحَسَنْ الشاذلى وتلميذه ابى العباس المرسى وغيرهما انهم كانوا يقولون لو احتجبت رؤية رسول الله (ص) طرفة عين ما اعد دنا انفسنا من جملة المسلمين –

আবুল হাসান শাযেলী, তাঁর শাগরেদ আবুল আব্বাস মারাসী এবং অপরাপর অলীগণ সম্বন্ধে আমাদের নিকট এ বর্ণনা এ পৌছে যে, তাঁরা বলতেন যে, যদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দর্শন পলকের জন্যও আমাদের নিকট হতে আবরণের তলে পড়ে যেত, তখন আমরা নিজেদেরকে মুসলমানদের মধ্যে গণ্য করতাম না।[১৮]

---

১৭ নূরে মুজাছ্ছাম মুহাম্মাদুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

১৮ মীযান

৩১। ইমাম যুরকানী (রহ.) বলেন

ইমাম যুরকানী (রহ.) মাওয়াহিবের শরাহ-তৃতীয় খণ্ডে ইমাম কুরতবীর তায্‌কিরা হতে উদ্ধৃত করেছেনঃ

ان موت الانبياء انما هو راجــع الـــى ان غيبــوا عنــا بحيث لاتدركهم وان كان مؤجــود بــل احيــاء لايــراهم احد من نوعنا الا من خــصه الله تعــالى بكرامــة مــن اوليائه–

নিশ্চয়ই নবীগণের মৃত্যু সম্বন্ধে বলতে হলে এতটুকু বলতে হবে যে, তাঁদেরকে আমাদের দৃষ্টি আগোরচর করা হয়েছে, তারা বিদ্যমান আছেন এবং জীবিত; একমাত্র ব্যাপার আমরা তাঁদেরকে দেখতে পাই না। আমাদের মানুষের মধ্যে কেহই তাঁদেরকে দেখতে পায় না। একমাত্র দেখতে পান ঐ সমস্ত অলী যাদেরকে আল্লাহ্ তাঁদেরকে দেখার বিশেষ কারামত দান করেছন।[১৯]

৩২। ইমাম যুরকানী (রহ.) বলেন

لا يمنع رؤيــة النبـــى (ص) بجــسده وبروحــه لهــذا يقولــون ســائر الانبيــاء علــيهم الــسلام ردت الــيهم ارواحهــم بعــد مــا قبــضوا واذن لهــم مــن قبــورهم للتصرف فى الملكوت العلوى والسفلى–

রাসূলুলাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সশরীরে ও রূহানীভাবে দেখার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। এ কথা এ জন্য বলা হচ্ছে যে, সমস্ত নবীকেই মৃত্যুর পর তাঁদের রূহকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে এবং উর্ধ্বজগতে ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য তাঁদেরকে নিজ নিজ কবর হতে বের হয়ে আসার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।[২০]

---

১৯ তায্‌কিরা

শরহে মাওয়াহিবুল্লাদুন্নীয়া

২০ শরহে মাওয়াহিবুল্লাদুন্নীয়া

ইমাম যুরকানী (রহ.) বলেন

৩৩। ইমাম যুরকানী (রহ.) দশম মকসাদে লিখেছেন ঃ

ولاريب ان حاله صلى الله عليه وسلم فى البرزخ افضل واكمل من حال الملائكة هذا سيدنا عزرئيل عليه السلام يقبض الف مائة روح او ازيد فى وقت واحد ولايشغله قبض عن قبض وهو مع ذالك مشغول بعبادة الله تعالى مقبل على التسبيح والتقديس فنبينا صلى الله عليه وسلم حتى فى قبره يصلى ويعبد ربه ويشاهده ولا يزال فى حضرة اقترابه اى دنوه متلذذا بسماع خطابه وكذا كان شاهه وعادته فى الدنيا يقبض على امته من سجات الوحى مما افاضه الله عليه ولايشغله هذا الشأن وهو شان افاضة الانوار القدسية على مهمة عن شغله با لحضرة الالهية-

এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আলম-ই-বরযখে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবস্থা ফেরেশতাগণের অবস্থা হতে মর্যাদায় আরো শ্রেষ্ঠ। এই যে সাইয়্যেদেনা হযরত আজরাঈল (আ) এক লক্ষ বা তার অধিক রূহ্ কবজ করে থাকেন অথচ এক রূহ্ অপর রূহ্ কবজের বিঘ্ন ঘটায় না। অধিকন্তু তিনি আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতেও মশগুল, তিনি আল্লাহ্র তাসবীহ ও তাকদীসে রত আছেন। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ কবরে জীবিত আছেন। তিনি সেখানে নামায পড়ে থাকেন ও তাঁর পরওয়ারদেগারের ইবাদত করে থাকেন, তিনি তাঁকে মুশাহিদা করে থাকেন, তিনি সব সময় আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত আছেন, তাঁর খেতাব শ্রবণে নিজেকে আনন্দিত করেন। এ রীতি দুনিয়ায়ও ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর উপর যা নিক্ষেপ করতেন, তিনি তা উম্মতের উপর নিক্ষেপ করতেন, তিনি তা উম্মতের উপর নিক্ষেপ করতেন। উম্মতের উপর আনওয়ার-ই-কুদসীয়ার ফয়েয নিক্ষেপের শান ও উম্মতের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণের শান তাঁকে আল্লাহ্র দরবারে হুযূরীর শানে ব্যাঘাত ঘটাত না।[২১]

[২১] শরহে মাওয়াহিবুল্লাদুন্নীয়া দশম মকসাদে পৃ-৩৬৪

শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) বলেন

৩৪। শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) 'ফুয়ুযুল হারামাইনে' লিখেছেন ঃ

ورايته (ص) فى اكثر الامور بيدى اى صورته الكريمة التى كان عليها مرة بعد مرة فتفطنت ان له خاصة من تقويم روحه بصورة جسده عليه السلام وانه الذى اشار اليه بقوله ان الانبياء لا يموتون وانهم يصلون فى قبورهم وهم يحجون وانهم احياء-

আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে অধিকাংশ দ্বীনী ব্যাপারে তাঁর নিজ আকৃতিতে আমার সম্মুখে বার বার দেখেছি। এতে আমি উপলব্ধি করলাম যে, তাঁর রূহের এমন এক বিশেষ শক্তি রয়েছে যে তা তাঁর আকৃতি ধারণ করতে পারে। এটা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর ঐ উক্তির ইঙ্গিত যে, নবীগণ মরেন না; তাঁরা নিজ নিজ কবরে নামায পড়ে থাকেন; তাঁরা হজ্জ করে থাকেন এবং তাঁরা জীবিত আছেন।[২২]

৩৫। মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানী (রহ.) বলেন

মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানী (রহ.) তাঁর মকতুবাত শরীফে লিখেছেন ঃ

امروز در حلقه بامدادى بينم كه حضرت الياس وحضرت حضر على نبينا وعليها الصلواة والسلام بصورت روحانيان حاضر شدند به تلقى روحانى حضرت حضرمى فرمودنء كه ما ازعالم ارواحهم حضرت سبحانه تعالى ارواح ما قرت كامله عطا فرمدده است كه بصورت اجسام متمثل ميشده كارهاے كه اجسام بوقوع مى ايداز ارواحما صدورمى يابد-

[২২] 'ফুয়ুযুল হারামাইনে

আজ ভোরে আমার হালকায়ে দেখলাম হযরত ইলিয়াস ও হযরত খিযির (আঃ) আমাদের নবীও (তাঁদের উভয়ের উপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক) রূহানী বেশে হাজির হলেন। রূহানী সাক্ষাৎকারে হযরত খিযির (আ) বললেন, আমরা আলম-ই-আরওয়াহ্য়ে আছি। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের রূহকে এমন শক্তি দান করে রেখেছেন যে, আমরা দেহের আকৃতিতে ঐ সমস্ত কাজ করতে পারি যা দেহের দ্বারা সাধিত হয়, অর্থাৎ দৈহিক চলাফেরা, এক জায়গায় থাকা, দৈহিক ইবাদত ও নানাবিধ কাজ আমাদের রূহ্ দ্বারা হয়ে থাকে।[২৩]

৩৬। মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানী (রহ.) বলেন

মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানী (রহ) ২২০ নং মকতুবাতে লিখেছেন ঃ

دریــن اتنـــا عنایـــت خداونـــدی در رســید وحقیقــت معامله راکمـــا ینبغـــی واغمـــود روحانیـــت حـــضرت رسالت خاتمیت علیه الـــصلواة والـــسلام کـــه رحمـــت عالمیا نست در بنوقت حضورا رزانی فرمـــوده تـــسلی حاطر حزین نمود–

এ সময়ে আল্লাহর ইনায়েত আমার হালের শামিল হলো। এ ব্যাপারের স্বরূপ পূর্ণরূপে উদঘাটিত হলো। এ সময়ে খাতামুন্নাবীয়ীন রাহমাতুল-লিল-আলামীন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরীফ আনয়ন করলেন এবং দুঃখভরা হৃদয়কে সান্ত্বনা দিয়ে গেলেন।[২৪]

৩৭। শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) বলেন

শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) 'দুররে সামীন' কিতাবে লিখেছেন ঃ

اخبرنی سید الوالد قال اخبرنی شـــیخ الـــسبد عیـــد الله القاری قال حفظت القـــران علـــی قـــاری زاهـــد کـــان یسکن فی البریة فبینا نحـــن نتـــدارس القـــران اذ جـــاء

[২৩] নং ২৮২মকতুবাত

[২৪] ২২০ নং মকতুবাতে

قوم من العرب ومعهم ســـیدهم قاســـتمع قـــرأة القـــاری قال بارك الله ادیت حق الـــتلاوة ورجـــع وجـــاء رجـــل اخر بذلك الذی أخبر ان النبـــی صـــلی الله علیـــه وســـلم یجئ بارحة انه سیذهب الی البریـــة الفلانیـــة لاســـتماع قراة قاراة قاری هنـــاك فعلمنـــا ان الـــسید الـــذی كـــان یقدمهم هو النبی (ص) وقد رایته بعینی ها تین–

আমার সরদার পিতা আমাকে বলেছেন যে, তিনি বলেছেনঃ আমার শেখ পীর সাইয়্যিদ আবদুল্লাহ ক্বারী (রহ.) আমাকে বলেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি মরুবাসী এক যাহিত (সংসার বিরাগী) ক্বারীর খিদমতে থেকে কুরআন হেফ্য করে আমরা কুআনের দরস আদা-প্রদানে ব্যাপৃত। এমন সময় আরবের একদল লোক আগমন করলেন, তাদের অগ্রে ছিলেন তাঁদের দলপতি। তিনি ক্বারীর কিরাত পরম আগ্রহের সাথে শুনলেন ও বললেন, আল্লাহ্ বরকত দান করুন। তুমি কুরআনের হক আদায় করেছ। তারপর তিনি চলে গেলেন। আর সে আরবী বেশধারী অপর একজন লোক এসে বললেন, গত রাতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে বলেছেন যে, আমি অমুক মরুতে অমুক ক্বারীর কুরআন শুনতে যাব। তখন আমরা জ্ঞাত হলাম যে, যিনি তাঁদের অগ্রে ছিলেন, তিনি হলে নবী। আমার এ দু' চোখে তাঁকে দেখেছি।

মৃত্যুর সময় তিনি ঐ ব্যক্তির শিয়রে থাকেন যিনি তাঁর উপর অধিক পরিমাণে সালাত পড়ে থাকেন।[২৫]

৩৮। আফ্যালুস সালাত কিতাবে আছে ঃ

ونقل الشیخ عن بعض العـــارفین ان مـــن كـــان شـــأنه كثرة الصلاة علـــی النبـــی (ص) یحـــصل لـــه الـــشرف الاكبر یكونـــه (ص) یحـــضره عنـــد ســـكرات المـــوت وهناك یهنـــاء برؤیـــة مـــا اعـــد الله لـــه مـــن الحـــور

[২৫] দুররে সামীন'

والقصور والولدان وكثرة الازواج والتهنئة بالسلام عليه من العزيز الغفار كما قال جل شانه الذين تتوفاهم الملائكة طالمي انفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون (النحل)

এবং শেখ (হাসান ওদুব্বী) কোন কোন আরেফের উদ্বৃতি দিয়ে বলেছেন ঃ যে অধিক পরিমাণে নবী করিম এর উপর সালাত পাঠ করে, সে শ্রেষ্ঠতম মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকে। কেননা মৃত্যুর যন্ত্রণার সময় তিনি তার নিকট হাজির হয়ে থাকেন। তখন সে পরম আনন্দ লাভ করে ঐ সমস্ত দেখে যা আল্লাহ্ তা'আলার তার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। যেমন হূর, বালাখানা, গেলমান, অধিক সংখ্যাক ভার্যা, সর্বশক্তিমান মহা ক্ষমাশীল আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হতে তার উপর সালামের আনন্দ। তার শান সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলার উক্তি এই ঃ ফেরেশতাগণ তাদেরকে মৃত্যুকালে পবিত্র অবস্থায় উঠিয়ে নেয়; (তখন) তারা বলে থাকে-তোমাদের উপর সালাম। তোমরা যে আমল করেছ; তার প্রতিদান হিসেবে বেহেশতে প্রবেশ কর।[২৬]

৩৯। মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (রহ.) বলেন

মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (রহ.) যারা তার বাশারী হাকীকতের প্রতি অন্ধ তাদের প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

كار پاكن راقياس ازخود مگير * گرچه ماند درنوشتن شيروسير

جمله عالم زين سبيره گمراه شد * كم كے زاهد ال حق اگاه شد

اشقيارا ديده بينانه بود * نيك وهد در ديره شان يكسان نمود

همسرى با انبياء بردا شتند * اولياء راهمچوخود نيدا شتند

گفت اينك ما بشراين بشر * ماؤا يشان بشئه جوابيم وخور

اين نداستند ايشان ازعما * هست فرق درميان بے منتها-

[২৬] আফ্যালুস সালাত

বুযুর্গদের কার্যাবলীকে নিজেদের কার্যাবলীর সাথে তুলনা করো না যদিও তারা প্রকাশিত উভয়ই দৃষ্টিতে এক। কিন্তু অর্থের দিক হতে উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রবেদ বর্তমান। একটি হলো পূর্বে অপরটি হল রাসূল। এ কারণে অধিকাংশ লোক ভ্রান্তিতে পতিত; খুব কম লোকই আওলিয়াদের অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত। দুর্ভাগারা অর্ন্তদৃষ্টি লাভ করেনি; তাই ভাল মন্দ কম তাদের দৃষ্টিতে একই মনে হয়ে থাকে। এজন্য তারা দাবি করে থাকে যে, তারাও নবীগণেরই সমান। আউলিয়ায়ে কিরামকে তারা নিজেরদের মতই জ্ঞান করে। তারা বলতে থাকে যে, আমরাও বাশার, তারাও বাশার; উভয়ই নিদ্রা ও আহারের শিকার। দিলের অন্ধত্বের দরুন তারা দেখতে সমর্থ হয়নি যে, উভয়ের মধ্যে বেজায় ফাঁক। বর্তমান।

৪০। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) বলেন

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) ইন্বাউল আজকিয়া বি হায়াতিল আম্বিয়া কিতাবে লিখেন-

وقل الشيخ عفيف الدين اليافعي: الأولياء ترد عليهم احوال يشاهدون فيها ملكوت السموات والأرض وينظرون الأنبياء أحياء غير أموات كما نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى موسى عليه السلام في قبره، قال : وقد تقرران ما جازللانبياء معجزة جاز للاولياء كرامة بشرط عدم التحدي، قال: ولاينكر ذلك إلا جاهل، ونصوص العلماء في حياة الأنبياء كثيرة فلنكتف بهذا القدر.

শায়খ আফিফুদ্দিন আল ইয়াফিয়া বলেন- ওলীগণকে এমন অবস্থায় নেওয়া হয় তখন তারা আসমান জমীনের সবকিছু অবলোকন করতে পারেন এবং তারা নবীগণকে জীবিত অবস্থায় দেখতে পান, মৃত ভাবে দেখেন না। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মুসা (আঃ) কে তাঁর কবরে দেখতে পান। তিনি বলেন একথা স্বীকৃত যে, যে সব বিষয় নবীগণের জন্য

মুজেজা হিসাবে জায়েজ সে সব বিষয়ে ওলিগণের জন্য কারামত হিসাবে জায়েজ। অবশ্য ওলীগণ এ বিষয়ে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন না। আর এই সব স্বীকৃত বিষয় অজ্ঞ বা জাহিল ছাড়া কেহ অস্বীকার করতে পারবেনা। আর নবীগণ যে জীবিত এ বিষয়ে আলেমগণের আরো অনেক বক্তব্য আছে। সুতরাং বিষয়টি এই ভাবে দেখা উচিত। [২৭]

৪১। হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রহঃ) বলেনঃ

জোহরের আগে আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীদার পেলাম হুযূর আমাকে বললেনঃ কথা বলছনা কেন হে বৎস? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একজন অনারব, কেমন করে বাগদাদের ভাষা জ্ঞানীদের সামনে কথা বলব! হুযূর বললেনঃ তোমার মুখ খুল। আমি আমার মুখ খুললাম, হুযূর আমার মুখের ভিতর সাতবার থুথু মোবারক দিয়ে এরশাদ করলেনঃ মানুষের সামনে বক্তব্য রাখো এবং হেকমত ও উত্তম নসীহতের মাধ্যমে তোমার পালন কর্তার প্রতি মানুষকে আহ্বান করো। আমি জোহরের নামাজ পড়ে বসলাম। মাহফিলে অনেক লোক হাজির হয়েছিল, আমি ভয় পেয়ে গেলাম তখন মজলিসে আমার সামনে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে দাড়ানো দেখতে পেলাম। তিনি আমাকে বললেনঃ কথা বলছনা কেন হে বৎস? আমি বললামঃ আমার ভয় করছে। তিনি বললেনঃ তোমার মুখ খুল। আমি আমার মুখ খুললাম, তিনি আমার মুখের ভিতর ছয়বার থুথু দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ আপনি সাতবার পুরা করলেন না কেন? তিনি বললেনঃ আল্লাহর রাসূলের সাথে আদব রক্ষার উদ্দেশ্যে।[২৮]

৪২। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (রহঃ) বলেন, এধরনের অনেক প্রমাণ রয়েছে যে, বুজুর্গানে কেরাম জাগ্রত অবস্থায় হুজুরের দীদার লাভ করেছেন, হুযূর কে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ে সওয়াল করে সঠিক জবাব পেয়ে ধৈন্য হয়েছেন।

[২৭] ইস্বাউল আজকিয়া বি হায়াতিল আম্বিয়া
২৮ তাফসীরে রূহুল মাআনী ১১/২১৪।
তানভীরুল হালাক্ কী ইমকানি রু'য়াতিন্ নাবিয়্য ওয়াল্ মালাক।
আলহাওয়ী ২/২৫৯।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) বলেন

৪৩। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) তাঁর ফুয়ূদ্বুল হারামাইন গ্রন্থে নবম মুশাহাদায় বলেনঃ

لما دخلت المدينة المنورة وزرت الروضة المقدسة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليمات رأيت روحه صلى الله عليه وسلم ظاهرة بارزة' لا في عالم الأرواح بل في المثال القريب من الحس' فأدركت أن العوام إنما يذكرون حضور النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات وأمامته بالناس فيها وأمثال ذلك من هذه الدقيقة ' وكذلك الناس عامة لايلهجون بشيء إلا بما يتر شح على أر واحهم من علم –

আমি মদীনা মুনাওয়ারায় দাখিল হলাম এবং রাওদ্বা পাকের জিয়ারত করলাম। আমি হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রূহ মোবারক কে জাহির এবং খুলাখুলি দেখতে পেলাম। আর তা আলমে আরওয়াহে নয় বরং আলমে মাহসুসাতের কাছাকাছি আলমে মিছালে। আমি রূহ মুবারকের দীদার পেলাম। আমি তখন বুঝতে পারলাম, সাধারণ মানুষেরা যে বলে থাকেন যে, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ সমূহে তাশরীফ আনেন এবং নামাজীদের ইমাম হন, এবং এই ধরনের আরো যা কিছু তারা বলে থাকেনঃ ঐ সবই এই সুক্ষ বিষয়টির সাথে সংশ্লিষ্ট। ঘটনা হল সাধারণ মানুষের মুখে মুখে যে কথা মশহুর হয়ে যায় তা মূলতঃ ঐ জ্ঞানেরই নতীজা যা তাদের রূহের মধ্যে ঢেলে দেয়া হয়। [২৯]

৪৪। শাহ সাহেব বিভিন্ন হালতে আল্লাহর রাসূলের দীদার লাভ করেন। কোন সময় আজমত ও জালালী সুরতে আবার কোন সময় স্নেহ মহব্বতের সুরতে। আবার কোন কোন সময় ঐ সকল সুরতেই হুযূর জাহির হতেন, এমনকি তিনি বলেন যে, আমার মনে হত যে সমস্ত মহাশুন্য জুড়ে রয়েছে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রূহ মোবারক । এবং তাঁর রূহ মোবারক এই মহাশুন্যে দ্রুত বহমান বাতাসের মত এমনই হরকত করছেন যে, দর্শক এতে এতই বিভোর হয়ে যায়, যার কারণে অন্য সব কিছুই

[২৯] ফুয়ূদ্বুল হারামাইন, নবম মুশাহাদাহ.

তার কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ে। যাহোক আমি এমনই মনে করলাম যে, রাসূলুল্লা সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম বারবার আমাকে তাঁর ঐ সুরত মোবারক ই দেখাচ্ছেন যে, যে সুরত মোবারক দুনিয়ার জিন্দেগীতে তাঁর চিল।

.....

তা হচ্ছে ঐ হাকীকত যার প্রতি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশারা করেছেন তাঁর এই বাণীতে: 'নিঃসন্দেহে আম্বিয়ায়ে কেরামের মউত অন্যদের মত নয়, তাঁরা তাঁদের কবরে নামাজ পড়েন এবং হজ্জ করেন। তাঁদেরকে জিন্দেগী দেয়া হয়েছে।

যাহোক, এই অবস্থায় আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দরূদ শরীফ পড়লাম। তিনি খুশী প্রকাশ করলেন, আমার উপর রাজী হলেন এবং আমার সামনে প্রকাশিত হলেন। আল্লাহর রাসূলের এভাবে মানুষের সামনে আসা এবং তাঁর রূহ মোবারক মহাশূন্যে ব্যাপ্ত হওয়া নিঃসন্দেহে তাঁর ঐ বিশেষত্বেরই নতীজা যে তিনি সমগ্র জাহানের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরিত। [৩০]

৪৫। তিনি দশম মুশাহাদায় বলেন:

আমি রাওদ্বায়ে আক্বাদাসে হাজির হয়ে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর দুই সাথী হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমাকে সালাম জানিয়ে আরজ করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ আপনাকে যেসব ফয়জ দান করেছেন তা থেকে আমাকে ফায়দামন্দ করুন, আমি খয়ের ও বরকতের আশায় আপনার দরবারে হাজির হয়েছি, আপনার জাত তো রাহমাতুল্লিল আলামীন। আমি এতটুকু আরজ করেছি, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খোশ হালে আমার প্রতি এমনই মনোনিবেশ করলেন যে আমি বুঝলাম তিনি আমাকে তাঁর চাদরের ভিতরে নিয়ে গেলেন এবং তার নিজের সাথে লাগিয়ে আমাকে জোরে চাপ দিলেন। তিনি আমার সামনে প্রকাশিত হলেন এবং বিভিন্ন ভেদ ও রহস্য সম্পর্কে আমাকে অবগত করলেন। তাঁর নিজের হাকীকত সম্পর্কে আমাকে অবগত করলেন। আমাকে তিনি এই বিষয়েও অবগত করলেন যে, কেউ তাঁর উপর দরূদ শরীফ পড়লে তিনি কিভাবে এর জবাব দেন এবং যে সমস্ত লোক তাঁর প্রশংসা ও গুনগান করে, তাঁর দরবারে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে তাদের উপর তিনি কি পরিমাণ খুশী হন এই বিষয়েও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে অবগত করলেন। [৩১]

---

[৩০] ফুয়ুদ্বুল হারামাইন: নবম মুশাহাদাহ, পৃষ্ঠা ১১৮।

[৩১] ফুয়ুদ্বুল হারামাইন: দশম মুশাহাদাহ, পৃষ্ঠা ১১৯/২০।

৪৬। তিনি আরো বলেন:

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাখলুকের প্রতি তাওয়াজ্জুহ করেন তখন তিনি তাদের এতই নিকটবর্তী হয়ে যান যে, মানুষ যদি তার সমগ্র হিম্মত সহ আল্লাহর রাসূলের প্রতি মনোনিবেশ করে তবে আল্লাহর রাসূল তাকে তার মুসিবতে সাহায্য করেন এবং তার উপর নিজের পক্ষ থেকে খয়ের ও বরকতের ফয়জ দান করেন। [৩২]

৪৭। রাওদ্বা শরীফ কি খালি পড়ে থাকে?

প্রশ্ন হতে পারে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রাওদ্বা শরীফের বাইরে দূর দুরান্তরে তাঁর উম্মতের সামনে হাজির হন তখন রাওদ্বা শরীফ কি খালি পড়ে থাকে? আল্লামা আলূসী (রহঃ) এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন: জিবরীল (আঃ) দাহিয়া কালবী বা অন্য কারো সূরতে আল্লাহর রাসূলের সামনে হাজির হলে যেভাবে সিদরাতুল মুন্তাহার সাথে তাঁর সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন হতনা ঠিক তেমনিভাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যদি রাওদ্বা শরীফের বাইরে দূর দূরান্তরে তাঁর কোন উম্মতের সামনে হাজির পাওয়া যায় তবে এর অর্থ এই নয় যে রাওদ্বা শরীফে দেহ মুবারকের সাথে তাঁর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

৪৮। একই সাথে কি একাধিক উম্মতকে দেখা দিতে পারেন?

আরেকটি প্রশ্ন হতে পারে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি একই সাথে তাঁর একাধিক উম্মতকে দেখা দিতে পারেন। এই প্রশ্নের জবাবও দিয়েছেন। জগদ্বিখ্যাত মুফাসসির আল্লামা আলূসী (রহঃ)। তিনি বলেন:

ولا مانع من أن يتعدد الجسد المثالي إلى ما لا يحصى من الأجساد مع تعلق روحه القدسية عليه من الله تعالى ألف ألف صلاة وتحية بكل جسد

মিছালী দেহ অসংখ্য দেহে রূপ নিতে কোন বাধাঁ নেই। প্রত্যেক দেহের সাথে তাঁর রূহ মুবারকের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। [৩৩]

---

৩২ ফুয়ুদ্বুল হারামাইন: দশম মুশাহাদাহ, পৃষ্ঠা ১২৩।

[৩৩] তাফসীরে রূহুল মাআনী ১১/২১৫।

৪৯। বুখারী শরীফের প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকার আল্লামা ক্বাসত্বাল্লানী বলেন, এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন শাইখ বদরুদ্দীন জারকাশী (রহঃ)।

তিনি বলেছেন:

الشمس يراها من في المشرق والمغرب في ساعة واحدة وبصفات مختفة فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم (الزر قاني على المو اهب ٧/٢٩٢)

সূর্যকে যেভাবে পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের অবস্থিত লোকেরা একই সময়ে বিভিন্নরূপে দেখতে পায় তেমনি হচ্ছেন নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।[৩৪]

৫০। আল্লামা কাস্তল্লানী (রহঃ) আরো বলেন:

ولا ريب أن حاله صلى الله وسلم في البرزخ أفضل وأكمل من حال الملائكة ' هذا سيدنا عزر ائيل عليه السلام يقبض ما ئة الف روح في وقت واحد' ولا يشغله قبض روح عن قبض' وهو مع ذلك مشغول بعبادة الله تعالى' مقبل على التبيح والتقديس' فنبينا صلى الله عليه وسلام حي يصلي ويعبد ربه ويشاهده (الزرقاني على المو اهب ٢٠٢/١٢' الأنوار المحمدية ٢,٣)

নিঃসন্দেহে আলমে বরজখে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবস্থা ফেরেশতাদের অবস্থার চেয়ে শ্রেষ্ট এবং পরিপূর্ণ। হযরত আজরাইল আলাইহিস্ সালাম একই সময়ে এক লক্ষ রূহ কবজ করেন, এক রূহ কবজ করতে গিয়ে অন্য রূহ কবজে তার মশগুল রয়েছেন। অতএব আমাদের নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম জিন্দা।[৩৫]

[৩৪] জারক্বানী আলাল মাওয়াহিব ৭/২৯২।
[৩৫] আল আনওয়ারুল মুহাম্মাদিয়্যাহ ৬০৩।

৫১। আল্লামা জুরকানী (রহঃ) আরো বলেন:

من الجائز أن يكشف لهم عنه وهو في قبره ومخاطبته للناس ومخاطبتهم له وهم في أماكنهم .....كما يرى القمران والنجوم في أقطار الأرض شرقا وغربا' وهي في أماكنها (الزر قاني على المواهب ٣٠٠/٧)

এটাও সম্ভব যে, উম্মত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দীদার লাভ করবে, তিনি উম্মতের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন অথবা উম্মত তাঁর দরবার শরীফে কোন আরজ করবে অথচ আল্লাহর রাসূল তাঁর রাওদ্বা শরীফে অবস্থান করছেন আর উম্মতও তাদের স্ব স্ব অবস্থানে আছে। যেমন চন্দ্র সূর্য এবং তারকারাজীকে দুনিয়ার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত থেকে সমানভাবে দেখা যায় অথচ তারা তাদের আপন অবস্থানে আছে।[৩৬]

৫২। ইমামে আজম আবু হানিফা (রহঃ) তাঁর ক্বাসিদায় বলেন:

واذا سمعت فعنك قولا طيبا واذا نظرت فما أرى الاك

(ইয়া রাসূলাল্লাহ) আমি যখনই কিছু শুনি তখন কেবলমাত্র আপনার মহান বাণীই শুনি, আর যখন কিছু দেখি তখন আপনাকে ছাড়া আর কিছু দেখিনা।[৩৭]

৩৬ জারক্বানী আলাল্ মাওয়াহিব ৮/৩০০।
৩৭ আলখাইরাতুল হিসান/ আল্লামা শিহাব উদ্দীন ইবনে হাজার মাক্কী ((রাহঃ))

সমগ্র বিশ্বে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পদচারণার ক্ষমতা ও এখতিয়ার

৫৩। আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহঃ) বলেন:

قال الإمام الغز الي رحمه الله تعالى : والرسول عليه السلام له الخيار في طواف العو الممع أرواح الصحابة رضي الله عنهم لقد راه كثير من الأولياء (روح البيان ١٠/٩٩)

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলেছেন: রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই এখতিয়ার রয়েছে যে, তিনি সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম গণের রূহ সমুহকে সাথে নিয়ে সারা বিশ্ব পরিভ্রমন করতে পারেন। অনেক আউলিয়ায়ে কেরাম তাঁর দিদার লাভ করেছেন। [৩৮]

৫৪। যে আমাকে স্বপ্নে দেখল সে অচিরেই আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পাবে। 'বুখারী শরীফ বর্ণিত আল্লাহর রাসূলের এই হাদীস নিয়ে ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (রহঃ) 'তানভীরুল হালাক্ কী ইমকানি রু'য়াতিন্ নাবিয়্যি ওয়াল্ মালাক নামে একটি নাতিদীর্ঘ পুস্তিকা লিখেছেন। আলহাওয়ী কিতাবেও পুস্তিকাটি সন্নিবেশিত হয়েছে। তিনি জাগ্রত অবস্থায় নবীজীর দীদার লাভ সম্ভব এর উপর বেশ কয়েকটি প্রমাণাদি পেশ করে বলেন:

فحصل من مجمع هذه النقول والأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي بجسده وروحه، وأنه يتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الأرض وفي الملكوت، وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شيئ ، وأنه مغيب عن الأبصار كما غيبت الملئكة مع كونهم أحياء بأجسادهم، فإذا أر

৩৮ তাফসীরে রূহুল বায়ান ১০/৯৯।

اد الله رفع الحجاب عمن أر اد أكر امه برؤيته راه على هيئته التي هو عليها، لا ما نع من ذلك ، ولا داعي ألى التخصيص برؤية المثال- (تنوير الحلك في أمكان رؤية النبي والملك للسيوكي ٣٥، الحاوي ٢/٢٦٥، روح المعاني ١١/٢١٥)

এই সমস্ত বর্ণনা এবং হাদীসের সারকথা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বশরীরে জিন্দা আছেন। তার তসররুফ করার ক্ষমতা রয়েছে এবং তিনি তাঁর ইচ্ছামত আসমান ও জমিনের যে কোন স্থানে সফরও করে থাকেন। তিনি তাঁর ওফাত শরীফের আগে যেমন ছিলেন এখনো তেমনি আছেন, তাঁর কোন পরিবর্তন হয়নি। তিনি দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থান করছেন যেভাবে স্বশরীরে জিন্দা হওয়া স্বত্তেও ফেরেশতাগণ দৃষ্টির অন্তরালে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যখন তাঁর হাবীবের দীদার দিয়ে কাউকে সম্মানিত করতে চান তখন পর্দা উঠিয়ে নেন ফলে তিনি আল্লাহর হাবীবকে তাঁর মূল সুরতে দেখতে পান। এতে কোন বাধা নেই এমনকি রু'য়তে মিছালীর দ্বারা বিশেষিত করারও কোন প্রয়োজন নেই। [৩৯]

৫৫। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (রহঃ) আরো বলেন:

ولا يمتنع رؤية ذاته الشريفة بجسده وروحه ، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء أحياء ردت اليهم أرواحهم بعد ما قبضوا، وأذن لهم بالخروج من قبورهم والتصرف في الملكوت العلوي والسفلي (تنوير الحلك في أمكان روبة النبي والملك للسيو طي ٢٩، الحاوي ٢/٢٦٣، روح المعاني ١١/٢١٥)

৩৯ তানভীরুল হালাক ফী ইমকানি রু'য়াতিন নাবিয়্যি ওয়াল্ মালাক্ ৩৫। আলহাওয়ী ২/২৬৫। তাফসীরে রূহুল মাআনী ১১/২১৫।

স্বশরীরে আল্লাহর হাবীবের জাতে শরীফা'র দীদার লাভে কোন বাধা নেই, কেননা তিনি এবং সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিন্দা। তাঁদের ওফাত শরীফের অল্পক্ষণ পর তাঁদের রূহ মোবারক কে তাঁদের দেহ মুবারকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। তাঁদেরকে তাদের কবর শরীফ থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং আসমান ও জমিনের সর্বত্র ভ্রমন করার ক্ষমতাও দেয়া হয়েছে। [৪০]

৫৬। ইমামে আজম আবু হানিফা (রহঃ) তাঁর ক্বাসিদায় বলেনঃ

واذا سمعت فعنك قولا طيبا واذا نظرت فما أرى الاك

(ইয়া রাসূল ল্লাহ) আমি যখনই কিছু শুনি তখন কেবল মাত্র আপনার মহান বানীই শুনি,-আর যখন কিছু দেখি তখন আপনাকে ছাড়া আর কিছু দেখিনা।[৪১]

৫৭। হযরত মুত্বররিফ (রাঃ) বলেনঃ

بعث الى عمر ان بن حصين فى مرضه الذي

توفى فيه فقال انى كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن

ينفعك بها بعدى فان عشت فاكتم عنى وان مت

فحدث بها ان شئت انه قد سلم على (مسلم ٢١٥٥)

মৃত্যু শয্যায় শায়িত হযরত ইমরান বিন হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমাকে ডেকে পাঠালেন, তিনি বললেনঃ আমি তোমাকে এমন কিছু কথা বলছি, আমার পরে হয়তো তোমার কাজে আসতে পারে। আমি যদি বেচে যাই তবে আমার কথাগুলী গোপন রাখবে, আর যদি মারা যাই তবে তুমি চাইলে কাউকে বলতেও পারো, কথাটি হচ্ছেঃ (ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে) আমাকে সালাম দেয়া হয়েছে। [৪২]

৪০ তানজীরুল হালাক্ ফী ইমকানি রু'য়াতিন্ নাবিয়্যি ওয়াল্ মালাক্ ২৯। আলহাওয়ী ২/২৬৩। তাকসীরে রূহুল মাআনী ১১/২১৫।

৪১ আল খাইরাতুল হিসান/ আল্লামা শিহাব উদ্দিন ইবনে হাজার মক্কি

৪২ মুসলিম ২১৫৫। আহমাদ ১৮৯৯৯।

৫৮। ইমাম হাকিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, হযরত ইমরান বিন হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ -স্বচক্ষে আল্লাহর রাসূলের দীদার লাভের হাকীকত একমাত্র সেই বুঝতে পারে যাঁরা হুযূরের দীদার লাভ করার নসীব হয়েছে। [৪৩]

যাহোক আমাদের নবী হায়াতুন্নবী, জিন্দা নবী, আর তাই বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রাদিঃ) বলেছিলেনঃ আমি এসেছি আল্লাহর রাসূলের কাছে, পাথরের কাছে আসি নাই। সাহাবীর এই কথা থেকে একথাটিও বুঝা গেল যে, কিছু মানুষ পাথরের কাছেও যায়। আহলে সুন্নাতের ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত আমরা যারা নবীজীর জিয়ারতে যাই, আমরা নবীজীর কাছেই যাই পাথরের কাছে নয়। [৪৪]

৪৩ তাফসীরে রূহুল মাআনী ১১/২১৫।

৪৪ যিয়ারতে রাহমাতাল্লির আলামীন

দ্বিতীয় অধ্যায়

৫৯। গাউসুল আযমের মজলিসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ সাহাবীসহ শুভাগমন

সাইয়্যিদ কবীর (যিনি শায়খ বাকা নামে প্রসিদ্ধ) বর্ণনা করেন, একদিন আমি হযরত গাউসুল আযম (রাঃ) মজলিসে ওয়ায শুনছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, তিনি বক্তব্য দেওয়া বন্ধ করে মিম্বর থেকে নিচে নেমে আসলেন। তারপর মিম্বরের দ্বিতীয় সিঁড়িতে গিয়ে বসলেন। আমি দেখলাম যে, প্রথম সিঁড়ি এক দৃষ্টি পরিমাণ প্রশস্থ হয়ে গেলো, তাতে রেশমী বিছানা বিছানো আছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে তাশরীফ রাখলেন। হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত 'উসমান ও হযরত আলী (রাঃ) ও হুযূরের সাথে বসে আছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা আমাদের শায়খের প্রতি তাজ্জাল্লি করলেন। এমতাবস্থায় তিনি মাটিতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়ে যাওয়া থেকে তাকে রক্ষা করলেন। তারপর দেখলাম, তাঁর শরীর ছোট হতে লাগলো, শেষ পর্যন্ত চড়ুই পাখির মতো ছোট হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর আবার বৃদ্ধি পেতে লাগলো, শেষ পর্যন্ত তা এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করলো। তারপর এ সব কিছু আমার দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেলো। শায়খ বাকা থেকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবীদের দর্শন লাভ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, রূহসমূহ উনসরী আকৃতি ধারণ করার ক্ষমতা রাখে। আল্লাহ তা'আলা যাকে ও পবিত্র শরীর দেখার শক্তিদান করেন, সে তা দেখতে পারে। যেমন, মি'রাজ শরীফে হয়েছে। অতঃপর তাঁর থেকে হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) শরীর ছোট-বড় হওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, প্রথম তাজাল্লি তো এমন ছিলো যে, তা প্রকাশ হওয়ার সময় কেউ স্থির থাকতে পারে।

৬০। মোল্লা মোহাম্মদ ওয়াকেদি দামেস্ক বিজয়

সৈয়দ মোল্লা মোহাম্মদ ওয়াকেদি দামেস্ক বিজয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেন যে, মুসলমানগণ এই যুদ্ধে অবর্ণনীয় কষ্ট স্বিকার করেছে। যখন সব সংকট কেটে উঠল তখন হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) একদিন স্বপ্নে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলেন তিনি এরশাদ করেছেন- (ইনশাআল্লাহ আজ রাতে এই শহর জয় করা যাবে) একথা বলার পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু লাইহি ওয়া সাল্লাম চলে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। হযরত আবু

ওবায়দা (রাঃ) তখন আরজ করলেন "ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আপনি খুব তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছেন"। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেনঃ "আবু বকরের জানাযায় যেতে হবে"। এরপর তাই হলো। সে রাতেই দামেস্কের বিজয় হলো এবং খোজ নিয়ে জানা হয়েছিল যে, ঐ রাত্রেই হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ইন্তিকাল হয়েছিল। যখন হযরত আবু ওবায়দা (রহঃ) ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন তখন হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এসে বিজয়ের সুসংবাদ দান করলেন। তিনি যেহেতু স্বপ্নেই সুসংবাদ পেয়ে গিয়েছিলেন সে জন্য আর স্বাক্ষী তলব করলে না। অতঃপর তিনি ১৩ হিজরীর ১১ই জামাদিউস সানী সোমবার দামেস্ক প্রবেশ করলেন।

বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করা এবং জানাযার জন্যে তাড়াতাড়ি প্রস্থান করা প্রভৃতি ঘটনা দ্বারা একথা সুস্পষ্ট হয় যে, হুযূরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ইহ-জগত এবং পর-জগত তাঁর নিকট ও দূর সব এক প্রকার। এই বৈশিষ্ট্য শুধু তাকেই আল্লাহ পাক প্রদান করেছেন।[৪৫]

৬১। কয়েকখানি হাদীস সম্পূর্ণ বাস্তব জগতেই শ্রবণ করেছি

হযরত সাইয়েদ জালালুদ্দীন মাখদুমে জাহানীয়া জাহাগাশত বলেছেন, আমি কয়েকখানি হাদীস সম্পূর্ণ বাস্তব জগতেই হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে শ্রবণ করেছি। ঘটনার বিবরণ এই যে, আমি মক্কা শরীফের অধিবাসী মাওলানা শামসুদ্দীনের জন্যে খাদ্য-দ্রব্য ক্রয় করছিলাম। লোকে তাকে খাদ্য-দ্রব্যের মওজুদদার বলে অথচ খাদ্য দ্রব্যের মওজুদ করা ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক অবৈধ। আমি সেই সময়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত সম্পূর্ণ বাস্তব জগতে লাভ করি। তখন তিনি এরশাদ করলেন, মানুষ যা বলে তা সঠিক নয়, খাদ্য-দ্রব্যের মওজুদদারী তখন অভিশপ্ত যখন তা সাধারণ মানুষের জন্যে ক্ষতিকর হয় আর সে তার পীর ও মুর্শেদের জন্যে-দ্রব্য মওজুদ রাখে। প্রত্যেকটি মানুষ তার নিয়ত মোতাবেকই পাবে।[৪৬]

---

৪৫ ফতহুস শাম ১০৮
তারিখুল আউলিয়া ২য়-৮০
সিরাতুন্নবী আজ ওয়াসালুননবী ১৭৬
ফয়জুল বারী
২ সিরাতুন্নবী আজ ওয়াসালুননবী ১৭৬

৬২। জাগ্রত অবস্থায় ৩৫ বার হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভ

আল্লামা হাফেজ আব্দুর রহমান জালালউদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) লিখেছেন যে, আমার নিকট এক ব্যক্তি আবেদন করলো আমি যেন সুলতান কায়েতেবায়ী এর নিকট তার জন্যে সুপারিশ করি। আমি তাকে জবাব দিলাম, ভাই আমি গত জীবনে ৭৫ বার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভে ধন্য হয়েছি। স্বপ্ন এবং জাগরণে তার নিকট আমি কোন কোন হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। আমার ভয় হয় যদি আমি বাদশাহর নিকট গমন করি তবে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত আর নসীব হবে না। আমি সাক্ষাতের এই সৌভাগ্যকে বাদশাহর নৈকট্য লাভ থেকে অধিকতর প্রাধান্য এবং গুরুত্ব দেই।

ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ)"সুয়ূত" নামক স্থানে ১লা রজব ৮৪৯ হিঃ মোতাবেক ১৪৪৫খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৯১১ হিঃ মোতাবেক ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাকে "খাতেমুল হুফফাজ" বলা হয়। তার রচিত গ্রন্থ সমূহের সংখ্যা প্রায় পাঁচশত, তিনি জাগ্রত অবস্থায় ৩৫ বার হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। তাকে এর কারন জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেনঃ অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করা। [৪৭]

৬৩। বাহাস করো' ইবনে আব্বাস,আবু হনিফা, শাফেয়ী. বোখারী, আফলাতুন সাহায্যকারী হিসেবে থাকবেন

হযরত মখদুম শেখ সাদউদ্দিন ফরিদাবাদী যখন জানতে পারলেন যে তার রচিত 'শরহে কাফিয়ার' প্রতিবাদে সাদরস সদুর আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, তখন তিনি মখদুম শাহ শাফী (রঃ)-কে বললেন, 'তুমি সাদরস সদুরের সঙ্গে এ ব্যাপারে বাহাস করো'। তিনি বললেন, সাদরস সদুর অত্যন্ত বড় আলেম, আমি তার সাথে কিভাবে বাহাস করবো? তিনি জবাব দিলেন, দেখো, ইলমে ছরফ, নহো এবং ইলমে মায়ানী বিষয় সমূহে সিবওয়ায়হ, আখফাশ এবং আব্দুল কাদের জুরজানী ও আল্লামা জমখশরীকে তোমার সঙ্গী করে দিচ্ছি। ইলমে তাফসীর, হাদীস, ফেকাহ সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ

৪৭ জিকরুল্লাহ ও দরূদ সাল্লামের ফজিলত- মুফতি শফী সাহেব
সিরাতুন্নবী আজ ওয়াসালুননবী -১৭৯

ইবনে আব্বাস (রাঃ) ইমাম ঈসমাঈল বোখারী (রাঃ) এবং ইমাম আবু হনিফা (রহঃ) ও ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-কে তোমর সঙ্গী করে দিচ্ছি আর দর্শনশাস্ত্রে আরাস্ত এবং আফলাতুন তোমার সাহায্যকারী হিসেবে থাকবেন। তিনি শেখ মখদুম শাহের এ কথা শ্রবণ করে দিল্লী রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং সাদরুস সদুরের সঙ্গে মোলাকাত করলেন। তিনি তার নাম শ্রবণ করা মাত্র পায়ে পড়ে গেলেন এবং বললেন, গতরাত্রে আমি স্বপ্নে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভ করেছি। তিনি আমাকে এরশাদ করেছেন। "তুমি আমার সাদকে কেন কষ্ট দিচ্ছ? সে তোমাকে ছিন্ন-বিচ্ছন্ন করার জন্যে একটি বাঘ প্রেরণ করেছে যার সঙ্গে জ্ঞানের প্রত্যেক বিষয়ের দক্ষ আলেমগণ রয়েছে। সেই ব্যক্তিটি এই আকৃতির হবে যে অতিসত্বর তোমার নিকট পৌছবে। যদি তুমি তোমার কল্যাণকামী হও তবে তার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হও"। আমি জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার লিখিত পৃষ্টাগুলো নষ্ট করে দিয়েছি। আপনি আমাকে মাফ করুন এবং হযরত মখদুম শাহ যেন আমাকে ক্ষমা করেন তার ব্যবস্থা করুন।

হযরত মখদুম (রহঃ) জন্মগত ওলী ছিলেন। তিনি হযরত শাহ মিনা চিশতী লখনবী (রহঃ) এর খলীফা ছিলেন এবং ৮৮৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তার মাজার খয়রাবাদে (ভারত) রয়েছে। [৪৮]

৬৪। আমি ক্ষুর্ধাত

আহমদ ইবনে সুফী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি তিনমাস যাবত বন-জঙ্গলে অতিবাহিত করি। এমনকি আমার দেহের চামড়া পর্যন্ত বিনষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর মদীনা শরীফ হাজির হই। রওজায়ে পাকে সালাম আরজ করি এবং মসজিদেই ঘুমিয়ে পড়ি। স্বপ্নে তখন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভে ধন্য হই। তিনি আমাকে দেখে এরশাদ করলেন, "আহমদ তুমি এসে গেছ! তোমার কি অবস্থা"? আমি আরজ করলাম, "আমি ক্ষুধার্ত, আমি আপনার মেহমান"। তখন তিনি এরশাদ করলেন, "তুমি তোমার হাত খোল"। যখন আমি হাত খুললাম তখন তিনি আমার হাতে কয়েকটি দেরহাম দান করলেন। আমি জাগ্রত হয়ে দেখলাম, দেরহামগুলো আমার হাতে রয়েছে। আমি বাজারে গিয়ে খাদ্য-দ্রব্য ক্রয় করে আহার করলাম এবং আমার বস্তিতে প্রত্যাবর্তন করলাম।

৪৮ সিরাতুন্নবী আজ ওয়াসালুন নবী ১৮১

৬৫। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার বাসস্থানে আগমন করেন

আবদুর রহীম ইবনে আব্দুর রহমান বর্ণনা করেন যে, একবার আমি গোসলখানায় পড়ে যাওয়ার কারণে হাতে অত্যন্ত বড় আঘাত পাই। ফলে ব্যথা-বেদনা বেড়ে যায় এবং রস জমে যায়। রাত আমি অতি কষ্টে অতিবাহিত করি। সামান্য সময়ের জন্যে নিদ্রিত হলে আমি স্বপ্নে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভ করি। আমি শুধু এইটুকু আরজ করলামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঙ্গে তিনি এরশাদ করলেনঃ তোমার অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ আমাকে পেরেশান করে ফেলেছে। এরপর আমিজাগ্রত হলাম। এর মধ্যে আমার ব্যথা দূর হয়ে গেল। আব্দুল মজীদ সিদ্দিকী বর্ণনা করেন, ১৯৪৬ সালে আমি নিজে এই অজিফার উপর আমল করি। সংক্ষেপে তার বিবরণ এইঃ

হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার বাসস্থনে আগমন করেন। তার সঙ্গে ছিলেন আমার স্ত্রীর নানা হযরত মাওলানা মইনুদ্দিন আহমদ সিদ্দিকী (রহঃ) সাহেব। তার শুভাগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমি তাকে তিন বার সালাম পেশ করি। তিনি মুচকি হেসে আমার সালামের জবাব দান করেন। আমি তার পশ্চাতে দন্ডায়মান হই, তার মোহরে নবুওয়্যত স্বচক্ষে দেখি। তিনি আমার বা হাতকে তার ডান হাত দ্বারা স্পর্শ করেন। তিনি আমাকে একটি হাকিমী নোসকার কথা বললেন যাতে ৩১৩টি উপকার রয়েছে। অতঃপর আমার সামনে একটি কালো কাগজের মত আসল। আমি তা পড়তে লাগলাম। পড়া শেষ হওয়ার পর আমি জাগ্রত হলাম, গরমের, মৌসুম ছিল। ভোর চারটা বাজছিল, চারদিক থেকে আযানের আওয়াজ আসছিল, মুখে আমার দরূদ শরীফ ছিল, ছোখে ছিল অশ্রু, অন্তরে ছিল এক বিস্ময়কর অনুভূতি। তখন আমার বয়স ছিল ২৫ বছর। আমার বয়স যখন চার বছর তখন থেকে আমার হাতের চামড়া ফেটে যেত। কখনও রক্ত বের হতো। লবন, মরিচ, সাবান ব্যবহারে চরম কষ্ট পেতাম। ২১ বছর থেকে অনেক চিকিৎসা করেছি কিন্তু সব চিকিৎসা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ মোতাবেক ঔষধ ব্যবহার করার পর মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে আমি পূর্ণ সুস্থ হলাম।[৪৯]

৪৯ সিরাতুন্নবী আজ ওয়াসালুননবী ২১৭

৬৬। তাই আমি তোমার সাক্ষাতের জন্যে চলে এসেছি

শেখ ইবনে সাবেত (রহঃ) একজন বুজুর্গ ছিলেন। তিনি মক্কায়ে মোয়াজ্জামায় বাস করতেন। ৬০ বছর যাবত হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাজির হতেন এবং সাক্ষাত শেষে আবার মক্কা শরীফে ফিরে যেতেন। এক বছর কোন অসুবিধার কারণে জেয়ারতে হাজির হতে পারেননি। একদিনের ঘটনাঃ তিনি তার ঘরে তন্দ্রাহত ছিলেন। এমন সময় হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরকতময় সাক্ষাত লাভে ধন্য হন। তিনি এরশাদ করেনঃ ইবনে সাবেত, তুমি আমার মোলাকাতের জন্যে আসনি, তাই আমি তোমার সাক্ষাতের জন্যে চলে এসেছি।

৬৭। দাড়িয়ে আছেন, নানা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

এক ব্যক্তি জঙ্গলে একা ভ্রমণ করছিল। ঘটনাক্রমে তার বাহন জন্তুটির পা ভেঙ্গে গেল। তখন তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল অবস্থায় দরুদ শরীফ পড়া আরম্ভ করেন। একটু পরই দেখেন তিনজন বুজুর্গ লোক আগমন করেছেন। তন্মধ্যে দু'জন তার নিকট এসেছেন এবং ঐ জন্তুটির ভাঙ্গা পা ঠিক করে দিয়েছেন। সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলোঃ আপনাদের পরিচয় জানতে পারি কি? তারা বললেন, আমরা হাসান (রাঃ) হোসাইন (রাঃ)। আর ঐ যে দূরে দাড়িয়ে আছেন, তিনি আমাদের নানা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তখন সে ব্যক্তি ফরিয়াদ করলোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে আপনার কদম দুটি থেকে কেন মাহরুম করলেন? তিনি এরশাদ করলেনঃ তোমার মুখ থেকে ধুমপানের গন্ধ আসে।[৫০]

৬৮। আমি তাতে চুম্বন করবো, কেননা তুমি আমার প্রতি অনেক দরুদ পাঠ কর

শেখ ইবনে হাজার মক্কী (রহঃ) এবং ইমাম সাখাবী (রহঃ) এবং অন্যান্য মোহাদ্দিসগণ থেকে বর্ণিত আছে যে, মোহাম্মদ ইবনে সাইদ ইবনে মোত্তর অনেক বেশী দরুদ শরীফ পাঠ করতেন। প্রতি রাত্রে নিয়মিত ভাবে একটি বিশেষ সংখ্যা পর্যন্ত দরুদ শরীফ পাঠ করে নিদ্রিত হতেন। তিনি এক রাত্রে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীদার লাভ করেন। তিনি স্বপ্নে

৫০ সিরাতুন্নবী আজ ওয়াসালুননবী -২১৭

দেখেন যে, তার সমস্ত ঘর আলোয় ঝলমল করছে এবং ঘরে কস্তুরীর খুশবু আসছে চতুর্দিক থেকে। তার ঘরে শুভাগমন হয়েছেন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । তিনি মোহাম্মদ ইবনে সাইদকে নিকটে ডাকলেন এবং এরশাদ করলেন যে, তোমার মুখমন্ডল নিকটে আন, আমি তাতে চুম্বন করবো, কেননা তুমি আমার প্রতি অনেক দরুদ পাঠ কর। মোহাম্মদ ইবনে সাঈদ একথা শ্রবণ করে অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। এবং কিভাবে নিজের মুখমন্ডল হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মুখে পেশ করবেন। তা চিন্তা করে মুখ ফেরালেন সে সময় হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মুখমন্ডলে চুম্বন করলেন। তখন তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তার স্ত্রীর ঘুমও ভেঙ্গে গেল। তারা দেখলেন সমস্ত বাড়ী কস্তুরীর খুশবুতে পরিপূর্ণ। এমনকি তার মুখমন্ডল থেকেও কস্তুরীর খুশবু আসতে লাগলো। এই খুশবু আট দিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

সোবহানাল্লাহ! "হে পরওয়ারদেগার! সর্বদা দরুদ ও সালাম প্রেরণ কর তোমার হাবীবের প্রতি, যিনি সর্বোত্তম সৃষ্টি"।[৫১]

৬৯। তিনি আমার ঘরে তাশরীফ এনেছেন। আমার ঘরটি নূরে ঝলমল করছিল।

শেখ আব্দুল জলিল ইবনে মোহাম্মদ লিখেছেন যে, সেফাউল আসকাম নামক গ্রন্থ যখন আমি রচনা করছিলাম তখন স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি একটি খচ্চরের উপরে আরোহণ করেছি। আমি চাই যেন অগ্রগামী কাফেলার সঙ্গে একত্রিত হই কিন্তু আমার খচ্চর ছিল অত্যন্ত দুর্বল। শুধু ধমক দিলেই সে অগ্রসর হয়। একটু পর দেখলাম একজন শক্তিশালী লোক আমার খচ্চরের লাগাম ধরে রেখেছে এবং আমাকে অগ্রসর হতে বাধা দিচ্ছে। আমি তখন অত্যন্ত ভীত হলাম। এমন সময় একজন অতি সুন্দর, সুসজ্জিত, কল্যাণের প্রতীক ব্যক্তিকে দেখলাম, তিনি আমাকে সেই শক্তিশালী লোকটির হাত থেকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। আল্লাহ তাকে মাফ করে দিলেন এবং বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। আল্লাহ তাকে মাফ করে দিয়েছেন। তার আপনজনদের জন্যে তার সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে। আমার মন সাক্ষ্য

৫১ সিরাতুন্নবী আজ ওয়াসালুননবী -২২২
জাদুস সাইদ-১১
মাহবুবুল কুলুব-৩৯১

দিল যে, এই বুজুর্গ ছিলেন হযরত আলী (রা)। আমি জাগ্রত হয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। এ স্বপ্নের কিছুদিন পরই আমি স্বপ্নে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভে ধন্য হই। তিনি আমার ঘরে তাশরীফ এনেছেন। আমার ঘরটি নূরে ঝলমল করছিল। আমি তিনবার তাকে সালাম আরজ করলাম। আমি বললাম, আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ' (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। আমি আপনার প্রতিবেশী এবং আপনার শাফায়াতের প্রার্থী। তখন তিনি আমার হাত স্পর্শ করলেন এবং মুচকি হেসে বললেন, "আয় ওয়াল্লাহ" বাক্যটি তিনি তিন বার উচ্চারণ করলেন। আমি তখন দেখলাম, আমার প্রতিবেশী যিনি ইতোপূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন, তিনি আমাকে বললেন তুমিতো হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাদেমদের অন্তর্ভুক্ত। আমি বললাম, আপনি কি করে জানেন? তিনি বললেন আল্লাহর শপথ! আসমানের অধিবাসীগণ তোমার খেদমতের আলোচনা শুনে মুচকি মুচকি হাসছিলেন। অতঃপর আমি স্বপ্নে আমার আব্বাজানকে দেখি। তাকে অত্যন্ত আনন্দিত দেখতে পাই। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি আমার দ্বারা উপকৃত হয়েছেন? তিনি বললেন, তুমি আমাকে ফায়দা পৌছিয়েছ দরুদ শরীফ সম্পর্কীয় গ্রন্থ রচনা করে। আমি বললাম, আপনি কি করে জানেন? তিনি বললেন উপরে স্তরে তোমার আলোচনা অধিক পরিমাণে হয়।[৫২]

৭০। আমি সেই দুধ পান করে তৃপ্তি লাভ করি

হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওদ্বায়ে পাকের একজন খাদেম বর্ণনা করেনঃ একদিন কাসেম শরীফ নামে এক ব্যক্তি মুচকি হাসতে হাসতে আসলেন। আমি তাকে মুচকি হাসার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, খাবার কোন বস্তু আমার কাছে ছিল না। আমি এজন্যে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে ফরিয়াদ করি এবং নিদ্রিত হই। স্বপ্নে দেখি তিনি তাশরীফ এনেছেন এবং দুধে পরিপূর্ণ একটি পেয়ালা আমাকে দান করেছেন। আমি সেই দুধ পান করে তৃপ্তি লাভ করি। যখন আমি জাগ্রত হই তখন আমার মুখেতে দুধের রং দেখতে পাই এবং আমার উদর ছিল পরিপূর্ণ। খাদেম বর্ণনা করেন, তিনি আমার সম্মুখে স্বীয় হস্তে থু থু ফেললেন তাতে দুধের অংশ ছিল।

৫২ সিরাতুন্নবী আজ ওয়াসালুননবী -২২২
সালাওয়াতে নাসীরি -১৭৭

৭১। নির্দিষ্ট স্থানে একটি লাঠি স্থাপিত আছে

হযরত শেখ আব্দুল জলিল, যিনি "কুতুবুল আলম" গ্রন্থের জন্যে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি হযরত হাকেমের পুত্র ছিলেন। শেখ আবু বকর ইবনে আবুল ফাতাহ হযরত শেখ আব্দুল জলিলের ভাই ছিলেন এবং তার নিকট থেকেই তিনি খেলাফত লাভ করেন। সুলতান সেকান্দার লোদী যখন আগ্রাকে রাজধানী হিসেবে নির্বাচন করলেন তখন সুলতান লোদীর সঙ্গে শেখ আবু বকরও আগ্রায় চলে এসেছিলেন। তিনি অত্যন্ত বড় আলেম ও পরহেজগার ছিলেন। আগ্রার পানি তখন এত লবণাক্ত ছিল যে পান করা সম্ভব হতো না। তার ইচ্ছা ছিল একটি মিষ্টি পানির কুপ খনন করবেন। তখন তিনি স্বপ্নে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভ করলেন। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এরশাদ করলেন যাও এই যমীনে যেখানে একটি লাঠি স্থাপন করে রেখেছি সেখানে কুপ খনন কর। অতি প্রত্যুষে তিনি সেখানে গিয়ে দেখলেন যে, নির্দিষ্ট স্থানে একটি লাঠি স্থাপিত আছে। ঐ স্থানে তিনি কুপ খনন করলেন। হুকুম পালন করলেন অনতিবিলম্বে এবং সেই কুপ থেকে মিষ্টি পানি বের হলো। আগ্রার জোগীপুরা মহল্লায় তাঁর খানকা এবং কুপ অত্যন্ত বিখ্যাত।[৫৩]

৭২। অনেক বুজুর্গসহ শুভাগমন করেছেন

ইমামে রব্বানী হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আমার বন্ধু-বান্ধবগণ আমাকে অনুরোধ করেন যে এমন কিছু নসিহত লিপিবদ্ধ করুন যা তরীকত পন্থীদের জন্যে উপকারী হয় এবং লোকেরা সেই নসীহত মোতাবেক জীবন যাপন করে। যখন সেই গ্রন্থটির রচনা সম্পূর্ণ করলাম তখন আমি দেখলাম স্বয়ং হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উম্মতের অনেক বুজুর্গসহ শুভাগমন করেছেন এবং তার দস্ত মোবারকে এ গ্রন্থটিকে নিয়ে দয়া করে তা চুমুক করেছেন এবং সঙ্গীদের দেখিয়ে বলেছেন, এমন এতেকাদই হওয়া উচিত। যারা এ ইলম দ্বারা উপকৃত হয়েছেন তারাও তখন তার সম্মুখে দন্ডায়মান ছিলেন। এ ঘটনাটি অনেক সুদীর্ঘ তবে ঐ মজলিসেই হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এ ঘটনা প্রকাশ করার আদেশ দিয়েছেন।

---

৫৩ সিরাতুন্নবী আজ ওয়াসালুননবী -২৩৬
তারিখে জলিলা-১৮০

হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ)-এর জন্ম সেরহিন্দ শরীফে, ৯৭১ হিজরী, মোতাবেক ২৬জুন ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে। তার মৃত্যু হয় ১০ই সেপ্টম্বর ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে। পূর্ব পাঞ্জাবের সেরহিন্দ শরীফেই রয়েছে তার মাজার, প্রকৃত নাম আহমদ, লকব বদরুদ্দিন। তিনি ইমামে রাব্বানী হিসাবেই খ্যাত। ১৫৯৯ সালে তিনি সে সময়ের কুতুব হযরত খাজা মোহাম্মদ বাকী বিল্লাহ দেহলবীর (রহঃ) নিকট বয়াত হন। তিনি সিলসিলায়ে নকশেবন্দীয়া মুজাদ্দেদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা ইমাম। তিনি দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) এর বংশধর। আকবরের ভ্রান্ত মতবাদ দ্বীন-ই-এলাহীর বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেন। জাহাঙ্গীর সত্য উপলব্ধি করে শুধু তাকে মুক্তিই দেননি; বরং তার ভক্তদের অর্ন্তভুক্ত হন।

একদিন হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রহঃ) ইমাম রফি উদ্দিন (রঃ)-এর সাক্ষাতের জন্যে গমন করলেন, ঐ কবরস্থানে তার এক আত্মীয় মহিলাকেও দাফন করা হয়েছিল। তিনি ধ্যান করে দেখলেন যে, আজাব বন্ধ হচ্ছে না। তখন তিনি তার পূর্ব পুরুষ মরহুমগণের দিকে মনোনিবেশ করলেন কিন্তু তারা কিছুই করতে পারলেন না। তখন তিনি তার পীর ও মুর্শেদ বুজুর্গানের দিকে মনোনিবেশ করলেন, কিন্তু মহিলার আজাব বন্ধ হলোনা। অবশেষে তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে মনোনিবেশ করলেন। তিনি নবুওয়্যাতের সিংহাসনে আরোহন করে তাশরীফ আনলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শুধু যে ঐ কবরের আজাব বন্ধ হলো তাই নয়; বরং আল্লাহর রহমতে তা পরিপূর্ণ হলো। তখন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ)-কে এই বলে দোয়া করলেন, "আল্লাহ পাক তোমাকে শান্তি দান করুন যে তোমার কারণে আমার এক উম্মতী আজাব থেকে নাজাত লাভ করলো"।

হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রহঃ) আগ্রা থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। পরে দিল্লী এবং ছেরহিন্দ শরীফের মধ্যে থানেশ্বর নামক স্থানে পৌছলেন, শেখ সুলতান নামক এক ব্যক্তি এই স্থানের শাসনকর্তা ছিলেন। শেখ সুলতান আকবরের দরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। এ সময় স্বপ্নে শেখ সুলতান সাক্ষাত লাভ করলেন হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের। তিনি শেখ সুলতানকে আদেশ দিলেন এই বলে, "হে সুলতান! তুমি তোমার কন্যার বিয়ে দাও শেখ আহমদের সঙ্গে। শেখ সুলতান জাগ্রত হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন যে এই শেখ আহমদ কে? যখন জানতে পারলেন যে শেখ আহমদ তথা হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রহঃ) সম্পর্কেই তিনি এ স্বপ্ন দেখেছেন। আর সে সময় তিনি থানেশ্বরই ছিলেন, তাই তার খেদমতে

হাজির হয়ে এই প্রস্তাব পেশ করলেন। জবাবে তিনি বললেনঃ এ ব্যাপারে আমার কোন বক্তব্য নেই। আমার সম্মানিত পিতা যদি এ প্রস্তাব মঞ্জুর করেন, তবে আমি এ প্রস্তাব গ্রহণ করবো। তার পিতা হযরত আব্দুল আহাদ (রহঃ) এ কথা শ্রবণ করে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং এরপর যথারীতি শেখ সুলতানের মেয়ের সঙ্গে হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ)-এর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হলো। অতঃপর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন।[৫৪]

৭৩। প্রত্যেক দিনই তুমি সাক্ষাত লাভ করবে।

কোন কোন অলী-আল্লাহ এমনও মর্তবা পেয়েছেন যে, প্রত্যেক দিনই স্বপ্নে তারা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভ করতেন। তাদেরকে "সাহেবে হুযূরী" বলা হয়। তন্মধ্যে হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ) ছিলেন। তিনি যখন মদীনায়ে মোনাওয়ারায় ইলমে হাদীসের অধ্যয়ন সুসম্পন্ন করলেন, তখন তাকে স্বপ্নে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই নির্দেশ দান করলেন, তুমি হিন্দুস্তানে গমন কর এবং ইলমে হাদীসের প্রচারে আত্মনিয়োগ কর, যেন সেখানে লোকেরা উপকৃত হয় । তিনি আরয করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিন্দুস্তানে গমন করলে আপনার দরবারে কিভাবে হাজির হবো? আর আপনার দরবারে হাজির হতে না পারলে কি করে বাচবো? তখন হুকুম হলো, তুমি ব্যাকুল হয়োনা। রাতে মোরাকেবা করো, আমার নিকট পৌছে যাবে। প্রত্যেক দিনই তুমি সাক্ষাত লাভ করবে। এভাবে নিশ্চিন্ত হবার পর যখন তিনি হিন্দুস্তান রওয়ানা দিলেন; তখন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নির্দেশ দিলেন, হিন্দুস্তানে যারা আল্লাহ ওয়ালা রয়েছে, তাদের দিকে নজর রেখ। এ নির্দেশটির একটা বিশেষ প্রতিক্রিয়া হলো হযরত আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভীর (রহঃ) উপর। তাই হিন্দুস্তানের যে কোন স্থানে তিনি গমন করতেন, সেখানে যদি কোন আল্লাহ ওয়ালা লোক থাকতেন, তবে তার সঙ্গে দেখা করতেন। হযরত শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ) তার বিখ্যাত গ্রন্থ "আখবারুল আখিইয়ার ফি আছরারিল আবরারে" হযরত শেখ আব্দুল ওহাব মনভী (রহঃ) এর অবস্থা লিপিবদ্ধ করেছেন। একবার তার সাথে এস্তেদরাজ সম্পর্কে কথা হয়েছে। তিনি বললেনঃ পথভ্রষ্ট, বে-দ্বীন এবং বেদআতীদেরও এমন শক্তি অর্জিত হয় যে, তারা মানুষের মনকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে এবং শরীয়তের পথ থেকে সরিয়ে দিতে পারে। এরপর

৫৪ মকতুবাতে ইমামে রব্বানী

হযরত শেখ তার একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন। একবার আমার দাক্ষিণাত্যের একটি শহরে গমন করার সুযোগ হয়েছিল। শহরের প্রধান বিচারপতি ছিলেন কাজী আব্দুল আযীয। তিনি শাফেয়ী মাজহাবের অনুসারী ছিলেন। আমি কাজী সাহেবকে বললাম যে, যদি এই শহরে কোন ফকীর দরবেশ থাকে, আমাকে বলবেন আমি তার সাথে সাক্ষাত করবো। তিনি বললেন, এক ব্যক্তি এ শহরে রয়েছে। তবে তার শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপের কারণে আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট নই। কাযী সাহেবের প্রদত্ত ঠিকানা মোতাবেক ফজরের নামাযের সময় আমি সে দরবেশের খেদমতে হাজির হলাম। আমাকে দেখেই ফকীর বললোঃ মওলবী আব্দুল হক, আপনার জন্যে অনেক অপেক্ষা করেছি। যখন আমি বসলাম তখন কুশলাদি জিজ্ঞাসা করার পর সেই ফকীর বোতল বের করে এক গ্লাস নিজে পান করলো এবং আর এক গ্লাস আমাকে দিল। আমি বললাম আমি তোমার কাজে প্রশ্ন করছি না তবে আমার জন্যে এ বস্তু হারাম। এভাবে আমি তিনবার অস্বীকার করলাম। সে বললোঃ পান কর। অন্যথায় তোমাকে আক্ষেপ করতে হবে। রাত্রে যখন আমি মোরাকাবায় বসলাম তখন দেখলাম সেখানে প্রিয়নবী হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারের তাবু রয়েছে। আমি অনেক চেষ্টা করেছি দরবারে সাক্ষাত দিতে কিন্তু ফকীর আমাকে বাধা দিয়েছে। অবশেষে আমি ফেরত এসেছি। সকালে ফকিরের নিকট পুনরায় গমণ করলাম। সে আমার সম্মুখে সেই হারাম বস্তুর পান-পত্র রেখে দিল। আমি বললাম এটি আমার জন্যে হারাম। আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুমের সামনে তোমার হুকুমের কোন গুরুত্ব নেই। সে বললোঃ পান কর, অন্যথায় আক্ষেপ করবে। রাত্রে সেই ঘটনাই যা পূর্বের রাত্রে ঘটেছিল। তৃতীয় দিন আমি আবার ঐ ফকিরের নিকট গমন করলাম। সে পান-পাত্র পেশ করলো। কিন্তু আমি তা গ্রহণে অস্বীকার করলাম। চতুর্থ রাত্রে আমি যখন মোরাকাবা করে দরবারে নববীতে হাজিরী দিতে ইচ্ছা করলাম, ঐ ফকির বাধা দিল এবং লাঠি নিয়ে দ্রুত বেগে আমার দিকে অগ্রসর হয়ে বললোঃ খবরদার! এক কদমও সামনে আসবে না। ঐ সময় আমি অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়লাম। তখন আমার সামনে আসবেনা। তখন আমার রসনা থেকে এই বাক্যটি বের হলোঃ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল গিয়াস'! ঠিক ঐ মুহূর্তে হযরত রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন সাহাবীকে লক্ষ্য করে এরশাদ করলেনঃ আব্দুল হক গত চার রাত থেকে উপস্থিত হয়নি। দেখ বাইরে কে ডাক দিচ্ছে, তাকে ডাক। সেই সাহাবী আমাকে এবং সেই ফকীরকে হাজির করলেন। তখন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আব্দুল হক, তুমি গত চার রাত কোথায় ছিলে? আমি গত চার রাতের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলাম। তখন তিনি ঐ ফকিরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ

"হে কুকুর! যাও"।

সকালে আমি তার নিকট রওয়ানা হলাম, দেখি যে তার কক্ষটি বন্ধ রয়েছে। দু"চারজন মুরীদ বসে আছে। আমি বললাম কি ব্যাপার? ফকিরের দুয়ার এখনও খুলেনি? দুয়ার খুলে দেখা গেল ফকির সেখানে নেই। হযরত শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহঃ) বললেনঃ এখান থেকে কোন জীব-জন্তু বেরিয়ে গেছে? লোকেরা বললো, একটি কালো কুকুরকে এখান থেকে যেতে দেখেছি। তখন হযরত শেখ আব্দুল হক (রহঃ) বললেনঃ সেইতো তোমাদের পীর ছিল। রাত্রে এ ঘটনা ঘটেছে। তোমাদের পীর কুকুরে পরিণত হয়েছে। এখন তোমাদের ইচ্ছা, তোমরা তার মুরীদ থাকবে বা মুরীদী বর্জন করবে। তখন সমস্ত লোক তওবা করলো এবং হযরত শেখ (রঃ)-এর মুরীদ হলো। [৫৫]

৭৪। আমাকে তো একটি কুলও খেতে দিলেনা

হযরত সাইয়্যিদ হামজা কাদেরী বরকতী (রহঃ) একবার স্বপ্নে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভে ধন্য হলেন। তখন তিনি এরশাদ করলেন, হে আমার সন্তান! তুমিতো কুলের বৃক্ষ লাগিয়েছ অনেক এবং এরদ্বারা অনেকের মেহমানদারীও কর। কিন্তু আমাকে তো একটি কুলও খেতে দিলেনা সাইয়্যিদ হামজা (রহঃ) পরদিন সকালেই মাহফিলে মিলাদ অনুষ্ঠান করেন এবং তাতে উপস্তিতদের মধ্যে কুল বিতরণ করেন। [৫৬]

৭৫। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে উপস্থিত হয়েছেন

দিল্লীতে যখন শাহী মসজিদ তৈরী হলো তখন সম্রাট শাহজাহান স্বপ্নে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভে ধন্য হলেন, তিনি দেখলেন যে, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সাহাবায়ে কেরাম ও উম্মতের বুজুর্গানে দ্বীন মসজিদে উপস্থিত হয়েছেন।

৫৫ আল বালাওল মুবিন
সিরাতুন্নবী আজ ওয়াসালুননবী -২৪১
৫৬ সিরাতুন্নবী আজ ওয়াসালুননবী -২৪৯

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদের হাউজের উত্তর-পশ্চিম কোণে বসে অযূ করছেন। সম্রাট শাহজাহান তখনই জাগ্রত হলেন এবং লাল কিল্লা থেকে সুরুঙ্গ পথ দিয়ে অনতিবলম্বে মসজিদে পৌছলেন। সম্রাট শাহজাহান ১০৬০ হিজরীর ১০ই শাওয়াল এই মসজিদটির নির্মাণ আরম্ভ করেন। প্রতিদিন পাচ হাজার শমিক এতে কাজ করতো। ছয় বছরে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই মসজিদটি নির্মিত হয়। মসজিদটির প্রাঙ্গণে নির্মিত হয়েছে হাউজ, যার পশ্চিম কোনে মর্মর পাথর দিয়ে একটুখানি স্থান সংরক্ষণ করা হয়েছে, যাতে করে এ স্থানের বেয়াদবী না হয়। কেননা এ স্থানেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অযূ করতে দেখা গিয়েছিল। স্থানটি আজো সংরক্ষিত রয়েছে এবং তাতে লিপিবদ্ধ আছে, "কাওসারে মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম"। [৫৭]

৭৬। তার সাথে মোসাফাহা করলেন

হযরত খাজা সাইয়্যিদ আদম বিন্নুরী (রহঃ) মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় পৌছে হজ্জ সুসম্পন্ন করে মদীনায়ে তৈয়্যেবায় উপস্থিত হলেন। একদিন তার মজলিসে তিনি বসে আছেন, এমন সময় আধ্যাত্মিকভাবে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথে মোসাফাহা করলেন এবং তাকে বললেন, যে তোমার সঙ্গে মোসাফাহা করবে সে যেন আমার সঙ্গে মোসাফাহা করলো আর যে আমার সঙ্গে মোসাফাহা করলো তাকে মাফ করা হবে। তখন সাইয়্যিদ সাহেব তার সমস্ত মুরিদদের সাথে এক সঙ্গে মোসাফাহা করলেন। যাতে করে কেউ মাহরুম না থাকে। এ বিষয়টি অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করেছিল। তাই তার বাসস্থানে মানুষের ঢল নেমে এল। তখন সাইয়্যিদ সাহেবকে মোসাফেহার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হলো।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরফ থেকে তাকে এই সুসংবাদও দেয়া হলো যে, তুমি আমার প্রতিবেশী হও। তাই তিনি মদীনা শরীফেই অবস্থান করলেন এবং ১০৫৩ হিজরীতে মদীনায়ে মোনাওয়ারায় ইন্তে কাল করেন। হযরত ওসমান গনি (রাঃ)-এর মাজারের পাশেই তাকে দাফন করা হয়। তিনি হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রহঃ) এর খলিফা ছিলেন। তার খলিফাগণের সংখ্যা ছিল একশত। তার মুরীদের সংখ্যা এক লক্ষ বলা হয়। হাজার হাজার পাঠান সর্বদা তার সঙ্গে থাকতেন। বাদশাহ জাহাঙ্গীরকে কেউ এই রিপোর্ট দিয়েছিল যে, হযরত আদম বিন্নুরী (রহঃ) তার রাজত্ব ছিনিয়ে নিতে চান। তাই বাদশাহ তাকে হজ্জে রওয়ানা করে দিলেন। [৫৮]

৫৭ সিরাতুন্নবী আজ ওয়াসালুননবী -২৪৫
৫৮ মাশায়েখে নকসবন্দীয়া-২০০

৭৭। ইনি আমার উম্মতের ওলীদের অন্যতম

হযরত মাওলানা আব্দুল জলিল এলাহাবাদী (রহঃ) হযরত শেখ আব্দুল হক দেহলবীর ছাত্র ছিলেন। ছাত্র অবস্থায় তিনি স্বপ্নে সাক্ষাত লাভ করলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের। তিনি দেখলেন বিশাল-বিস্তৃত মরুভূমিতে একটি সাদা কালো বর্ণের অশ্বে আরোহণ করে আছেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । মাওলানা আবদুল জলিল কদমবুছি করার সৌভাগ্য লাভ করলেন। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ তুমি জাহেরী ইলিম ছড়ে দিয়ে বাতেনী ইলিম হাসিল কর। সে যুগের বুজুর্গ আলেম শেখ মোহাম্মদ সাদেক (রাঃ) এর দিকে ইঙ্গিত করে বললেনঃ ইনি আমর উম্মতের ওলীদের অন্যতম। তুমি তার মুরীদ হও। মাওলানা আব্দুল জলিল এই হেদায়েত মোতাবেক শেখ মোহাম্মদ সাদেক (রহঃ) এর মুরীদ হলেন। আধ্যাত্মিক সাধনা করে খেলাফত হাসিল করলেন। তাঁর ফয়েজ ও বরকতে অনেক লোক উপকৃত হয়েছে। [৫৯]

৭৮। প্রতি রাত্রে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভে ধন্য হতেন

হযরত সাইয়্যিদ আব্দুল কাদের সানী, যিনি সাইয়্যিদ মোহাম্মদ নওম হালাবী জিলানীর জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন। গিয়াসউদ্দিন লংগাহ তার অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন এবং তিনি নিজেও অত্যন্ত পরহেজগার লোক ছিলেন। প্রতি রাত্রে প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভে ধন্য হতেন। এক রাত্রে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এক হাত লম্বা একটি বাশের টুকরা দান করলেন এবং এরশাদ করলেন, আমার সন্তান আব্দুল কাদেরকে এটি দিও এবং সুসংবাদও দিও যে, শরীরের যে স্থানে ব্যথা হয় সেখানে বাশের এ টুকরাটি স্পর্শ করে দশবার সূরা এখলাস পাঠ করে। তাহলে আল্লাহ পাক আরোগ্য দান করবেন। এদিকে সাইয়্যিদ আব্দুল কাদের সানিকেও হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরফ থেকে এই সুসংবাদ প্রদান করা হয় যে, গিয়াসুদ্দিনের নিকট আমানত দিয়েছি, তুমি তা নিয়ে নাও এবং আমল কর। এই বরকতময় তদবীরের যে ফল পাওয়া গেছে, তা সত্যিই বর্ণনাতীত। এ ঘটনা মুলতানে অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করে। কেননা মুলতানে তখন একটি রোগ দেখা দিয়েছে যে, মানুষের হাড়ে ব্যথা হতো এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকটি মারা যেত। যেদিন থেকে স্বপ্নযোগে এই তদবীর

৫৯ আনোয়ারুল আশেকীন, পৃষ্ঠা ১০১
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ২৪৯

পাওয়া গেল, সেদিন থেকে অনেক লোক আরোগ্য লাভ করলো। সৈয়দ আব্দুল কাদের (রঃ)-এর জন্ম হয়েছিল ৮৬২ হিজরীতে এবং ইন্তেকাল হয় ১৮ই রবিউল আউয়াল; ৯৪০ হিজরী। তার মাজার রয়েছে ওৎশরীফে। [৬০]

৭৯। বেহুশ হতাম তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত নসীব হতো।

হযরত রাসূল নোমা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ছাত্র জীবনে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আমি শিকারে গিয়েছিলাম, সর্প আমার পায়ে দংশন করেছিল। বন্ধুরা আমাকে অনতিবিলম্বে বাড়ী পৌছিয়েছিল এবং আব্দুল ওয়াহাব নামক বিখ্যাত চিকিৎসককে এনে আমার চিকিৎসা করা হয়েছিল। ফলে আমার সর্প দংশনের যন্ত্রণা লাঘব হয়েছিল। যখন আমি বেহুশ হতাম তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত নসীব হতো। তিনি আমার উপর দোয়া পাঠ করতেন।

হযরত রাসূল নোমা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, একদিন অভাব-অনটনের কারণে আমার আহার্য বলতে কিছুই ছিল না। এ অবস্থায় আমি নিদ্রিত হই, স্বপ্নে হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত নসীব হয়। তার হাতে কিছু আটার গোলা রয়েছে যা দ্বারা তিনি একটি রুটি তৈরী করলেন, যা শুধু সূর্যের তাপে তৈরী হলো। অতঃপর অত্যন্ত দয়া করে তিনি রুটিটি আমাকে দান করলেন এবং এরশাদ করলেন, এতই যখন ক্ষুধার্ত, কারো নিকট কিছু চেয়ে নিতে।

এ মোবারক রুটি খাওয়ার ফলে অনেক দিন পর্যন্ত আমার কোন অভাব-অনটন ছিল না। যদিও অর্থ সম্পদ রোজগারের কোন নির্দিষ্ট পন্থাও আমার ছিল না।

হযরত রাসূল নোমা (রহঃ) বর্ণনা করেন, দর্শন শাস্ত্র শিক্ষা করা উচিত নয়। আমার ছাত্র জীবনে "শরহে হেদায়েতুল হেকমত" নামক গ্রন্থটি পাঠ করার আগ্রহ হলো। রাত্রে আমি স্বপ্নে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভ করলাম। তিনি এরশাদ করলেন, তুমি কি দার্শনিকদের সঙ্গী হতে চাও?

জাগ্রত হয়ে আমি তওবা করলাম এবং দর্শন শাস্ত্র না পড়ার সংকল্প করলাম। যদিও কোন কোন সময় বিষয়টির প্রয়োজন হয়, কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐ নিষেধাজ্ঞার কারণে বিরত রইলাম।

৬০ তাজকেরায়ে অউলিয়ায়ে হিন্দ ৩য় -২০
সিরাতুন্নবী আজ ওয়াসালুননবী -২৩৫

একরাত্রে সাক্ষাত লাভ হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের। তিনি এরশাদ করলেনঃ তোমার একান্ত ইচ্ছে হলে কিস্‌সা কাহিনীর ন্যায় কিছু দর্শন শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করতে পার।

সৈয়দ হাসান রাসূল নোমা (রহঃ) এর স্ত্রী একদিন তাকে বললেন, আমাকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত করিয়ে দাও। তিনি বললেন, অতি উত্তম সাজে সুসজ্জিত হও, গোসল করে পবিত্র হও। তিনি আদেশ পালন করলেন। এমন সময় তার ভাই আসল। সাইয়্যিদ সাহেব (রহঃ) তার ভাইকে বললেন, আজকে তোমার ভগ্নি এই বৃদ্ধ বয়সে কি সাজে সজ্জিত হয়েছে লক্ষ্য কর। ভাই ভগ্নিকেও জিজ্ঞাসা করলো, এই বয়সে এসব কি? তিনি শ্রবণ করে রাগান্বিত হলেন এবং তার পোষাক ছিড়ে ফেললেন। তার সাজ-সজ্জার উপকারণগুলো দূর করলেন এবং রাগান্বিত অবস্থায়ই শুয়ে পড়লেন। একটু পরই প্রিয়নবী হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জেয়ার লাভে ধন্য হলেন এবং জাগ্রত হয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে সাইয়্যিদ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কি হলো? সাইয়্যিদ সাহেব বললেন, ইতিপূর্বে তুমি আমার মর্যাদা উপলব্ধি করতে না এবং তোমার মধ্যে ছিল আত্মম্ভরিতা। আজকের এ ঘটনায় তোমার আত্মম্ভরিতা দূর হলো এবং উচ্চ মর্তবা তোমার নসীব হলো। পৃথিবীতে আত্মম্ভরিতা এবং আত্ম প্রচার সবচেয়ে মন্দ কাজ। [৬১]

৮০। হুজরায়ে হুযূরী

হযরত আবুল কাশেম (রহঃ) সিন্ধু প্রদেশে হযরত নকশেবন্দী সাহেব নামে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি যে হুজরায় থাকতেন তাকে "হুজরায়ে হুযূরী" বলা হয়। এ নামকরণের কারণ এই, এক রাত্রে এশার নামাজের পর তার হুজরা থেকে দু'জন মানুষের নিম্নস্বরে কথা বলার শব্দ শ্রুত হয়। খানকার দরবেশগণ মনে করেছেন যে হয়তো হুযূরের নিকট শহরের নেতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তি এসেছেন। কিছুক্ষণ পর তিনি হুজরা থেকে বের হয়ে আসলেন এবং অযূ করলেন। একজন খাদেমকে বললেন, হুজরা থেকে আমার পাগড়ী নিয়ে আস। ঐ খাদেম হুজরায় গিয়ে আশ্চর্যান্বিত হলেন যে, সেখানে কোন লোকই দেখা গেল না। কিছু দিন পর খাদেম সেদিনকার ঘটনা সম্পর্কে হযরত নকশবন্দী (রঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, যেদিন শাহে দোজহা সাইয়্যিদুল মুরসালীন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেছিলেন, তখন থেকে তার হুজরার নাম হলো "হুজরায়ে হুযূরী"। [৬২]

৬১ মানাকেবুল হাসান রাসুল নোমা
সিরাতুন্নবী আজ ওয়াসালুননবী -২৩৫
৬২ সিরাতুন্নবী আজ ওয়াসালুননবী -২৫২

৮১। চাকু দ্বারা মৃত খচ্চরের গোশত কেটে

রবী ইবনে সোলায়মান বর্ণনা করেন যে, আমি হজ্জের সফরে ছিলাম। আমার সঙ্গে হজ্জ যাত্রীদর একটি দল ছিল। আমরা যখন কুফা পৌছি তখন জরুরী আসবাবপত্র ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বাজারে গমন করি। তখন দেখলাম একটি বিরাণ জায়গায় একটি মৃত খচ্চর পড়ে আছে, আর একজন স্ত্রীলোক ছেড়া কাপড় পরিহিত অবস্থায় একটি চাকু দ্বারা মৃত খচ্চরের গোশত কেটে তার থলেতে রাখছে। তখন আমার খেয়াল হলো যদি এ স্ত্রীলোক গোশতের দোকানদার হয় আর এ মৃত জন্তুর গোশত মানুষকে খাওয়ায়, তাই অতি সঙ্গোপনে তার অনুসরণ করতে লাগলাম। স্ত্রীলোকটি একটি বাড়ীতে প্রবেশ করলো। সেখানে চারটি মেয়ে ছিল। তাদের চেহারায় দারিদ্র্যের এবং কষ্টের চিহ্ন ছিল। আমি দেখলাম ঘরের অবস্থা আরো মন্দ, কোন মালপত্র সে ঘরে ছিল না। স্ত্রীলোকটি ক্রন্দনরত অবস্থায় মেয়েদের বললো, এই গোশত পাক কর এবং আল্লাহর শোকর আদায় কর। মেয়েরা এই গোশত পাক করতে লাগলো। আমি এই হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হলাম।

তখন আমি একথা বলে ডাক দিলাম, হে আল্লাহর বান্দারা, আল্লাহ ওয়াস্তে এ গোশত খেয়ো না। তখন তারা জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কে? আমি বললাম, আমি একজন মুসাফির। সে স্ত্রীলোকটি বললো, তুমি আমাদের এখানে কেন এসেছ? আমরাতো নিজেরাই অদৃষ্টের বন্দী। গত তিন বছর ধরে আমাদের কোন সাহায্যকারী নেই। এই মেয়েদের পিতা ছিলেন একজন শরীফ লোক। তিনি নিজেদের ন্যায় লোকদের মধ্যেই এই মেয়েদের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মৃত্যু তাকে সে অবসর দেয়নি। তিনি চলে গেছেন পরপারে। পরিত্যক্ত সম্পদ যা ছিল তা শেষ হয়ে গেছে। আমাদের জানা আছে যে, মৃত জন্তুর গোশত খাওয়া জায়েজ নয়, কিন্তু আমরা চার দিন ক্ষুধার্ত। তাই আমাদের জন্য তা জায়েজ হয়ে গেছে।

রবী বর্ণনা করেন, এ ঘটনা শ্রবণ করে আমি কাদতে লাগলাম এবং এহরামের চাদর, যাবতীয় মালপত্র এবং ছয়শত দেরহাম যা আমার নিকট ছিল তা তাদের জন্যে নিয়ে রওয়ানা হলাম। পথে একশ দেরহামের আটা এবং একশ দেরহামের কাপড় খরিদ করলাম এবং অবশিষ্ট দেরহামগুলো আটার মধ্যে লুকিয়ে তাদের বাড়ী পৌছলাম।

স্ত্রীলোকটি আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন এবং বললেনঃ হে ইবনে সোলায়মান, যাও আল্লাহ তোমার আগের পরের সমস্ত গুনাহ মাফ করুন এবং জান্নাতে তোমাকে স্থান দান করুন। আর বড় মেয়েটি বললো, আল্লাহ তোমাকে দ্বিগুণ সওয়াব দান করুন এবং তোমার গুনাহ মাফ করুন। দ্বিতীয়

মেয়েটি বললো, তুমি যা দান করেছ আল্লাহ পাক তোমাকে তার চেয়ে আরো বেশী দান করুন। তৃতীয় মেয়েটি বললো আল্লাহ পাক তোমাকে আমাদের দাদার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সঙ্গে হাশরের ময়দানে একত্রিত হওয়ার তৌফিক দান করুক। [৬৩]

৮২। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কর্তিত হাত পা জুড়ে দিলেন

একজন অত্যন্ত নেককার ব্যক্তি জ্বালানী বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তবে ওঠা-বসার সময় একটি কথা তিনি বলতেন, হে আল্লাহ হযরত মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যিনি চন্দ্র সূর্যের চেয়েও অধিকতর আলোকময়, হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর নেকীর প্রতি রহমত নাজিল করো। একথাগুলো শ্রবণ করে কিছু লোক অসন্তুষ্টি হতো, একদিন তিনি লাকড়ির বোঝা মাথায় নিয়ে কোথাও গমণ করেছেন। এমন সময় এক ব্যক্তি বললো, লাকড়ি বিক্রি করবে? তিনি বললেন, হ্যা, তখন সে তাকে বাড়ীতে নিয়ে আসলো এবং সেই দুষ্ট লোকেরা তার হাত পা কেটে দিল এবং রাত্রে নিজেদের বাড়ী থেকে অনেক দূরে তাকে নিক্ষেপ করলো। কিছুক্ষণ পরই প্রিয়নবী হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে আগমন করলেন, তার সঙ্গে ছিলেন হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)। **প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কর্তিত হাত পা জুড়ে দিলেন**। আল্লাহ পাক তাকে পূর্বাবস্থায় এনে দিলেন। এই নেককার লোকটি পুনরায় তার কাজ করতে লাগলেন। একদিন তাকে সেই দুষ্ট লোকেরা দেখে আশ্চর্যন্বিত হলো এবং তাকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে অত্যন্ত খোশামোদের সুরে বললো, ব্যাপারটি কি? তখন তিনি তাদের নিকট তার ঘটনা বর্ণনা করলেন। তারা এই ঘটনা শ্রবণ করে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-কে মন্দ বলা থেকে তওবা করলো। [৬৪]

---

৬৩ সীরাতুন্নবী আজ ওয়াসালুননবী - ২৫৯
৬৪ সিরাতুন্নবী আজ ওয়াসালুননবী ২৬৫
খাইরুল মাওয়ানেছ--

৮৩। দরসে কোরআনে রাসূলের আগমন

হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী (রহঃ) পবিত্র কোরআনের তাফসীর বয়ান করতেন। তিনি লাহোরে ৪৬ বছর যাবত পবিত্র কোরআনের তাফসীর বর্ণনা করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মোতাবেক ১৩০৪ হিজরী, ২রা রমদ্বানুল মোবারক জুমআর দিন জালাল নামক গ্রামে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২ জুমআর দিন এশার নামাজে সেজদারত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন।

এক দিনের ঘটনা, তিনি মাষ্টার লালদীন আগড়ের নিকট বর্ণনা করেছেনঃ দরসে কোরআনের পর সাদাসিধে পোষাক পরিহিত যে ব্যক্তিকে আমার পার্শ্বে দন্ডায়মান দেখলাম, তাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম আমার নিকট আপনার কোন কাজ আছে কি? তিনি আমার হাত ধরে একটু দূরে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, আপনার দরসে কোরআনের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলাম যে, স্বয়ং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূণ্যাত্মা সাহাবায়ে কেরামের একটি দল নিয়ে এই পবিত্র মজলিসে আগমন করেছিলেন। আপনি যখন কোন বাক্য শেষ করতেন তখন স্বয়ং হুযূর সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করতেন ঃ "তুমি ঠিক বলেছ, তুমি ঠিক বলেছ"। [৬৫]

৮৪। স্বয়ং প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরিফ রেখেছেন।

মদিনা মোনাওয়ারার কেবলা হলো দক্ষিণ দিকে। রওজায়ে পাকের সবুজ গম্বুজ হলো পূর্ব কোণে। পশ্চিম দিকে রয়েছ "বাবুর রহমত" তারই পার্শ্বে হাদীস শরীফের দরস দিতেন শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রঃ)। সবুজ গম্বুজের জালিগুলো তার সম্মুখে থাকতো। তার শাগরেদদের মধ্যে একজনের অবস্থা এই ছিল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রওদ্বায়ে পাকে জীবিত আছেন এই বিষয়ে সে সন্দিহান ছিল। যখন হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদনী (রহঃ) শাগরেদদেরকে দরস দিচ্ছিলেন, ঠিক সে সময় ঐ ব্যক্তি রওজায়ে পাকের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখলো যে সেখানে রওজাও নেই গম্বুজও নেই কিন্তু **স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরিফ রেখেছেন**। ঐ ব্যক্তি কিছু বলতে চাইলো। (হয়তো অন্য সঙ্গীদেরকে সেদিকে আকৃষ্ট করতে টাইল) হযরত মাদানী তাকে ইঙ্গিতে নিষেধ করলেন। পুনারায় যখন দৃষ্টিপাত করলো তখন দেখলো রওজায়ে পাক স্ব-স্থানে ঠিকই রয়েছে এবং সবুজ গম্বুজও সঠিক স্থানেই রয়েছে।[৬৬]

৬৫সিরাতুন্নবী আজ ওয়াসালুননবী ৩৪১
মাকামাতে বেলায়েত-১১২
৬৬ আল জমিয়ত ৪০-

৮৫। শহীদ ব্যক্তির সঙ্গীর সাহায্যে আগমন

হযরত আবু আব্দুল্লাহ্ শামী (রহ.) বলেন যে, আমরা রোমীয়দের সাথে জিহাদ করার জন্য সঙ্গবদ্ধ হলাম। আর দুশমনের অবস্থান পরিদর্শনের জন্য আমাদের মধ্য থেকে কয়েক জন বেরিয়ে গেল। তাদের মধ্য থেকে আমরা দুই মুজাহিদ ভিন্ন রাস্তা দিয়ে বের হলাম এবং সোজা চলতেছিলাম। হঠাৎ এক বয়স্ক রোমীকে দেখলাম। সে (রোমী ব্যক্তি) তাঁর গাধা হাঁকিয়ে আসতেছিল। ঘাধার উপরে একটা গদি ছিল, আর গদির নিচে একটা খুরজী (বাঁশের তৈরি থলি যাহা গিনের নিচে রাখা হয় যাতে ঘোড়া বা গাধার শরীরের ঘাম যেন গিনের মাঝে না লাগে), একটি কম্বল ও একটা চট ছিল। আমাদেরকে দেখা মাত্র খাপ থেকে তলোয়ার বের করলো এবং গাধার উপরে সজোরে আঘাত করলো, আঘাতের চোটে খুরজী, বিছানো কম্বল এবং গাধা সবগুলো দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল এবং সে আমাদের সম্বোধন করে বলল, তোমরা দু'জনেই দেখেছ যে, আমি কি করেছি । আমরা বল্লাম যে, খুব ভাল করে দেখেছি। সে বল্ল এবার ময়দানে আস। একথা শুনতে না শুনতেই আমরা দু'জনেই তার উপর আক্রমণ করে বসলাম, কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলার পরই আমার দ্বিতীয় সঙ্গী শাহাদাত বরণ করলো, তখন আমাকে সম্বোধন করে রোমী ব্যক্তি বলল, তোমার সফর সঙ্গীর কি পরিণতি হয়েছে দেখেছ? আমি বলে ফেললাম হ্যাঁ দেখেছি। এতটুকু উত্তর দেওয়ার পর আমি মোকাবিলার পরিবর্তে আমার অন্য সঙ্গীদের তালাশে বেরিয়ে গেলাম। কিছু দূর যাওয়ার পর আমার দিলের মধ্যে তিরস্কার ও দুঃখ-বেদনার তুফান উদয় হলো, নিজে নিজেকে বললাম যে, তোমার সর্বনাশ হউক, তোমার সঙ্গী তো জান্নাতে যাওয়ার ক্ষেত্রে তোমার চেয়ে অগ্রবর্তী হয়ে গেল, আর তুমি পলায়ন করে তোমার অন্য সঙ্গীদের নিকট যাচ্ছ, এ সকল চিন্তা চেতনায় অক্ষম হয়ে পুনরায় রোমীর দিকে অগ্রসর হলাম আর ঘোড়া থেকে অবতরণ করে ঢাল-তলোয়ার হাতে নিয়ে পায়ে হেঁটে তলোয়ার দিয়ে তার উপর আক্রমন করলাম। কিন্তু এ আক্রমণ ব্যর্থ হয়ে গেল। রোমীও পালটা আক্রমণ করলো, তার আক্রমণও ব্যর্থ হলো। এরপর আমি অস্ত্র ফেলে দিয়ে তাকে বাহু দিয়ে ধরে পেঁচিয়ে ফেললাম। তখন রুমী ব্যক্তি আমাকে উপরে উঠিয়ে মাটিতে আছাড় দিয়ে আমার বুকে সুন্দরভাবে বসে গেল এবং তার সঙ্গে রাখা অস্ত্র বের করতে যাচ্ছিল। ঠিক এমনি মুহূর্তে আমার সফর সঙ্গী যিনি কিছুক্ষণ আগে শাহাদাত বরণ করেছিলেন তিনি এসে গেলেন এবং রোমী ব্যক্তির ঘাঁড়ে ধরে আমার বক্ষ থেকে নিচে মাটিতে ফেলে দিলেন।

অতঃপর পারস্পরিক সাহায্যে রোমী ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেললাম, এবং তার সঙ্গে জিনিস পত্র যা কিছু ছিল আমরা নিয়ে নিলাম্ আর আমার শহীদ সঙ্গী রাস্তায় চলতে চলতে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে ছিলেন। অবশেষে আমরা একটি গাছের কাছে পৌছলাম তখন তিনি পুনরায় মৃত অবস্থায় পতিত হলেন। আর আমি ফিরে এসে আমার সঙ্গীদের সাথে পুরো ঘটনা আলোচনা করলাম। অতঃপর তাকে দেখার জন্যে সবাই উক্ত গাছের কাছে গেলেন এবং সে স্থানে তাকে সকলেই শহীদ অবস্থায় দেখতে পেল।

৮৬। নির্দয়তার আযাব

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন- একবার ভ্রমনে বের হলাম পথে বর্বর যুগের কবরস্থানগুলো হতে কোন একটি কবরস্থান দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলাম। এক লোক হঠাৎ করে কবর থেকে বের হলো। তার সমস্ত শরীরে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছিল আর তার কাঁধে আগুনের শিকল ছিল। আমার পানি ভর্তি একটি লোটা ছিল। সে আমাকে দেখে ডাকডাকি আরম্ভ করে দিল যে হে আব্দুল্লাহ (আল্লাহর বান্দা) আমাকে পানি পান করাও আমি চিন্তা করলাম, সে হয়তবা আমার পরিচয় জানে যার দরুন আমার নাম নিয়ে ডাকছে। আর না হয় আরববাসীরা যেহেতু মানুষকে 'আব্দুল্লাহ' (যার অর্থ আল্লাহর বান্দা) বলে ডাকে এ হিসাবে হয়তো আমাকে ডাকছে। আমি এই চিন্তায় মগ্ন ছিলাম। হঠাৎ তার পিছন দিক থেকে এক ব্যক্তি কবর থেকে বের হয়ে আমাকে সম্বোধন করে বলতে লাগলো যে 'আব্দুল্লাহ্', একে পানি পান করিও না কারণ সে কাফের এই বলে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির গলার জিঞ্জির ধরে কবরের ভিতরে নিয়ে গেল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমি উক্ত স্থান থেকে সামান্য দূরে এক বৃদ্ধা মহিলার ঘরে মেহমান হলাম্ তাঁর ঘরের কাছে একটি কবর ছিল আমি ঐ কবর থেকে এই আওয়াজ শুনতে পেলাম যে- بول وما شن وما شنٌ অর্থাৎ, প্রস্রাব কতইনা মারাত্মক ব্যাপার এবং বিপদজনক পানির মোশক কতইনা মারাত্মক ও ভয়াবহ ব্যাপার। আমি বৃদ্ধালোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম এই আওয়াজ কিসের? সে বলিল, ইহা আমার স্বামীর কবর সে যখন প্রসাব করত তখন সে প্রস্রাব থেকে নিজেকে হেফাজত করতনা, আমি তাকে বলতাম, যে তোমার, যে তোমার অমঙ্গল হউক, কারণ উটও যখন প্রস্রাব করে তখন সে তার পায়ের নলাকে নিচু করে দেয়। আর তুমি তাও করনা। কিন্তু সে আমর কথা মানতো না। আর যখন

তার মৃত্যু হলো, তখন সর্বদা সে কবর থেকে এই আওয়াজ করে। অতঃপর আমি ঐ ব্যক্তির পানির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম তখন সে বলল ঐ ব্যক্তির ঘটনা এই ছিল যে একবার এক ব্যক্তি এসে তার কাছে পানি চাইল, তখন সে বলল দেখ তোমার কাছেই ছোট পাত্রে পানি আছে তা থেকে পান কর। অথচ ঐ পাত্রে যে পানি নাই এটা তার জানা ছিল। ঐ পিপাসিত ব্যক্তি দ্রুত ঐ পাত্রের কাছে গিয়ে যখন দেখল যে, তাতে পানি নেই ততক্ষণাৎ সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। আর এখন এই ব্যক্তি দৈনিক কবরে এই কথা বলে হায় পানির পাত্র! হায় পানির পাত্র। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, যখন আমি সফর থেকে ফিরে এসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কাছে কথা বললাম, তখন তিনি আমাকে একা সফর করতে নিষেধ করলেন।

অন্য রেওয়ায়েতে এভাবে আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর (রা.) বলেন, আমি হজ্জ বা ওমরা করতে বের হয়েছি। তখন 'রুয়াইছিয়া' নামক স্থানে পৌছে আমার সমস্ত পাথেয় সামগ্রী মক্কা শরীফে পৌছে দেয়ার জন্য কাফেলাদেরকে দিয়ে দিলাম। এদিকে আমি একটি কুপের নিকট গিয়ে সওয়ারীকে পানি পান করালাম। আর পানির পত্রে পানি ভরে নিলাম। কুপের পাড়ে বসবাসরত লোকেরা আমার আসার সংবাদ পেয়ে আমার নিকট সকল এসে সমবেত হল এবং আমার কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে জানতে লাগর। কিচুক্ষন পর তাদের মধ্যে একজন বলে উটল যে উনাকে ছেড়ে দাও তার সামান আগে চলে গেছে। তখন তারা সভাই আমার কাছ থেকে চলে গেল। আর আমিও এখান থেকে বের হয়ে পথ চলতে চলতে একটি কবরের পাশদিয়ে গমন করছিলাম যা কেবলা মুখি করে বানানো হয়েছে। হঠাৎ এক কবর থেকে জনৈক ব্যক্তি কাধে শিকল বাধা অবস্থায় বের হল । যার মধ্যে দাউ দাউ করে আগুন জলছে । আর শিকলের অন্য প্রান্ত আরেক ব্যক্তির হাতে ছিল। আমার সওয়ারী এ অবস্থা দেখে চমকে উঠে পালাতে লাগল। পিচন দিক হতে এ শিকলবদ্ধ ব্যক্তি ডাক দিয়ে বল্ল হে আব্দুল্লাহ আমাকে একটু পানি পান করাও। শিকল ধারী ব্যক্তি বলে উঠল হে আব্দুল্লা তাকে এক ফোটাও পানি পান করাবেনা। আমি বুঝতে পারলাম না, এরা দুজনে মূলত আমার নাম ধরে ডাক দিয়েছে না আরবের সাধারন নিয়মানুযায়ি আব্দুল্লাহ বলে সম্মোধন করেছে? যা হউক আমি পিচনে ফিরে দেখলাম শিকলদারী ব্যক্তি সে ব্যক্তিকে কবরে নিয়ে যাচ্ছে আর অবিরত প্রহার করছে। [৬৭]

[৬৭] ইবনে আবিদ দুনিয়া

৮৭। একজন শহীদ বলল, রবে কা'বার কসম আমরা জীবিত

যাইনুদ্দীন বূশী (রহ.) বলেন- একবার যথেষ্ট সংখ্যাক মুজাহিদকে যুদ্ধচলাকালীন ইংরেজরা গ্রেফতার করল। আর কয়েকশ লোককে শহীদ করল। তখন তাদের মধ্যে ফকীহ আবদুর রহমান নুবাইরী (রহ.) এ আয়াত তিলাওয়াত করতে লাগলেন–

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে গিয়েছেন তাদেরকে তোমরা কখনও মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত। তারা আল্লাহর নিকট রয়েছে এবং সেখানে তাদের নেয়ামত আস্বাদন করানো হয়। [৬৮]

অতঃপর ফকীহ আব্দুর রহমান নুবাইরী (রহ.) ও শহীদ মুজাহিদদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলেন। এক ইংরেজ তার লাশের নিকট গিয়ে বর্শা দিয়ে লাশকে নাড়া দিয়ে বলতে লাগলো– হে মুসলমানদের ধর্মীয় পথপ্রদর্শক! তোমরা তো বল তোমাদের পালনকর্তার নিকট তোমরা জীবিত ও জীবিকা প্রাপ্ত। তোমাদের পালনকর্তার এ কথা কোথায়? যাইনুদ্দীন বুশী (রহ.) বলেন, ইংরেজ লোকটির মুখে এ কথা শুনে শহীদ নুবাইরী (রহ.) সঙ্গে সঙ্গে মাথা উঠিয়ে বলতে লাগলেন– রবে কা'বার কসম! আমরা জীবিত, শহীদ নুবাইরী (রহ.)-এ বাক্যটি দু'বার উচ্চারণ করলেন। বলা বাহুল্য যে, এ দৃশ্য দেখে ইংরেজ তার ঘোড়া থেকে নেমে শহীদ (রহ.)-এর কপালে চুম্বন করে গোলামকে হযরতের লাশ তার নিজ দেশে পৌছিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। [৬৯]

[৬৮] সূরা আল ইমরানঃ ১৬৯

[৬৯] শরহুচ্ছুদূর পৃঃ ২০৭

৮৮। আল্লাহর সকল দোস্ত জীবিত থাকেন

হযরত আবু আলী রুদবারী (রহ.) বলেন, আমি একজন বুযুর্গকে দাফন করার সময় কবরে রাখার পর যখন তার কাফনের কাপড় খোলা হয় আমি তাকে দেখতে চাইলাম। অতঃপর আমি তাকে দেখেই ফেললাম। তখন সে (মৃত ব্যক্তি) চক্ষু খুলে আমাকে সম্বোধন করে বলতে লাগল, হে আবু আলী! আমাকে তুমি ঐ ব্যক্তির সম্মুখে অসম্মানী করনা, যে আমাকে অসম্মানী করতে চায়। আমি বললাম হযরত মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন লাভ? সে বলল, আরে ভাই! আমিত জীবিত। আল্লাহর দোস্তগণ জীবিত থাকেন। ইনশাআল্লাহ্ পরকালে আমি তোমাকে সাহায্য করব।[৭০]

৮৯। আল্লাহর প্রেমিকগণ সর্বদা জীবিত থাকেন

হযরত আবু আলী সূসী (রহ.) বলেন, আমার একজন বিশ্বস্ত মুরীদ মক্কায় এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলল, হযরত আগামী কাল দুপুর বেলায় আমার ইন্তেকাল হবে। এ স্বর্ণমুদ্রাটি রাখুন, এর অর্ধেক দিয়ে কবর খনন ও বাকী অর্ধেক দিয়ে কাফন ক্রয় করবেন। পরদিন এসে লোকটি বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করে অনেক দূরে চলে গেল। সেখানে তার ইন্তেকাল হল। অতঃপর আমি তার ওসিয়ত অনুযায়ী কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করে যখন কবরে রাখলাম, সে তার চক্ষুদ্বয় খুলে দিল। আমি বললাম মৃত্যুর পর কিভাবে জিন্দা হয়? সে উত্তরে বলল, আমি আল্লাহর সাথে মুহব্বত রাখি। সুতরাং আমি আল্লাহর একজন প্রেমিক আর মাওলা পাকের প্রেমিকগণ সকলেই জীবিত।[৭১]

৯০। পিতা-মাতার সাক্ষাতে শাহাদাত বরণকারী ছেলের আগমন

হযরত আব্দুল আজীজ বিন আবদুল্লাহ্ বিন আবি সালামা (রহ.) বলেন যে, শাম দেশের কোন এক গ্রামে জনৈক ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে সাথে নিয়ে গমের স্তূপের কাজ করছিল। এ লোকটির পূর্বে একটি ছেলে শহীদ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ এক অশ্বারোহীকে তাদের দিকে আসতে দেখে লোকটি স্বীয় স্ত্রীকে বলতে লাগল যে, দেখ আমাদের ছেলে আসতেছে। তার স্ত্রী বলল, তোমার উপর জ্বীনের আছড় পড়েছে নাকি? তোমার ছেলে শহীদ হয়ে গেছে। লোকটি ইস্তে

[৭০] শরহুচ্ছুদূর পৃঃ ৬০৮
[৭১] শরহুচ্ছুদূর পৃঃ ২০৮

গফার বাক্য পাঠ করে পুনরায় কাজ করতে আরম্ভ করল। অশ্বারোহী কাছে আসলে লোকটি বলে উঠল খোদার কসম এতো আমাদেরই ছেলে। এরপর স্ত্রীও অশ্বারোহীর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলতে লাগলো বাস্তবেই তো এ আমাদেরই ছেলে। ছেলেটি তাদের সামনে এসে থেমে গেল। তার পিতা-মাতা তার দিকে অগ্রসর হয়ে বলল, বৎস! তুমি কি শহীদ হয়ে যাওনি? ছেলেটি বলল-আব্বাজান, জী হ্যাঁ। কিন্তু এই মাত্র হযরত ওমর বিন আব্দুল আজীজ (রহ.) ইন্তেকাল করেছেন। আল্লাহ তায়ালা সকল শহীদকে তার জানাযায় উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। আমিও অনুমতি পেলাম। আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট আপনাদেরকে সালাম বিনিময় করার অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে তা অনুমতি দিলেন। এ বলে সে তার পিতা-মাতার জন্য দোয়া করে চলে গেল। পরবর্তীতে জানা গেল যে, আসলেই ঐ দিন ওমর বিন আব্দুল আজীজের ইন্তেকালের খবর পৌছার কোন মাধ্যম ছিলো না। এবং এ শহীদের শাহাদাতও এ দিন এ সময়েই হয়েছিল।[৭২]

৯১। শহীদ মুজাহিদরা জীবিত মুজাহিদকে ঘরে পৌছে দিলেন

হাফেজ ইবনে আসাকির (রহ.) তার অন্যতম গ্রন্থ *"তারীখে মাদীনা দামেস্কে"* হযরত উমাইর ইবনে হাবাব সালামী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন যে,বনূ উমাইয়ার শাসনামলে আমি আমার আটজন মুজাহিদ সাথীসহ রুমীদের হাতে বন্দী হয়ে গেলাম। অতঃপর আমাদেরকে রোম সম্রাটের নিকট পৌছে দেয়া হলো। বাদশাহর নির্দেশে আমার অন্যান্য সাথীদেরকে শহীদ করে দেয়া হলো। আমাকেও হত্যা করার জন্য পেশ করা হলো। তৎক্ষণাৎ একজন রুমী জেনারেল অগ্রসর হয়ে বাদশাহর কদমবুছি করে আমার প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে বলল যে, এ মুসলমান লোকটিকে আমাকে দিয়ে দিন। বাদশাহ উক্ত জেনারেলের নিকট আমাকে হাওয়ালা করে দিল। অতঃপর সে আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে একজন সুন্দরী ও সুশ্রী মেয়েকে ডেকে আমাকে বলল-এ আমার মেয়ে, তুমি যদি আমাদের ধর্মে দিক্ষীত হও তাহলে আমার এ মেয়েকে তোমার নিকট বিবাহ দিব। এবং তোমার আমাদের সম্পদের অংশীদার করে নিব। তুমিতো দেখেছ বাদশাহর কাছে আমার কত মর্যাদা। অতএব আর বিলম্ব না করে আমাদের ধর্ম গ্রহণ করে নাও। আমি তার প্রতি উত্তর দিয়ে বললাম আমি কোন নারী বা ধন-সম্পদের লোভে পড়ে

[৭২] ইবনে আবিদ দুনিয়া

আপন ধর্ম ত্যাগ করতে রাজী নই। রুমী জেনারেল কয়েকদিন যাবৎ আমাকে পীড়াপীড়ি করতে থাকলো।

এক রাতে তার সে মেয়ে একটি মনোরম উদ্যানে আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো তুমি আমার পিতার প্রস্তাবে সাড়া দিচ্ছনা কেন? আমি বললাম কোন নারী বা অর্থ-সম্পদের লালসায় স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করতে পারব না। মেয়েটি বলল, তাহলে তুমি কি আমাদের দেশে থাকতে চাও? নাকি তোমাদের দেশে চলে যেতে চাও। আমি বললাম নিজ দেশে চলে যাব। অতঃএব সে আমাকে একটি তারকা দেখিয়ে বলল তুমি এ তারকাটিকে লক্ষ্য করে পথ চলতে থাকবে। দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকবে আর রাত্রি বেলায় পথ চলতে থাকবে। এক সময় তুমি তোমার নিজের দেশে পৌছে যাবে। এই বলে মেয়েটি আমাকে কিছু পথ খরচ দিয়েছিল। আমি তার কথামত এভাবে তিন দিন যাবত পথ চলতে থাকলাম। চতুর্থ দিন এক স্থানে লুকিয়ে ছিলাম। হঠাৎ ঘোড়ার পদধ্বনি শুনতে পেয়ে মনে মনে ভাবলাম যে, এবার ধরা পড়ে গেলাম। অবশেষে তারা আমার একেবারে নিকটে পৌছে গেলে দেখতে পেলাম তারা সকলেই আমার শাহাদাতবরণকারী মুজাহিদ সাথী। তারা সওয়ারীতে সওয়ার ছিল। তাদের পিছনে আরো কিছু লোক ছিল। যারা সাদা কালো মিশ্রিত রঙের আরোহীতে সওয়ার ছিল। তারা আমাকে দেখে বলল তুমি কি উমাইর। আমি বললাম, জ্বি হ্যাঁ। তোমরা না শহীদ হয়ে হয়েছিলে। তারা বলল, আমরা তো শহীদ হয়ে গিয়েছি কিন্তু আল্লাহ তায়ালা শহীদদেরকে দ্বিতীয়বার জীবিত করে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজের জানাযায় শরীক হওয়ার অনুমতি প্রদান করেছেন। এরপর তাদের মধ্য হতে একজন আমার হাত ধরে তার সওয়ারীতে বসিয়ে নিলেন। কিছুক্ষণ চলার পর আমাকে হঠাৎ কোন একটি অদৃশ্য হাত ঘোড়ার উপর থেকে নীচে ফেলে দিল। এতে আমি আমার বাড়ীর নিকটবর্তী একটি দ্বীপে গিয়ে পড়লাম। কিন্তু তাতে আমি কোন ধরনের আঘাত বা ব্যাথ্যা অনুভব করলাম না।[৭৩]

৯২। শহীদ বন্ধু জীবিত মুজাহিদ বন্ধুর বিবাহ পড়ানোর জন্য উপস্থিত হওয়া

ইমাম ইবনে জওযী (রহ.) তার নিজের সনদে *"উয়ুনুল হিকায়াত"* নামক কিতাবে নিম্নোক্ত ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন যে আবু দারীর (রহ.) বলেছেন–

[৭৩] তারিখে মদীনা দামেস্ক খ.৪৬
শরহুচ্ছদূর পৃ: ২১৪-২১৫

শাম দেশে তিন ভাই সর্বদা জিহাদী প্রোগ্রামে ব্যস্ত থাকত, এদের সকলেই বড় বাহাদুর, শক্তিশালী এবং অশ্বারোহী ছিলেন। ঘটনাচক্রে একবার তারা রুমীদের হাতে গ্রেফতার হয়ে গেল। তাদেরকে বাদশাহর সামনে উপস্থিত করা হলো, বাদশাহ তাদেরকে এ প্রস্তাব দিল যে, তোমরা খৃ' ধর্ম গ্রহণ কর, তাহলে তোমাদের নিকট আমরা মেয়েদের বিবাহ দিব এবং আমার রাজ্যও তোমাদের নামে লিখে দেব। তারা বাদশাহর প্রস্তাবকে প্রত্যাখান করে বলল, এটাতো কখনো হতে পারে না। এরপর তারা উচ্চস্বরে আবেগ ভরা কণ্ঠে বলে উঠল **"ওয়া মুহাম্মদাহ"** অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনি কোথায়? খৃষ্ঠানরা আপনার উম্মতের নিকট কি চায়? অতপর বাদশাহ বড় তিনটিডেক এনে তৈল ভর্তি করে নীচে আগুন জ্বালিয়ে দিল। এরপর এ ডেকে অনবরত তিনদিন পর্যন্ত উত্তপ্ত তেলের মধ্যে নিক্ষেপ করার ভয়-ভীতি দেখিয়ে খৃষ্টানধর্ম গ্রহণ করার প্রতি আদেশ দিয়েছিল। কিন্তু তারা তাদের কথার উপর অটল থেকে বাদশাহর নির্দেশকে অস্বীকার করতে থাকল। এরপর বাদশাহর নির্দেশে তাদের বড় ভাই কে নির্দয়ভাবে আরেকটি ডেকের মধ্যে ফেলে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো। পরিশেষে ছোট ভাইকে ডেকের মধ্যে ফেলে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো। পরিশেষে ছোট ভাইকে ডেকে সবধরনের ভয়-ভীতি ও লোভ-লালসা প্রদর্শন করিয়ে খৃষ্টানধর্ম গ্রহণ করার প্রতি রাজী করার জন্য বহু প্রচেষ্টা চালিয়েও অবশেষে ব্যর্থ হল, সে বাদশার কথাকে অস্বীকার করতেই থাকল। এমতাবস্থায় একজন স্থূলদেহী ব্যক্তি বাদশাহর সামনে এসে আবেদনের হাত বাড়িয়ে বলল-জাহাপনা! এ ছেলেটিকে আপনি আমার কাছে সোপর্দ করে দিন আমি তাকে খৃষ্টার্ন বানিয়ে ছাড়ব। বাদশাহ বলল, সেটা কিভাবে? লোকটি বলল আমি জানি আরবের লোকেরা নারীদের প্রতি খুবই দুর্বল। তারা নারী পাগল। আর রোম দেশে আমার মেয়ের চেয়ে অধিক সুন্দরী ও রূপসী মেয়ে আর নেই। আমি তাকে নিয়ে আমার মেয়ের হাতে সোপর্দ করে দিব। অতঃপর তাদের উভয়জনকে একটি নির্জন কক্ষে রেখে দিলে তখন অবশ্যই আমার মেয়ে তাকে খৃষ্টান বানাতে সক্ষম হবে। বাদশাহ বলল, একে নিয়ে যাও।

চল্লিশদিন সময় দেয়া হলো। এর মধ্যে খৃষ্টান বানানো সম্ভব না হলে আমার নিকট ফেরত দিবে। অতঃপর তাকে হত্যা করে দিব। অতঃপর রুমী লোকটি তাকে নিজ বাড়িতে এসে তার মেয়েকে সব কিছু বুঝিয়ে বলল, মেয়ে বলল এখন আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমি শীঘ্রই তাকে খৃ'ান বানিয়ে দিব। কিন্তু মুজাহিদ এ মেয়েটির সঙ্গে এভাবে জীবন-যাপন করতে থাকল যে, সারাদিন রোজা এবং সারারাত নামাজে কাটিয়ে দিত। একদিন রুমী তার মেয়েকে

জিজ্ঞেস করল, কতটুকু সফল হলে? সে বলল, একচুল পরিমাণও নয়। আমার মনে পড়লে আর কিছুই করতে ইচ্ছা হয় না। এখন বাদশাহর কাছে গিয়ে বিস্তারিত জানিয়ে আরো কিছু সময় নিয়ে আসুন। আর আমাদের দুজনকে অন্য একটি শহরে পাঠিয়ে দিন। সুতরাং রুমী বেচারা বাদশাহর নিকট গিয়ে পুরো ঘটনা বলে আরো কিছু সময় নিয়ে এল আর তাদের দুজনকে অন্য আরেকটি শহরে পাঠিয়ে দিল। এবারও মুজাহিদ ছেলেটি দিনভর রোজা ও রাতভর নামাজে সময় কাটাতে লাগল। আর এদিকে বাদশাহর দেয়া সময়ের আর মাত্র অল্প কিছু দিন বাকী আছে। মেয়েটি বলল, আমি উপলব্ধি করতে পারছি যে, তুমি একজন মহান প্রতিপালকের ইবাদত করছ। আমি তোমার ধর্মে দিক্ষীত হলাম। পূর্ব পুরুষের ধর্ম পরিত্যাগ করলাম। মুজাহিদ বলল এখন এ ব্যাপারে ফিকির কর যে আমরা কি ভাবে এ দুশমনের এলাকা হতে বের হতে পারি। মেয়েটি একটু চেষ্টা করে দেখি বলে একটি সওয়ার নিয়ে এল। অতপর তারা উভয়ে সওয়ারীতে আরোহন করে পথ চলতে লাগল। তারা রাত্রি বেলা সফর করত দিনের বেলা নির্জনে কোথাও আত্মগোপন করে থাকতো। এভাবে তাদের সফর অভ্যাহত থাকলো। হঠাৎ একরাত্রের সফরকালে তারা গোড়ার পায়ের ধ্বনি শোনতে পেল। লক্ষ্য করে দেখলো তাদের দু ভাইকে যারা ইতিপূর্বে শহীদ হয়ে গিয়েছিল। তারা অশ্বের উপর সওয়ার হয়ে আসছে এবং তাদের সঙ্গে ফেরেস্তাদের এক জামাত রয়েছে। তাদের দেখে মুজাহিদ ভাই সালাম দিয়ে তাদের হাল হকিকত জিজ্ঞাসা করলো। তারা বলল আমরা উত্তপ্ত তেলের মধ্যে ডুবা মাত্র জান্নাতুল ফেরদাউস পৌছে গেলাম। আল্লাহ তালা এখন আমাদেরকে তোমাদের নিকট পাঠিয়েছেন তোমার সঙ্গে এ মেয়ের বিবাহ পড়ানোর জন্য। অতপর তাদের বিবাহ পড়ানোর পর তারা অদৃশ্য হয়ে গেল। আর এ দুজন শাম দেশে পৌছে সেখানে বসবাস করতে লাগলো। তৎকালে এদের ঘটনাটি শাম দেশে খুবই প্রসিদ্ধ লাভ করেছিল। কোন কোন কবি তাদের সম্পর্কে কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। যার মধ্যে এ ও ছিল

سَيُعْطِى الصَّادِقِيْن بِفَضْلِ صِدْقٍ
نَجَةً فِى الحَيٰوةِ و فِىْ الْمَمَاتِ

সৎ লোকেরা তাদের সততার প্রতিদান জিবিত কালেও পায়
এবং আখেরাতেও পায়। [৭৪]

৭৪ ইবনে জওযী-"উয়ুনুল হিকায়াত" শরহে সুদুর ২১৫ পৃষ্টা

৯৩। স্পেনে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ

বাগদাদে তখন আব্বাসীয় খলিফা ওলীদ ইবনে আব্দুল মালেকের যুগ। স্পেন বিজয়ী তারেক সাত হাজার মুজাহিদ নিয়ে অবতরণ করেছেন স্পেনের মাটিতে এবং জাহাজগুলোকে তাঁর নির্দেশে ধংস করা হলে এ ঘটনায় সকলেরই হতবাক হলো। তারেক বললেন ঃ আমরা এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস করি, আমরা তাঁর মহান বাণী পৌছাবার উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি। এখন এদেশেই হবে আমাদের জীবন ও মৃত্যু। জাহাজের আর প্রয়োজন নেই। তাঁর এ বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তের নৈপথ্যে ছিল একটি স্বপ্ন যা তিনি দেখেছিলেন জাহাজে সফরকালে। তিনি দেখেছিলেন প্রিয়নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, তাঁর সঙ্গে রয়েছেন আনসার ও মোহাজের সাহাবায়ে কেরাম। তিনি তারকেকে নির্দেশ দিলেন, তারেক তুমি এগিয়ে যাও, মুসলমানদের সাথে বিনম্র ব্যবহার কর, মানুষের সঙ্গে কোন প্রকার অঙ্গীকার করলে তা যে কোন মূল্যে রক্ষা কর।

এরপর তারেক দেখলেন প্রিয়নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পেনে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করেছেন, তারেক তার অনুসরণ করছেন। মুলত ঃ এই মোবারক স্বপ্নই ছিল তারেকের অসাধারণ বীরত্ব এবং ঈমানের দৃঢ়তার কারণ। মাত্র বার হাজার সৈন্য নিয়ে তিনি স্পেনের রাজা রডারিকের এক লক্ষ সৈন্যকে পরাজিত করেন। [৭৫]

৯৪। আমাকে কোন নসিহত করুন

হযরত দাতাগঞ্জে বখশ (রহঃ) (যার মাজার রয়েছে লাহোরে) কয়েক বারই স্বপ্নে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভ করেন। তিনি বলেন, একবার আমি হযরত রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভে ধন্য হই এবং আমি আরজ করি, "ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে কোন নসিহত করুন। তিনি এরশাদ করলেনঃ "তুমি তোমার পঞ্চ ইন্দ্রয়কে নিয়ন্ত্রণে রাখ"।

বস্তুতঃ পঞ্চইন্দ্রিয় তথা-দেখা, শোনা, স্পর্শ করা, কথা বলা, ঘ্রাণ নেয়া, এসবকে আল্লাহ পাকের হুকুমের অনুগত করাই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা এবং পরিপূর্ণ সাধনা। এতদ্বারা মানুষ প্রকৃত মোমিন এবং পরিপূর্ণ পরহেজগার হতে পারে। এতদ্বিত মানুষের সকল জ্ঞান এবং উপলব্ধি এই পাঁচটি পথ দ্বারাই অর্জিত হয়। [৭৬]

৭৫ ১। তারীখে উন্দুলুস, খণ্ড-১, মাওলানা সাইয়েদ রিয়াসাত আলী নদভী
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী, পৃষ্ঠা-১২৭-২৮
৭৬। কাশফুল মাহজুব, উর্দু অনুবাদ, পৃষ্ঠা ২৮১ ২

৯৫। অর্ধেক রুটি তিনি স্বপ্নাবস্থায় খেয়ে ফেলেন

হযরত মোহাম্মদ ইবনে হাসান আহমিমি (রহঃ) বিখ্যাত বুজুর্গ ছিলেন। তিনি স্বপ্নে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভ করেন। স্বপ্নের হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে একটি রুটি দান করেন। অর্ধেক রুটি তিনি স্বপ্নাবস্থায় খেয়ে ফেলেন, এরপর ঘুম ভেঙ্গে গেল। বাকী অর্ধেক রুটি তখনও তাঁর হাতে ছিল।[৭৭]

৯৬। হে শামস! এখানে হাউজ বানাও

দিল্লীর বাদশাহ শামসউদ্দীন ইলতুৎমিশ একজন প্রকৃত দরবেশ ছিলেন। ইলতুৎমিশ মূলতঃ একটি তুর্কী শব্দ 'আলতৎমিশ' থেকে নিস্পন্ন। এর অর্থ হলো ক্ষমা প্রতিষ্ঠাকারী। শামসউদ্দীন ইলতুৎমিশ তুর্কীস্তানের বিখ্যাত সর্দার আইলম খানের পুত্র ছিলেন। শামসউদ্দীনের গুণাবলীর কারণে পিতা অন্য পুত্রদের অপেক্ষা তাঁকে বেশী ভালবাসতেন। এজন্যে তাঁর ভ্রাতাগণ তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল। তাই তারা শামসউদ্দীনের সঙ্গে সেই ব্যবহারই করেছে যা হযরত ইউসুফ (আঃ) এর ভ্রাতাগন তার সাথে করেছিল। একদিন তারা সুযোগ পেয়ে বুখারার এক অশ্ব-ব্যবসায়ীর নিকট তাঁকে বিক্রি করে দেয়। এভাবে বিক্রি হতে হতে শামসউদ্দীন ইলতুৎমিশ দিল্লী পৌছালেন। দিল্লীতে তখন কুতুবুদ্দীন আইবেক তাঁকে ক্রয় করেন। এভাবে শামসউদ্দীন দিল্লীর শাহী দরবারে পৌছলেন১২১০খৃষ্টাব্দে তিনি দিল্লির সিংহাসনে আরোহন করেন। সুলতান শামসউদ্দীন ইলতুৎমিশ একটি কূপ তৈরী করার ইচ্ছা করলেন এবং তাঁর উজীরদের সঙ্গে নিয়ে স্থান নির্বাচনের জন্যে বের হলেন। বর্তমানে যেখানে "শামসী কূপ" রয়েছে, সে স্থানটি নির্বাচন করলেন, এই নির্বাচনটি সঠিক হলো কি-না তা যাচাই করার জন্যে রাত্রে নামাজের মুসাল্লায় ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্নে দেখলেন একজন অতি সুন্দর সুপুরুষ অশ্বারোহীকে, তাঁর সাথে আরও কয়েকজন লোক রয়েছেন। অশ্বারোহী সেই মহান ব্যক্তি সুলতান ইলতুৎমিশকে ডেকে বললেনঃ তুমি কি চাও? সুলতান বললেনঃ একটি অত্যন্ত বড় কূপ বা হাউজ তৈরী করতে চাই। এ কথার সময় কেউ বললেন, **ইনি হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম , তাঁর সমীপে তোমার**

৭৭। সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ১৫৪ ৩
সীরাতুন্নবী বা'দ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ১৫৪
আনোয়ারুল মোহসেনীন, পৃঃ৬১

আকাংক্ষা পেশ কর। সুলতান ইলতুৎমিশ তখন তাঁর কদম মুবারকে পড়ে গেলেন। যে স্থানে এখন শামসী কূপ রয়েছে, এখানে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অশ্ব-পদাঘাত করেছে, সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে পানি বের হয়েছে, তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ "হে শামস! এখানে হাউজ বানাও, এখান থেকে এমন ভাল পানি বের হবে যা কোথাও পাওয়া যাবে না"।

অতঃপর সুলতান শামসউদ্দীন জাগ্রত হলেন এবং নির্দিষ্ট স্থানে গমন করে দেখলেন এখনও পানি উঠছে। সুলতানের পীর ও মুর্শেদ হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহঃ) তাঁর রচিত "ফাওয়ায়েদুস্ সালেকীন" গ্রন্থে লিখেছেনঃ এই হাউজ দ্বারা দু'টি বরকত হলো (১) হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কদম মুবারকের বরকত পাওয়া গেল, (২) এখানে বিখ্যাত বুজুর্গানে দ্বীনের মাজার রয়েছে এবং **শহীদানের রুহকে এখানে সফররত দেখা** গেছে। হাউজে শামসী ৬২৭ হিজরাতে নির্মাণ করা হয়। কূপটি দু'টি পাহাড়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত। সারা শহরবাসীকে এই হাউজ থেকেই পানি সরবরাহ করা হয়।[৭৮]

৯৭। এই মুহূর্তে আমি দেখলাম হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

আল্লামা শেখ মোহাম্মদ ইবনে তাহের (রঃ)-কে ৯৮৬ হিঃ এর ৬ই শাওয়াল শহীদ করা হয়। মক্কার বিখ্যাত মযজুব শেখ ইয়াইয়া মক্কী এই হৃদয় বিদারক ঘটনার দিন বোরহান খান নামক এক ব্যক্তির হাত ধরে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি মাওলানা তাহের হিন্দীকে জান? তিনি বললেনঃ জি হ্যাঁ, জানি। তিনি বললেনঃ এই প্রশ্নের কারণ কি? মযজুব (রহঃ) বললেন, **এই মুহূর্তে আমি দেখলাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত আবুবকর (রাঃ) এর মধ্যখানে আরও একজন লোক উপবিষ্ট রয়েছে। আমি আরজ করলাম. ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । ইনি কে? তিনি এরশাদ করলেনঃ ইনি মাওলানা তাহের, যিনি আমার মহব্বতে, প্রাণ উৎসর্গ করেছেন।**

বোরহান খানের মাধ্যমে এই খবর প্রচারিত হলো, লোকেরা তারিখ লিপিবদ্ধ করেছিল। পরে মযজুব (রহঃ) এর কথার সত্যতা প্রমাণিত হলো, তাঁকে ঐ দিনই শহীদ করা হয়।[৭৯]

৭৮ তবাকাতে আকবরী ১৬৩
সীরাতুন্নবী আজ ওয়াসালুন্নবী -১৫৭
৭৯ সীরাতুন্নবী আজ ওয়াসালুন্নবী-১৮৬

৯৮। রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুহুজ জাহাব' খুজছেন

হাজী মোহাম্মদ আশরাফ সাবুহীর পিতা হাজী সাইয়্যিদ আলী আশরাফ সাবুহী (রহঃ) অত্যন্ত বড় পরহেজগার আবেদ, জাহেদ ও বড় বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দিল্লী শহরের পুরাতন অধিবাসী ছিলেন। হযরত সাইয়্যিদ আশরাফ জাহাঙ্গীর মামনারীর (রহঃ) সাথে সম্পর্ক রাখতেন। তিনি হযরত শাহ ফজলে রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদী (রঃ)-এর মুরীদ ও খলীফা ছিলেন। ১৯৩৫ সালে হাজী সাইয়্যিদ আলী আশরাফ সাবুহী (রহঃ) তাঁর পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ গমন করেন এবং হজ্জ সুসম্পন্ন করে মদীনায়ে তৈয়্যবায় হাজির হন। সে যুগে মসজিদে নববীতে মাওলানা আব্দুল বাকী ফারিজী মহাল্লী লাখনবী (রহঃ) দরসে হাদীস দিতেন। তখন তিনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। এ দুর্বলতার কারণে নিয়মিত দরসে হাদীস দেয়া মুশকিল হতো। মাওলানা আব্দুল বাকী সাহেব হাজী সাহেবকে বললেনঃ আমার একান্ত ইচ্ছা যেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দরসে হাদীস দিতে পারি, কিন্তু দুর্বলতার কারণে এখনতো ঘর থেকে বের হওয়াই কঠিন হয়ে পড়েছে, আপনি অন্ধ হাকিম সাহেবের নিকট থেকে কোন ভালো ঔষধ আনিয়ে দিন, যাতে করে আমি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দরসে হাদীস অব্যাহত রাখতে পারি। হাজী সাহেব মদীনা শরীফেই অবস্থান করলেন তবে তাঁর পুত্র আশরাফ সাবুহী সাহেবকে দিল্লী প্রেরণ করলেন। আশরাফ সাবুহী সাহেব অন্ধ হাকিম মাওলানা হফেজ আব্দুল ওয়াহাব আনসারীর নিকট হাজির হয়ে ঘটনা বললেন। হাকিম সাহেব 'রুহুজ জাহাব' নামক ঔষধের একটি শিশি তাঁকে দিলেন যা মদীনায়ে মোনাওয়ায় প্রেরণ করা হলো। এ ঘটনার বিশ-পঁচিশ দিন পর হাকিম সাহেব স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভ করলেন। হাকিম সাহেব দেখলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম তাঁর ঔষধের আলমারীর দিকে দৃষ্টিপাত করছেন। হাকিম সাহেব আরজ করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আপনি কি দেখছেন? তিনি এরশাদ করলেনঃ 'রুহুজ জাহাব' খুজছি"। হাকিম সাহেব আরজ করলেন, তা শেষ হয়ে গেছে। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেনঃ নতুন তৈরী করে আব্দুল বাকীর জন্যে প্রেরণ কর, তিনি জাগ্রত হয়ে চিন্তা করতে লাগলেনঃ কাকে দিয়ে ঔষধটি মদীনা শরীফে পাঠানো যায়। তখন তিনি দিল্লীর বিখ্যাত ব্যবসায়ী হাজী আলীজানের সঙ্গে আলাপ করলে তিনি আশরাফ সাবুহীর নাম করলেন যার পিতা মদীনা শরীফে অবস্থান করছেন, পরে আশরাফ সাবুহী সাহেবকে তিনি খবর দিয়ে আনালেন এবং একান্তে তাঁর

নিকট স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলেন এবং কয়েক শিশি রুহুজ জাহাব নামক ঔষধ মাওলানা বাকী (রহঃ) এর নিকট প্রেরণ করলেন। হাকিম সাহেব অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন এজন্যে যে স্বয়ং হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ঔষধটির উল্লেখ করেছেন। মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ সিদ্দিকী এ ঘঠনাটি সরাসরি আশরাফ সাবুহী এর মাধ্যমে জানতে পেরে তাঁর কিতাবের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। ১৯২৮ সালে যখন আল্লামা ইকবাল অসুস্থ হন তখন হাকিম সাহেবের এই ঔষধ ব্যবহার করে তিনি আরোগ্য লাভ করেন।[৮০]

৯৯। আমি দেখলাম হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিকে লক্ষ্য করছেন

একবার হযরত নিজামুদ্দিন আওলিয়া (রহঃ) হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে উত্তম খাবার তৈরী করলেন্ সব ব্যবস্থা পূর্ণ হওয়ার পর খাদেমগণ মানুষের মধ্যে খাবার বিতরণ করতে চাইলেন। কিন্তু হযরত নিজামুদ্দিন আওলিয়া (রহঃ) বললেনঃ এখন নয়, অপেক্ষা কর। কিছুক্ষণ পর পুনরায় তারা অনুমতি চাইল কিন্তু তিনি তাদেরকে বিরত রাখলেন এবং অপেক্ষা করার নির্দেশ দিলেন। তখন তাঁর একজন খাদেম অপেক্ষা করার জন্য কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি কিভাবে অনুমতি দিতে পারি কেননা এ সময়ে আমার ভাই আলী আহমদ সাবেরও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামের ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে কিছু ভুনা বুট বিতরণ করছিলেন, আমি দেখলাম হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিকে লক্ষ করছেন, এজন্যে আমি এ সময়ে আমার খানা বিতরণ করা পছন্দ করিনি, বরং আমি আকাংক্ষা করলাম যে এদিকে তাঁর দৃষ্টিপাত হলে আমি আমার খানা বিতরণ করবো। প্রিয়নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহান দরবারে হযরত সাবের (রঃ)-এর হাদীয়া কত প্রিয় ছিল যে, তিনি সেদিকে শুভ-দৃষ্টি দান করেছেন।[৮১]

---

৮০ সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃঃ১৮৯-৯০-৯১
হাশ্তাদে আউলিয়া, পৃঃ১৩
বাজমে সুফিয়া, পৃষ্ঠা ২২৩
৮১। সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ১৬৫
মাওয়ায়েজে আশরাফিয়া, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা ১৬৫

১০০। মোসাব্বাতে আসার" এর মাধ্যমে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখা

হযরত খিজির (আঃ) হযরত ইব্রাহীম তামীমীর "খেদমতে মোসাব্বাতে আসার" (কয়েকটি দোয়ার সমষ্টি) তোহফা স্বরূপ পেশ করলেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি এই দোয়া সূর্য্য উদিত হওয়ায় এবং অস্ত যাওয়ার পূর্বে নিয়মিত পাঠ করবে, কোন সময়ই এই দোয়া পাঠ থেকে মাহরুম থাকবে না, সে অনেক সওয়াব লাভ করবে। আমাকে এই তোহফা স্বয়ং হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দান করেছেন এবং এরশাদ করেছেন, এই দোয়া অবশ্যই পড়বে। এমনকি যদি জীবনে একবারও হয় তবুও। এই দোয়ার মধ্যে ১০টি জিনিস রয়েছে যা ৭ বার পাঠ করাতে হয়। তাই এর নাম হয়েছে "মোসাব্বাতে আ'সার"। এ দোয়াখানির আমল করেছেন অনেক বুজুর্গানে দ্বীন, ফজর এবং আছরের পরে এই দোয়াটির পাঠ বিশেষ উপকারী বলে পরীক্ষিত।

মোসাব্বাতে আসরীয়া হলো এইঃ

সূরা ফাতেহা, ৭ বার পাঠ করা

সূরা নাস, ৭ বার পাঠ করা

সূরা ফালাক, ৭ বার পাঠ করা

সূরা ইখলাস, ৭ বার পাঠ করা

সূরা কাফেরুন, ৭ বার পাঠ করা

আয়াতুল কুরসী ৭ বার পাঠ করা

সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুল্লিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবর। ৭ বার পাঠ করা

আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা মোহাম্মাদিন আবদিকা ওয়া রাসূলিকা নাবিয়্যিল উম্মিয়্যে ওয়া আলিহি, ওয়া বারেক, ওয়া সাল্লম,। ৭ বার পাঠ করা।

আল্লাহুম্মাগফিরলি ওয়ালি ওয়ালিদাইয়া, ওয়ালিল মো'মিনীনা,ওয়াল মুওমিনাতি ওয়াল মুসলিমীনা, ওয়াল মোসলিমাতি আলহায়ায়ি মিনহুম ওয়াল আমওয়াত। ৭ বার পাঠ করা।

আল্লাহুম্মা রাব্বি আল-বি ওয়াবিহিম. আ'জিলান ওয়া আজিলান ফিদ্বীনে ওয়াদুদনিয়া. ওয়াল আখেরাতে মা আনতা লাহু আহলুন ওয়া লা তাফআল বেনা ইয়া মাওলানা মা, নাহনু লাহু আহলুন, ইন্নাকা গাফুরুন হালীম, যাওয়াদুন কারীম, মালিকুন বাররুর রাউফুর রাহীম। ৭ বার পাঠ করা।

হযরত খিজির (আঃ) হযরত ইব্রাহীম তামীমীকে আর একটি পন্থাও বলে দিয়েছেন, যার উপর আমল করলে স্বপ্নে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত নসীব হয়। সে পন্থাটি হলো মাগরিবের নামাজ থেকে এশা পর্যন্ত নফল নামাজ আদায় করতে থাক। কারো সঙ্গে কথা বলোনা। নামাজের দিকেই মনোযোগ রাখ। দু' রাকাবাত নামাজের পর সালাম ফিরাও। প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু লিল্লাহ সূরা এখলাস পাঠ কর। নামাজ শেষে বাড়ী ফিরে এসে কারো সঙ্গে কথা না বলে, বাড়ী পৌছে দু' রাকাআত নফল আদায় কর। প্রত্যেক রাকআতে সূরায়ে ফাতেহার পর সূরা এখলাস সাতবার করে পড়, এরপর সাতবার দরুদ শরীফ পাঠ কর। অতঃপর সাতবার কলেমায়ে তামজীদ পাঠ কর, এরপর এই বলে দোয়া করঃ ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম ইয়া যাল জালালে ওয়াল ইকরাম।

ইয়া এলাহাল আউয়ালীন ওয়াল আখেরীন, ইয়া রহমানাদ্দুনিয়া ওয়াল আখেরা ওয়া রাহিমুহুমা ইয়ারব, ইয়ারব, ইয়ারব, ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ। অতঃপর খুশবু ব্যবহার করে পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করে কেবলা রুখ হয়ে দরুদ শরীফ পাঠ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়।

যদি প্রথম রাত্রে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত হয় তবে তা উত্তম, অন্যতায় সাত রাত পর্যন্ত এভাবে পাঠ করতে থাক।

হযরত ইব্রাহীম তামীমী (রহঃ) প্রথম রাত্রেই সাফল্য লাভ করেছিলেন। স্বপ্নে দেখলেন কয়েকজন ফেরেশতা এসেছেন। তাঁকে নিয়ে চলেছেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করে দিয়েছেন। সেখানে তিনি কয়েকটি মূল্যবান পাথর নির্মিত মহল দেখালেন। মধু, দুধ এবং সরাবের নদী দেখলেন। একটি মহলের একজনের স্ত্রীলোকের প্রতি তিনি দৃষ্টিপাত করলেন। তার চেহারা সূর্যের চেয়েও বেশী উজ্জল মনে হলো, ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসা করা হলো এই মহলটি কার? আর এই স্ত্রীলোকটি কে? তখন ফেরেশতাগণ জবাব দিল, তোমার ন্যায় যে আমল করে তার জন্যে এই মহল, আর এই স্ত্রীলোকটি হলো হুর। ফেরেশতারা আমাকে সে পর্যন্ত বাইরে আনেনি যে পর্যন্ত আমাকে জান্নাতের ফল এবং শরবত পানাহার না করিয়েছে। অতঃপর আমাকে সেখানে পৌছিয়ে দিয়েছে যেখানে আমি সর্বপ্রথম ছিলাম, এমন সময় হযরত রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাতজন আম্বিয়ায়ে কেরাম সঙ্গে নিয়ে আগমন করলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিল ফেরেশতাদের সাতটি কাতার। তার প্রত্যেক কাতার ছিল প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য পর্যন্ত। অতঃপর তাঁরা সালামুন আলাইকা বলে আমার হাত ধরলেন। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম) আমাকে এই কথাটি খিজির (আঃ) বলেছেন। তিনি এরশাদ করলেনঃ খিজির (আঃ) ঠিকই বলেছে। খিজির যা কিছু বর্ণণা করেন তা ঠিকই বর্ণনা করেন। সে পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম এবং আবদালদের নেতা এবং আল্লাহ পাকের সেনাদলের একজন। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! এমন আমল করলে কি সওয়াব পাওয়া পাবে? তিনি এরশাদ করলেনঃ তুমি যা কিছু দেখেছ এবং যা কিছু তোমাকে দেখানো হয়েছে এর চেয়ে বেশী সওয়াব আর কি হতে পারে? তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। তুমি জান্নাতে স্বীয় স্থান দেখে নিয়েছ। জান্নাতের ফল খেয়েছ। সেখানে শরবত পান করেছ, হুর দেখেছ, ফেরেশতা ও আম্বিয়ায়ে কেরামের সঙ্গে মোলাকাত করেছ। আমি তখন আরজ করলামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি কোন ব্যক্তি আমার ন্যায় আমল করে, আর যা আমি স্বপ্নে দেখেছি তা দেখতে না পায় তবে তাকে কি সে সব জিনিস দান করা হবে যা আমাকে দান করা হয়েছে? তখন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেনঃ শপথ সেই আল্লাহ পাকের, যিনি আমাকে সত্য নবী করে প্রেরণ করেছেন, সেই ব্যক্তির সমস্ত কবীরা গুণাহ মাফ করা হবে, আল্লাহ পাক তার উপর থেকে তাঁর অসন্তুষ্টি ও তাঁর ক্রোধ উঠিয়ে নিবেন, যদি জান্নাতকে স্বপ্নে নাও দেখে তবুও তাকে সে সব জিনিস দেয়া হবে যা তোমাকে দেয়া হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, এ স্বপ্ন দেখার পর ইব্রাহীম তামীমী (রহঃ) চার মাস যাবত কোন প্রকার পানাহার গ্রহণ করেননি। কুফার তদানীন্তন শাসনকর্তা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ছিলেন ইব্রাহীম তমিমী (রহঃ) এর শিষ্য এবং বন্ধু। ওস্তাদ এবং বন্ধুর প্রাণ রক্ষার উদ্দেশ্যে নিজেকে ইব্রাহীম নখয়ী বলে প্রকাশ করেন। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের সৈন্যরা তাঁকে গ্রেফতার করে এবং জেলখানায় বন্দী করে রাখে। ৯৫ হিজরীতে জেলখানায় তাঁর **ইন্তেকাল** হয়। নিজেকে তিনি ইব্রাহীম নখয়ীর জন্যে কোরবান করে দেন। সে রাত্রে হাজ্জাজ স্বপ্নে দেখল কেউ বলছে, শহরে আজ একজন জান্নাতী ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। পরদিন সকালে অনুসন্ধান করে জানা গেল যে ইব্রাহীম তমীমীর (রহঃ) **ইন্তেকাল** হয়েছে। হাজ্জাজ রাগ করে বললো, এই স্বপ্নটি শয়তানী ধোকা এবং আদেশ দিল লাশটি ঘোড়ার উপর রেখে কোথাও ফেলে দেয়া হোক। এ ঘটনা বর্ণনাকারী আব্দুল মজীদ সিদ্দিকী বর্ণনা বলেন, ১৯৪৬ সালে আমি নিজে এই অজিফার উপর আমল করি। আমল করার সময় তৃতীয় রাত্রেই আমি স্বপ্নে দেখি। স্বপ্নটি ছিল সুদীর্ঘ। সংক্ষেপে তার বিবরণ এইঃ

হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার আগ্রাহু বাসস্থানে আগমন করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আমার স্ত্রীর নানা হযরত মাওলানা মইনুদ্দিন আহমদ সিদ্দিকী (রহঃ) সাহেব। তাঁর শুভাগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁকে তিন বার সালাম পেশ করি। তিনি মুচকি হেসে আমার সালামের জবাব দান করেন। আমি তাঁর পশ্চাতে দণ্ডায়মান হই, তাঁর মোহরে নবুওয়্যত স্বচক্ষে দেখি। তিনি আমার বাঁ হাতকে তাঁর ডান হাত দ্বারা স্পর্শ করেন। তিনি আমাকে একটি হাকিমী নোসাকার কথা বললেন যাতে ৩১৩টি উপকার রয়েছে। অতঃপর আমার সামনে একটি কালো কাগজের মত আসল। আমি তা পড়তে লাগলাম। পড়া শেষ হওয়ার পর আমি জাগ্রত হলাম গরমের মওসুম ছিল। ভোর চারটা বাজছিল, চারদিক থেকে আযানের আওয়াজ আসছিল, মুখে আমার দরূদ শরীফ ছিল, চোখে ছিল অশ্রু, অন্তরে ছিল এক বিস্ময়কর অনুভূতি। তখন আমার বয়স ছিল ২৫ বছর। আমার বয়স যখন চার বছর তখন থেকে আমার হাতের চামড়া ফেটে যেত। কখনও রক্ত বের হতো। লবন, মরিচ, সাবান ব্যবহারে চরম কষ্ট পেতাম। ২১ বছর থেকে অনেক চিকিৎসা করিয়েছি কিন্তু সব চিকিৎসাই ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ মোতাবেক ঔষধ ব্যবহার করার পর মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে আমি পূর্ণ সুস্থ হলাম। এরপর আমার আর কোন কষ্ট হয়নি।[৮২]

১০১। সাকরাতের সময় রাসূল আমাকে পানি পান করিয়েছেন

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুসা (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমি ভ্রমণরত ছিলাম, যখন হযরত আলী ইবনে সালেহের **ইন্তেকাল** হয় তখন দেশে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর ভ্রাতা হাসান ইবনে সালেহের নিকট শোক প্রকাশার্থে গমন করলাম। সেখানে যাওয়ার পর আমি ক্রন্দন করতে লাগলাম। তিনি বললেন, ক্রন্দনের পূর্বে মৃত্যুর অবস্থাটি শ্রবণ কর। যখন মৃত্যু-যন্ত্রণা শুরু হলো তখন তিনি আমার নিকট পানি চাইলেন। আমি পানি নিয়ে আসলাম। কিন্তু তিনি বললেন, আমি পানি পান করেছি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে আপনাকে পানি দিল? তিনি বললেন, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফেরেশতাগণের এক বিরাট দল নিয়ে আগমন করেছিলেন। তিনি আমাকে পানি পান করিয়েছেন। আমার ধারণা হলো, হয়তো গাফলতের অবস্থায় এসব কথা বলেছেন। তাই আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ ফেরেশতাদের কাতার কিভাবে ছিল? তিনি বললেনঃ উপরে নীচে। এভাবে নিজের এক হাতকে আরেক হাতের উপর রাখলেন।[৮৩]

৮২। সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ১৯২

৮৩ স্বপ্ন জগতে সপ্রিয় নবী -৮৯

১০২। হঠাৎ চিৎকার দিয়ে বললেন, ইয়া রাসূল লাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটি আমার পা

পূর্ব পাঞ্জাবের জলন্ধর জেলায় একটি বিখ্যাত গ্রাম ছিল মোহাম্মদপুর। এখানে হযরত সাইয়্যিদ হাসান রাসূলনোমা দেহলবী (রঃ)-এর বংশধরগণ বাস করতেন। তাদের মধ্যে একজন বিখ্যাত বুজুর্গ ছিলেন হাকীম ফজল মোহাম্মদ জলন্ধরী (রঃ)। তিনি ১৯৩৯ সালে ৯৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে লেখাপড়া করেন। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী (রঃ)-এর সহপাঠী ছিলেন। হযরত মাওলানা কাসেম (রঃ)-এর শিষ্য ছিলেন। তবে তিনি হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আশেক ছিলেন। তাঁর নামে শ্রবণ মাত্রই কাঁদতে থাকতেন। ৬৫ বছর বয়সে তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হন, রোগের তীব্রতার কারণে চিকিৎসকগণ তাঁর জীবন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। আত্মীয়-স্বজনগণও ভেবেছিলেন যে, তাঁর শেষ সময় এসে পড়েছে। **একরাত্রে তিনি বেহুশ অবস্থায় ছিলেন। হঠাৎ চিৎকার দিয়ে বললেন, ইয়া হযরত! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটি আমার পা। এ কথা বলে হাকীম সাহেব তাঁর অবশ পা-টিকে অতি সত্তর গুটিয়ে ফেললেন। অতঃপর সুস্থ মানুষের ন্যায় বসে গেলেন যেন তাঁর কোন অসুখ হয়নি। উপস্থিত সকলেই এ ঘটনায় বিস্মিত হলেন। তখন তিনি বললেন, এই মাত্র স্বপ্নে প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত নসীব হয়েছে। তিনি স্বীয় হাত মোবারক দ্বারা আমার দেহ স্পর্শ করেছিলেন। যখন তাঁর হাত মোবারক আমাকে স্পর্শ করেছে তখন আমি আদবের খাতিরে সঙ্গে সঙ্গে পা গুটিয়ে ফেলেছি।** এরপর হাকীম সাহেব ৩০ বছর সুস্থ অবস্থায় জীবন যাপন করেছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরকতে তিনি এমন কঠিন রোগ থেকে নাজাত পেয়েছিলেন। এজন্যে বিখ্যাত ফার্সী কবি গেরামী তাঁর সম্পর্কে লিখেছেনঃ

অর্থাৎ দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত যিনি ছিলেন আশেকে রাসূল, তিনি হলেন হাকীম ফজল মোহাম্মদ হাকীমের পুত্র হাকীম। [৮৪]

৮৪ মাসিক সাইয়ারা ডাইজেষ্ট ১৯৭৬-৯৫
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী, পৃঃ২২৮

১০৩। কদমবুছি করার সৌভাগ্য লাভ করলেন

হযরত মাওলানা আব্দুল জলিল এলাহাবাদী (রহঃ) হযরত শেখ আব্দুল হক দেহলবীর শাগরেদ ছিলেন। তালেবে ইলিমীর জমানায় তিনি স্বপ্নে সাক্ষাত লাভ করলেন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের। তিনি দেখলেন বিশাল-বিস্তৃত মরুভূমিতে একটি সাদা কালো বর্ণের অশ্বে আরোহণ করে আছেন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । মাওলানা আব্দুল জলিল কদমবুছি করার সৌভাগ্য লাভ করলেন। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ তুমি জাহেরী ইলিম ছেড়ে দিয়ে বাতেনী এলিম হাসিল কর। সে যুগের বুজুর্গ আলেম শেখ মোহাম্মদ সাদেক (রঃ)-এর দিকে ইঙ্গিত করে বললেনঃ ইনি আমার উম্মতের ওলীদের অন্যতম। তুমি তার মুরীদ হও। মাওলানা আব্দুল জলিল এই হেদায়েত মোতাবেক শেখ মোহাম্মদ সাদেক (রঃ)-এর মুরীদ হলেন। আধ্যাত্মিক সাধনা করে খেলাফত হাসিল করলেন। তাঁর ফয়েজ ও বরকতে অনেক লোক উপকৃত হয়েছে। [৮৫]

১০৪। রাসূল নোমা ও আইসি

হযরত হাসান রাসূলনোমা ওআইসি দেহলবী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি এক রাত্রে স্বপ্নে প্রিয়নবী হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভ করলাম। আমি দেখলাম, তিনি দিল্লীর পাহাড়গঞ্জের দুয়ারে একটি মহল নির্মাণ করছেন। তিনি আমাকে এরশাদ করলেন, এই মহলটি তোমার জন্যে। অর্থাৎ এখানে তোমার মাজার হবে। তখন আমি আরজ করলাম আপনার কদম মোবারক নীচে থাকবে আর উপরে আমার স্থান হবে এটিতো সম্ভব নয়। তিনি তাঁর পূর্ব বাক্যটি পুনরায় এরশাদ করলেন। আমিও আমার আরজী পুনরায় পেশ করলাম। জাগ্রত হওয়ার পর অত্যন্ত অনুতপ্ত হলাম যে, কেন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্জির খেলাপ আরজী পেশ করলাম?

বাইশে শা'বান রোজ শনিবার ১১০৩ হিজরী মোতাবেক ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে আছরের সময় হযরত রাসূলনোমা (রহঃ) দিল্লীচেত ইন্তেকাল করেন এবং ঠিক সে স্থানেই তাঁকে দাফন করা হলো যেখানে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একটি মহল নির্মাণ করতে স্বপ্নে দেখেছিলেন।

হযরত হাসান রাসূলনোমা (রহঃ) আজীবন দিল্লীর পাহাড়গঞ্জ বাগে কেলালীতে অতিবাহিত করেন। আর সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। যাঁরা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাতের আকাংক্ষা করতো, তিনি তাদেরকে সাক্ষাত করিয়ে দিতেন। এজন্যে রাসূলনোমা

৮৫ আনওয়ারুল আশেকীন পৃষ্ঠা ১০১
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী, পৃঃ২৪৯

খেতাবে ভূষিত হন। সমস্ত ওজিফা তেলাওয়াত ছাড়াও তিনি প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে ১১০০বার এই দরূদ শরীফ পাঠ করতেনঃ "আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা মোহাম্মীদানে ওয়া আলা আলিহি বে'আদাদে কুল্লি মা'লুমিল্লাকি"। কোন কোন গ্রন্থে "বেয়াদদে কল্লি শাইইন মালু মিল্লাক" বর্ণিত হয়েছে। এই দরূদ শরীফের বরকতেই তাঁর মধ্যে এই গুণ সৃষ্টি হয়েছিল। হাকীম আজমল খানের বংশ তাঁর দোয়ার বরকতেই উন্নতি লাভ করে। তিনি আওরঙ্গজেবের যুগের বুজুর্গদের অন্যতম ছিলেন।

এখানে বিশেষভাবে উল্লখ্য, যে দরূদ শরীফে সালামের উল্লেখ নেই সেই দরূদ শরীফে অজিফার শেষে একবার "আসসালামু আলাইকা ইয়া আইয়্যুহান নাবীয়্যু ওয়া রাহমাতুহু" পাঠ করা উচিত যাতে করে সালাতের সঙ্গে সালামের বরকতও লাভ করা যায়।[৮৬]

১০৫। অধিকাংশ সময় জাগ্রত অবস্থায় হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভ করতেন

কুতবুর রব্বানী ইমাম শারানী (রহঃ) লিখেছেন যে, সাইয়্যিদ মোহাম্মদ ইবনে জাইন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অত্যন্ত বড় প্রশংসাকারী ছিলেন। অধিকাংশ সময় জাগ্রত অবস্থায় হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভ করতেন। একবার এক ব্যক্তি বাদশাহর নিকট সুপারিশ করার জন্যে তাঁকে অনুরোধ করলেন। তিনি বাদশাহর নিকট গমন করলে সে তাঁকে সিংহাসনে উপবিষ্ট করলেন। সেদিন থেকে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত বন্ধ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি একবার একটি বিশেষ কবিতা পাঠ করলেন। তখন দূর থেকে তিন কিছু দেখলেন। এমন অবস্থায় হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, তুমি দীদারের আকাংক্ষা কর? অথচ তুমি জালেমদের সামনে অবস্থান গ্রহণ কর। আমরা জানিনা এরপর হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভ হয়েছে কি-না।[৮৭]

---

৮৬ মানাকেবুল হাসান রসূল নোমা -৩৩৮
মেরাজুল মোওমিনীন ১২৭
তুহফাতুল আবরার- ৫২
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী, পৃঃ২৪৮
৮৭ সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী, পৃঃ২৩২

১০৬। প্রতি রাত্রে প্রিয়নবী হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভে ধন্য হতেন

হযরত সাইয়্যিদ আব্দুল কাদের সানী, যিনি সাইয়্যিদ মোহাম্মদ নওম হালাবী জিলানীর জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন। গিয়াসউদ্দিন লংগাহ তাঁর অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন এবং তিনি নিজেও অত্যন্ত পরহেজগার লোক ছিলেন। প্রতি রাত্রে প্রিয়নবী হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভে ধন্য হতেন। এক রাত্রে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে এক হাত লম্বা একটি বাঁশের টুকরা দান করলেন এবং এরশাদ করলেন, আমার সন্তান আব্দুল কাদেরকে এটি দিও এবং এ সুসংবাদও দিও যে, শরীরের যে স্থানে ব্যথ্য হয় সে স্থানে বাঁশের এ টুকরাটি স্পর্শ করে দশবার সূরা এখলাস পাঠ করে। তাহলে আল্লাহ পাক আরোগ্য দান করবেন। এদিকে সাইয়্যিদ আব্দুল কাদের সানিকেও হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরফ থেকে এই সুসংবাদ প্রদান করা হয় যে, গিয়াসুদ্দিনের নিকট আমানত দিয়েছি, তুমি তা নিয়ে নাও এবং আমল কর। এই বরকতময় তদবীরের যে ফল পাওয়া গেছে, তা সত্যিই বর্ণনাতীত।

এ ঘটনা মুলতানে অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করে। কেননা মুলতানে তখন একটি রোগ দেখা দিয়েছে যে, মানুষের হাড়ে ব্যাথা হতো এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকটি মারা যেত। যেদিন থেকে স্বপ্নযোগে এই তদবীর পাওয়া গেল, সেদিন থেকে অনেক লোক আরোগ্য লাভ করলো। সাইয়্যিদ আব্দুল কাদের (রঃ)-এর জন্ম হয়েছিল ৮৬২ হিজরীতে এবং ইন্তেকাল হয় রবিউল আউয়াল; ৯৪০ হিজরী। তাঁর মাজার রয়েছে ওৎশরীফে।[৮৮]

---

৮৮ তাজকেরায়ে আউলিয়ায়ে হিন্দ, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা ২০
দফররে হাকীকত, পৃষ্ঠা ৬২
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ২৩৪

১০৭। যখন আমি বেহুশ হতাম তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাক্ষাত নবীব হতো।

হযরত রাসূল নোমা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ছাত্র জীবনে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আমি শিকারে গিয়েছিলাম, সর্প আমার পায়ে দংশন করেছিল। বন্ধুরা আমাকে অনতিবিলম্বে বাড়ী পৌছিয়েছিল এবং আব্দুল ওয়াহাব নামক বিখ্যাত চিকিৎসককে এনে আমার চিকিৎসা করা হয়েছিল। ফলে আমার সর্প দংশনের যন্ত্রণা লাঘব হয়েছিল। যখন আমি বেহুশ হতাম তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাক্ষাত নসীব হতো। তিনি আমার উপর দোয়া পাঠ করতেন।

যহরত রাসূল নোমা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, একদিন অভাব-অনটানের কারণে আমার আহার্য বলতে কিছুই ছিল না। এ অবস্থায় আমি নিদ্রিত হই, স্বপ্নে হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত নসীব হয়। তাঁর হাতে কিছু আটার গোলা রয়েছে যা দ্বারা তিনি একটি রুটি তৈরী করলেন, যা শুধু সূর্যের তাপে তৈরী হলো। অতঃপর অত্যন্ত দয়া করে তিনি রুটিটি আমাকে দান করলেন এবং এরশাদ করলেন, এতই যখন ক্ষুধার্ত ছিলে, কারো নিকট কিছু চেয়ে নিতে। [৮৯]

৮৯। মানাকাবুল হাসান রসূল নোমা, পৃষ্ঠা ৩৩৩
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ২৫০

১০৮। হুজরায়ে হুজরী

হযরত আবুল কাশেম (রহঃ) সিন্ধু প্রদেশে হযরত নকশেবন্দী সাহেব নামে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি যে হুজরায় থাকতেন তাকে "হুজরায়ে হুজরী" বলা হয়। এ নামকরণের কারণ এই, এক রাত্রে এশার নামাজের পর তাঁর হুজরা থেকে দু'জন মানুষের নিম্নস্বরে কথা বলার শব্দ শ্রুত হয়। খানকার দরবেশগণ মনে করেছেন যে হয়তো হুজুরের নিকট শহরের নেতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তি এসেছেন। কিছুক্ষণ পর তিনি হুজরা থেকে বের হয়ে আসলেন এবং অজু করলেন। একজন খাদেমকে বললেন, হুজরা থেকে আমার পাগড়ী নিয়ে আস। ঐ খাদেম হুজরায় গিয়ে আশ্চর্যন্বিত হলেন যে, সেখানে কোন লোকই দেখা গেল না। কিছু দিন পর খাদেম সে দিনকার ঘটনা সম্পর্কে হযরত নকশবন্দী (রঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, যেদিন সাইয়্যেদুল মুরসালীন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেছিলেন, তখন থেকে তাঁর হুজরার নাম হলো, "হুজরায়ে হুযূরী"। [৯০]

১০৯। শাহ আব্দুল রহীম ও শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী

শাহ আব্দুল রহীম (রহঃ) বংশধর ছিলেন। ইউপির অধিবাসী ছিলেন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর বংশধর ছিলেন। ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ৭৭ বছর বয়সে দিল্লীতে ১১৩১ হিজরী মোতাবেক ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তিনি নকশবন্ধী সিলসিলা ভুক্ত ছিলেন। হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ (রঃ)-এর খলিফা ছিলেন। আওরঙ্গজের আলমগীরের যুগে তিনি বিখ্যাত সুফী বুজুর্গ আলেম ছিলেন। প্রথমে সুনিপত নামক স্থানে তাঁর বিয়ে হয়। এই ঘর থেকে সালাউদ্দিন নামক এক পুত্র সন্তান লাভ করেন। ষাট বছর বয়সে হযরত খাজা বখতিয়ার কাকী (রঃ)-এর সুসংবাদ মোতাবেক সাহারানপুর জেলায় তাঁর এক মুরিদের কন্যার পানি গ্রহণ করেন। তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর বংশধর ছিলেন। সেই ঘর থেকেই হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলবী (রহঃ) এবং শাহ আহলুল্লাহ (রহঃ) জন্ম গ্রহণ করেন।

১১৪৩ হিজরীতে যখন শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলবী (রঃ)-এর বয়স ত্রিশ বছর ছিল, তিনি আরব দেশে সফর করলেন, মদীনা মোনাওয়ারায় হাজির হওয়ার সুযোগ লাভ করলেন, এই সুযোগে তিনি সর্বদা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজায়ে পাকের দিকে মনোনিবেশ করলেন

৯০ ২। সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ২৫২

এবং রওযায়ে পাক থেকে অনেক ফয়েজ লাভ করলেন। সেই ফয়েজের বিবরণ তিনি উপস্থাপন করেছেন তাঁর রচিত গ্রন্থ "ফুয়ুযুল হারামাইনে"। এ গ্রন্থে তিনি নিজের সম্পর্কে লিখেছেন, হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং আমাকে আধ্যাত্মিক সাধনার পথ অতিক্রম করিয়েছেন। তিনি দস্ত মোবারকে আমাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, এজন্যে আমি সরাসরি তাঁর শিষ্য হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। আর তিনি নিজেও সরাসরি আমাকে এই সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হয়েছে যে তোমাকে এই উম্মতের একটি দলের সংগঠিত করার দায়িত্ব দেয়া হবে।

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলবী (রহঃ) বর্ণনা করেন, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে সরাসরি যে সব বিষয়ের অসিয়ত করেছেন তন্মধ্যে একটি হলো আমি যেন ছোট-খাট ব্যাপারে আমার সমাজ ও জাতির বিরোধিতা না করি। যেহেতু উপমহাদেশের মুসলমানগণ যুগ যুগ ধরে হানাফী মাজহাবের অনুসারী ছিলেন। সেজন্যে তিনিও হানাফী মাজহাবের অনুসরণ একান্ত জরুরী মনে করতেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি বিভিন্ন মাজহাবের মধ্যে একটি বুনিয়াদী ঐক্যের প্রবক্তা ছিলেন। একবারের কাশ্‌ফের কথা তিনি বলেন যে, আমি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর দরবারে থেকে জ্ঞান অন্বেষণ করি। আমি এ কথা জানতে চাই যে, ফেকাহর বিভিন্ন মাজহাবের মধ্যে কোনটিকে তিনি অধিকতর পছন্দ করেন তা হলে আমিও সকল মাজহাবই একই মর্তবার অধিকারী এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এই অসিয়ত করলেন যে, আমি যেন ফেকাহর এই চার মাজহাবের আওতার বাইরে না যাই। আর যথাসম্ভব সকল মাজহাবের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করি।

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহঃ) "হেরজে সামীন" গ্রন্থে লিখেছেন, আমাকে আমার আব্বাজান এভাবে দরুদ শরীফ পড়বার তা'লীম দিয়েছেন।

اللهم صل على محمد النبى الامى واله وبارك وسلم

"আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মোহাম্মাদিন নাবিয়্যিল উম্মিইয়ি ওয়া আলিহি ওবারিক ওয়াসাল্লিম"।

আমি স্বপ্নে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এই দরুদ শরীফ পাঠ করলে তিনি তা পছন্দ করেন।

শাহ সাহেব বর্ণনা করেন, আমাদের এই খানদান যা কিছু অর্জন করেছে তা এই দরুদ শরীফের বরকতেই অর্জন করেছে। এ দরুদ যেভাবেই পাঠ করো, তা উপকারী হবে। [৯১]

৯১। মূলঃ ফয়ুযুল হারামাইন, কৃত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী রঃ উর্দু অনুবাদ মোশাহেদাত ও মা'আরেফ, পৃষ্ঠা ৩০-৩৬

১১০। তাঁর প্রকৃত রূপে বারবার দেখার সুযোগ লাভ করি

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলবী (রহঃ) "ফয়ুযুল হারামাইন" গ্রন্থে লিখেছেন, আমি যখন মদীনা শরীফে হাজির হই এবং হযরত রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজায়ে পাক সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করি, তখন রুহ মোবারকের সাক্ষাত ও লাভ করি, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর প্রকৃত রূপে বারবার দেখার সুযোগ লাভ করি। এটি তাঁরই বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর একথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। তিনি এরশাদ করেছেন, আম্বিয়া (আঃ)-এর মৃত্যু আসেনা, তাঁরা করবে জীবিত থাকেন, দুনিয়ার জীবনের ন্যায়ই তাঁদের জীবন, তাঁরা কবরেও নামাজ আদায় করেন এবং হজ্জ করেন, আমি যখনই তাঁর প্রতি সালাম প্রেরন করেছি তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং সন্তুষ্টি প্রকাশও করেছেন। আর তা এজন্যেই তিনি "রহমাতুল্লিল আলামীন" আর এটিই আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত-এর মতবাদ। হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহঃ) তাঁর রচিত "আবেহায়াত" গ্রন্থে এ বিষয়টির উপরে আলোকপাত করেছেন।

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলবী (রহঃ) তাঁর রচিত "হেরজে সামীন" গ্রন্থে লিখেছেন, এক রাত্রে আমার খাবার বলতে কিছু ছিলনা, তখন আমার এক বন্ধু এক পেয়ালা দুধ নিয়ে আসলেন। আমি তা পান করলাম এবং ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত নবীব হলো। তখন তিনি এরশাদ করলেন, "দুধের পেয়ালা আমিই প্রেরণ করেছিলাম"। অর্থাৎ আমিই তার মনের মধ্যে এই ভাব পৌছিয়েছিলাম যেন সে তোমার নিকট দুধ দিয়ে যায়।

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলবী (রহঃ) যখন মৃত্যু-রোগে আক্রান্ত হন, তখন মানবিক দুর্বলতা হিসেবে তাঁর সন্তানদের শৈশবের জন্যে চিন্তিত ছিলেন। একদিন স্বপ্নে প্রিয়নবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেন এবং এরশাদ করলেন, তুমি কেন চিন্তা কর? তোমার সন্তান যেমন আমার সন্তানও তেমন। একথা শ্রবণ করে তিনি নিশ্চিত হলেন।

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলবী দেহলবী (রঃ)-এর চার পুত্র ছিলেন, তাঁরা সকলেই জ্ঞানে-গুলে সমৃদ্ধ হয়েছিলেন। শাহ আব্দুল আজীজ (রঃ), শাহ রফীউদ্দিন (রহঃ) শাহ আব্দুল কাদের (রঃ), শাহ আব্দুল গনি (রঃ)।

১১১। এ রাত্রে আমি তাঁর সাক্ষাত লাভ করি

"মাশারেকুল আনোয়ার" নামক গ্রন্থের রচয়িতা হযরত শেখ রাফীউদ্দীন হাসান ইবনে হাসান লাহোরে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বদায়ুনের অধিবাসী ছিলেন, তিনি জাহেরী ইলিম তাঁর পিতার নিকট হাসিল করেছেন। তিনি ইলমে হাদীস এবং অভিধাণের ক্ষেত্রে অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন, আমি বিছানার ওপরে শুয়েছিলাম। দিনটি ছিলো এগারই রবিউল আউয়াল রোববার ৬২২ হিজরী। আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহ! আমাকে আজকের রাতে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভের তওফিক দান কর। তাঁর দীদারের জন্যে আমার অন্তরের ব্যাকুলতা সম্পর্কে তুমি অবগত রয়েছো। এ রাত্রে আমি তাঁর সাক্ষাত লাভ করি আমি দেখলাম আমি একটি বড় ইমারতে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের নিকট রয়েছি আমি আরজ করলাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত মৎস্য সম্পর্কে আপনার কি মত? যখন তাকে সমুদ্রের বাইরে ফেলে দিয়েছে। তা-কি হালাল? তখন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হেসে এরশাদ করলেনঃ হ্যা হালাল। যখন আমরা কথা বলছিলাম তখন আমাদের ইমারতের নিবদেশে আরো একটি ইমারত ছিল, তাতে কিছু লোক অবস্থান করছিলো। আমি তাদের দিকে ইঙ্গিত করে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আরজ করলাম, মৃত মৎস্য সম্পর্কে আপনার এ মত আমার এ সঙ্গীদের বলে দিন। এরা আমাকে সত্যবাদী মনে করেনা। তখন তিনি এরশাদ করলেন, তুমি তো আমাকে গালি দিয়েছো আর লোকেরা আমার প্রতি দোষারোপ করেছে। তখন আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা কি করে সম্ভব হয়? তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ যার ভাষা আমার এখন মনে নেই। তবে তার অর্থ হলো তুমি এমন লোকদের নিকট আমার হাদীস বয়ান করেছ যারা তা কবুল করেনা। অর্থাৎ অযোগ্য লোকদের নিকট হাদীস বয়ান করা সম্পূর্ণ বেয়াদবী এমনটি, গাল-মন্দ দেয়ার সমান। তখন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ লোকদের দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং তাদেরকে তিরস্কাব ও নসিহত করলেন। ঐ রাতের পর সকালে আমি বললাম; আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয়প্রার্থী এজন্যে যে আমি এরপর হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস কারো নিকট বয়ান করবোনা, আল্লাহ পাক

আমাকে তওফিক দান করুন, তবে সে সব লোকদের নিকট হাদীস বয়ান করবো যারা নিজেদের সব মতভেদ ভুলে গিয়ে অন্তর দিয়ে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসেন।[৯২]

১১২। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিল্লীর জামে সমজিদে শুভাগমন করেছেন

হযরত সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ (রহঃ) যখন তৃতীয়বারের মত দিল্লী আগমন করেন, তার এক সপ্তাহ পূর্বে হযরত শাহ আব্দুল আজিজ মোহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) স্বপ্নে দেখেন, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিল্লীর জামে সমজিদে শুভাগমন করেছেন এবং দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে জনতা তাঁর দীদার লাভের জন্যে অকুস্থলে সমবেত হচ্ছেন।

হযরত শাহ সাহেব (রহঃ) সর্ব প্রথম হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হস্ত চুম্বনের সৌভাগ্য লাভ করেন। এরপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে একটি লাঠি হাতে দিয়ে বললেন, তুমি মসজিদের দরজার সম্মুখে অবস্থান গ্রহণ কর এবং মসজিদের দিকে আগুয়ান প্রতিটি ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে আমাকে জানাও। যাকে আমি এখানে আসার অনুমতি দেই শুধুমাত্র তাকেই এখানে প্রবেশ করতে দাও। শাহ সাহেব (রহঃ) তখন এ হুকুম তামিল করলেন এবং বিপুল সংখ্যাক আশেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাক্ষাত লাভে ধন্য হয়।

শাহ সাহেব (রহঃ) জাগ্রত হয়ে এ মোবারক স্বপ্নের তা'বীর জানার উদ্দেশ্যে হযরত শাহ গোলাম আলী দেহলভীর (খলীফা হযরত মির্জা মাজহার) খেদমতে হাজির হন। শাহ সাহেব বললেন, সোবহানাল্লাহ! যিনি স্বপ্নের তা'বীর বর্ণনায় অভিজ্ঞ তিনি কি করে আর কাছে স্বপ্নের তা'বীর জানতে চান। শাহ সাহেব বললেন,আমি এ স্বপ্নের তা'বীর আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই।[৯৩]

৯২। তোহফাতুল আনোয়ারা, উর্দু অনুবাদ, আশাবেকুল আনোয়ার, পৃষ্ঠা ৪৮৪
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ২৭৫-৭৭

৯৩ ১। সীরাতে সৈয়দ আহমদ শহীদ রঃ , পৃষ্ঠা ৭২-৭৩
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ২৮৪

১১৩। জাগ্রত হয়ে দেখলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রয়েছেন

সাইয়্যিদ সাহেব (রহঃ) এরপর তাঁর বাসস্থানে চলে গেলেন। ২৭শে রমজান, ১২২২ হিজরী মোতাবেক ২৮শে নভেম্বর ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে এশার নামাজের পর সাইয়্যিদ আমহদ (রঃ)-কে ঘুমে পেয়ে বসলো। রাতের একটি অংশ তিনি নিদ্রিত অবস্থায় রইলেন। এরপর হঠাৎ কেউ তাঁকে জাগ্রত করলে তিনি দেখলেন যে ডানে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রয়েছেন এবং বামে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) রয়েছেন। জবান মোবারকে এই বাক্যগুলো রয়েছেঃ আহমদ ওঠ এবং গোসল কর, আজকে শবে কদর। আল্লাহ পাকের স্মরণে মশগুল থাক। যিনি সকলের প্রয়োজনের আয়োজন করেন তাঁর দরবারে মোনাজাত করতে থাক। এরপর তাঁরা উভয়ে তশরিফ নিয়ে গেলেন। সাইয়্যিদ সাহেব তখন দিল্লীর আকবরাবাদী মসজিদে থাকতেন। জাগ্রত হয়ে দ্রুত হাউজের দিকে গেলেন। প্রচন্ড শীতের কারনে পানি বরফ হয়েছিল। সেই পানিতেই গোসল করলেন এবং আল্লাহর এবাদতে মশগুল হলেন। সাইয়্যিদ সাহেব (রহঃ) বর্ণনা করেন, এই রাতে আল্লাহ পাক আমার প্রতি তাঁর মহান দান ও করুণার বৃষ্টি বর্ষণ করেন। আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চ মর্তবা দান করেন। বাতেনী আলো এত বেশী লাভ করেন যে, আমার মনে হচ্ছিল সমগ্র সৃষ্টি জগৎ আল্লাহ পাকের দরবারে সেজদারত রয়েছে। এ অবস্থা ফজরের আজান পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সকালে এ ঘটনা হযরত শাহ আব্দুল আজিজ (রঃ)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি অত্যান্ত খুশি হন এবং বলেন, আল্লাহ পাকের অগণিত শোকর যে, তিনি আজ তোমার মকসুদ পূর্ণ করেছেন।[৯৪]

১১৪। ঐ অবস্থায় সাক্ষাত লাভ করেন

ভারতের একটি মুসলিম ষ্টেটের নাম ছিল টোঁক। নবাব আমির খান পরবর্তীকালে নবাব আমিরুদ্দৌলা খান বাহাদুর নামকরণ করেন। তিনি ছিলেন এ ষ্টেটের অধিপতি। তাঁর পুত্র নবাব অজিরুদ্দৌলা ১২৫০ হিজরীতে ক্ষমতায় আসীন হন। ১২৮১ হিজরীতে তাঁর ইন্তেকাল হয়। নবাব অজিরুদ্দৌলা তাঁর "ওযাসায়া" নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে হযরত সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ (রহঃ)

৯৪ ১। সীরাতে সৈয়দ আহমদ শহীদ রঃ, পৃষ্ঠা ৭২-৭৩
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ২৮২-৮৩

যখন মদীনায়ে তৈয়্যিবায় পৌছেন তখন তিনি হরম শরীফের নিকট রওজায়ে পাকের সম্মুখে অবস্থান করেন। যেদিন তিনি মদীনা শরীফ পৌছলেন সেদিন জ্বরে আক্রান্ত হলেন। ঐ পার্শ্বে পবিত্র রওজাযে পাকের সম্মুখে বসে গেলেন। ঐ অবস্থায় তিনি হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভ করেন এবং আরজ করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনার একজন উম্মত, সে গোলাম আলী এলাহাবাদী কোরআন মজীদের একটি কপি প্রেরণ করেছেন যেন রওজায়ে মুবারকে রাখা হয় এবং তেলাওয়াত করা হয়। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম, এখানে অনেক কোরআন শরীফের কপি রয়েছে যার সব কপি পাঠ করাও হয় না। যদি হুযূরের অনুমতি পাই তবে এখানকার খাদেমদেরকে জিজ্ঞাসা করে এই কপিটি দিতে পারি যেন সর্বদা তেলাওয়াত করা হয়। তখন তিনি আমাকে এর অনুমতি দিলেন।

১১৫। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরিফ এনেছেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন হযরত আবু বকর (রাঃ)

মুজাহেদে ইসলাম হযরত মুহম্মদ রহমতউল্লাহ "এজালাতুল আওহাম" গ্রন্থ রচনা করছিলেন। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন অত্যন্ত বেশী। চলা-ফেরা তো দূরের কথা বিছানা থেকে উঠে বসবার শক্তিও তাঁর ছিলনা। ইশারাতেই নামাজ আদায় করতেন। আত্মীয়-স্বজন আপনজন সকলেই তাঁকে নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন। একদিন ফযরের নামাজের পর তিনি ক্রন্দন করতে লাগলেন। সেবা-সশ্রুষাকারীরা মনে করেছেন, হয়তো অন্তিমকাল মনে করে ক্রন্দন করছেন তাই তারা সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, যদিও সুস্থ হওয়ার কোন লক্ষণ নেই, কিন্তু তবুও স্বাস্থ্য ফিরে আসবে কিন্তু ক্রন্দনের করণে হচ্ছে এই, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরিফ এনেছিলেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, "হে যুবক! তোমার জন্যে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খোশখবরী হলো এই, যদি "এজালাতুল আওহাম" গ্রন্থ রচনা তোমার রোগের কারণ হয়ে থাকে, তবে এটিই হবে তোমার সুস্থ হবার কারণ"। হযরত মাওলানা সাহেব বলেন, এরপর আমার আর কোন দুশ্চিন্তা নেই। তবে অধিক আনন্দের কারণে আমার নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েছে। আলহামদু লিল্লাহ! এরপর তিনি পূর্ন সুস্থ হলেন এবং "এজালাতুল আওহাম"

গ্রন্থটি রচনা করলেন। ৫৬৪ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট গ্রন্থখানি দিল্লী থেকে ফারসী ভাষায় ১২৬৯ হিজরী মোতাবেক ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এতে খৃষ্টানরা ইসলামের উপর যে সব প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল সেগুলোর দাঁতভাঙ্গা জবাব রয়েছে, বিশেষতঃ পাদ্রী ফেন্ডার যে সব প্রশ্ন করেছিল সেগুলোর সঠিক এবং যুক্তিপূর্ণ জবাব স্থান পেয়েছে। [৯৫]

১১৬। তন্দ্রাহত অবস্থায় হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত হলো

মাওলানা সদরুদ্দিন সাহেব রেফায়ী (খতীব-মাদানী মসজিদ, পিন্ডি) একজন বড় আলেম ছিরেন। তিনি বর্ণনা করেন, পূর্ব পাঞ্জাবের (ভারত) গুরুদাসপুর জেলার একজন বড় আলেম ছিলেন মাওলানা মীর আহমদ খান। তিনি বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। একবার তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ঐ সময় তাঁর মনে এই কথাটি আসল যে, হাদীস শরীফে সেলায়ে রহমী তথা আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করলে দীর্ঘায়ু লাভের খোশখবরী রয়েছে। তিনি মনে মনে সংকল্প করলেন যে, আমি আমার খালা এবং ফুফুর সাহায্য করবো। আমি মানত করি, যদি আল্লাহ পাক আমাকে জীবিত রাখেন তবে প্রতি মাসে তাদের জন্যে কিছু নগদ টাকা প্রেরণ করে খেদমত করবো, এরপর মনে মনে এ কথাও ভাবলেন যে, এই হাদীসখানা সহীহ কিনা তা একটু অনুসন্ধান করা দরকার। কিন্তু অসুস্থতার কারণে অনুসন্ধান কার্য তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এই সময় একদিন তন্দ্রাহত অবস্থায় হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত হলো। এই সুযোগে তিনি এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি এরশাদ করলেনঃ এটি আমার সহীহ হাদীস। আরো এরশাদ করলেনঃ আল্লাহ পাক তোমার মানত কবুল করেছেন। তোমার নির্দিষ্ট বয়স থেকে ৩০ বছর আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। মাওলানা মীর মোহাম্মদ ভান তাঁর ওয়াজ মাহফিলে এই স্বপ্ন বর্ণনা করে একথা বলতেন যে, এই হিসেবে আমার আর এত বয়স বাকী রয়েছে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর তিনি পূর্ব পাঞ্জাব থেকে হিজরত করে পশ্চিম পাকিস্তানের সারগোদায় এসে বসবাস করেন। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রদত্ত খোশখবরী মোতাবেক বয়স পেয়ে তিনি ইন্তেকাল করেন।

[৯৫] স্বপ্ন জগতে প্রিয় নবী ১৬৫

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, কখনও এমনও হয় যে, কোন ব্যক্তির বয়স অবশিষ্ট থাকে। এ অবস্থায় সে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করে এবং সম্পর্ক ছিন্ন করে, তখন তার বয়স কমিয়ে দেয়া হয়, এমনকি তিন দিন করে দেয়া হয়। আর ক্ষেত্র বিশেষ কারো বয়স মাত্র তিন দিন থাকে, এমন অবস্থায় সে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে এবং তাদের প্রতি এহসান করে। এমন অবস্থায় আল্লাহ পাক তার বয়স আরও ত্রিশ বছর বৃদ্ধি করেদেন। এতদ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, সেলায়ে রহমী অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজনের কল্যাণ সাধন দীর্ঘায়ু লাভের একটি পন্থা। পক্ষান্তরে, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মন্দ ব্যবহার আয়ু কমে যাওয়ার কারণ হতে পারে। সবই আল্লাহ পাকের মর্জির ব্যাপার (মোয়ালিমুত তানজিল)।

হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেনঃ আমি হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এই কথায় খুশী হয় যে, তার রিয্ক বাড়িয়ে দেয়া হবে, সে দীর্ঘায়ূ লাভ করবে, তবে তার উচিত হলো সিলায়ে রহমী করা তথা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা, তাদের প্রতি এহসান করা, সকল অবস্থায় তাদের সাহায্য করা। (বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিজী শরীফ) এই হাদীস দ্বারাও একথা প্রমাণিত হয় যে, সিলায়ে রহমীর কারণে ধন-সম্পদে বরকত এবং দীর্ঘায়ূ লাভ হয়। [৯৬]

১১৭। আমাকে আরবী ভাষা শিখিয়ে দেন

..... তবে দোয়া করুন, আল্লাহ পাক যেন আমাকে আরবী ভাষা শিখিয়ে দেন। তিনি এরশাদ করলেন, ইউকান্না, আমিই মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । হযরত ঈসা (আঃ) আমারই সুসংবাদ দিয়েছেন। আমার পরে আর কোন নবী হবে না। একথা শ্রবণ করেই আমি পাঠ করলাম। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আমি তাঁর দন্ত মোবারক চুম্বন করলাম ও ইসলাম গ্রহণ করলাম। জাগ্রত হয়ে দেখি আমার মুখ থেকে সুগন্ধ বের হচ্ছে। আমি আরবী ভাষায় পারদর্শী হয়ে গেছি। এরপর আমি আমার ভাই ইউহান্নার পাঠাগারে গমন করলাম। হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা লিপিবদ্ধ দেখলাম এবং সেজদায়ে শোকরান আদায় করলাম এবং বললাম, হে আল্লাহ! তোমার অগণিত শোকর

[৯৬] সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ৩৩৪

যে তুমি আমাকে সত্য দ্বীনের হেদায়েত করেছ এবং সত্যকে আমার অন্তরে বদ্ধমূল করে দিয়েছ। আর যেভাবে আমি এতদিন শয়তানের অনুগত হয়ে যুদ্ধ করেছি, সেভাবে আমি এখন আল্লাহর রাহে জেহাদ করবো, যেন আমি আমার ভাই ইউহান্নার সাথে অবশেষে মিলিত হতে পারি এবং ইউহান্নাকে হত্যা করার কারণে আমি অনেক ক্রন্দন করলাম। এরপর বললাম, হে মুসলমানগণ! আপনারা সাক্ষী থাকুন যে, আমি এখন যত মুশরেককে হত্যা করবো, এর সকল সওয়াব আমার ভাই ইউহান্নাকে বকশিশ করে দিলাম। এরপর তিনি শপথ করে বললেন, এখন আমার অন্তরে আল্লাহ পাক এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহব্বত ব্যতীত আর কারো মহব্বত নেই এবং তিনি পরামর্শ দিলেন, এ মুহূর্তে আনতাকিয়া আক্রমণ করা উচিত হবেনা; বরং এখন আযার নামক দূর্ঘের উপর আক্রমন করা উচিত। ইউকান্নার পরামর্শ মোতাবিক আযার নামক দূর্ঘ জয় হলো , রাজধানী আনকাকিয়া ও অন্যান্য স্থান জয়ের ব্যাপারে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। কাফের অবস্থায় তিনি মুসলমানদের জন্য যত ক্ষতিকর ছিলেন, মুসলমান হওয়ার পর ইসলামের জন্যে ততখানি উপকারী হয়েছেন। [৯৭]

১১৮। রাসূল আইন

মোল্লা ওয়াকেদী (রহঃ) ফতুহুল আযম গ্রন্থে মার্দিন দুর্গের বিজয় সম্পর্কে লিখেছেন, হযরত এয়াজ ইবনে গানম আশআরী (রাঃ) তাঁর সৈন্যদেরকে নিয়ে "রাসূল আইন" নামক স্থানে হামলা করার জন্যে রওয়ানা হলেন। কিন্তু দুশমন তাঁর অগ্রগামী দলকে গ্রেফতার করে ফেললো এবং হত্যা করতে ইচ্ছা করলো। কিন্তু উজির বললো বাদশাহ মারেক শাহবিয়ারের পুত্র উমুদ এবং আরো কয়েকজন সর্দার দুশমনের নিকট বন্দী রয়েছে। যদি আমরা তাদের লোকদেরকে হত্যা করি তবে তারাও আমাদের লোকদের হত্যা করবে। অতএব, এদেরকে মার্দিন দুর্গে প্রেরণ করা হোক এবং রাণী মারিয়ার দায়িত্ব প্রদান করা হোক। অবশেষে তাই করা হয়েছিল। রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর মারিয়া মুসলমানদের সৈন্য বাহিনীর কাছে আসে। তখন হযরত সোহায়েল ইবনে আদি (রাঃ) আরো কিছু লোক নিয়ে প্রহরায় রত ছিলেন। মারিয়াকে তিনি হযরত ইয়াজ ইবনে গানমের নিকট নিয়ে

[৯৭] সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ৩৬৫-৩৬৬
ফতুহুশ শাম, পৃষ্ঠা ৬৫৬

গেলেন। মারিয়া তাঁকে বললো, তোমাদেরকে আল্লাহ পাক আমাদের উপর বিজয়ী করেছেন। আমি আরসুস ইবনে জারেসের মেয়ে মারিয়া । উমুদ নামক যে যুবরাজ তোমাদের নিকট বন্দী রয়েছে সে আমার স্বামী। আর আমি তার জন্যে অত্যন্ত ব্যাকুল রয়েছি। আমি হযরত ঈসা (আঃ)-কে তাঁর সঙ্গীদের সহ স্বপ্নে দেখেছি। তিনি আমাকে তোমাদের আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন। তাই আমি তোমাদের নিকট তোমাদের দ্বীন কবুল করার জন্যে হাজির হয়েছি এবং আমার ও আমার পিতার দুর্গ ছেড়ে দাও যাতে করে আমি আমার স্বামীসহ বাস করতে পারি। হযরত ইয়াজ ইবনে গানম একথা শ্রবণ করে মুচকি হেসে বললেন, তুমি যাকে স্বামী বলছো সে তো আসলে তোমার পুত্র। মারিয়া একথা শ্রবণ করে বিস্মিত হলো। তার চেহারার রং ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

সে বললো, আপনি এসব কথা কি করে জানলেন যে উমুদ আমার পুত্র! অথচ সেতো মালেক শাহরিয়ারের পুত্র। তখন হযরত ইয়াজ (রাঃ) বললেনঃ আমি রাত্রে স্বপ্নে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভ করি। তিনি আমাকে সমস্ত ঘটনা শুনিয়েছেন। মারিয়া বললো, আমি দেখতে চাই, যদি সে আমার পুত্র হয় তবে আমি তাকে চিনতে পারবো। সঙ্গে সঙ্গে উমুদকে হাজির করা হয়। যখন সে দেখলো যে, তার একটা কান একটু বড় এবং গালে দাগ আছে আর কাপড়ে মধ্যে কিছু হীরা-জহরত বেধে রাখা আছে তখন সে উচ্চস্বরে চিৎকার দিল। উপস্থিত লোকেরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলো। মারিয়া উমুদকে আলিঙ্গন করে বলতে লাগলো, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তুমি আমার পুত্র। হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা সত্য। অবশেষে মা এবং ছেলে মুসলমান হয়ে যায়। ফতুহুল আযম গ্রন্থের ৪১ এবং ৪২ পৃষ্ঠায় এ ঘটনার নেপথ্য কাহিনী বর্ণিত আছে। মারিয়া যখন যৌবন লাভ করে তখন তার অহংকারী মন সকলকে ছোট মনে করতো। এজন্যে সে কারো সাথে বিয়ে বসতে রাজি হয়নি। তার দুর্গের পাশে ফর্মা নামক একজন পাদ্রী থাকতো। অত্যন্ত সুন্দর এবং অবিবাহত ছিল। মারিয়া তার প্রতি আকৃষ্টি হলো এবং তার সাথে অবাধে মেলামেশা শুরু করলো। পরিণামে মারিয়া একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলো। এসব বিষয়ে অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করা হলো। শুধু ধাত্রীই এ সম্পর্কে অবগত ছিল, আর কেউ নয়। অত্যন্ত মূল্যবান হীরা-জহরত তার সঙ্গে দিয়ে একটি বাক্সের মধ্যে নবজাত শিশুটিকে রেখে একটি চিঠি লিখে দিলঃ যে এই শিশুটির লালন-পালন করবে সে এই মূল্যবান হীরা-জহরতের মালিক হবে এবং তার কিছু চিহ্ন মারিয়া লিপিবদ্ধ করে রাখলো।

যেমন তার গালে একটি কালো দাগ ছিল ডান কর্ণ বাম কর্ণের অনুপাতে একটু বড় ছিল প্রভৃতি। পরে ধাত্রী নবজাত শিশুকে দুর্গ থেকে অনেক দূরে নিয়ে রাস্তার উপর রেখে দিল। ঘটনাক্রমে ঐ দিনই মোসেল অধিপতি মালেক আন্তাক শাহিরিয়ায ঐ রাস্তা অতিক্রম করলো এবং এই শিশুটিকে পেয়ে বুকে তুলে নিল। কেননা তার কোন সন্তান ছিলনা। শিশুটিকে লালন পালন করা হলো যুবরাজের ন্যায়। সব বিষয়ে সে তার দক্ষতার পরিচয় দিল। মালেক শাহরিয়া তার শুভ বিবাহের সর্ম্পকে চিন্তা ভবিনা করতে লাগলো। যেহেতু মার্দিনের অধিপতি আরসুস বিন জারেসের কন্যা মারিয়ার বয়স তখন প্রায় পযত্রিশ বছর, সে একন বিয়ে বসেনি। তাই মালেক শাহরিয়া উমুদের জন্য মারিয়ার বিয়ের প্রস্তাব পেশ করল এবং উমুদের সঙ্গে মারিয়ার বিয়ে হয়ে গেল । কিন্তু মেয়ে উঠিয়ে দেয়ার পূবেই ইসলামী ফৌজ দূর্গের উপর আক্রমন পরিছালনা করল। উমুদ যুদ্দে বান্দ হল। [৯৮]

১১৯। আল্লাহ পাকের দরবার তোমার উচ্চ মর্যাদা রয়েছে

হযরত মোল্লা ওয়াকেদী (রহঃ) হোতামার যুদ্ধ সম্পর্কে লিখেছেনঃ এ যুদ্ধে রুমী সৈন্য সংখ্যা ছিল ২৩ হাজার, আর তাদের মোকাবেলায় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১ হাজার। এ যুদ্ধে ওয়ামেস আবুল হাওল এবং তাঁর সাথীরা অত্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করেন। দুশমনের ১০,০০০ সৈন্য তাঁদেরকে ঘেরাও করে লেখেছিলো, কিন্তু তাঁরা সাহসহারা হননি; ঐ রণাঙ্গনে দুশমনের ৯ হাজার সৈন্যকে তাঁরা হত্যা করেন। যখন উভয় সৈন্যদল বিদায় হয় তখন হযরত ওয়ামেস আবুল হাওলকে কে দেখেনি; এরপর দুশমন পুরনায় হামলা করে এবং একেক জন মুসলমানকে দশ/বিশ পঞ্চাশজন কাফের ঘেরাও করে এবং শহীদ করে অথবা গ্রেফতার করে। যুদ্ধ যখন অত্যন্ত ঘোরতর, ঠিক তখন শত্রু সৈন্যের পেছন থেকে لا اله الا الله محمد الرسول الله এর আওয়াজ শ্রুত হলো। এ আওয়াজ ছিল হযরত ওয়াসেম আবুল হাওল (রঃ)-এর, যিনি দুশমনের সৈন্যবাহিনীর মধ্য দিয়ে মুসলিম বাহিনীর কাছে চলে আসেন। যুদ্ধ শেষ হবার পর সেনাপতি হযরত মাইছারা ইবনে মারওয়া (রাঃ) তাঁর অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন, তখন হযরত ওয়ামেস আবুল হাওল বললেনঃ কাফেররা

৯৮ ফতুহুল আযম
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ৩৬৭

আমার প্রতি আক্রমণ করে আমার ঘোড়াটিকে হত্যা করে, আমি ঘোড়া থেকে পড়ে যাই। যখন রাত হয়ে যায় তখন আমি স্বপ্নে সাক্ষাত লাভ করি হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের। তিনি এরশাদ করেনঃ "হে ওয়ামেস! তুমি ভয় করোনা, আল্লাহ পাকের দরবারে তোমার উচ্চ মর্যাদা রয়েছে"। একথা বলে তিনি আমার এবং আমার বন্ধুদের শিকলকে হস্ত মোবারক দ্বারা স্পর্শ করেন, ফলে শিকলগুলো সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়ে যায়। এরপর তিনি বিজয়ের সুসংবাদ দান করে এরশাদ করেনঃ আমি তোমাদের নবী মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং এরপর এরশাদ করেন, মাইছারাকে আমার সালাম পৌছে দিয়ে এ খবর দিও, আল্লাহ তোমাকে উত্তম যাজা দান করবেন। অতঃপর তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন, আমি জাগ্রত হয়ে দেখলাম শিকলগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। পাহারাদাররা ক্লান্ত এবং তন্দ্রাহত অবস্থায় রয়েছে। আমরা তাদের হত্যা করলাম, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নাজাতের ব্যবস্থা করে দিলেন, আমরা পুনরায় রুমীদের ওপর হামলা করে বিজয়ী হলাম।

১২০। খানেকায় সরাসরি নবীজীর দর্শন লাভ

হযরত মাওলানা মুফতী সাইয়্যিদ আমীমুল এহসান মুজাদ্দেদী (রহঃ) ইন্তেকাল করেন ১৯৭৪ ইংরেজীতে। তিনি ছিলেন মুসলিম বিশ্বের একজন প্রাতঃস্মরনীয় বুযুর্গ। দীর্ঘদিন 'মাদ্রাসায়ে আলীয়া ঢাকার' হেড মাওলানা ও শায়খুল হাদীসের গৌরবজনক পদে নিয়োজিত ছিলেন।

১৯৭১ খৃষ্টাব্দে হজ্ব ও রওজাপাক যিয়ারত শেষে দেশে ফিরে আসার পর একদিন কতিপয় বিশিষ্ট সাক্ষাৎপ্রার্থীর মধ্য থেকে প্রশ্ন করেছিলেন, রীতিমত নামায-দোয়ার দ্বারা আখেরী নবী হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যিয়ারত সম্ভব কিনা?

জবাবে হযরত মুফতী সাহেব বললেন, আল্লাহ তা'লার ইচ্ছা হলে তা অবশ্যই সম্ভব হতে পারে। তবে কোন উম্মত যদি আল্লাহ ও রাসূলের কোন হুকুমের প্রতি নাফরমানী না করে, একলাছের সাথে এবাদত করে, শরীয়তের সঠিক অনুসরণ করে এবং সর্বোপরি রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আন্তরিক মহব্বত পোষণ করে, তবে তাকে দর্শন প্রদান করার জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই আগ্রহী হয়ে পড়েন। এরপর আবেগাপ্লুত কণ্ঠে তিনি বললেন, শুধু স্বপ্নেই নয়, জাগ্রত অবস্থাতেও চর্মচক্ষেই তখন রাসূলুল্লাহকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

দেখা যায়। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বললেন যে, একদিন তিনি সকাল বেলায় খানকায় বসে হাদীসের কিতাব লিখছিলেন, হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, হযরত রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় জ্যোতির্ময় পুরুষের বেশে খানকায় প্রবেশ করলেন এবং তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ মুচকি হেসে চলে গেলেন। [৯৯]

১২১। রওদ্বা শরীফ থেকে প্রেমিকের দিকে আগমন

মুফতি সাইয়্যিদ আমিমুল এহসান ((রহঃ)) ১৯৭১ ইংরেজী সনের হজ্ব ও জিয়ারত সম্পর্কে আরও একটি ঘটনা বলেন-

সে বছর রওদ্বাশরীফ জিয়ারত করার সময়কার একটি বাস্তব ঘটনা উল্লেখ করে হযরত মুফতি সাহেব বলেন, রওদ্বাশরীফ জিয়ারত করার সময় আবেগাপ্লুত অবস্থায় ধ্যান মগ্ন ছিলাম। মনে মনে ভাবছিলাম, সম্প্রতি তাসাউফের উপর লিখিত আমার একটি বই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তরফ থেকে অনুমতি হলে প্রকাশ করব এবং এখন থেকে সকল কিছু থেকে দূরে সরে নির্জনে শুধু আল্লাহ! আল্লাহ! করে অবশিষ্ট দিনগুলো কাটিয়ে দিব।

এমন ভাবনার মধ্যেই লক্ষ্য করলাম, হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন রওদ্বাশরীফ থেকে বের হয়ে আমার দিকেই তাশরীফ আনলেন এবং আমি মনে মনে সংসার ত্যাগ করার যে সংকল্প পোষণ করছিলাম তার প্রতি অসম্মতি প্রকাশ করলেন। হযরত রাসূলে কারীমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাণী শ্রবণ কবেই যেন আমার বিহ্বলতা কেটে গেল। আমি হযরতের কদমবুচি করার নিয়তে অগ্রসর হতেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অদৃশ্য হয়ে গেলেন। [১০০]

১২২। বোখারী শরীফের জামাতে নবীজীর আগমন

ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী হলেন আধ্যাতিক জগতের এক সম্রাট। তাঁর কোরআন শরীফ শিক্ষা দেয়ার রীতি নীতিতে আধ্যাতিকতার প্রভাব প্রবলভাবে কাজ করেছে। তাঁর আধ্যাতিক ক্ষমতার সীমানা কতটুকু তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। আল্লামা রইছ উদ্দীন (রহঃ) এর ১৯৯৬ইং সনের সোবহানীঘাট আলিয়া মাদ্‌রাসায় যে বক্তব্য রাখেন তার একাংশ উল্লেখ করলে কিছুটা অনুমান করা যাবে । আল্লামা ছাহেব কিবলাহ সপ্তাহে একদিন সৎপুর দারুল হাদিস কামিল

[৯৯] একটি পূণ্যময় জীবন
[১০০] একটি পূণ্যময় জীবন

মাদ্রাসায় বুখারী শরীফ পড়াতেন। বুদ্ধিমান শিক্ষার্থীরা একদিন ছাহেব কিবলাহকে বললেন, "আমরা আপনার কাছে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র বাণী পড়ছি, কিন্তু সেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তো কোন দিন দেখালাম না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখানোর আরজ ছাহেব কিবলাহ ছাড়া আমরা কার কাছে রাখব। যদি ছাহেব কিবলাহর ওছিলায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিদার নছিব না হয় তবে আর কার অছিলায় দিদারে রাসূল লাভ করব।

আল্লামা ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (রহঃ) তাদের আবদার না শুনার ভান করে বার বার কিতাবের প্রতি মনোযোগ দিতে বললেন। সে দিন দ্বিগুন সময় হাদীস শরীফ পড়ালেন। সবাই যখন হাদীস শরীফ পড়ার প্রতি গভীর মনযোগ দিয়েছিল তখন হঠাৎ মাদরাসার উত্তরের দরজা দিয়ে একজন সাধা পোষাক পরিহিত অসীম সৌন্দর্য্যের অধিকারী লোক প্রবেশ করে দক্ষিণের দরজা দিয়ে চলে গেলেন। সকল ছাত্র অবাক হয়ে নয়ন ভরে দেখ নিল। আল্লামা ছাহেব কিবলাহ তখন দাড়ায়ে শ্রদ্ধা জানালেন। আর সে দাড়ানো থেকে না বসেই বললেন তোমরা বার বার আমার কাছে যে প্রশ্নের উত্তর চেয়েছিলে তাতো দিয়ে দিলাম। অর্থাৎ ঐ সাদা পোষাক পরিহিত আগন্তুক আর কেহ নয় উনিই হলেন দুকূলের কান্ডারী সাইয়্যেদুল মুরছালিন, হাবিবে খোদা, নুরুলহুদা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । (ছোবহানাল্লাহ!)

কোন জামাতের বা মজলিসের সবাইকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখানোর ক্ষমতা কারা রাখেন? এ প্রশ্নের উত্তর আল্লামা রইছ উদ্দীন মুহাদ্দিস ছাহেব (রহঃ) ঐ সময়ে উপস্থিত ছিলেন কিনা তা উল্লেখ করেন নি। তবে শ্রুতা মন্ডলী অনেকেই মনে করেছিলো তিনি তখন উপস্থিত ছিলেন। কারণ তাঁর বলার বাচন ভঙ্গিতে উপস্থিত থাকার আভাস পাওয়া গিয়েছিল। পাশে বসা আরেক জন মাওলানার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছিলেন তিনি ছিলেন এই জামাতের সুভাগ্যবান ছাত্র। যতদুর মনে হয় উক্ত মাওলানা ছিলেন অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম সিদ্দিকী। ইঙ্গিতের সাথে সাথে তিনি অঝোর কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। যদি সবুজ পাগড়ী ওয়ালারা ছাহেব কিবলাহ ফুলতলীর তরিকতের নৌকার সঠিক যাত্রী হিসেবে ঠিকে থাকতে পারেন তাদের ভাগ্যে সুপ্রসন্ন একথা দিবালোকের মত সত্য।[১০১]

[১০১] চেরাগে লতিফী, পৃষ্ঠাঃ ২৬,

১২৩। মাওলানা নূরউদ্দীন ভুট্টো (রহঃ) জাগ্রত অবস্থায় নবীজীর সাক্ষাৎ

সৌভাগ্যবান ব্যক্তিগণ নবীজীর দিদার স্বপ্নযোগে আবার জাগ্রত অবস্থায় নসীব হয়। এদের একজন মাওলানা নূরউদ্দীন ভূট্টো। তিনি একজন অমুসলিম। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পূর্বে তাঁর নাম ছিল সুধীর চন্দ্র ভট্টোচার্য্য। এ মহান ব্যক্তি ১৩৯৫ বাংলা সনে মাথিউরা ভুট্টো বাড়ীতে ইন্তে কাল করেন। তাঁর পুত্র বিয়ানীবাজারের অন্তর্গত মাথিউরা ফাজিল মাদ্‌রাসার আরবী প্রভাষক ডাঃ আলহাজ্ব হাফিজ মাওলানা রমিজুদ্দিন ভুট্টো রচিত "জাগ্রত অবস্থায় রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাৎ লাভ' নামক ছোট একটি গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন- "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনাকে স্বপ্নে অনেকবার দেখেছি। কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় একবারও দেখিনি। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজ চৌকিতে তার উজ্জল চেহারার জ্যোতিতে সমস্ত ঘর আলোময় দেখে দুহাত দিয়ে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরীর মোবারক জড়িয়ে ধরলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমালের, তবে এখন যাই। তিনি যাওয়ার পথে সালাম করলেন।

ভুট্টো সাহেব এ শুভ ঘটনাটিকে বিশ্বাসের সাথে দৃঢ়তা সংযোগের জন্য এ ঘটনাটিও উল্লেখ করেছেন যে, একদা পীরে কামিল অধ্যক্ষ মাওলানা শুয়াইবুর রহমান বালাউটি সাহেব তাঁর (মাওলানা নুরুদ্দিন ভুট্টোর) কবর থেকে প্রায় আশি হাত দূরে মীলাদ শরীফে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আবির্ভাবের আলোচনায় সবাই দাড়ানো অবস্থায় দুরূদ পাঠে। সহ অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল মজিদ তাঁর কবরের দিক থেকে দুরুদ পাঠের আওয়াজ বার বার শুনেছেন এবং বিস্ময়ে অবির্ভূত হয়েছেন। [১০২]

দৈনিক জালালাবাদ, সিলেট- ১৮ আগষ্ট, ৪ সেপ্টেম্বর ২০০২ ইংরেজী

[১০২] দৈনিক জালালাবাদ, সিলেট, ১৮ আগষ্ট ২০০২ইং

১২৪। সাদী যাকে বলা হয় আমিই সেই অধম

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (রাহ.) বলেন, আমার আব্বা বলেছেন, আমি আকবর আবাদের মির্যা মোহাম্মদ যাহিদের দরস্ থেকে ফিরছিলাম। চলার পথে আমি একটি দীর্ঘ গলীতে প্রবেশ করলাম, ওই সময় আমি শেখ সাদীর এই কবিতাটি আবৃত্তি করে স্বাদ গ্রহণ করছিলাম। যা আমার নিকট দুনিয়ার সকল বস্তুর চাইতে প্রিয় মনে হচ্ছিল।

حزیاد دوست هرچه کنی عمرضاع است= جزسرعشق هرچه بخوانی بطالت است – سعدی بشوے لوح دل ازنقش غیر حق–

অর্থঃ খোদার স্মরণ ছাড়া কোনো কিছু করা জীবন বিনষ্ট করা ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রেমের রহস্য না জেনে তুমি যা পাঠ করবে সবই বৃথা
সাহী তার হৃদয়পট থেকে আল্লাহ ছাড়া সকলের চিত্র মুছে ফেলেছে।

এই কবিতাটি আবৃত্তি করার কারে চতুর্থ পংক্তিটি আমি ভুলে গেলাম। ফলে এতে আমি তীব্র মানসিক অস্থিরতা বোধ করছিলাম। এমন সময় হঠাৎ আমার ডান দিক থেকে দরবেশ আকৃতির একজন লোক আবিস্কার হল এবং বলতে লাগল:

علمے حه رره بحق ننماید جهالت است–

অর্থাৎ, যে জ্ঞান সত্য পথ দেখায় না সেটা জ্ঞান নয় বরং মূর্খতা।

এই পংক্তিটি পূর্বের কবিতার চতুর্থ লাইন ছিল যা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিক। তুমি আমার মাসনিক অস্থিরতা দূর করলে। আমি আনন্দাপ্লুত হয়ে তাঁর খেদমতে দুটি পান পেশ করলাম। সে মিষ্টি হাসি দিয়ে বলল, এটা কি কবিতা স্মরণ করিয়ে দেয়ার প্রতিদান? আমি বললাম না, বরং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিদর্শন। সে বলল, আমি পান খাইনা। আমি জিজ্ঞেস করলাম পান খেতে কি শরীয়তের বাঁধা না তরিকতের। আমাকে এ ব্যাপারে যেতে হবে। আমি বললাম আমিতো তেমার সাথে যাব। সে বলল, আমাকে তোমার চাইতে অধিক দ্রুত যেতে হবে। এই বলে সে পা উত্তোলন করল এবং এক পদক্ষেপে দীর্ঘ গলিটির উপর প্রান্তের পৌছে গেল। আমি তখন বুঝে গেলাম যে ইনি কোনো পুণ্য ব্যক্তির আত্মা যা আকৃতি ধারন করে এসেছে। আমি তখন ডাক দিয়ে বল্লাম আপনি আপনার নামটি আমাকে বলে যান। যাতে আমি আপনার উপর ফাতিহা পাঠ করতে পারি এবং আপনার জন্য দো'আ করতে পারি। **তখন তিনি জবাবে বরলেন- سعدی همی فقیر است সাদী যাকে বলা হয় আমিই সেই অধম।** [১০৩]

[১০৩] আনফাসুল আরেফীন

১১৯। খাজা সাহেবের রুহ আবিস্কার হয়ে আমাকে বলতে লাগল

হযরত শাহ আবদুর রাহীম (রাহ.) বলেন, একদিন আমি খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রাহ.)-এর মাযারে গেলাম এবং মাযারের নিকটেই একটি ছোট ঘরে অবস্থান নিলাম। এর মাঝে হঠাৎ একদিন আমার মনে ধারণা জন্মিল যে, আমার মতো অধম লোক এমন পূতপবিত্র স্থানে আসা উচিৎ হয় নাই। ঠিক ওই মুহূর্তে খাজা সাহেবের রুহ আবিস্কার হয়ে আমাকে বলতে লাগল এদিকে আস। আমি দু তিন কদম অগ্রসর হলাম। ওই সময় আমি দেখলাম চারজন ফেরেশতা আকাশ থেকে একটি আসন নিয়ে অবতরণ করল্ ওই আসনে হযরত খাজা নক্শবন্দী (রাহ.) বসা ছিলেন, ওরা উভয়েই পরস্পর কিছু গোপন কথা বললেন, যা আমি কিছুই শোনতে পাইনি। এরপর ফেরেশতারা আসনটি নিয়ে উপরে উঠে গেল। খাজা সাহেব তখন আমাকে পুনরায় বললেন, এগিয়ে আস। আমি দু-তিন কদম অগ্রসর হলাম। এভাবে তিনি আমাকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন। আর আমি অগ্রসর হচ্ছিলাম। এক পর্যায়ে আমি তার খুব নিকটে পৌছে গেলাম। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কবিতার ব্যাপারে তুমি কি বল? আমি বললাম কবিতা এমন ধরনের কিছু কথা যে এর মর্ম যদি ভালো হয় তাহলে এটি ভালো বাক্য। আর মর্ম যদি মন্দ হয় তাহলে মন্দ বাক্য। খাজা বললেন, আল্লাহ তোমার মাঝে বরকত দিক। তুমি সঠিক জবাব দিয়েছ। আচ্ছা বলত সুন্দর কণ্ঠের ব্যাপারে তোমার কি মতামত। আমি বললাম এটা আল্লাহর অনুকম্পা, যাকে ইচ্ছা দান করেন। খাজা বললেন, বারাকাল্লাহ। আচ্ছা বলত যার মধ্যে এই উভয় বিষয়টি একত্রিত হয়েছে, অর্থাৎ যার বাক্যও ভালো এবং কণ্ঠও সুন্দর তার ব্যাপারে তোমার কি মত? আমি বললাম-

نور على نور يهدى لنوره من يشاء–

অর্থাৎ, এটাতে আলোর উপর আলো। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে তার আলো দান করেন। খাজা বললেন, বারাকাল্লাহ। তুমি সঠিক বলেছ। আমরা যা করতাম সেটা এর চাইতে বেশি আর কিছু নয় অর্থাৎ আমরা ভালো কথা সুন্দর কণ্ঠে পাঠ করতাম। তুমি এক দুটি পংক্তি এভাবে শুনে নিও। আমি বল্লাম খাজা নক্শবন্দী (রাহ.) যখন আপনার নিকট এলেন তখন এই কথাগুলো বললেন না কেন? তিনি আমার এই কথার উত্তরে কি বলে ছিলেন সেটা আমি এখন ভুলে গেয়েছি। তবে আমার এতটুকু মনে আছে যে, তিনি নিবের দুটি কথার মধ্যে কোনো একটি বলে ছিলেন, হয়ত তিনি এটা বলেছেন যে, আমি খাজা নক্শবন্দির প্রতি আদব বজায় রাখতে যেয়ে কবিতা শ্রবণ করার জন্যে বলিনি অথবা কোনো কল্যাণ রহস্যের কথা ভেবে বলিনি।[১০৪]

[১০৪] আনফাসুল আরেফীন

১২৫। খাজার রুহ তখন প্রকাশ হল

শাহ আবদুর রাহীম (রাহ.) বলেন, আমি বেশ কিছুদিন পর দ্বিতীয়বার হযরত খাজা কুতবুদ্দীন (রাহ.)-এর মাযারে গেলাম খাজার রুহ তখন প্রকাশ হল এবং আমাকে এই বলে সুসংবাদ জানালো যে, তোমার একটি পুত্র সন্তান জন্ম নেবে। তুমি তার নাম রাখবে কুতবুদ্দীন আহমদ্ আমার স্ত্রী তখন পরিণত বয়সে পৌছে গিয়েছিল এবং তার থেকে সন্তান হওয়ার আর কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। তাই আমি খাজার সুসংবাদের অর্থ বুঝলাম যে আমার হয়ত কোনো নাতী জন্ম নেবে। আমি মনে মনে এমনটা ভাবতে লাগলাম। এমন সময় খাজা বল্লেন ছেলের দ্বারা নাতি উদ্দেশ্য হয়না। বরং সত্যি তোমার থেকে এক পুত্র সন্তান জন্ম নিবে, এ ঘটনার বেশ কয়েক দিন পর আমি দ্বিতীয় বিয়ে করলাম এবং এ স্ত্রির মধ্য থেকে একটি পুত্র সন্তান জন্ম নিলে আমি তার নাম রাখলাম ওলীউল্লাহ। খাজার সুসংবাদ সংক্রান্ত ঘটনা যেহেতু আমি ভূলে গিয়েছিলাম তাই ছেলের নাম রেখে দিলাম ওয়ালিউল্লাহ অবশ্য দ্বিতীয় নাম কুতুবুদ্দিন আহমদ রেখেছি। কিন্তু প্রথম নামটি অনেকদিন পর্যন্ত প্রচলিত থাকার কারনে এ নামে ই সে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।[১০৫]

১২৬। আমার পিতা সশরীরে উপস্থিত হতেন

শাহ আবদুর রাহিম (রাহ.) বলেন, আমার পিতা শাহ ওয়াজিহুদ্দীন (রাহ.) শাহাদত বরণ করার পর প্রায়ই আমার সামনে সশরীরে উপস্থিত হতেন এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের কিছু তথ্য আমাকে বলতেন। একবার আমার এক ভ্রাতুষ্কন্যা অসুস্থ হয়ে পড়ল তার নাম ছিল কারীমা। অসুস্থ হওয়ার পর তার বিমার ক্রমাগত বাড়তে লাগল। একদিন আমি আমার হুজরাতে দ্বিপ্রহরের সময় শোয়ে রইলাম, হঠাৎ দেখি আমার পিতা সশরীরে আমার সামনে দাঁড়ানো। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন কারীমাকে আমি দেখতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু তার নিকট পর মহীলা থাকার কারণে আমি যেতে পারছি না। এই মেয়েদেরকে ওখান থেকে হটিয়ে দাও যাতে আমি কারীমাকে দেখে নিতে পারি। এই সকল মেয়েদের হঠানো সম্ভব ছিল না। তাই আমি একটি পর্দা টানিয়ে আড়াল করে দিলাম। এরপর আমার পিতা কারিমার সামনে প্রকাশ হলেন। কারিমা বিমুড় হয়ে বলতে লাগল লোকজন তাকে শহীদ বলে অথচ

[১০৫] আনফাসুল আরেফিন

তিনি জীবিত। পিতা বললেন বৎস! শহীদ হওয়ার কাহিনী এখন রাখো। তুমি অসুস্থতায় খুব কষ্ট করছো। ইনশাহআল্লাহ আগামী কাল সকালে ফযরের আযানের সময় তুমি একেবারে নিরাময় হয়ে উঠবে। একথা বলে তিনি যেতে আরম্ভ করলেন। আমিও তার পিছু ধরলাম, তখন তিনি বললেন, তুমি এখানেই থাক। এই বলে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আর পরদিন ফযরের আযানের সময় কারিমা মৃত্যুবরন করল।[১০৬]

১২৭। আমি তার মুখমণ্ডলে আনন্দের ভঙ্গিমা ফুটে উঠতে দেখলাম

শাহ আবদুর রাহীম (রাহ.) বলেন, শাইখ বায়েযিদ আল্লাহ গো (রাহ.) মক্কা-মদীনা যিয়ারত করার উদ্দেশে রওয়ানা দিলেন। তার সাথে অনেক বয়স্ক দূর্বল নারী ও শিশুরাও বের হয়ে পড়ল। তাদের সাথে না ছিল কোনো বাহন, না ছিল কোনো পাথেয়। আমি চাইলাম সহায় সম্বলহীন এই কাফেলাকে যেতে না দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসব। আমি চলতে চলতে তুঘল আবাদ এসে শাইখের কাফেলার সাথে মিলিত হলাম। ওই সময়টাতে রুদ্র ছিল খুব প্রখর। তাই লোকজন একটি বৃক্ষের ছায়ায় অবতরণ করে শোয়ে পড়ল। আমি এসে কাউকে সজাগ দেখতে না পেয়ে তাদের সামানপত্র পাহারা দেয়ার জন্য জেগে থাকলাম। পাহারার এই ফাকে আমি কোরআনের কয়েকটি সূরা পাঠ করে নিলাম। পাশেই ছিল কয়েকটি কবর। এদের মধ্যে থেকে একটি কবরের মুরদার আওয়াজ দিয়ে বলতে লাগল, অনেক দিন হল কোরআন শুবণ করাব সৌভাগ্য হচ্ছে না। অথচ কোরআনের তিলাওয়াত শোনতে আমার খুব আগ্রহ। তুমি যদি আরও কিছু তিলাওয়াত করে আমাকে শোনাও তবে এটা তোমর অনুগ্রহ হবে। আমি আরও কিছু তিলাওয়াত করে থেকে গেলাম, মুরদার পুনরায় আবেদন রাখল। তাই আমি আরও তিলাওয়াত করলাম। এই কাফেলার মাঝে আমার এক ভাইয়েও ছিল। তিনি স্বপ্নে দেখলেন, ওই কবরের মুরদারা এসে বলছে, আমি এই প্রিয় লোকটিকে কোরআন তিলাওয়াত করার জন্য কয়েকবার আবদার করেছি। সে আমরা আবদার রক্ষার্থে আমাকে তিলাওয়াত করে শোনিয়েছেও। এখন অতিরিক্ত আবদার করতে আমি লজ্জাবোধ করছি। কিন্তু কোরআন শোনার আগ্রহ যে আমার শেষ হয়নি। তাই আপনি তার নিকট একটু আমার জন্য আবদার করে দিন। আমার ভাই ঘুম থেকে জাগ্রত হয়েই বললেন, কোরআন তিলাওয়াত করো। আমি তাই

[১০৬] আনফাসুল আরেফীন

করলাম। আমার তিলাওয়াত শোনে মুরদারা এতটাই আনন্দিত হল যে, আমি তার মুখমণ্ডলে আনন্দের ভঙ্গিমা ফুটে উঠতে দেখলাম। সে সীমাহীন পুলকিত হয়ে বলল, আল্লাহ তোমাকে আমার পক্ষ থেকে শুভ প্রতিদান দিক। এরপর আমি এই মুরদারের নিকট বরযখের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম সে জবাবে বলল, আমি অপরাপর মুরদারদের অবস্থা জানিনা। তবে আমার অবস্থা হল, দুনিয়া থেকে পৃথক হওয়ার পর এখন পর্যন্ত আযাবের সম্মুখীন হইনি। তবে খুব বেশি আয়েশের মাঝেও নেই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কোন আমলের গুণে মুক্তি পেয়েছ? সে বলল আমি সর্বদা এই নিয়ত রাখতাম যেন আল্লাহর স্মরণ এবং আনুগত্যে বাঁধা সৃষ্টিকারী বিষয় থেকে সরে থাকতে পারি। যদিও সারা জনম আমার এই নিয়ত পুরণ হয়নি। তথাপি আল্লাহ তা'আলা আমার এই নিয়ত কবুল করে নিয়েছেন। এই মুশাহাদার পর শাইখ বায়োযিদ কাইলুলা থেকে জাগ্রত হলেন এবং আমি তাকে এবারের মতো সফর থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম।[১০৭]

১২৮। শাহ ওয়াজিহ উদ্দীন (রাহ.)-এর শাহাদতের ঘটনা

শাহ আবদুর রাহীম (রাহ.) বলেন, আমার পিতা শাহ ওয়াজিহ উদ্দীন (রাহ.) একদিন তাহাজ্জুদের নামায পড়ছিলেন। সেজদায় যেয়ে তিনি এত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন যে, আমি ভাবলাম বুঝি তিনি মারা গেছেন। সালামান্তে আমি তাকে দীর্ঘ সেজদার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আলমে বরযখের দৃশ্যপটে আমি ডুবে গিয়েছিলাম। সেখানে আমি শহীদদের মর্যাদা অবলোকন করছিলাম। তাদের মর্যাদা দেখে আমার এতটাই পছন্দ হল যে, আমি আল্লাহর দরবারে শাহাদতের প্রার্থনা করলাম এবং তিনি আমার প্রার্থনা মনযুর করেছেন। উপরন্তু আমাকে এও বলে দেয়া হয়েছে যে, তোমার শাহাদত দাক্ষিণাত্যে হবে। এই কাশফের পর আমার বাবা নতুন করে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন। অথচ তিনি তখন সৈনিকের চাকুরি ছেড়ে দিয়ে ছিলেন। তিনি নতুন করে ঘোড়া খরিদ করলেন। সফরের সকল আসবাব যোগাড় করলেন এবং দাক্ষিণাত্যের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তার ইচ্ছা হল শিবাজীর সাথে জিহাদ করে তাকে হত্যা করা। কারণ সে ইসলামের বিরুদ্ধাচারণ করতো এবং ইসলামকে অপমান করতো। শাহা ওয়াজিহ উদ্দীন

[১০৭] আনফাসুল আরেফীন

বুরহানপুর পৌছার পর কাশফের মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, শাহাদতের স্থান পেছনে ছেড়ে এসেছেন। তাই তিনি সেখান থেকে ফিরতি রওয়ানা দিলেন। পথে ব্যবসায়ীদের একটি দলের সাথে সাক্ষাৎ হল। এই দলের লোকজনকে সত্য এবং নেককার মনে হল। তাই তিনি তাদের সাথে সাক্ষাত এবং বন্ধুত্বের চুক্তি করলেন। তাদের সঙ্গে ধরে ইন্ডিয়া অঞ্চলের রাস্তা হয়ে উত্তর হিন্দুস্তানে প্রবেশ করতে চাইলেন। যাত্রাপথে একজন অতি বৃদ্ধ লোকের সাক্ষাৎ পেলেন। বার্ধাক্যের কারণে সে পথ চলতে পারছিল না। চক্কর কেটে যেন এদিক-সেদিক পড়ে যেতে চাচ্ছিল। বুড়োর এই দুরবস্থা দেখে তাঁর হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হল। তিনি তার গন্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। বুড়ো বলল, আমি দিল্লি যেতে ইচ্ছুক। তিনি বললেন, তুমি প্রতিদিন আমাদের সঙ্গীদের নিকট থেকে তিন টাকা করে নিয়ে নিও। দিল্লি পৌছার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। মূলত এই বৃদ্ধ লোকটি কাফেরদের গোপ্তচর ছিল। শাহ ওয়াজিহ উদ্দীন এবং ব্যবসায়ীদের কাফেলা নরবদা নদীর দুই থেকে তিন মনযির দূরে যখন পৌছল তখন গোপ্তচর তার সঙ্গীদের জানিয়ে দিল। ফলে তাদের নিকট ডাকাতদের একটি দল এসে হাজির হল। এই সময় শাহ সাহেব এবং কাফেলার লোকজন কোরআন তিলাওয়াতে মগ্ন ছিলেন। ডাকাতদের থেকে কয়েকজন এগিয়ে এসে বলল। ওয়াজিহ উদ্দীন কে? ওয়াজিহ উদ্দীনের পরিচয় হওয়ার পর তারা বলতে লাগল, তোমার নিকট আমাদের কোনো উদ্দেশ্য নেই। কেননা আমরা জানি তোমার নিকট কোনো সম্পদ নেই। উপরন্তু তুমি আমাদের একজন বৃদ্ধ লোকের উপকারও করেছ বটে। তাই আমরা তোমাকে কিছু বলবও না এবং করবও না। তবে এই ব্যবসায়ী লোকদের সাথে এই এই সম্পদ রয়েছে। তাই তাদেরকে আমরা ছাড়ব না । শাইখ ওয়াজিহ উদ্দীন (রাহ.) শাহাদতের লক্ষ্যেই যেহেতু বের হয়েছেন উপরন্তু ব্যবসায়ীদরের সাথে সহযোগীতার অঙ্গিকারও রয়েছে তাই তিনি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। অবশেষে ডাকাতদের সাথে যুদ্ধ হল। শাহ সাহেব বাইশটি আঘাত খেলেন এবং সর্ব শেষ আঘাতে তার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। শির শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পরেও তিনি তাকবির ধ্বনি দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত এই পাপিষ্টদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে গেলেন। মস্তক কর্তিত দেহ এ বাবে দৌড়িয়ে যেতে দেখে এক মহিলা যারপর নাই বিস্মিত হল। দৌড়ে আসার পর দেহ নিথর হয়ে পড়ে গেল এবং ওখানেই তাকে দাফন করা হল। শাহ আবদুর রাহীম (রাহ.) বলেন, ওই দিন সন্ধ্যা বেলায় আমার আব্বার আত্মা আকৃতি ধারণ করে আমার সামনে এলেন। তার আঘাতের চিহ্ন গুলো দেখালেন আমাকে। আমি ওই দিন তার

জন্যে অনেক দান খয়রাত করলাম। এরপর আমি মনস্থির করলাম তার লাশ ওখান থেকে স্থানান্তরিত করে ফেলব। আর তখনই তিনি আবার আকৃতি ধারন করে এসে আমকে বারণ করলেন্ বর্তমানে তার কবর ভুপাল থেকে সাত মাইল দূরে দোরাহা কসবাতে অবস্থিত। মাথা এবং দেহ দুই স্থানে সমাহিত রয়েছে।[১০৮]

১২৯। হযরত হামযা (রা.) এর রুহের ফায়েয

শাইখ আহমদ বিন মোহাম্মদ দিময়াতী রা. ছিলেন জগতের সেরা আলেমদের অন্তর্ভূক্ত। এক হাজার এক হিজরীতে তিনি মৃত্যু বরণ করেন্ তিনি বলেন, একবার আমি আমার মায়ের সাথে হজ্জ করতে বের হলাম। ওই বছর দেশে খুব দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। আমি মিসর থেকে দুটি উট খরিদ করলাম এবং উটের উপর আরোহন করে মা'কে সঙ্গে নিয়ে হজব্রত পালন করতে গেলাম্ বাইতুল্লাহর যিয়ারত সমাপ্ত করার পর মাতৃভূমি মিসরে ফিরে যাওয়ার মনস্থ করলাম্ কিন্তু ভাগ্য বিড়ম্বনার কারণে ওই সময় আমার দুইটি উটই মারা গেল। আমি খুব বিচলিত হয়ে পড়লাম। ভাবতে লাগলাম এখন কি করব্ আমি এই অস্থিরতার ভিতর দিয়েই আমার শাইখ সাফীউদ্দীন আহমদ কাশাশীর দরবারে হাজির হয়ে দূরবস্থার কথা খুলে বলাম। তিনি আমার অবস্থার বিবরণ শোনে কিছু সময় নীরব থাকলেন। এরপর বলতে লাগলেন তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা হযরত হামযা (রা.) এর কবর যিয়ারতে এক্ষনি যাও। যতদূর পারো কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করো। ততক্ষণাৎ হযরত হামযা (রা.) এর মাযারে গেলাম এবং শাইখ আমাকে যা বলে দিয়েছিলেন তার উপর আমল করলাম। অতঃপর জহরের নামাযের পূর্বেই মদীনায় ফিরে এলাম। বাবে রহমতের নিকট অযূ করে মসজিদে গেলাম। এখানে মাকে রেখে হযরত হামযার কবরে গিয়েছিলাম। মা আমাকে দেখে বললেন, তোমাকে একজন লোক খোঁজাখুজী করছে। তুমি যাও এবং তার সাথে সাঙ্গাৎ করে আস। আমি বললাম তাকে এখন কোথায় পাব? মা বললেন মসজিদের আশেপাশেই রয়েছে হযরত আমি খোঁজাখোজীর পর শুভ্র পোশাকধারী গম্ভীর মূর্তির একজন লোক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেলাম। সে আমাকে দেখে বলল মারহাবা! যে শাইখ আহমদ! আমি তার

---

[১০৮] আনফাসুল আরেফীন

নিকটে যেয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম তাকে চুমু খেয়ে। এরপর সে নিজ থেকেই বলতে লাগল তুমি কি মিসর ফিরে যেতে চাও? আমি বললাম। কিন্তু কার সঙ্গে যাব। সে বলল তুমি আমার সাথে আস কাউকে ভাড়ায় চুক্তি করে তোমাকে পাঠিয়ে দেব। আমি নির্দেশ মেনে তার সঙ্গে পথ চললাম। সে আমাকে মিসরগামী হাজিদের কাফেলায় নিয়ে গেল এবং একটি তাঁবুতে প্রবেশ করল, আমি তার পেছনে পেছনে তাঁবুতে প্রবেশ করলাম। লোকটি তাঁবুবাসীদেরকে সালাম বলল। তারা সালামের জবাব দিয়ে তার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেল এবং তার উভয় হাতে চুমু খেল। অতঃপর সে কাফেলার লোকজনকে বলতে লাগল, আমার আগমনের উদ্দেশ্য হল তোমরা শাইখ আহমদ এবং তার মা'কে মিসর পৌছিয়ে দেবে। ওই বছর যদিও উটের ভাড়া আনেক বেশি ছিল তথাপি তারা আমাদেরকে মিসর পৌছিয়ে দিতে রাজী হল। শুভ্র পোশাকধারী লোকটি মিসরীর নিকট ভাড়া সম্পর্কে জানতে চাইলে সে বলল, আপনার যা ইচ্ছা নির্ধারণ করে দিন। আমি সমম্মত আছি। আমার সাহায্যকারী লোকটি ভাড়ার বিষয়টি নির্ধারণ করে অধিকাংশ টাকা পরিশোধ করে দিল। এরপর আমি যেয়ে আমার মা এবং সামান পত্র নিয়ে এলাম। মিসরী লোকটির সঙ্গে এ কথাও ফুরিয়ে নিলাম যে, অবশিষ্ট ভাড়া মিসর যেয়ে পরিশোধ করব। আমাদের বিদায়ের বেলায় সে মিসরী লোকটিকে এই বলেন সীহত করল যেন সে আমাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে। এরপর বৃদ্ধ লোকটি ওখান থেকে বিদায় নিল। আমিও তার সাথে মসজিদ পর্যন্ত এলাম। মসজিদের সামনে এসে সে বলল তুমি প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করো। আমি মসজিদে প্রবেশ করে তার অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু সে আর এল না। আমি তাঁর খোঁজে তাঁবুতে গেলাম। সেখানেও পাওয়া গেল না। মিসরী লোকটিকে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, সে তখন বলল, আমি এই মুরুব্বী লোকটিকে চিনি না আমি এবারের মতই তাকে প্রথম দেখলাম। তাকে দেখরার পর আমার মাঝে এক ধরনের ভীতি সঞ্চার হল। শাইখ আহমদ বলেন, এরপর এই বৃদ্ধ বুযুর্গ লোকটিকে আর দেখা গেল না। আমি এসে শাইখ সফিউদ্দীন আহমদ (রাহ.) এর নিকট ঘটনাটি আদ্যোপান্ত তুলে ধরলে তিনি বললেন, এটা হযরত হামযা (রা.) এর রুহ ছিল। আকৃতি ধারণ করে তোমাকে সহযোগীতা করার জন্যে এসেছিল। [১০৯]

[১০৯] কাসরুল আমাল

১৩০। আমি হলাম হামযা বিন আব্দুল মোত্তালিব

শাইখ মোহাম্মদ বিন আবুদল লতীফ (রাহ.) বলেন, আমি শাইখ মোহাম্মদ সায়ীদ বিন আরেফ রাব্বানী ইব্রাহীম কুর্দী (রাহ.) এর সাথে হযরত হামযা (রা.) এর কবর যিয়ারত করতে গেলাম। আমরা কবরের নিকট কয়েকদিন অবস্থান করলাম, এক রাতের ঘটনা। আমার সকল সাথীরা তখন ঘুমে বিভোর ছিল। শুধু আমি জেগে পাহাড়া দিচ্ছিলাম। আমি হঠাৎ দেখলাম, আমাদের তাঁবুর আশেপাশে একজন আরোহী চক্কর কাটছে আমি জিজ্ঞেস করলাম তুমি কে? জবাব দিয়ে সে বলল, তুমি আমার আশ্রয়ে অবতরণ করেছ। তাই তুমি জেগে থেকে আমাকে কষ্ট দিচ্ছ কেন? আমিত পাহাড়া দিচ্ছিই, তুমি সজাগ থাকছ কেন? আমি হলাম হামযা বিন আবদুল মোত্তালিব এ কথা বলে সে আমার দৃষ্টির সীমানা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। [১১০]

১৩১। একটি চিরকুটে কি যেন লিখে দিয়ে বললেন

মোহাম্মদ আব্বাস (রাহ.) একজন পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মূলত কুর্দ-এর অধিবাসী কিন্তু বসবাস করতেন মদীনায়। তার অভ্যাস ছিল তিনি প্রতি বছরেই হজ্বব্রত পালন করতেন। তিনি বলেন, আমি প্রথম যখন মদীনায় এলাম তখন একেবারে অর্থ শূণ্য ছিলাম। নকল নবীসির কাজ করে পয়সা উপার্জন করতে লাগলাম। কিন্তু তবুও আমার অসচ্ছলতা কাটল না। একদিন হযরত হামযা (রা.) কে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি একটি চিরকুটে কি যেন লিখে দিয়ে বললেন, এটা মোহাম্মদ আব্বাসের প্রতিদিনের খরচের অঙ্গীকার পত্র। এই স্বপ্নের পর আমি কিতাবতের কাজ ছেড়ে দিলাম। কিন্তু তথাপি প্রতিদিন গায়েব থেকে আমার জন্য খরচের ব্যবস্থা হতে লাগল। [১১১]

১৩২। শহীদের আত্মার মর্যাদাঃ

হযরত উবাই ইবনে কা'বা (রা.) বলেন, জান্নাতের উদ্যানে স্থাপনকৃত গম্বুজের মাঝে শহীদদের আত্মা বাস করে। তাদের বাসস্থানের নিকট কোনো কোনো সময় একটি মৎস ও গাভী প্রেরণ করা হয়। এই দুটি প্রাণী পরস্পর লড়াই করে। আর শহীদরা বসে বসে সেটা উপভোগ করে। শহীদদের যদি কখনও খেতে আগ্রহ সৃষ্টি হয় তাহলে একটি প্রাণী অপরটিকে মেরে ফেলে। আর তারা তখন একটিকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। এই খাদ্যের মাঝে তারা জান্নাতের সর্ব প্রকারে স্বাদ অনুভাব করে। (কিতাবুস যুহদ, ইবনে আবি শাইবা)

[১১০] (কাসরুল আমাল)
[১১১] (কাসরুল আমাল)

২। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত হারেসা (রা.) শহীদ হয়ে যাওয়া পর তার মাতা এসে বললেন, হারেসা সর্বোচ্চ জান্নাতের বাস করছে।[১১২]

৩। হযরত আবদুর রহমান বিন কা'বা মালেক (রা.) বলেন, হযরত কা'ব (রা.) মৃত্যুর নিকটবর্তী হলে উম্মে বিশর বিনতে বারা (রা.) তার নিকট এসে বলতে লাগলেন, হে কা'ব! (রা.) বললেন, হে উম্মে বিশর! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক। আমাকেতো নিজের বিষয় নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হবে। সালাম-কালামের সুযোগ কি হবে। উম্মে বিশর বললেন, তুমি কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই বাণীটি পাঠ করোনি যে মোমিনদের আত্মা জান্নাতে ভ্রমণ করে বেড়ায় এবং যেখানে ইচ্ছা গমন করে। আর কাফিরদের আত্মা বাস করে সিজ্জিনে। কা'ব বললেন, নিশ্চয়ই এই বাণীটি আমি শোনেছি, তখন উম্মে বিশর বললেন, আমার উদ্দেশ্য এটাই যে, তোমাকে মোমোনদের আত্মার সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার সুযোগ মিলবে। তাই আমি তোমার মাধ্যমে সালাম প্রেরণ করতে চাচ্ছি।[১১৩]

৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) কে হত্যা করে শূলীতে ঝুলিয়ে দেয়ার পর তার মাতাকে সন্তনা দেয়ার জন্য হযরত ইবনে ওমর (রা.) তার নিকট গেলেন। ইবনে ওমর হযরত আসমা (রা.) বললেন, আপনি চিন্তিত হবেন না। আত্মাতো আল্লাহর নিকট চলে যায়। শূলীতে শুধু নিস্প্রাণ দেহ ঝুলে রয়েছে।[১১৪]

৫। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এর রেওয়ায়েতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, মোমেনদের শিশুদের আত্মা জান্নাতের একটি পর্বতে বাস করে। তাদেরকে লালন-পালন করেন হযরত ইব্রাহীম ও সারা (আ.)। অতঃপর কিয়ামতের দিন এই শিশুদের মাতা-পিতাদের আগমনের পর তাদের শিশু তাদরেকে দিয়ে দেয়া হবে।[১১৫]

---

১১২ বুখারী শরীফ
১১৩ইবনে মাজাহ, তিবরানী, বায়হাকী
১১৪ (সুনানে সায়ীদ বিন মনসুর
১১৫ (আহমদ, হাকিম)

৬। হযরত খালিদ বিন মা'দান (রা.) বলেন, জান্নাতে তূবা নামের একটি বৃক্ষ রয়েছে, এই বৃক্ষটির দেহে গাভীর ওলানের মত অসংখ ওলান রয়েছে। যে সকল দুগ্ধ পোষ্য শিশু মারা যায় তারা এই বৃক্ষের ওলান থেকে দুধ পান করে। আর তাদরে দেখাশোনা করেন করেন হযরত ইব্রাহীম (আ.)।[১১৬]

৭। হযরত উম্মে কাবশা (রা.) বলেন, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট এলে আমরা তাঁকে রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাদের নিকট রুহ সম্পর্কে এমন বর্ণনা দিলেন যে আমরা ঘরের সকলেই কাঁদতে লাগলাম। তিনি আরও বললেন, মোমেনদের আত্মা জান্নাতে সবুজ বর্ণের পাখীর উদরে বাস করে। যখন ইচ্ছা ঘুরে বেড়ায় ফলমূল আহার করে। জান্নাতের সুশীতর ঝর্ণা থেকে পানি পান করে এবং আরশের নীচে ঝুলন্ত স্বর্ণের ফানুসে বসবাস করে। আর এই বলে প্রার্থনা করে যে হে প্রতিপালক! আমাদের অপরাপর ভাইদেরকেও আমাদের সাথে মিলিয়ে দাও। আর যা কিছু তুমি আমাদের সাথে প্রতিজ্ঞা করেছ তা পুরণ করো। তেমনিভাবে কাফিরদের আত্মা বাস করে কৃষ্ণবর্ণের পাখীর উদরে। এই পাখীগুলো অগ্নি ভক্ষণ করে এবং আগুনের সুড়ঙ্গ পথে বসবাস করে। আর এই বলে প্রার্থনা করে যে হে প্রতিপালক! আমাদের ভাইদেরকে আমাদের সাথে মিলন ঘটিও না এবং আমাদের ব্যাপারে তুমি যা ওয়াদা করেছ তা পুরণ করিও না।[১১৭]

---

১১৬ (ইবনে আবি দুনিয়া)
১১৭ (ইবনে মানদাহ)

ইমাম বোখারীর (রঃ) স্বপ্ন

একবার ইমাম বোখারী (রঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখলেন, এ অবস্থায় যে তাঁর দেহ মোবারকে মাছি বসেছে এবং ইমাম বোখারী (রঃ) সেই মাছিগুলোকে বিতাড়িত করেছেন। ওলামায়ে কেরাম এ স্বপ্নের তা'বীর করছেন যে, আপনি ভবিষ্যতে ইলমে হাদীসের খেদমত করবেন তথা ভুল হাদীস সমূহকে দূরে নিক্ষেপ করবেন এবং বিশুদ্ধ হাদীস সমূহের সংকলন করবেন।

বস্তুতঃ ইমাম বোখারী (রঃ) আজীবন সাধনা করে এ মহান দায়িত্ব যত্ন সহকারে পালন করেছেন। যে দায়িত্ব প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নযোগে তাঁর প্রতি অর্পন করেছেন।

ইমাম বেখারী (রঃ) এ মহান দায়িত্ব পালনে যে নিরলস সাধনা এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তার কোন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে খুঁজেও পাওয়া যায় না। এটি শুধু তাঁরই বৈশিষ্ট্য, আর এ বৈশিষ্ট্যের কারণে তিনি হয়েছেন মহান, অনন্য-সাধারণ। [১১৮]

১৩৩। মাওলানা জামীর (রঃ) স্বপ্ন

হযরত মাওলানা আব্দুল রহমান জামী (রঃ) একখানি না'ত রচনা করেন। এরপর তিনি হজ্জ পর্ব পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ গমন করেন, তখন তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল রওজা পাকের নিকট দন্ডায়মান হয়ে এ কবিতা পাঠ করবেন। হজ্জের পর যখন তিনি মদীনাতুল মোনাওয়ারা গমনের ইচ্ছা করেন, ঠিক সেই সময় মক্কার শাসক স্বপ্নে দেখলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। স্বপ্নে তিনি এরশাদ করলেনঃ "জামীকে মদীনা আসতে দিওনা"। তাই সরকারী আদেশ জারী হলো এবং তাঁকে মদীনা শরীফ যেতে বারণ করা হলো। কিন্তু মাওলানা জামীর আগ্রহ ছিল অত্যাধিক, তিনি গোপনে মদীনা শরীফের পথে পাড়ি জমালেন। তখন মক্কার আমীর পুনরায় স্বপ্নে দেখলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ " সে আসছে, তাকে আসতে দিওনা"। মক্কার আমীর তখন তাঁকে পথ থেকে গ্রেফতার করে কারাগারে বন্দী করে রাখলেন। তার সাথে কঠোর ব্যবহার করা হলো, তখন পুনরায় মক্কার আমীর স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভ করলে, তিনি এরশাদ করলেনঃ জামী কোন অপরাধী ব্যক্তি নয়, বরং

[১১৮] বুস্তানুল মুহাদ্দেসিন

প্রকৃত অবস্থা এ যে, সে কয়েকটি কবিতা রচনা করেছে, যা এখানে এসে পাঠ করতে চায়, আর তা যদি সে করে তবে করমর্দনের জন্যে আমার হাত বেরিয়ে আসবে, পরিণামে হবে ফেৎনা, শুধু এজন্যেই তাকে বারণ করা। এরপর মাওলানা জামীকে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয় এবং তাঁর প্রতি বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শন করা হয়। [১১৯]

১৩৪। যা স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে করতে দেখেছি

আল্লামা সাখাবী (রঃ) বর্ণনা করেন, ক্বারী আবুবকর ইবনে মোজাহেদের নিকট আমি ছিলাম। এ সময় হযরত আবুবকর শিবলী (রঃ) আগমন করেন। তখন হযরত আবু বকর ইবনে মোজাহেদ হযরত শিবলী (রঃ) অভ্যর্থনা জানিয়ে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁর ললাটে চুম্বন করলেন। তখন আমি আরজ করলাম, আপনি শিবলী (রঃ)-কে এভাবে অভ্যর্থনা জানালেন অথচ বাগদাদের সমস্ত ওলামায়ে কেরামের ধারণা হলো শিবলী হুঁশবহাল নন। ক্বারী আবু বকর ইবনে মোজাহেদ জবাব দিলেন, আমি তাঁর সাথে সে কাজই করেছি যা স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে করতে দেখেছি। এরপর তিনি তাঁর স্বপ্ন বর্ণনা করলেনঃ আমি স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভ করি। শিবলী তখন তাঁর মহান দরবারে হাযির হন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দন্ডায়মান হয়ে তাঁর ললাটে চুম্বন দান করলেন। তখন আমার জিজ্ঞাসার কারণে তিনি এরশাদ করলেনঃ প্রত্যেক নামাজের পর বহু বছর ধরে সে সূরায়ে তওবার শেষ আয়াত পড়ে-

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

স্বপ্নের পরে শিবলী (রঃ)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাঁর এ আমলের কথা স্বীকার করেন। [১২০]

---

১১৯ সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা-১৩৫

১২০ ১। বোস্তানুল আরেফীন, পৃ: ৪৩৬,
খাব কি দুনিয়া, পৃষ্ঠা ৭৭-৭৮
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা-১৪৫

১৩৫। মাহমুদ গজনবীর সন্দেহ ছিল

বর্ণিত আছে যে, তিনটি কথার ব্যাপারে সুলতান মাহমুদ গজনবীর সন্দেহ ছিল।

১। হাদীস শরীফে আছে আলেমগণ আম্বিয়ায়ে কেরামের উত্তরাধিকারী,

২। কেয়ামত সম্পর্কে,

৩। আমীর নাসিরুদ্দিন সবুকতুগীনের সাথে সুলতান মাহমুদরে সম্পর্কের ব্যাপারে।

একদিন সুলতান মাহমুদ গজনবী সন্ধ্যাকালে কোথাও গমন করছিলেন, স্বর্ণ-নির্মিত প্রদীপ নিয়ে খেদমতগার সঙ্গে ছিল। সুলতান মাহমুদ গজনবী লক্ষ্য করলেন, মাদ্রাসার একজন তালেবে-ইলম তার কিতাব পাঠ করছে কিন্তু মাদ্রাসায় রয়েছে অন্ধকার, সেজন্য সে পার্শ্ববর্তী একটি দোকানের আলোতে কিতাব দেখতে, এ অসহনীয় দৃশ্য দেখে সুলতান অত্যন্ত ব্যথিত হলেন এবং তাঁর সোনালী প্রদীপটি তালেবে-ইলমকে দান করলেন। ঐ রাত্রেই সুলতান মাহমুদ গজনবী স্বপ্নে দীদার লাভ করলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের, তিনি এরশাদ করেছেনঃ

"হে আমীর সবুকতুগীনের সন্তান! আল্লাহ্ পাক তোমাকে দুনিয়া আখেরাত দু' জাহানে সম্মানিত করুন, যেমন তুমি সম্মানিত করেছ আমার একজন উত্তরাধিকারীকে"।

এভাবে এ স্বপ্নের মাধ্যমে সুলতান মাহমুদ গজনবীর তিনটি সন্দেহই দূরীভূত হলো। কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুলতান মাহমুদকে সবুকতুগীনের বংশধর বলে সম্বোধন করেছেন।

সুলতান মাহমুদ গজনবীর ইহকালে এবং পরকাল উভয় জাহানের কামিয়াবীর জন্যে দোয়া করেছেন। তাতে পরকাল বা কেয়ামত যে সত্য একথাও বলা হয়েছে। তালেবে-ইলমকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেছেন। এতদ্বারা উপরোক্ত হাদীসের ব্যাপারে সন্দেহের নিরসন হলো।[১২১]

[১২১] সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসাল্লুন্নবী, পৃষ্ঠা-১৫০

১৩৬। আমি ষাট হাজার বার দরুদ শরীফ পাঠ

এক ব্যক্তি সুলতান মাহমুদ গজনবীর নিকট হাযির হয়ে বললো, অনেক দিন থেকে আকাংক্ষা ছিল যে স্বপ্নে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করি এবং নিজের অবস্থা তাঁর দরবারে পেশ করি। এক রাত্রে স্বপ্নে তাঁর দীদার নসীব হলো। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি ঋণগ্রস্ত, এক হাজার দীনার ঋণ রয়েছে আমার উপর। আমার বড় ভয় হয় ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত না হই। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, তুমি মাহমুদ সবুকতুগীনের নিকট যাও এবং একহাজার দীনার তার কাছ থেকে গ্রহণ কর। আমি আরজ করলাম, যদি সে আমার এ কথায় বিশ্বাস না করে এবং কোন নিদর্শন তলব করে তখন আমি কি করবো? তিনি এরশাদ করলেনঃ তুমি মাহমুদকে একথা বলবে যে, তুমি নিদ্রার পূর্বে ত্রিশ হাজার বার দরুদ শরীফ পড় এবং জাগ্রত হয়ে ত্রিশ হাজার বার দরুদ শরীফ পড়।

অতঃপর সুলতান মাহমুদ গজনবীর নিকট এ স্বপ্নের বিবরণ পেশ করলে সুলতান ক্রন্দনরত হলেন এবং তাকে দু' হাজার দীনার দান করলেন। সুলতান মাহমুদ গজনবীর লোকেরা এ ঘটনায় আশ্চর্যন্বিত হলো এবং বললো, আপনি এ ব্যক্তির এ অসম্ভব কথাকে সত্য মনে করলেন? অথচ আমরা সর্বদা আপনার সঙ্গেই থাকি আমরা তো কোনদিন আপনাকে সকাল-সন্ধ্যায় ষাট হাজার বার দরুদ শরীফ পাঠ করতে দেখিনি। সুলতান মাহমুদ গজনবী বললেন, আমি আলেমগণের নিকট শ্রবণ করেছি, যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলো সে যেন ত্রিশ হাজার বার দরুদ শরীফ পাঠ করলো, আমি রাতের প্রথম প্রহরে এ দরুদ শরীফ তিনবার এবং রাতের শেষ প্রহরে তিনবার পাঠ করি এবং বিশ্বাস করি যে আমি ষাট হাজার বার দরুদ শরীফ পাঠ করলাম। আর ক্রন্দনের কারণ হলো আমার আন্তরিক খুশী, এজন্যে যে আলেমের কথা সত্য ছিল, স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথার সত্যতার স্বীকৃতি দান করেছেন। সে দরুদ শরীফ হলো ঃ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَااخْتَلَفَ الْمَلَوَانِ وَتَعَاقَبَ الْعَصْرَانُ وَتَكَرَّرَ الْجَدِيْدَانِ وَاسْتَقْبَلَ الْفُرْقَدَانِ وَبَلَغَ رُوحَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاَرْوَاحِ اَهْلِ بَيْتِهٖ مِنَّا التَحِيَّةَ وَالسَّلَامَ-

(আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা সাইয়্যিদিনা মোহাম্মাদিন ওয়ালা আালি সায়্যিদিনা মোহাম্মাদিন মাখতালাফাল মালাওয়ান ওয়াতাআক্কাবাল আসরান, ওয়াতাকাররাল যাদীদান ওয়াসতাক্কবালাল ফোরক্কাদান, ওয়াবাল্লেগ রুহা সাইয়্যিদিনা মোহাম্মদিন ওয়া আরওয়াহা আহলে বাইতিহি মিনা ত্যাহিয়্যাতা ওয়াস্সালাম।)

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমাদের সর্দার হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ প্রেরণ কর, যতক্ষণ দিন রাতের পরিবর্তন হতে থাকে, যুগের আবর্তন-বিবর্তন হতে থাকে, চন্দ্র সূর্য উদিত হতে থাকে এবং উজ্জল নক্ষত্রের গমনাগমন হতে থাকে। হে আল্লাহ! হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রুহ মোবারকে এবং তাঁর আহলে বায়তের রুহের প্রতি আমাদের তরফ থেকে অগণিত সালামের তোহ্ফা পৌঁছে দাও"।[১২২]

১৩৭। মালেক ইবনে আনাসের নিকট সমাধান চেয়ে নিও

হাফেজ আবু নাঈম ইছফাহানী (রঃ) "হোলিয়াতুল আউলিয়া" নামক গ্রন্থে ইমাম মালেক (রঃ)-এর আলোচনা করেছেন বিশুদ্ধ বর্ণনার মাধ্যমে। সাহাল ইবনে মোজাহেম যিনি তদানীন্তন কালের বিখ্যাত আবেদ ছিলেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রঃ) তাঁর বন্ধুদের অর্ন্তভুক্ত ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন, আমি একদিন স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভ করি। তখন আমি আরজ করি, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার কল্যাণময় যুগ তো বিদায় নিয়েছে, যদি আমাদের অন্তরে দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে কোন সন্দেহ বা প্রশ্ন দেখা দেয় তখন আমরা কার নিকট এ সম্পর্কে জানতে চাইব? তখন তিনি এরশাদ করেন, তোমরা যদি কোন সমস্যার সম্মুখীন হও তাহলে মালেক ইবনে আনাসের নিকট সমাধান চেয়ে নিও।[১২৩]

---

১২২ ১। সালাওয়াত নাসেরী, পৃষ্ঠা ৭২-৭৩
আনওয়ারুল আরেফীন, পৃষ্ঠা ১০২২
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ১৫০-৫১
১২৩ ১।হোলিয়াতুল আউলিয়া
বোস্তানুল মোহাদ্দেসীন (উর্দু), পৃষ্ঠা-১৮

১৩৮। ইবনে আনাসকে একটি ভান্ডার দিয়েছি

হযরত মোহাম্মদ ইবনে আবিচ্ছিরিয্য আসকালানী (রঃ) বর্ণনা করেন, আমি স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীদার লাভ করি এবং আরজ করি, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আপনি কিছু এরশাদ করুন, যা আমি আপনার পক্ষ থেকে তবলীগ করতে পারি। তখন তিনি এরশাদ করলেন, হে আসকালানী! আমি মালেক ইবনে আনাসকে একটি ভান্ডার দিয়েছি যা সে তোমাদের মধ্যে বিতরণ করছে আর সেই ভান্ডার হলো "মুয়াত্তা"।[১২৪]

হযরত ইমাম মালেক (রঃ) এর ঐতিহাসিক নাম হলো "নাজম", তিনি মুয়াত্তা সংকলন করেন।

ইমান শাফেঈ (রঃ) বর্ণনা করেন, পৃথিবীতে মুয়াত্তা সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ।

হযরত ইবনে আরাবী (রঃ) বলেন, মুয়াত্তা হলো মূল। আর সহীহ বুখারী দ্বিতীয় মূল।

হযরত শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রঃ) বলেন, মুয়াত্তা হলো বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের মূল ভিত্তি।

১৩৯। প্রতি রাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখি

হযরত ঈমাম মালেক (রঃ) ছিলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাঁটি প্রেমিক। এশকে রাসূল ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। মদীনায়ে তৈয়্যেবার প্রতিও ছিল তাঁর বিশেষ আকর্ষণ তার জন্য ৯৩ হিজরীতে মদীনা শরীফে হয়েছে এবং ১৮৯ হিজরীতে মদীনা শরীফেই তাঁর ইন্তেকাল হয় এবং জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়।

হযরত মুসান্না ইবনে সাঈদ (রঃ) বর্ণনা করেন, আমি ইমাম মালেক (রঃ)-কে বলতে শুনেছি, "এমন কোন রাত যায়না যখন আমি আমার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে না দেখি", অতঃপর তিনি ক্রন্দনরত হলেন।[১২৫]

সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ১৩২
১২৪ ১। রওজুল ফায়েক, পৃষ্ঠা ১৪৮
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ১৩৩
১২৫ ১। হায়াতুস সাহাবা (উর্দু), খন্ড-৫ পৃষ্ঠা ৩৮২

১৪০। নও-মুসলিম বন্দী খালেদ লতিফ গাবাকে মুক্ত কর

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারিষ্টার কে, ইল, গাবা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর পিতা ছিলেন লাল হরিকৃষ্ণ লাল গাবা। তিনি সুলতানের ডেপুটি কমিশনারের দপ্তরের একজন কেরানী হিসেবে চাকরী জীবন শুরু করেছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে উন্নতি করে একদিন পাঞ্জাবের শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন। হয়েছিলেন কোটিপতি। তাঁর মন যেমন বড় ছিল তেমনি বড় ছিল তাঁর দস্তরখান। শেষ বয়সে ইংরেজ সরকারের জুলুমের শিকার হয়েছিলেন। ইংরেজ সরকার তার সম্পতি নিলামে বিক্রি করে দিয়েছিল এবং সেই অবস্থায় তিনি পরলোকগমণ করেন।

কে, ইল, গাবা ১৯৩২ সালে ইসলাম কবুল করেন। তাঁর নাম কানিয়া লাল গাবার স্থলে খালেন লতিফ গাবা রাখা হলো। তিনি ইসলাম কবুল করার পরও ইংরেজীতে দস্তখত করতে K L Gauba লিখতেন। তাঁর ইসলাম কবুল করার পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহান জীবন সম্পর্কে তিনি ইংরেজী ভাষার একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থটির নাম Prophet of the Desert। গ্রন্থটি পাঠকগণ কর্তৃক অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছিল। এর কয়েকখানি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। জনাব গাবা তাঁর স্বরচিত জীবন কাহিনী Friends and Foes নামক গ্রন্থে লিখেছেন, তদানীন্তন পাঞ্জাব কোর্টের চীফ জাষ্টিস স্যার ডাগলাস ইয়ং কোন ব্যাপারে তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে একটি মোকদ্দমায় জড়িয়ে হাজতে বন্দী করেন। লাহোর জেলা এবং সেশন জজ দেড় লক্ষ টাকা তাঁর জামানত নির্দিষ্ট করেন। দৈনিক জমিদার এবং এহসান পত্রিকা এ নও-মুসলিমের মুক্তির জন্যে উপমহাদেশের মুসলমানদের নিকট বার বার আবেদন করেন কিন্তু কোন মুসলমান এতবড় অংকের টাকা জামানত হিসেবে দিতে পারেননি। ফলে কয়েক সপ্তাহ তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। এ সময় শিলায়কোটের ঠিকাদার আলহাজ মালেক সরদার আলী স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভ করলেন এবং তিনি এরশাদ করলেনঃ "সরদার আলী ওঠ এবং সকালে লাহোরে গিয়ে একজন নও-মুসলিম বন্দী খালেদ লতিফ গাবার পক্ষে দেড় লক্ষ টাকা জামানত দিয়ে তাকে মুক্ত কর, সে আমার সম্পর্কে "মরুভূমির নবী" নামক একখানি কিতাব লিখেছে যা আমার অত্যন্ত পছন্দ হয়েছে"।

মালেক সরদার আলী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরকতময় সাক্ষাত লাভে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, তাই স্বপ্নের নির্দেশ মোতাবেক তিনি

সকালেই কাগজপত্র সত্যায়িত করার জন্যে আদালতে গমন করেন। কিন্তু ডেপুটি কমিশনার মিঃ চন্দ্রা তাকে অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত করলো এ বলে যে, গাবা পালিয়ে যাবে, এমন অবস্থায় তোমার সমস্ত টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু মালেক সরদার আলী সাহেব বললেন, আমাকে যিনি এ আদেশ দিয়েছেন তার হুকুমে যদি আমর প্রাণও উৎসর্গ করতে হয় তবে তা হবে অত্যন্ত খুশীর বিষয়। আমি খাখেদ লতিফ গাবা কে তা জানিনা, আমি তাঁকে কোনদিন দেখিনি, আমাকে স্বপ্নে তাঁর নাম বলা হয়েছে।

ডেপুটি কমিশনার চন্দ্রা তার কাগজগুলো সত্যায়িত করলো না। ফলে মালেক সাহেব কয়েকজন বন্ধু থেকে ধার নিয়ে দেড়লক্ষা টাকা একত্রিত করলেন এবং লাহোরের ইংরেজ সেশন জজের আদালতে নগদ দেড় লক্ষ টাকা জমা দিলেন এবং খালেদ লতিফ গাবাকে মুক্ত করলেন।[১২৬]

১৪১। এ মাদ্রাসার তালেবে-ইলম নয়

হযরত মাওলানা রফী উদ্দীন (রঃ) দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার দ্বিতীয় মোহতামেম ছিলেন। তিনি একদিন মাদ্রাসার আঙ্গিনায় দন্ডায়মান ছিলেন, এ সময় দাওরায়ে হাদীসের একজন তালেবে-ইলম মাদ্রাসা থেকে প্রদত্ত খাবার তাঁর সম্মুখে নিক্ষেপ করলো এবং অত্যন্ত বেয়াদবীর সঙ্গে বলল, এ হলো আপনার ব্যবস্থাপনা? দেখুন তরকারীতে একটু মশলাও নেই, ঘি-ও নেই। সে এমনি আরও বেয়াদবী পূর্ণ মন্তব্য করলেন। ফলে মাদ্রাসার ছাত্রগণ তার প্রতি অত্যন্ত রাগান্বিত হলো, কিন্তু হযরত মাওলানা সাহেব অত্যন্ত ধৈর্যের পরিচয় দিলেন এবং নীরব রইলেন আর সেই বেয়াদব তালেবে-ইলমটির প্রতি তিনবার মাথা থেকে পা পর্যন্ত দৃষ্টিপাত করলেন। যখন সে চলে গেলো তখন তিনি উপস্থিত ছাত্রদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ ছেলেটি কি দেওবন্দ মাদ্রাসার তালেবে-ইলম? তারা সকলে বললো, জ্বি হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, না কোন অবস্থাতেই সে এ মাদ্রাসার তালেবে-ইলম নয়। অনুসন্ধানের পর জানা গেল যে ঠিকই সে এ মাদ্রাসার তালেবে ইলম নয়, তার নামের আর একজন তালেবে-ইলম রয়েছে, সে প্রতারণা করে মাদ্রাসার হোষ্টেলে থেকে পানাহার শুরু করেছে, তার নাম তালেব-ইলমের দফতরে লিপিবদ্ধ নেই। একথা প্রকাশিত হবার পর সকলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, হুযূর আপনি কিভাবে এত নিশ্চিতভাবে বলছিলেন যে সে মাদ্রাসার তালেবে- ইলম নয়, তখন তিনি

[১২৬] ১। সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ১১৩-১৪

বললেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি, দারুল উলমের কূপ দুধে পরিপূর্ণ রয়েছে এবং কূপের পার্শ্বে হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তশরীফ এনেছেন এবং দুধ বিতরণ করছেন। দুধ গ্রহণকারীরা একে একে আসছে এবং দুধ নিয়ে যাচ্ছে। স্বপ্নের পর তা'বীর আমার অন্তরে এসেছে যে কূপ হলো দৃষ্টান্ত দারুল উলুম মাদ্রাসার, দুধ হলো দৃষ্টান্ত ইলমের আর ইলম বিতরণকারী, স্বয়ং হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দরবার থেকে দুধ গ্রহণকারী হলো মাদ্রাসার তালেবে-ইলিমগণ যারা তাদের সাধ্য পরিমাণ ইলিম নিয়ে যাচ্ছে। এ মাদ্রাসায় যখন তালেবে-ইলমদের ভর্তি করা হয় তখন আমি প্রত্যেক তালেবে-ইলমকে চিনতে পারি যে, সে ঐ স্বপ্নের মজলিসে উপস্থিত ছিল, কিন্তু এ বেয়াদব তালেবে-ইলমটিকে আমি সেই মজলিসে দেখিনি, তাই আমি নিশ্চিত ভাবে বলেছি সে মাদ্রাসার তালেবে-ইলমদের নির্বাচনও আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যার অন্তরে প্রেরণা সৃষ্টি হয় সেই-দূর দূরান্ত থেকে জ্ঞানের পিপাসা নিয়ে এখানে হাযির হয়।[১২৭]

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, হযরত মাওলানা রফিউদ্দীন সাহেব (রঃ) প্রায় ১৯ বছর যাবত দারুল উলুম দেওবন্দের মোহতামেম ছিলেন। ১৩০৮ হিজরী মোতাবেক ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মদীনা মোনাওয়ারায় ইন্তেকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়, সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হলো এ , তিনি উম্মী ছিলেন লেখাপড়া জানতেন না। তবে উচ্চ পর্যায়ের বুজুর্গ, কাশ্‌ফ্ এবং কারামত তাঁর অনেক ছিল। তিনি হযরত শাহ আব্দুল গণী (রঃ)-এর খলিফা ছিলেন, যিনি স্থলাভিষিক্ত হয়েছিনে হযরত শাহ আব্দুল আজীজ (রঃ) এর, যিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন হযরত শাহ ওলিউল্লাহ দেওলভীর (রঃ)।[১২৮]

---

১২৭ ১। তারীখে দেওবন্দ, কৃত সৈয়দ মাহবুব হোসেন রিজভী, পৃষ্ঠা ১৬২,
মাসিক আর-রশীদ এর দেওবন্দ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১৪০
ইলহামী মাদ্রাসা, কৃত হযরত মওলানা ক্বারী মোহাম্মদ তৈয়েব সাহেব (রঃ)
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ১১৬-১৭

১২৮ ২। সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ১১৬-১৭

১৪২। আমার নিকট মদীনা শরীফে চলে আসুন

হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহঃ) আবু দাউদ শরীফের ব্যাখ্যা করে আরবী ভাষার একটি মহান গ্রন্থ রচনা করেছেন, গ্রন্থটির নাম হলো "বজলুল মজহুদ ফি হাল্লে সুনানে আবি দাউদ"। গ্রন্থটি পাঁচ খন্ডে সমাপ্ত। ১৩৩০ হিজরীর ১১ই রবিউল আউয়াল এ গ্রন্থ রচনা শুরু করেন এবং ২১শে শাবান ১৩৪৫ হিজরীতে পূর্ণ ১০ বছর ৫ মাস ১০ দিনে দু' হাজার পৃষ্ঠার এ গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন।

১৩৪৫ হিজরীতে তিনি স্বপ্নে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভ করেন। প্রিয়নবী রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ "আপনি আমার নিকট মদীনা শরীফে চলে আসুন"।

মাওলানা খলীল আহমদ সাহেব পরদিনই শাহারানপুর থেকে মদীনায়ে তৈয়্যেবার দিকে রওয়ানা হয়ে যান। গ্রন্থের অবশিষ্টাংশ সেখানেই সম্পূর্ণ করেন। আর এ উপলক্ষে মদীনায়ে তৈয়্যেবার ওলামায়ে কেরামের সম্মানে এক শানদার দাওয়াতের ব্যবস্থা করেন। এর ঠিক ছয় মাস পর ১৫ই রবিউসসানী ১৩৪৫ হিজরী, রোজ বুধবার আছরের নামাজের পর তাঁর ইন্তেকাল হয়। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়।

হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহেব খলীফা ছিলেন হযরত রশীদ আহমদ গঙ্গুহী-এর, যিনি খলীফা ছিলেন হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রঃ)-এর।

হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহেব (রঃ) অত্যন্ত বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর দোয়া কবুল হওয়ার কথা ছিল সর্বজনবিদিত। তিনি বলেন, আমি তিনটি দোয়া করেছিলামঃ

১। আরব দেশে যেন ইসলামী হুকুমত দেখি।
২। আবু দাউদ শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ সম্পন্ন করতে পারি।
৩। জান্নাতুল বাকীতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহান দরবারের নিকটতম স্থানে সমাহিত হতে পারি।

আলহামদুলিল্লাহ! দুটি দোয়া কবুল হওয়া স্বচক্ষে দেখলাম আর তৃতীয়টির অপেক্ষা করছি।

আলহামদু লিল্লাহ! পরবর্তীকালে তৃতীয় দোয়াটিও কবুল হয়েছে, অর্থাৎ জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়েছে।[১২৯]

---

১২৯ সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা-১১৮

১৪৩। আবদুর রহমান আপনার খেদমতে হাযির

১২২৭ হিজরীতে ভারতের পানিপথ নামক স্থানে বিখ্যাত আনসারী বংশে ক্বারী আব্দুল রহমান জন্মগ্রহণ করেন। ১৩ বছর বয়সে তার পিতা ইন্তেকাল করেন। মাতা ব্যতিত দেখাশোনা করার মত কেউ ছিল না, ফলে শিকারের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হলেন, জঙ্গলে জঙ্গলে ঘোরা আর শিকার খুঁজে বের করাই ছিল তাঁর একমাত্র প্রিয় কাজ। শিকারের প্রতি উৎসাহ এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে পবিত্র মাহে রমজানে তারাবীর নামাজে কোরআন শরীফ পড়বার নেয়ামত থেকেও বঞ্চিত হলেন। পূণ্যবতী মা এসব দেখে নসিহত করতেন এমন কি রাগ করতেন, তবুও কিছুতেই কিছু হতোনা, অবশেষে মাতা ক্রন্দন করতে লাগলেন। এ ক্রন্দনের ফলশ্রুতি স্বরূপ ক্বারী আব্দুর রহমান একদিন তার পিতাকে স্বপ্নে দেখলেন । পিতা পুত্রকে স্বপ্নে বললেন এস, আমার সাথে, একথা বলে তাঁর হাত ধরে নিয়ে গেলেন হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লামএর দরবারে এবং আরজ করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাম আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কোরবান হোক। আবদুর রহমান আপনার খেদমতে হাযির! হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে টান দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, কিছুক্ষণ পর তিনি জাগ্রত হলেন, তখন তাঁর অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেল। তিনি বিরাট তত্বজ্ঞানী হিসেবে আত্ম প্রকাশ করলেন। গভীর জ্ঞান বা ইলমের অধিকারী হলেন। সমস্ত কঠিন কিতাব সহজ হয়ে গেল । আর বিশ্ময়কর হল যে উস্তাদের নিকট তিনি যেতেন ও বিশেষ স্নেহ এবং আদর লাভ করতেন। ১২৫০ হিজরীতে তিনি হযরত শাহ মোহম্মদ ইসহাক দেহলবীর (রঃ) নিকট হাযির হয়ে তাঁর স্নেহধন্য হলেন। ওস্তাদুল ওলামা মাওলানা মামলুক আলী নানুতবীর নিকটও কয়েকটি বিষয় অধ্যয়ন করতেন। পরবর্তীকালে ক্বারী আবদুর রহমান সাহেবের নিকট উপমহাদেশের বহু বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ জ্ঞান সুদীর্ঘ, তন্মধ্যে খাজা আলতাফ হোসেন আলী (রঃ). সৈয়দ পীর জামাআত আলী শাহ আলীপুরী (রঃ), মাওলানা আশরাফ আলী থানবী, শেয়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান, হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী (রহঃ), হাবিবুর রহমান খান শেরওয়ানী (রঃ), সদরিয়ার জং (রঃ) প্রমুখের নাম বিশেষভারে উল্লেখযোগ্য।

১৫ই রবিউল আউয়াল, ১৩১৪ হিজরী মোতাবেক ১৩ই সেপ্টম্বর ১৮৯৬ সালে পানিপথে তিনি ইন্তেকাল করেন।[১৩০]

[১৩০] ১। সীরাতুন্নবী আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ১২১-২২

১৪৪। ১০ লক্ষ ৬০ হাজার শত্রু সৈন্য মুসলমানদের মোকাবিলা করছে

সৈয়দ মোল্লা ওয়াকেদী "ফতহুশশাম" গ্রন্থের ১৪২ পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর আমলে ইয়ারমুকের যুদ্ধ হয়, তখন খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর আমলে ইয়ারমুকের যুদ্ধ হয়, তখন খলীফাতুল মুসলেমীন রণাঙ্গন থেকে অনেক দুঃসংবাদ পেলেন এবং অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এ সময় তিনি স্বপ্নে দেখলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে তিনি একটি বাগানে তশরিফ রাখছেন, তাঁর সঙ্গে রয়েছেন হযরত আবুবকর (রাঃ)। হযরত ওমর (রাঃ) সালাম আরজ করে বিনীত নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা! আমার এ মুসলমানদের জন্যে অত্যন্ত চিন্তিত। আল্লাহ পাকই জানেন তাদের কি অবস্থা। আমার কাছে খবর এসেছে যে, ১০ লক্ষ ৬০ হাজার শত্রু সৈন্য মুসলমানদের মোকাবিলা করছে, তখন হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, "হে ওমর! খুশী হও, আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেছেন এবং তারা দুশমনদেরকে পরাজিত করেছে আর অনেক কাফের মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে"। অতঃপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেনঃ

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

"যারা দুনিয়াতে অকল্যাণ চায় না অশান্তি সৃষ্টি করেনা, আমি তাদের জন্যে আখেরাতে ঘর নির্দিষ্ট করে দিয়েছি আর শুভ-পরিণতি মুত্তাকীদের জন্যেই নির্ধারিত"।

হযরত ওমর (রাঃ) ফজরের নামাজের পর সকলকে এ স্বপ্ন শোনালেন এবং সুসংবাদ দিলেন, সকলে অত্যন্ত খুশী হলো, স্বপ্নের তারিখ লিপিবদ্ধ করে রাখা হলো, কয়েকদিন পর হযরত হোজায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে আসলেন, তখন দেখা গেল বিজয়ের তারিখ সেদিনই ছিলো যেদিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম এ সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন।[১৩১]

[১৩১] ১। সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী, পৃ-১২৪

১৪৫। আমার নিকট এসে ইফতার করবে

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, যখন আমীরুল মুওমিনীন হযরত ওসমান গণি (রাঃ)-এর বাসগৃহ তাঁর দুশমনরা ঘেরাও করলো, তখন আমি তাঁকে সালাম আরজ করার জন্যে হাযির হলাম, তিনি আমাকে দেখে বললেন, ভাই ভাল করেছ যে এসেছ, আমি সাক্ষাত লাভ করেছি, তিনি এরশাদ করেছেনঃ ওসমান তোমাকে এরা ঘেরাও করে রেখেছে। আমি আরজ করলাম জ্বি, হ্যাঁ। এরপর তিনি আমাকে একটু পানি দিলেন যা আমি পান করলাম। সেই সুশীতল পানির অনুভূতি আমি এখনও আমার বক্ষে উপলব্ধি করছি। এরপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, যদি তুমি চাও দুশমনদের মোকাবেলায় তোমাকে সাহায্য করা যেতে পারে আর যদি তুমি চাও আমার নিকট এসে ইফতার করবে। তখন আমি আরজ করলাম, আপনার খেদমতে হাযির হতে চাই। আর সেদিনই হযরত ওসমান (রাঃ)-কে শহীদ করা হয়। এ ঘটনা সংঘটিত হয় ৩৫ হিজরীতে।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে এ স্বপ্ন দেখার পর হযরত ওসমান (রাঃ) জাগ্রত হয়ে তাঁর সম্মানিত স্ত্রীকে বললেনঃ আমার শাহাদতের সময় এসে গেছে, এখনই বিদ্রোহী দল আমাকে শহীদ করে ফেলবে, তখন অত্যন্ত ব্যথিত কণ্ঠে তাঁর স্ত্রী বললেনঃ আমীরুল মোওমিনীন এমন হতে পারেনা। হযরত ওসমান গণি (রাঃ) বললেনঃ আমি এ মাত্র এ স্বপ্ন দেখলাম অতঃপর তিনি তাঁর সেই পায়জামাটি পরিধান করলেন যা ইতিপূর্বে পরিধান করেননি। এরপর বিশটি গোলাম আজাদ করেন এবং কোরআনে শরীফ তেলাওয়াতে মশগুল হন। এরই মধ্যে বিদ্রোহীরা দেয়াল টপকিয়ে বাসভবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। কোরআনে করীম তাঁর সম্মুখে উম্মুক্ত ছিল, তারা তাঁকে শহীদ করলো, তাঁর রক্তে পবিত্র কোরআন রঞ্জিত হলো। যে আয়াতখানির উপরে রক্ত জমেছিল তা হলোঃ

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"অতএব, তাদের জন্যে তোমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ পাকই যথেষ্ট, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত"।

জুমআর দিন আছরের নামাজের সময় তিনি শাহাদত বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন।[১৩২]

ফয়জুল ইসলাম অনুবাদ (ফতুহুশ শাম), পৃষ্ঠা-৪৭৫-৭৭

[১৩২] ১। নূরুস সুদুর ফী শারহীল কুবুর, কৃত মওলানা ইসা ইলাহাবাদী (শরহুস সুদুর, কৃত আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতি (রঃ) এর উর্দু সংক্ষিপ্ত অনুবাদ), পৃ: ১৮৩

১৪৬। গতরাত্রে একটি স্বপ্ন দেখেছি

ফতুহুশ শাম এবং নাসেখুত্তাওয়ারীখ গ্রন্থে রয়েছে যে, বসরা এলাকার বাদশাহ ছিলেন তখন রুমাস। যুদ্ধের সময় হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদের নিকট ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো এবং সঠিক উত্তর পাওয়ার পর ইসলাম কবুল করলো। সে তার সৈন্যদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালো কিন্তু তারা এ আহ্বানে সাড়া দিলনা; বরং তার স্থলে দায়েরজান নামক এক ব্যক্তিকে রাজা হিসাবে গ্রহণ করলো। এদিকে মুসলমানদের সঙ্গে কয়েক দিন থেকে যুদ্ধ অব্যাহত থাকলো। রুমাসের সাহায্যে মুসলমানগণ অবশেষে দুর্গে প্রবেশ করলেন এবং নব নিযুক্ত রাজা নিহত হলো। মুসলমানগণ সেই এলাকা জয় করলেন। এদিকে রুমাসের স্ত্রী মুসলিম সেনাপতি হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদের নিকট হাযির হয়ে বললোঃ আমি গতরাত্রে একটি স্বপ্ন দেখেছি, নূরানী চেহারা বিশিষ্ট একজন অতি সুন্দর ব্যক্তি আগমন করলেন এবং বললেনঃ সিরিয়া এবং ইরাক মুসলমানরা জয় করবে। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ হযরত! আপনি কে? তিনি এরশাদ করলেনঃ "আমি হযরত মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম"। অতঃপর তিনি আমাকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে আহ্বান জানালেন। আমি সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুসলমান হলাম। এরপর আমাকে তিনি কোরআনে করীমের দু'টি সূরা শিক্ষা দিলেন। হযরত খালেদ (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ এ সূরাগুলো পাঠ কর। তখন তিনি সূর ফাতিহা এবং সুরা এখলাস পাঠ করলেন। যেহেতু রুমাস মুসলমান হয়েছেন বলে তিনি জানতেন না তাই তিনি হযরত খালেদের (রাঃ) নিকট বললেনঃ রুমাসের জন্যে দুটি পথ উন্মুক্ত রয়েছে।

১। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা,

২। বা আমাকে তালাক দিয়ে দেয়া, যাতে আমি মুসলমানদের মধ্যে জীবন যাপন করতে পারি।

হযরত খালেদ (রাঃ) মুচকি হেসে বললেনঃ তিনি তোমার পূর্বেই ইসলাম কবুল করেছেন। একথা শ্রবণ করে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।[১৩৩]

---

১৩৩ ।ফতুহশ শাম
নাসেখুত্তাওয়ারীখ
ফয়জুল ইসলাম ৬৫পৃষ্ঠা
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসাল্লুন্নবী , পৃষ্ঠা ১২৯

১৪৭। অযূতে তোমার ভুল হয়ে গেছে

হযরত খাজা ফুজাইল ইবনে ইয়াজ (রঃ) অযূর সময় তিনবার হস্ত ধৌত করা সম্পর্কে ভুলে গিয়েছিলেন। আর এভাবেই নামাজ আদায় করেছিলেন। সে রাতেই তিনি স্বপ্নে হুযূরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভ করেন। তিনি ফুজাইল ইবনে ইয়াজকে ডাক দিয়ে বললেনঃ "হে ফুজাইল! আশ্চর্যের বিষয় এ যে, অযূতে তোমার ভুল হয়ে গেছে"। এ অবস্থায় ফুজাইল ইবনে ইয়াজ (রঃ) জাগ্রত হলেন এবং পুরনায় অযূ করলেন। তিনি ঐ ভুলের জন্যে পাঁচশত রাকাআত নামাজ আদায় করলেন।[১৩৪]

১৪৮। সেই নীতি অবলম্বন করা উচিত

খলীফা হারুন-রশীদের যুগের কথা। কয়েক ব্যক্তি খলীফা হারুন -রশীদকে একটি চিঠি দেয়। তাতে একথা লিপিবদ্ধ থাকে, "হে আমীরুল মোওমিনীন! আমরা আপনারই প্রজা, আমরা উচ্চ বংশের লোক, আমাদের মধ্যে কেউ আলেম রয়েছে, কেউ হাফেজ, আপনাদের এ ক্ষমতা লাভের পেছনে আমাদের পূর্ব পুরুষদের অবদান অসামান্য, অথচ তহবিলের অধিকাংশ সম্পদ ব্যক্তিগত সুখ-শান্তির জন্যেই ব্যয় করেন। যদি বায়তুল মাল থেকে আমাদেরকে অংশ না দেয়া হয় তবে আমরা আল্লাহ পাকের দরবারে ফরিয়াদ করবো। তখন তিনি এমন খলীফা নিযুক্ত করবেন, যিনি মুসলমানদের প্রতি হবেন অত্যন্ত মেহেরবান"। খলীফা হারুন-রশীদ সেই চিঠি পাঠ করে অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হলেন এবং চিন্তত হতে লাগলেন। তাঁর এ অবস্থা দেখে তাঁর বেগম জোবায়দা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। খলীফা হারুন-রশীদ সেই চিঠির কথা উল্লেখ করলে তিনি বললেন, আমীরুল মোওমিনীনকে সেই নীতি অবলম্বন করা উচিত যা তাঁর পূর্ব পুরুষগণ গ্রহণ করেছিলেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বায়তুল মাল মুসলমানদেরই সম্পদ, আর আপনি তা থেকে একটু বেশীই ব্যয় করেন।

এ সময় তাঁরা উভয়ে একটি বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখলেন যার বিবরণ এ, কেয়ামত কায়েম হয়েছে। সকলেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফায়াত নিয়ে বেহেশতে গমন করছে কিন্তু তাদের সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ নির্দেশ রয়েছে যে, তাদেরকে যেন বেহেশতে প্রেরণ না করা হয়। কেননা তারা বায়তুল মালকে নিজেদের সম্পদ বলে মনে করেছে এবং যারা বায়তুল মালের অর্থের উপযুক্ত তাদেরকে বঞ্চিত করেছে।

১৩৪ ২। সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসাল্লুন্নবী, পৃষ্ঠা ১২১-২২

এ ভয়াবহ স্বপ্ন দেখে তাঁরা জাগ্রত হলেন এবং ঐ দিন সরকারী তহবিল থেকে অনেক অর্থ-সম্পদ আল্লাহর রাহে দান করলেন। আর নহরে জোবায়দা নামক খালটি তখনই খন করা হয়। হারুন রশীদ ২৪ই মার্চ ৮০৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[১৩৫]

১৪৯। ইমাম নির্বাচিত হবে

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধর ছিলেন। তিনি বলেন, আমি একবার স্বপ্নে দেখলাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খানায়ে কা'বা প্রাঙ্গণে নামাজ আদায় করছেন। যখন তিনি নামাজ সুসম্পন্ন করলেন, তখন মানুষকে কিছু শিক্ষা দিতে লাগলেন। আমি তাঁর নিকটবর্তী হয়ে আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকেও কিছু শিক্ষা দেন, তখন তিনি তাঁর ওস্তিন থেকে একটি দাড়ি পাল্লা বের করে আমাকে দান করেন এবং এরশাদ করেন তোমার জন্যে এটিই আমার দান। এ স্বপ্নের তা'বীরে বলা হয়েছে, তুমি দুনিয়াতে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহান আদর্শের প্রচার প্রসারে ইমাম নির্বাচিত হবে।

আল্লামা ইবনে জওযী ইবনে বানান ইস্পাহানির উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছেন এবং আরজ করেছেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনার বংশধর মোহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস (ইমাম শাফেয়ী) (রঃ)-এ মৃত্যু হয়েছে, আপনি কি তাঁর জন্যে বিশেষ কোন দানের ব্যবস্থা করেছেন? তিনি এরশাদ করলেন, "আমি আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করেছি যেন মোহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস শাফেয়ীকে কেয়ামতের দিন বিনা হিসাবে মাফ করে দেন"।

আমি আরজ করলাম কোন্ আমলের বরকতে এ শাফায়াত করলেন? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেনঃ "শাফেয়ী আমার প্রতি এমন দরুদ পাঠ করতো যা আজ পর্যন্ত কেউ পাঠ করেনি"। তখন আমি আরজ করলাম সেই দরুদ শরীফটি কি? তিনি এরশাদ করলেনঃ

اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصلى عد محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون

"আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মোহাম্মাদিন কুল্লামা যাকারা হুজ যাকিরুন, ওয়াসাল্লি আলা মোহাম্মাদিন কুল্লামা গাফালা আন যিকরিহিল গাফিলুন"।[১৩৬]

১৩৫ ১। সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসাল্লুন্নবী, পৃষ্ঠা ১৩৫-৩৬
১৩৬ ১। সীরাতে আইম্মা আরবআ, পৃষ্ঠা ৩৪৭

১৫০। সৈয়দ মারওয়াহের চক্ষুর উপর হাত মোবারক বুলিয়ে দিলেন

বর্ণিত আছে, মারওয়াহ ইবনে মাকবাল নামক একজন বুজুর্গ কায়রোতে বাস করতেন। তিনি সৈয়দ ছিলেন। ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর বংশধর ছিলেন। সে যুগের বাদশাহ তাঁর প্রতি রাগান্বিত হয়ে তপ্ত লৌহ শলাকা তাঁর চোখে প্রবেশ করিয়ে দিল এবং তিনি অন্ধ হয়ে গেলেন। তিনি অনেকদিন পর মদীনায়ে মোনাওয়ারায় হাযির হওয়ার সুযোগ পেলেন। তখন রওজায়ে পাকের সম্মুখে দন্ডায়মান হয়ে নিজের দুর্গতির কথা বর্ণনা করলেন। ঐ রাত্রেই তিনি স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভ করলেন। তিনি সৈয়দ মারওয়াহ এর চক্ষুর উপর দস্তে মোবারক বুলিয়ে দিলেন। জাগ্রত হওয়ার পর দেখা গেল তাঁর চক্ষুদ্বয় সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেছে। মদীনায়ে তৈয়্যেবায় এ ঘটনার ব্যাপক প্রচার হলো। যখন তিনি কায়রোতে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন সেই জালেম বাদশাহ তাঁর চক্ষুদ্বয়কে অক্ষত দেখে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলো এবং উপলব্ধি করলো যে, হয়তো জল্লাদরা মিথ্যা বলেছে তাঁকে কোন শাস্তিই দেয়নি।

কিন্তু যখন লোকেরা বললো যে, তিনি মদীনা শরীফ গমনের পূর্ব পর্যন্ত অন্ধ ছিলেন এবং সেখানে যাওয়ার পর উপরোক্ত ঘটনার অবতারণা হয়। একথা শ্রবণ করে জালেম বাদশাহ লজ্জিত হয়।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, যদিও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখন আমাদের মাঝে নেই, তিনি রয়েছেন আলমে বরযখে কিন্তু তাঁর নবুওয়্যত ও কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। অগণিত দরূদ ও সালাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি।[১৩৭]

সীরাতুন্নসী বা'দ আহ ওয়াসালুন্নবী . পৃষ্ঠা ১৩৬
ফাজায়েলে দরুদ শরীফ, পৃষ্ঠা ১৬৯-৭০
[১৩৭] ১। সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী . পৃষ্ঠা ১৪০

১৫১। আপনার কেতাব কোন্‌টি

হযরত আবু ইয়াজিদ মারুযী একজন বিখ্যাত মোহাদ্দিস ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন, আমি মসজিদে হারামে নিদ্রিত ছিলাম। স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত নসীব হলো। তিনি এরশাদ করলেনঃ হে আবু ইয়াজিদ! তুমি আমার কেতাব কেন পড়াও না? আমি আরজ করলামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার কেতাব কোন্‌টি? তিনি এরশাদ করলেনঃ মোহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বোখারীর সংকলিত কেতাবইতো আমার কিতাব (অর্থাৎ বোখারী শরীফ) নিশ্চয় আল্লাহর কালামের পর সহীহ বোখারী হলো সর্বশ্রেষ্ঠ মহান গ্রন্থ।[১৩৮]

১৫২। মোহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বোখারীর অপেক্ষা করছি

তারিখে বাগদাদ নামক বিখ্যাত গ্রন্থে আবু বকর খতীব (রঃ) লিখেছেন যে, আব্দুল ওয়াহেদ তারাবেলমী নামক একজন বিখ্যাত বুজুর্গ ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেনঃ আমি স্বপ্নে প্রিয়নবী রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভে ধন্য হই। আমি দেখলাম, তিনি তাঁর সাহাবায়ে কেরাম সহ কারো অপেক্ষা করছেন। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কার অপেক্ষা করছেন? তিনি এরশাদ করলেনঃ আমি মোহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বোখারীর অপেক্ষা করছি। কয়েকদিন। পর জানা গেল যে, ঠিক সে মুহূর্তে ইমাম বোখারী (রঃ) ইন্তেকাল করলেন। আর একথা সর্বজন বিদিত যে, ইমাম বোখারী (রহঃ)-এর মাযারের মাটি থেকে অনেক দিন যাবত কস্তুরীর সুগন্ধ আসতো এবং মানুষ তাবার্‌রক হিসেবে সে মাটি নিয়ে যেত।[১৩৯]

১৫৩। বিসমিল্লাহ শরীফের তা'যীমে

হযরত বিশরে হাফী (রঃ) একজন বড় বুজুর্গ ছিলেন। তিনি একবার স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিদার লাভ করলেন। তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে এ নসীহত করলেন যে, যারা ক্ষমতাবান ও সম্পদশালী তাদের জন্যে উত্তম কাজ হলো দরবেশদের প্রতি

---

১৩৮ ১। নাতায়েজুত তাকলীদ, হাকিম মোহাম্মদ আশরাফ কৃত, পৃষ্ঠা ১৮৫
১৩৯ ১। সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী . পৃষ্ঠা ১৪২

দয়া করা আর যারা ধনী তাদের সাথে অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে দরবেশদের অহংকারী হওয়া তার চেয়েও উত্তম কাজ। অর্থাৎ ধনীদের নিকট দরবেশদের টাকা-পয়সার মুখাপেক্ষী না হওয়া কর্তব্য। বিশরে হাফী (রঃ) মরও নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাগদাদে বাস করতেন, সর্বদা মদ্যপ অবস্থায় থাকতেন। একদিন এভাবে মাতাল অবস্থায় পথ চলছিলেন, পথে একটি কাগজের প্রতি তাঁর নজর পড়লো, কাগজটিতে বিসমিল্লাহ শরীফ লিপিবদ্ধ ছিল। তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে কাগজটি উঠিয়ে নিলেন এবং চুম্বন করলেন, আতর মেখে তা'যীমের সঙ্গে কাগজটিকে উচ্চ স্থানে রেখে দিলেন। আল্লাহ পাক তাঁর এ কাজ পছন্দ করে তাঁকে মাফ করে দিলেন এবং তাঁর ওলীদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।[১৪০]

১৫৪। হে বায়েজিদ! তুমি যে কাজ করেছ

হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রঃ) বর্ণনা করেনঃ এক ব্যক্তি আমার নিকট বললো যে, অমুক শহরে একজন আল্লাহর ওলী বাস করেন, আমি এ খবর পেয়ে তাঁর সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে সে শহরে গমন করলাম। অতঃপর আমি একটি মসজিদের উপস্থিত হই, তিনিও তাঁর বাসস্থান থেকে মসজিদে আসলেন। আমি লক্ষ্য করলাম যে প্রবেশ করার পর তিনি মসজিদে থুথু ফেললেন। আমি তক্ষুনি সে স্থান ত্যাগ করলাম। আমি চিন্তা করলাম, যদি এ ব্যক্তি আল্লাহর প্রকৃত ওলী হতেন তবে তিনি অবশ্যই আল্লাহর ঘরের সম্মান করতেন এবং মসজিদে থুথু ফেলতেন না। যদি তিনি শরীয়তের তা'যীম করতেন তবে আল্লাহ পাক তার তা'যীমের ব্যবস্থা করতেন। অতএব এ ব্যক্তি আল্লাহর ওলী হতে পারেন না। আমি ঐ রাত্রেই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখি, তিনি এরশাদ করলেনঃ হে বায়েজিদ! তুমি যে কাজ করেছ তার রুহানী বরকত তোমার জন্যে হাসিল হয়েছে। বস্তুতঃ আমি পরদিনই এ মর্তবায় উন্নীত হয়েছি যে মর্তবায় তোমরা আমাকে এখন দেখছো।[১৪১]

---

[১৪০] ১। সুন্নতে খায়েরুল আনাম, আলায়হিস সাল্লাতু ওয়াস সালাম, পৃষ্ঠা ১৬৩
তাযকেরাতুল আউলিয়া, পৃষ্ঠা ১০৬
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ১৪২

[১৪১] ২। কাশফুল মাহজুব, উর্দু অনুবাদ, পৃষ্ঠা ২১০
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ১৪২

১৫৫। তোমার দেশ ইরাকে যাওয়ার ইচ্ছা করেছ

ইমাম আবু ওবায়দা (রঃ) ২১৪ হিজরীতে হিজরত করে মক্কা শরীফে পৌছেন। দশ বছর অবস্থানে পর ২২৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন সর্ব প্রথম মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় পৌছে হজ্জ পর্ব সু-সম্পন্ন করে দেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তখন সে রাতেই তিন স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীদার লাভ করেন। তিনি দেখেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেছেন। কিছু লোক প্রহরায় রত রয়েছেন। হাজার হাজার লোক দলে দলে সালাম ও মুসাফাহা করার সৌভাগ্য লাভ করছেন। তিনি বলেন, যখন আমি কাছে যেতে চাইলাম, তখন প্রহরীগণ আমাকে বাধা দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ আমাকে কেন বাধা দিচ্ছেন? তারা বললেন, তুমি আগামীকাল তোমার দেশ ইরাকে যাওয়ার ইচ্ছা করেছ এজন্যে তোমাকে দরবারে হাযির হওয়ার অনুমতি দেয়া হচ্ছেনা, আর তুমি সালাম আরজও করতে পারবেনা। তিনি বলেন, আমি স্বদেশ যাত্রার ইচ্ছা বাতিল করেছি, এ কতার প্রতি আমি শপথ করলে আমাকে হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহান দরবারে হাযির হয়ে সালাম ও মুসাফাহা করার সুযোগ দেয়া হলো। সকালে আমি সত্যি সত্যি স্বদেশ যাত্রার ইচ্ছা বাতিল করলাম এবং মক্কা মোয়াজ্জমায় জীবনের বাকী দিনগুলো অতিবাহিত করলাম।[১৪২]

১৫৬। আমি মদীনায়ে তৈয়্যেবায় দু'দিন অনাহারে ছিলাম

হযরত আবু আব্দুল্লাহ ইবনুল জালা (রঃ) বর্ণনা করেনঃ আমি মদীনায়ে তৈয়্যেবায় দু'দিন অনাহারে ছিলাম। এমন অবস্থায় আমি পবিত্র রওজায়ে মুবারকে হাযির হয়ে আরজ করলামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমি আপনার মেহমান। এরপর আমি নিদ্রিত হই। তখন স্বপ্নে দেখি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে একটি রুটি দান করলেন। এ রুটির অর্ধেক স্বপ্নে আমি খেয়ে ফেললাম। অতঃপর আমি যখন জাগ্রত হলাম, তখন রুটির অবশিষ্ট আমার হাতেই ছিল। আবু আব্দুল্লাহ (রঃ) বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। তিনি শায়খ আবু তোরাব বখশী (রঃ)-এর মুরীদ ছিলেন। ৩০৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

---

[১৪২] ১। আইয়ানুল হুজ্জাজ, কৃত হাবিবুর রহমান আল আজমী, পৃষ্ঠা ১৩৮
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ১৩৭

১৫৭। এক রাতে ৫১ বার সাক্ষাত নসীব হয়েছে

হযরত আবু বকর ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে জাফর কাতানীকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাগরেদ বলা হতো। তিনি স্বপ্নে বহুবার প্রিয়নবী রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত করেছেন। এক রাতে ৫১ বার সাক্ষাত নসীব হয়েছে, শুধু তাই নয়, বরং তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে প্রশ্ন করে জবাব লাভ করতেন। তিনি ৩০ বছর মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় অতিবাহিত করেন। ৩২২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি কা'বা শরীফের তওয়াফ অবস্থায় ১২ হাজার বার পবিত্র কোরআন খতম করেছেন। একবার আরজ করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আমার জন্যে দোয়া করুন যেন আমার দিল মুরদা না হয়। তিনি এরশাদ করলেন, তুমি প্রত্যেক দিন ৪০ বার এ দোয়া পাঠ করঃ

يا حى ياقيوم لا اله الا انت اسئلك ان يحيى قلبى اللهم صل على محمد

واله وسلم

যে ব্যক্তি এ দোয়া পাঠ করে, তার দিল মুরদা হবে না। মৃত অন্তর এ জিকর দ্বারা জীবনের স্পন্দন লাভ করে।[১৪৩]

১৫৮। চলো আমরা আবু কোবাইস পাহাড়ে গমন করি

হযরত আবুবকর কাতানী (রঃ) বর্ণনা করেনঃ হযরত আলী (রাঃ)-এর ব্যাপারে আমার মনে একটু নীরব অভিযোগ ছিল এজন্যে যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সম্পর্কে এ মন্তব্য করেছেনঃ

لافتى الا على

তাঁর বীরত্বের বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন থাকতো যদি তিনি হযরত আমীরে মা'আবিয়ার নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতেন, যদিও তিনিই ছিলেন হক্বের উপর এবং আমীরে মা'আবিয়া ছিলেন বাতিলের উপর। এভাবে অনেক প্রাণ রক্ষা পেতো।

---

[১৪৩] ১। (ওফাউল ওয়াফা) ফাজায়েলে হজ্জ, পৃষ্ঠা ২৭৭
ফায়জুল জুদ, পৃষ্ঠা ২৯
মাহবুবুল কুলুব, পৃষ্ঠা ৩৫১
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ১৪৬

তিনি বলেনঃ আমার বাসস্থান ছিল সাফা এবং মারওয়া পাহাড়ের মধ্যখানে। এক রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, তাঁর সঙ্গে রয়েছেন চার খলিফা। তিনি আমাকে বক্ষ মুবারকে টান দিয়ে নিলেন। এরপর হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর দিকে ইঙ্গিত করে এরশাদ করলেনঃ ইনি কে? আমি আরজ করলাম, তিনি হযরত আবুবকর (রাঃ)। এরপর হযরত ওমর (রাঃ)-এর দিকে ইঙ্গিত করে তাঁর ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ ইনি কে? আমি আরজ করলাম, ইনি হযরত ওসমান (রাঃ)।

এরপর তিনি হযরত আলী (রাঃ)-এর দিকে ইঙ্গিত করে আমাকে তাঁর সম্পর্কে অনুরূপ প্রশ্ন করলেন। আমার মনে তাঁর সম্পর্কে যে ধারণা ছিল তা স্মরণ করে আমি অত্যন্ত লজ্জিত হলাম। কোন জবাব প্রদান আমার পক্ষে সম্ভব হলোনা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে হযরত আলী (রাঃ)–এর ভাই বলে আখ্যায়িত করলেন, আমরা উভয়ে একে অন্যকে আলিঙ্গন করলাম। ঐ মুহূর্তে সকলেই চলে গেলেন কিন্তু হযরত আলী (রাঃ) রয়ে গেলেন, তিনি আমাকে বললেনঃ চলো আমরা আবু কোবাইস পাহাড়ে গমন করি, আমরা উভয়ে পাহাড়ের উচ্চস্তরে আরোহন করলাম এবং সেখান থেকে আমরা কা'বা শরীফের দৃশ্য অবলোকন করলাম। পরে আমি জাগ্রত হয়ে দেখি যে, আমি ঠিকই আবু কোরাইস পাহাড়ের উপরই অবস্থান করছি। তখন আমার অন্তর উপরোক্ত ভূল ধারণা থেকে ছিল সম্পূর্ণ মুক্ত। [১৪৪]

১৫৯। খুনের আসামীকে মুক্তি দাও

এক কালে বাগদাদে শহরে পুলিশ কমিশনার ছিলেন ইব্রাহীম ইবনে ইসহাক নামে এক ব্যক্তি তিনি স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভে ধন্য হলেন। আল্লাহর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে আদেশ দিলেনঃ "খুনের আসামীকে মুক্তি দাও"। তাঁর বিবরণ হলোঃ আমি জাগ্রত হয়ে জানতে চাইলাম এখন কয়েদখানায় কোন খুনের

---

[১৪৪] ১। খাজনাতুল আবরার, পৃষ্ঠা ১০
তারীখুল আউলিয়া, পৃষ্ঠা ২৭৯
নেয়ামতে উজমা, পৃষ্ঠা ৩৪
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ১৪৭-৪৮
তাজকেরাতুল আউলিয়া, পৃষ্ঠা ৩৪৬

আসামী আছে কি? জবাব পাওয়া গেল, হ্যাঁ, আছে, অতঃপর তাকে আমার সম্মুখে হাযির করা হলো, আমি তাকে তার অবস্থার বিবরণ দিতে বললাম, সে বললো আমাদের একটি দল ছিল, আমরা প্রত্যেক রাত্রে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হতাম। আমাদের নির্দিষ্ট একটি বৃদ্ধা ছিল, তার কাজ হলো ধোকা দিয়ে প্রতারণা করে মেয়ে মানুষকে আমাদের নিকট নিয়ে আসে। এক রাত্রে অতি সুন্দরী একটি মেয়েকে আমাদের নিকট নিয়ে আসা হলো। অত্যন্ত বিনয় এব কাকুতি-মিনতির সাথে মেয়েটি বললো আমি সৈয়দ, আমি হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস সাল্লামের বংশধর, আমার ইজ্জত তোমরা বিনষ্ট করোনা, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে রক্ষা করো। আমার নানা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আমার মা হযরত ফাতেমা জোহরা (রাঃ)। তাঁর এসব কথা আমার অন্তরে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, আমি তাঁকে ছেড়ে দিতে চাই। কিন্তু আমার সাথীরা ভূল বুঝলো, তারা মনে করলো আমি তাদেরকে ধোকা দিয়ে একা তাঁকে নিয়ে যাবো। এজন্যে তারা ঐ মুহূর্তেই তাঁর সাথে কুকাজে লিপ্ত হতে উদ্যত হলো, তখন আমি তাঁর ইজ্জতের উপর হামলাকারী এক দুবৃত্তের দেহে ছুরি বসিয়ে দিলাম। আমি আহত হলাম, সে নিহত হলো, আমি মেয়েটিকে ইঙ্গিত করলাম, সে পলায়ন করলো। এমন সময় লোকজন সমবেত হলো, রক্তাক্ত ছুরি আমার হাতেই ছিল। তাই আমি বন্দী অবস্থায় এখানে হাযির হয়েছি। ইব্রাহীম ইবনে ইসহাক এ ঘটনা শ্রবণ করে বললেনঃ আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাতিরে আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম। এরপর লোকটি তাওবা করে সৎভাবে জীবন যাপন করতে লাগলো।[১৪৫]

১৬০। আমি তাদের জবাবও দিয়ে থাকি

সোলায়মান ইবনে নাঈম বর্ণনা করেন; আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছি এবং আরজ করেছি, মানুষ আপনার দরবারে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে হাযির হয় এবং সালাম পেশ করে, আপনি কি তাদের সালাম শ্রবণ করেন? তিনি এরশাদ করলেনঃ আমি তাদের জবাবও দিয়ে থাকি।[১৪৬]

[১৪৫] । সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসাল্লুন্নবী , পৃষ্ঠা ১৪৭-৪৮
[১৪৬] ২। সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসাল্লুন্নবী , পৃষ্ঠা ১৫৩

১৬১। দৌড়ে গিয়ে তাঁর কদম মোবারক চুম্বন করলাম

হযরত খাজা হাকিম সুনাই (রঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখার গৌরব অর্জন করেন। তিনি বলেনঃ আমি দেখলাম, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চেহারা মোবারক গোপন করে রেখেছেন, আমি দৌড়ে গিয়ে তাঁর কদম মোবারক চুম্বন করলাম এবং আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার প্রাণ আপনার জন্যে কোরবান, আপনার চেহারা মোবারক আমার নিকট থেকে কেন গোপন করে রেখেছেন? তখন ফখরে দোআলম হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে আলিঙ্গন করলেন এবং এরশাদ করলেনঃ

"হে খাজা! তুমি আমার জন্যে এত দরুদ পড়েছো যে, আমি তোমাকে মুখ দেখাতেও লজ্জাবোধ করছি এবং চিন্তা করছি এর বিনীময়ে তোমাকে কি দেয়া যায়"? হাকিম সুনাই (রঃ) এর ইন্তেকাল হয় চারশত পঁচিশ হিজরীতে।[১৪৭]

১৬২। আল্লাহর মারেফাতের পোষাক

হযরত শেখ আবুল হাসান শাজালী বর্ণনা কনেঃ আমি লাইলাতুল কদরে তথা রমজানের ২৭ তারিখে স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দীদার লাভ করি তিনি এরশাদ করলেন, হে আলী! তোমার পোষাককে ময়লা থেকে পাক কর, তাহলে আল্লাহ পাকের সাহায্যে তুমি সর্বদা সফলকাম হবে। আমি আরজ করলামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কোন পোষাক? তিনি এরশাদ করলেন, আল্লাহ পাক তোমাকে পাঁচটি পোষাক দান করেছেন। একটি হলো আল্লাহর মারেফাতের পোষাক, দ্বিতীয়টি হলো আল্লাহর মহব্বতের পোষাক, তৃতীয়টি হলো তওহীদের পোষাক, চতুর্থটি ঈমানের পোষাক, আর পঞ্চমটি হলো ইসলামের পোষাক।

যখন কোন মানুষ আল্লাহ পাকের সাথে মহব্বত রাখে তখন পৃথিবীর সব কিছু তার কাছে নিকৃষ্ট মনে হয়, আর যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহর মারেফাত হাসিল করে তখন তার দৃষ্টিতে সব কিছুই সাধারণ মনে হয়, আর যখন কোন

[১৪৭] ১। সফীনাতুল আউলিয়া, পৃষ্ঠা ২০১
সালাওয়াতে নাসেরী, পৃষ্ঠা ৪৯
মালফুজাতে খাজা ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকর (রঃ),
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসাল্লুন্নবী , পৃষ্ঠা ১৩৩

মানুষ আল্লাহর অংশী স্থাপন করেনা, আর যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি প্রকৃত ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করে, তখন সে সব কিছু থেকে নিশ্চিন্ত এবং নিঃশংক হয়ে যায়। আর যে ইসলাম কবুল করে সে আল্লাহর অবাধ্য হয় না, আল্লাহর নাফরমানী করেনা, আর যদি কোন সময় অনিচ্ছাকৃত ভুল হয়ে যায় তখন আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হয়।

হযরত আবুল হোসান শাজালী (রঃ) বর্ণনা করেন, আমি তখন উপলব্ধি করলাম যে কোরআনে করীমের এ আয়াতের وثيابك فطهر

মর্মবাণী হলো এভাবে নিজেকে মহান আল্লাহ পাকের দরবারের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা।[১৪৮]

১৬৩। ফুসুলুল হেকাম' অনুমতিক্রমে রচনা করেছিলেন

শেখ মহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (রঃ) ৫৬০ হিজরীর ১৭ই রমজানুল মোবারক স্পেনের বিখ্যাত শহর মরসিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশ্ব-বিখ্যাত দানবীর হাতেম তাই এর বংশধর ছিলেন। যিনি শুধু আরবের নয়; বরং সারা বিশ্বে তাঁর দানশীলতার জন্যে সুনাম অর্জন করেছিলেন। শেখ ইবনে আরাবী (রঃ) ৫৯৮ হিজরীতে স্পেন থেকে হিজরত করেন। ৮৭ বছর বয়সে ৬৩৮ হিজরীর ২৮ রবিউসসানী তারিখে দামেশকে শহরে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ফুসুলুল হেকাম' এর প্রতিটি লাইনে প্রিয়নবী হযরত সুললে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহব্বত সুস্পষ্ট। মূলতঃ এ গ্রন্থটি তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুমতিক্রমে রচনা করেছিলেন। এ গ্রন্থটির ভুমিকায় তিনি নিজেই লিখেছেনঃ ৬২৭ হিজরীর মহররম মাসের শেষ তারিখে আমি দামেশক শহরে অবস্থান করছিলাম, স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাত লাভে ধন্য হই। দেখলাম তাঁর দস্তে মোবারকে একখানি গ্রন্থ রয়েছে। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে এরশাদ করলেনঃ এ কেতাবটি হলো ফুসফুসুলুল হেকাম, তুমি এ কেতাবটি নিয়ে নাও এবং মানুষের মধ্যে প্রকাশ কর, যাতে করে মানুষ উপকৃত হয়। আমি আরজ করলামঃ সর্বান্তকরণে শুনলাম এবং সর্বশক্তি দিয়ে ইনশাআল্লাহ হুকুম পালন করবো। তাই এ কেতাবটি শুধু এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে

[১৪৮] সীরাতুননবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ১৫৮

রচনা করলাম এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে যে সীমা নির্ধারণ করেছেন, তা থেকে কমও করিনি একটু এবং শয়তান যেন আমাকে প্রতারিত না করে তজ্জন্যে আল্লাহ পাকের নিকট পানাহ চেয়েছি। এ গ্রন্থটি যখন লিপিবদ্ধ হয় তখন মাওলানা রুমীর বয়স হয়েছিল ২৩ বছর আর ইমাম গাজ্জালী (রঃ)-এর ইন্তেকাল হয়েছিল তার ৫৫ বছর পূর্বে। এ ঐতিহাসিক গ্রন্থটির উর্দু ভাষায় অনুবাদ করেছেন মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ)।[১৪৯]

১৬৪। সঙ্গে সঙ্গে কাযী পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে

হযরত কাজী হামিদুদ্দীন নাগুরী (রঃ) অত্যন্ত বিখ্যাত আলেম ছিলেন। তাঁর অগাধ পান্ডিত্য তাঁকে দিয়েছিল যশ-খ্যাতি, এ কারণে 'নাগুর' শহরে তিনি কাজী নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিন বছর যাবত তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর সুবিচার, চরিত্র-মাধুর্য এবং তাকওয়া পরহেজগারী ছিল অতুলনীয়। এজন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর খোশখবরী দিয়ে এরশাদ করলেন, "তুমি ছেড়ে দাও বর্তমান কাজ এবং আমার দিকে চলে এসো, তোমার জন্যে অন্য কার্যক্ষেত্র প্রস্তুত রয়েছে"। জাগ্রত হওয়ার পর তাঁর মনে অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে কাযী পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে ধুনিয়াদারীর যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে মদীনা শরীফে রওয়ানা হয়ে যান।

সর্ব প্রথম তিনি বাগদাদ পৌঁছেন এবং তাঁর পৌছার পূর্বেই হযরত শেখ শেহাবুদ্দীন সোহবাওয়ার্দী (রঃ)-এর প্রতি তাঁর সম্পর্কে আদেশ হয়েছিল, তিনি তাঁকে মুরীদ হিসেবে গ্রহণ করলেন এবং তিনি তখন আল্লাহর জিকরে মশগুল হলেন। শুধু এক বছররের সাধনার পর তাঁর খেলাফত লাভ করলেন। নাগুর ভারতের একটি বিখ্যাত স্থান। তাঁর আসল নাম ছিল মোহাম্মদ ইবনে আতা। তাঁর জন্ম হয়েছিল। বোখারাতে। তাঁর পিতা শেখ আতাউল্লাহ ভারতে এসেছিলেন । দিল্লীতে তাঁর ইন্তেকাল হয়।[১৫০]

[১৪৯] ১। সীরাতুননবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ১৬০
মাশাহিরী ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৯০
হাশ্তাদে আউলিয়া, পৃষ্ঠা ২১৪
তাযকেরাতুল ওয়াসেলীন, পৃষ্ঠা ৯৭
[১৫০] সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ভোসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ১৫৯

১৬৫। মাশারারেকুল আনোয়ার গ্রন্থটি. তাঁরই সাধনার ফসল

হযরত শেখ রাজিউদ্দিন হাসান ইবনে হাসান জাআনী (রঃ) চোগানার অধিবাসী ছিলেন। কুতুবুদ্দীন আইবেকের যুগে অথবা শামসউদ্দীন ইলতুৎমিশের যুগের শুরুতে বদায়ুনে এসে বসবাস শুরু করেন। "মাশারারেকুল আনোয়ার" নামক গ্রন্থটি তাঁরই সাধনার ফসল।

হযরত নেজামুদ্দীন আউলিয়া (রঃ) বর্ণনা করেন, কোন হাদীসের ব্যাপারে তিনি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হলে হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখতেন এবং তিনি হাদীসের সংশোধন করে দিতেন।

হযরত বাবা ফরিদুদ্দীন গঞ্জেশকর (রঃ) বর্ণনা করেন, মাশারেকুল আন্ওয়ারে সংকলিত সমস্ত হাদীস সহিহ।

এ গ্রন্থে দু' হাজার দুইশত ছেচল্লিশখানি হাদীস স্বয়ং হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জবান মোবারক দ্বারা সংশোধিত। হযরত শেখ রাজিউদ্দীন (রঃ) নিজেই বর্ণনা করেছেনঃ কোন হাদীসের ব্যাপারে হযরত সমস্যা দেখা দিত এবং লোকেরা পরস্পর কলহ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতো, সে রাত্রেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দীদার লাভ করতাম এবং সেই হাদীস তাঁর সমীপে পেশ করতাম। তিনি তখনই সেই হাদীস সংশোধন করে দিতেন।[১৫১]

১৬৬। আমি তাঁর ভক্ত

হযরত শেখ মহিউদ্দীন ইবনে আরবী (রঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তির সঙ্গে আমার শত্রুতা হয়ে গেল শুধু এ কারণে যে, সে ব্যক্তি হযরত শেখ আবু মাদিয়ান (রঃ)-কে মন্দ বলতো। একদিন আমি স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাত লাভ করলাম, তিনি যেন এরশাদ করলেনঃ মহিউদ্দীন! তুমি কেন অমুক ব্যক্তির সঙ্গে শত্রুতা রাখ? আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! সে আবু মাদিয়ান নামক এক ব্যক্তিকে মন্দ বলে। আমি তাঁর ভক্ত। তিনি এরশাদ করলেনঃ সে কি আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ভালবাসে না? আমি আরজ করলাম জি-হ্যাঁ ভালবাসে, তাহলে যেহেতু সে আবু মাদিয়ানের

[১৫১] ১। সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ভোসালুন্নবী. পৃষ্ঠা ১৫৯

সঙ্গে শত্রুতা রাখে, তুমি তার সঙ্গে শত্রুতা রাখ অথচ সে আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে মহব্বত রাখে, কিন্তু তুমি এজন্যে তার সাথে মহব্বত রাখনা। সকালে আমি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আমার মন্দ ধারণা থেকে তওবা করলাম এবং তাঁর বাড়ীতে হাযির হয়ে ক্ষমাপ্রার্থী হলাম এবং একটি মূল্যবান চাদর তাঁকে হাদিয়া পেশ করলাম। তিনি সন্তুষ্ট হলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি আবু মাদিয়ানের প্রতি এত অসন্তুষ্ট কেন? তিনি এর এমন জবাব দিলেন যার তেমন কোন ভিত্তি ছিলনা, তখন আমি তাঁর মনের সন্দেহ দূরীভূত করলাম, এরপর তিনি আবু মাদিয়ানকে মন্দ বলা থেকে তওবা করলেন। এভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বরকতে তিনিও শেখ আবু মাদিয়ানের ভক্ত হয়ে গেলেন।[১৫২]

১৬৭। স্বপ্নে আমিরী (রাজত্ব) দান করেছেন

আমীর আবদুর রহমান খান যাকে তাঁর জাতি "জিয়াউল হিল্লাত ওয়াদ্দীনের" খেতাবে ভূষিত করেছিলো, আর যাঁকে ইংরেজরা হিজ হাইনেস জি,সি,সি,আই প্রভৃতি খেতাব দিয়েছিল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত খাঁটি মুসলমান, তিনি তাঁর স্বরচিত জীবন-কাহিনীতে লিখেছেন, আমাকে হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে আমিরী (রাজত্ব) দান করেছেন। হযরত খাজা আহরার (রঃ)-এর মাজার মোবারকের একটি পতাকার বরকতে বিজয় লাভ হয়েছে এবং একটি তাবিজের বরকতে তলোয়ার তোপ এবং বন্দুকের আঘাত থেকে আল্লাহ পাক রক্ষা করেন এবং গায়েব থেকে আমাকে পড়ালেখা শিক্ষা দেন। তিনি তাঁর এ গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে লিখেছেন, আমি ইতিহাস থেকে শিক্ষা পেয়েছি যে ইসলামী রাষ্ট্র সমূহের অবনতি ঘটে শুধু মুসলমানদের কলহ-দ্বন্দ্বের কারণে, মুসলিম জাতি তখনই উন্নতি করবে যখন "মুসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই" এ হাদীসের উপর পরিপূর্ণ ভাবে আইন করবে। এ হাদীসের উপর আইন না করাই হলো মুসলিম জীবনের অবনতির মূল কারণ।[১৫৩]

[১৫২] ২। হায়াতে ওলী, কৃত হাফেজ মোহাম্মদ রহিম বখশ দেহলভী (রঃ), পৃষ্ঠা ১৬০-৬১
[১৫৩] সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ১৬১

১৬৮। তুমি সূরা ইউসুফ তেলাওয়াত করতে থাক

হযরত খাজা বখতিয়ার কাকী (রঃ) ৫৮৩ হিজরীতে তুর্কীস্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুলতান ইলতুৎমিশ এর জামানায় ১৪ই রবিউল আউয়াল ৬৩৩ হিজরী তারিখে দিল্লীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি হযরত খাজা মইনুদ্দীন চিশতী (রঃ)-এর খলীফা ছিলেন।

তিনি বর্ণনা করেন, কোরআন মজীদ হেফ্জ করার জন্যে আমি অত্যন্ত উদগ্রীব ছিলাম। কিন্তু কোরআন শরীফ হেফ্জ করা আমার জন্যে অত্যন্ত কঠিন হচ্ছিল। আমি এক রাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখলাম এবং ক্রন্দনরত হয়ে বিনীত ভাবে এ আরজী পেশ করলাম, আমাকে স্মরণশক্তি দান করুন যেন আমি কোরআন শরীফ হেফ্জ করতে পারি। তিনি আমার প্রতি দয়া করলেন এবং এরশাদ করলেনঃ তুমি সূরা ইউসুফ তেলাওয়াত করতে থাক, আল্লাহ পাকের মর্জি হলে কোরআন শরীফ হেফ্জ করতে পারবে। আমি জাগ্রহ হয়ে সূরায়ে ইউসুফ তেলাওয়াত আরম্ভ করলাম। ফলে আল্লাহ পাক এ বৃদ্ধ কালে আমাকে কোরআন শরীফ হেফ্জ করার তওফিক দান করলেন। এরপর তিনি বললেনঃ যার কোরআন শরীফ হেফ্জ করার ইচ্ছে হয় তার উচিত প্রত্যহ নিয়মিতভাবে সূরায়ে ইউসুফ তেলাওয়াত করা।[১৫৪]

১৬৯। স্বহস্তে তাঁকে সুস্বাদু খাদ্য খাওয়াচ্ছেন

মাহমুদ শাহ বেগরা ৮৬১ হিজরী মোতাবেক ১৪৫৫ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের ক্ষমতায় আসীন হন। পর্তুগাল থেকে সমুদ্র পথে হানাদার নৌবাহিনী নিয়ে পর্তুগীজের মোকাবেলা করেন। ফলে আক্রমণকারী পর্তুগীজরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ জাহাজটি ডুবিয়ে দেয়া হয়। এ কারণে মাহমুদ শাহ বেগরা বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর স্থল ও নৌ-বাহিনী ছিল অসাধারণ শক্তিশালী। ৮৭২ হিজরীতে মাহমুদ শাহ বেগরা স্বপ্নে দেখলেন যে স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বহস্তে তাঁকে সুস্বাদু খাদ্য খাওয়াচ্ছেন। এ স্বপ্নের তা'বীর করেছেন তত্ত্বজ্ঞানীগণ। তাঁরা বলেছেনঃ বাদশাহ্ অনেক এবং অসাধারণ বিজয় লাভ করবেন। এ তা'বীরই অবশেষে সঠিক হলো। মাহমুদ শাহ বেগরাকে আল্লাহ পাক এমন বিজয় দান করলেন

[১৫৪] ১। বাজমে সুফিয়া, সৈয়দ সাবাহউদ্দিন প্রণীত, পৃষ্ঠা ৭৭
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী ; পৃষ্ঠা ১৫৬

যা ইতিপুর্বে কোনও বাদশাহর ভাগ্যে জোটেনি। "তারিখে আলমে ইসলাম" (কৃত মোহাম্মদ সাদেক হোসাইন সিদ্দিকী) এ পঞ্চম খন্ডে লিপিবদ্ধ আছে যে, ৮৭২ হিজরীতে সুলতান মাহ্মুদ বেগরা স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাত লাভ করলেন। তিনি তাঁকে মায়া করে দু'টি তশতরী দান করলেন। অল্প কিছুদিন পরই এ স্বপ্নের তা'বীর প্রকাশিত হয় এভাবে যে, সুলতান দু'টি বিখ্যাত এলাকা দখল করলেন। একটি হলো গরনাল আরেকটি হলো জাপানির। এ উভয় স্থানের হিন্দু রাজারা মুসলমানদের উপর জুলুম করতো। মুসলমানদেরকে দাড়ি না রাখার জন্যে, গরু জবেহ না করার জন্যে এবং মসজিদ সমূহে শিব লিঙ্গ স্থাপন করে তাকে পূজা করতে বাধ্য করতো। এ দু'টি এলাকা আল্লাহ পাক মুসলমানদের করতলগত করে দেন। অবশ্য গরনালের রাজা রায়মন্দা পরে ইসলাম কবুল করেন। এ খুশীতে সুলতান মাহ্মুদ গরনালের উপকূষ্ঠে একটি শহর আবাদ করেন, তার নামকরণ করেন মোস্তফাবাদ। জাপানীর বিজিত হয় ২০ জিলকদ ৮৮৯ হিজরীতে। রজপূতেরা এখানে পরাজয় বরণ করে। সুলতান এখানেও একটি শহর আবাদ করেন তার নামকরণ করেন মোহাম্মদাবাদ। ৬১ বছর বয়সে ২রা রমজান ৯১৭ হিজরী বাদ আসর তিনি ইন্তেকাল করেন। যাবতীয় মানবীয় গুণের বিপুল সমাবেশ ঘটেছিল সুলতান মাহমুদের মধ্যে। ইন্ডিয়ান হিষ্টরিকাল রেকর্ড কমিশনের ২৩শতম অধিবেশনে ডঃ ইশতিয়াক হোসেন কোরাইশী (১৯৪৬) সুলতান মাহমুদের বিজয় সমূহের উপর একটি প্রামাণ্য প্রবন্ধ পাঠ করেন। আওরঙ্গজেব গুজরাটকে "জিনতে হিন্দুস্থান" বলে আখ্যা দিয়েছিলেন।[১৫৫]

১৭০। কবিতা লিখার দ্বারা স্বপ্নে সাক্ষাত লাভ করলেন

শেখ ফজলুল্লাহ ওরফে জালাল খান তাঁর আপন খালু মাওলানা সামাউদ্দীন সোহরাওয়ার্দী (রঃ)-এর খলীফা ছিলেন। তাঁর কাব্যিক নাম ছিল জামালী। শেখ প্রতিভাবন কবি ছিলেন। কাব্য রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বাবর হুমায়ুন সম্পর্কে তিনি "কসিদা" রচনা করেন। দিল্লীর যে বাড়ীতে বাস করতেন তাতেই হয়েছে তাঁর কবর। ১০ জিলকদ ৯৪২ হিজরীতে তাঁর ইন্তেকাল হয়। তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে একটি না'ত শরীফ রচনা করেন, তন্মধ্যে একটি পংক্তি হলো এ ঃ

موسی ز ھوش رفت بیك پر توی صفات

تو عین ذات نکری ودر تبسمی

১৫৫ ১। সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ১৮৯.

অর্থাৎ হযরত মুসা (আঃ) নূরের তাজাল্লী দেখেই বেহুশ হয়ে পড়েছিলেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আপনি আল্লাহ পাকের দীদার লাভ করেও খুশীতে মুচকি হাসতে পেরেছিরেন।

যে দিন এ কবিতাটি লিখলেন সে রাতেই স্বপ্নে সাক্ষাত লাভ করলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের। তিনি এরশাদ করলেনঃ 'হে জামাল! তোমার কবিতার এ পংক্তিটি আমি পছন্দ করেছি'।

হযরত শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দিসে দেহলবী (রঃ) "আখবারুল আখয়ার" গ্রন্থে লিখেছেন, কোন কোন ওলীকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পংক্তিটি মকবুল হওয়ার সু-সংবাদ দিয়েছেন।[১৫৬]

১৭১। তাঁর সালামের জবাব প্রদান করেছেন

মোহাম্মদ সদরুদ্দীন আল বকরী (রঃ)-এর যখন হজ্জে বায়তুল্লাহ এবং মদীনায়ে তৈয়্যেবায় সাক্ষাত সু-সম্পন্ন করেন তখন লোকেরা শ্রবণ করেছেন যে, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সালামের জবাব প্রদান করেছেন।[১৫৭]

আল্লামা শা'রানী (রঃ) তাঁর এ কারামতের উল্লেখ করেছেন। ৯১৮ হিজরীতে তিনি মদীনায়ে মনোওয়ারায় ইন্তেকাল করেন।

১৭২। নিজাম, তুমি শীঘ্র চলে এসো

মাহবুবে ইলাহী হযরত নিজামুদ্দিন আওলিয়া (রাঃ)-এর অন্তরে প্রিয়নবী রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্যে মহব্বত ছিল অপরিসীম। মৃত্যুর পূর্বে তিনি স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দীদার লাভ করেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ডেকে এরশাদ করলেনঃ নিজাম, তুমি শীঘ্র চলে এসো, তোমার জন্যে অত্যন্ত ব্যাকুল।

এ স্বপ্নের পর তিনি আখেরাতের সফরের জন্যে অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়লেন। মৃত্যুর চল্লিশ দিন পূর্বে থেকে পানাহার সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করলেন, নয়ন যুগল থেকে সর্বদা অশ্রু ঝরতো। এন্তেকালের দিন তাঁর যাবতীয়

১৫৬ ১। তারীখুল আউলিয়া, খন্ড-২, পৃষ্ঠা ৩৫৯
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ১৮৫-৮৬
১৫৭ ২। আনোয়ারুল মোহসেনীন, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৩

জিনিসপত্র গরীব মিসকীনদেরকে দান করেন। যেন আল্লাহ পাকের দরবারে কোন কিছুর জন্যে জিজ্ঞাসাবাদ না হয়।

হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ)-এর জন্ম হয়েছিল ২৭শে সফর, ৬৩৪হিঃ মোতাবেক ১৯শে অক্টোবর ১২৩৮ খৃষ্টাব্দে, জন্মস্থান ছিল বদায়ুন, তাঁর মৃত্যু হয়েছে ১৭ই রবিউস সানী, ৭২৫ হিঃ মোতাবেক ৩রা এপ্রিল ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে। দিল্লী শহরের "গিয়াসপুরা" নামক স্থানে তাঁর মাজারে সর্বদা সাক্ষাত প্রার্থীদের ভীড় থাকে। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল সৈয়দ মোহাম্মদ। তাঁর পীর ও মুর্শেদ ছিলেন হযরত বাবা ফরিদউদ্দীনগঞ্জে শকর (রঃ)। তিনি খেলাফত দানকালে নিজামুদ্দীন আওলিয়া বলে সম্বোধন করেছিলে, এরপর থেকে তিনি এ নামে খ্যাতি লাভ করেন। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টাকা তাঁর নিকট আসতো, তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা আল্লাহর রাহে ব্যয় করতেন। কোন সাহায্যপ্রার্থী তাঁর নিকট থেকে বঞ্চিত হতোনা। সে যুগের বাদশারাও তাঁর প্রতি ইর্ষান্বিত হতো।

১৭৩। ফুতুহুল গায়ব"

শেখ শরফুদ্দিন হাসান ইবনে মোহাম্মদ তৈয়বী ইরাকী (রঃ) তফসীরে কাশ্‌শাফ এর শরা লিখেছেন। তিনি তাতে মোতাজেলা ফেরকার বাতিল মতবাদের প্রতিবাদে অনেক দালিল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন পবিত্র কোরআনের ভাষার অলংকার এবং তার সৌন্দর্য উপলব্ধি করেছেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত। সম্মানিত গ্রন্থাকার অনেক নতুন তত্ত্ব ও তথ্যা এতে সংযোজন করেছেন। এ গ্রন্থের নামকরণ করেছেন তিনি "ফুতুহুল গায়ব"। তাঁর মৃত্যু হয়েছে ৭৪৩ হিজরী মোতাবেক ১৩৪৩ খ্রীষ্টাব্দে। এ ফতুহুল গায়ব গ্রন্থটি ৬ খন্ডে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার বর্ণনা করেছেনঃ এ গ্রন্থ লেখার পূর্বে আমি স্বপ্নে প্রিয়নবী রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভ করি। তিনি আমাকে স্বপ্নে একবাটি দুধ দান করে পান করার নির্দেশ দেন। আমি তার কিছু অংশ পান করি এবং সেই দুধ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে পেশ করি, তখন তিনিও পান করেন।[১৫৮]

১৫৮ ১। কাশফুজ জুনুন, খন্ড-২, পৃষ্ঠা ১৪৭
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ১৬৫

১৭৪। তোমার বয়স অনেক হবে

আহমদ ইবনে হাসান ইবনে আহমদ হাসান ৬৬৫ হিজরীতে রোমের আনকারা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমাকে প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে এ সুসংবাদ দিয়েছেন যে, তোমার বয়স অনেক হবে। বস্তুঃ তাঁর বয়স হয়েছিল অনেক, বৃদ্ধ বয়সে তিনি কুঁজো হয়ে পড়েছিলেন। ৭৯৩ হিজরীতে ১৪২ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। ১৭ বছর বয়সে তিনি দামেশক শহরে কাযীর পদে নিযুক্ত হন। তিনি সেখানে শিক্ষকতাও করেন।[১৫৯]

১৭৫। হিসনে হাসীন"

হিসনে হাসীন" হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দোয়া সমূহের সংকলন। এর সংকলক হযরত মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ জাযরী শাফেরী দামেশকী। তিনি ২২ শে জিলহজ্জ রোববার ৬৯১ হিজরীতে স্বায়ী মাদ্রাসায় এ কিতাব সুসম্পন্ন করেন। যখন এ কিতাব সুসম্পন্ন হয় তখন তৈমুর লং এর কারণে দামেশকে অশান্তি বিরাজমান ছিল। শহর ও তার উপকণ্ঠে হত্যা-লুণ্ঠন-অগ্নিসংযোগ করা হচ্ছিল। পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। প্রত্যেক নিজের জান-মাল এবং স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকে নিয়ে ব্যাকুল ছিল। এ মোবারক গ্রন্থের সংকলকের প্রাণের শত্রু ছিল এক ব্যক্তি। সে তাঁর অনুসন্ধান করছিল। তখন তিনি আত্মগোপন করলেন এবং এ সুদৃঢ় দুর্গে প্রবেশ করে নিজের হেফাজতের ব্যবস্থা করলেন, অর্থাৎ হেসনে হাসীন নামক গ্রন্থটি নিয়মিত পাঠ করা আরম্ভ করলেন। কয়েকদিন পরই তিনি স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভ করলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন-তুমি কি চাও? তিনি বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি আমার জন্যে এবং সমস্ত মুসলমানের জন্যে দোয়া করুন। তখনই দু'হাত তুলে মুনাজাত করলেন। এ স্বপ্ন আমি। বৃহস্পতিবারে দেখি, এরপর রোববার রাত্রিকালে দুশমন নিজেই পলায়ন করলো। এ হলো ঐ হাদীস সমূহের বরকত যা হেসনে হাসীন গ্রন্থে রয়েছে। আল্লাহ পাক আল্লামা মোহাম্মদ ইবনে জাযরী (রঃ) এবং অন্যান্য মুসলমানদের মুসিবত দূর করছেন।[১৬০]

---

১৫৯ ২। হাদায়েকুল হানুফিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ৩০১
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ১৬৬
১৬০ ১। হেসনে হাসীন, (উর্দূ তরজমা সহ) পৃষ্ঠা ৫৪২-৪৩

১৭৬। হুজরার ছাদ ছিদ্র করে দাও

মদীনা শরীফে একবার অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে হযরত আয়েশাকে (রাঃ) এ নির্দেশ দান করলেন যে, হুজরার ছাদ ছিদ্র করে দাও। তখন রওজায়ে পাকের ঠিক উপরের দিকে এমন একটি ছিদ্র করা হলো, যদ্বারা কবর শরীফ এবং আসমানের মধ্যে কোন আড়াল ছিলনা। এ কাজটি করার সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি হলো, ফলে শষ্য উৎপন্ন হলো অনেক বেশী। উষ্ট্রগুলো এতো মোটা-তাজা হয়েছিল মনে হয় চামড়া ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। এ বছরের নামকরণ করা হলো 'আলফোতাক', অর্থাৎ শষ্য-শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ বছর।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজা মুবারকের উপর সেই ছিদ্রটির নিদর্শন আজও বর্তমান রয়েছে।[১৬১]

১৭৭। দরুদে তুনাজ্জিনা" শিক্ষা দেন

"মানাহেজুল হাসানাত" নামক গ্রন্থে ইবনে ফাকেহানী "ফজরে মুনীর" নামক গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, শেখ যে, শেখ ছালেহ মুছা জরীর নামক একজন বুজুর্গ ছিলেন, তিনি তাঁর ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন। একবার আমি একটি জাহাজে আরোহী ছিলাম, জাহাজটি নিমজ্জিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। তখন হঠাৎ আমি তন্দ্রাহত হই এবং স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভ করি।

তিনি আমাকে "দরুদে তুনাজ্জিনা" শিক্ষা দেন এবং এরশাদ করেনঃ জাহাজের মুসাফিরদেরকে বলো, তারা যেন ১ হাজার বার এ দরুদ শরীফ পাঠ করে।

আমি জাগ্রত হয়ে সকলকে এ দরুদ শরীফ পাঠের নির্দেশ দেই। মাত্র ৩০০ বার পাঠ করার পরই অবস্থার পরিবর্তন হলো এবং আল্লাহ পাক জাহাজকে রক্ষা করলেন।

সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ১৬৬
১৬১ ২। সফরে হেজাজ, আব্দুল করীম সমর, পৃষ্ঠা ৬৭
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ১৬৭
মাহবুবুল কুলুব, পৃষ্ঠা ৪৩৪ জাদুস সায়ীদ, পৃষ্ঠা ৯-১

দুরুদ শরীফ হলোঃ

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضى لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بهامن جميع السيات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغليات من جميع الخيرات فى الحيات وبعد الممات -

১৭৮। এমন ব্যক্তিকে আমি দেখা দেই না

শেখ মোহাম্মদ আবুল মোয়াহেদ শাজলী (রঃ) বর্ণনা করেন, আমি স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাত লাভ করি। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে এরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি মানুষের এমন মজলিসে বসে যেখানে গীবত হয় এবং সে উক্ত মজলিস ত্যাগ করেনা, এমন ব্যক্তিকে আমি দেখা দেই না।[১৬২]

১৭৯। এ মহিলাকে তুমি কবুল করো"

(৫৪) হযরত শেখ আহমদ গঞ্জে বখশ্ (রঃ) বর্ণনা করেন যে, একদিন আমি স্বপ্নে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মজলিসে হাযির হয়েছি। তখন একজন সুসজ্জিত সুন্দরী রমণী সেখানে উপস্থিত হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হেসে বললেন, "হে আহমদ! এ মহিলাকে তুমি কবুল করো"। আমি আরজ করলাম, "আমার বাবার অনুমতি নেই"। তখন তিনি হযরত আলী (রাঃ)-এর দিকে ইঙ্গিত করে বললেনঃ দেখো, তোমার বাবা এখানেই আছে। আমি দেখলাম আমার মোর্শেদ বাবা হযরত আলী (রাঃ)-এর পার্শ্বে দণ্ডায়মান আছেন এবং অত্যন্ত আশ্চর্যন্বিত হয়ে দেখছেন এবং আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা মানো না? অত্যন্ত বড় বেয়াদবী। তখন আমি সঙ্গে সঙ্গে কবুল করলাম। এরপর থেকে আল্লাহ পাক আমার জন্যে তাঁর নেয়ামতের দ্বার

[১৬২] ১। রোমতে ওজমা, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা ৩০০
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ৪৮০-৮১

উম্মুক্ত করলেন। দুনিয়ার বাদশাহ ও আমীরগণ আমার দুয়ারে হাযির হতে লাগলো। মূলতঃ সেই সুন্দরী মহিলা ছিল 'দুনিয়া' আর আমার নিকট যে অর্থ-সম্পদ অধিক পরিমাণে আসছে তা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরই দান।[১৬৩]

১৮০। এক দলকে ওয়াইসি বলা হয়

হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন আবু ইয়াজিদ বোরানী (রঃ)-এর প্রকাশ্যে কোন পীর ও মুর্শেদ ছিলেন না। তিনি ওয়াইসি ছিলেন। হযরত খাজা ফরিদুদ্দিন (রঃ) বলেছেনঃ ওলি আল্লাহদের এক দলকে ওয়াইসি বলা হয়, প্রকাশ্যে তাঁদের কোন পীর মুর্শেদের প্রয়োজন হয় না। কেননা, স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের লালন পালন করেন। যেমন হযরত ওয়ায়েস করণী (রঃ) ছিলেন। আর এটি হলো অত্যন্ত উচ্চ মরতবা। কিন্তু এ ভাগ্য সকলের হয়না। আল্লাহ পাক যাঁদেরকে দান করেন শুধু তাঁরাই লাভ করেন।

হযরত মাওলানা জালালুদ্দিন আবু ইয়াজিদ বোরানী (রঃ) বর্ণনা করেন, "আমি যখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হই, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উসিলায় তার সমাধান হয়"। একবার তিনি তাঁর বন্ধুদেরকে বললেন, "তোমারা আমাকে একটি চিরুণী দাও, কেননা, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এ বলে হেদায়েত করেছেনঃ "হে আবু ইয়াজিদ! কখনও কখনও চিরুনী দ্বারা চুলগুলো ঠিক করে নেবে, এটি আমার সুন্নত"। তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে ১০ই জিলক্বদ ৮৬২ হিজরীতে।

শেখ মোহাম্মদ আবুল মাওয়াহেব শাজলী (রঃ) বর্ণনা করেন, স্বপ্নে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিদার বন্দ হয়ে গেল। এর পর পূনরায় দীদার নসীব হলে আমি আরজ করলাম আমার কি অপরাধ? (অর্থাৎ কোন্ অপরাধে আপনার দীদার থেকে মাহরুম হচ্ছি?) তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, "তুমি আমার দীদারের যোগ্য নও, তুমি মানুষকে আমার রহস্য সম্পর্কে অবগত কর, আর প্রকৃত অবস্থা এ যে, আমি আমার এক ভাইয়ের নিকট কয়েকটি স্বপ্ন বর্ণনা করেছিলাম, এরপর

[১৬৩] ২। তারীখুল আউলিয়া, খন্ড-২, পৃষ্ঠা ৪৮০-৮১
তাযকেরাতুল আউলিয়া, খন্ড,-১, পৃষ্ঠা ১১৪
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ১৭৬-৭৭
ফয়জুল বারী, শরহে বোখারী, কৃত হযরত মওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী,
মাআদাতু দ্যারাইন, পৃষ্ঠা ৪৩৭

আমি তওবা করেছি। এরপর পুনরায় হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি স্বপ্নে দেখি।[১৬৪]

১৮১। তিনজন মোহাদ্দিসের পানাহারের কিছুই নেই

বিখ্যাত মোহাদ্দিস মোহাম্মদ ইবনে নাসার মারুজী (রঃ), মোহাম্মদ ইবনে জরীর (রঃ) এবং মোহাম্মদ ইবনে মনহার (রঃ), তাঁরা সকলে হাদীস শরীফ লিপিবদ্ধ করার কাজে মিশরের একটি বাড়ীতে মশগুল ছিলেন। তাঁদের পানাহারের অভাব হওয়ায় তাঁরা দারুণ অসুবিধার সম্মুখীন হলেন। তাঁরা একজনকে দায়িত্ব অর্পণ করলেন পানাহারের ব্যবস্থা করতে। অতঃপর তিনি নামাজ আদায় করতে শুরু করলেন এবং আল্লাহ পাকের দরবারে অভাব দূরীভূত করার জন্যে দোয়া করলেন। মিশরের আমীর তখন দিবা-নিদ্রায় বিভোর ছিলেন। তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইওহ ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখলেন। তিনি মিশরের আমীরকে বললেন, উপরোক্ত তিনজন মোহাদ্দিসের পানাহারের কিছুই নেই। একটু পরে সে জাগ্রত হলো এবং ঐ মোহাদ্দিসগণের অনুসন্ধান করে তাদের নিকট এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা প্রেরণ করলো।[১৬৫]

১৮২। তোমার হিন্দুস্তানেই থাকা উচিত

হযরত মাখদুম ক্বারী আমীর নিজামুদ্দীন ভারতের ইউপিতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বলেনঃ আমার অল্প বয়সের সময় আমি একবার বলেছিলাম যে, আমি অত্যন্ত আশ্চর্যন্বিত হই সে সব লোকদের সম্পর্কে যারা মক্কা শরীফ মদীনা শরীফ গমণ করে এবং সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে। যদি আমার এ সৌভাগ্য হয়, তবে আমি সেখান থেকে আর ফিরে আসব না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কা'বা শরীফের জেয়ারতে আসতে পারলে আর ফিরে না যাবার সিদ্ধান্ত করেছ এমনটি করো না। তোমার হিন্দুস্তানেই থাকা উচিত যেন লোকেরা তোমার দ্বারা উপকৃত হয়। তুমি যে বিয়ে করবে তাতে নেককার আল্লাহ ওয়ালা সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করবে। একথা বলে তিনি দস্তে মুবারক আমার মাতার উপর স্থাপন করলেন। ফলে আমার মস্তিস্ক

১৬৪ ১। তাওয়ারীখুল আউলিয়া, খন্ড-২, পৃষ্ঠা ৪৮৫
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ১৭৩-৭৪
১৬৫ ১। সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ১৭০
নেয়ামতে ওজমা, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা ৩০০

এত সুগন্ধময় হলো যে, আমি আত্মহারা হয়ে পড়লাম। তখন তিনি দস্তে মুবারক দ্বারা আমার মাথাকে মৃদু ঝাঁকি দিয়ে এরশাদ করলেনঃ দেখো আত্ম-হারা হওয়া সহজ, কিন্তু আত্মোপলব্ধি ও আত্ম-প্রত্যয় অর্জন করা এবং আল্লাহ পাকের সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভে ধন্য হওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। যাকে আল্লাহ পাক পছন্দ করেন না তার দ্বারা আল্লাহর এবাদত হয়ে ওঠেনা। তুমি আল্লাহ পাকের শোকর আদায় কর, যিনি তোমাকে এ যোগ্যতা দান করেছেন, সাতজন কামেল ব্যক্তি দ্বারা তোমার আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ পরিপূর্ণ হবে। আর তখনই ইহসানের মর্তবার মর্ম উপলব্ধি করা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে। অতঃপর বক্ষের উপর স্থাপিত দস্ত মুবারককে প্রথমে ডান দিকে এবং পরে বাম দিকে ফিরিয়ে পূর্ব উল্লেখিত বাক্যটি পুনরায় উচ্চারণ করলেন।

অতঃপর দস্তে মুবারক উঠিয়ে নিলেন এবং এ আয়াত তেলাওয়াত করলেনঃ

سبحن ربك رب العزة عما يصفون ٥ وسلم على المرسلين والحمد لله رب العلمين

সকালে তিনি এ স্বপ্ন তাঁর ওস্তাদ মোল্লা জিয়াউদ্দীন (রঃ)-এর নিকট বলেন। তিনি একখানি দরূদ শরীফ হযরত মখদুম (রঃ)-কে শিক্ষা দিয়েছেন, যার বরকতে এ মর্তবা তিনি লাভ করেন।[১৬৬]

১৮৩। দরূদ পাঠ আমাকে পেরেশান করে ফেলেছে

আবদুর রহীম ইবনে আবদুর রহমান বর্ণনা করেন যে, একবার আমি গোসলখানায় পড়ে যাওয়ার কারণে হাতে অত্যন্ত বড় আঘাত পাই। ফলে ব্যথা-বেদনা বেড়ে যায় এবং রস জমে যায়। রাত আমি অতি কষ্টে অতিবাহিত করি। সামান্য সময়ের জন্যে নিদ্রিত হলে আমি স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভ করি। আমি শুধু এ টুকু আরজ করলামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে সঙ্গে তিনি এরশাদ করলেনঃ তোমার অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ আমাকে পেরেশান করে ফেলেছে। এরপর আমি জাগ্রত হলাম। এরই মধ্যে আমার ব্যথা দূর হয়ে যায়।[১৬৭]

১৬৬ ১। সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ১৮০-৮১
১৬৭ ১। সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ১৯৯

১৮৪। তোমার প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে

এক ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলইহে ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখলো এবং আরজ করলোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আপনার এ হাদীস শ্রবণ করেছি যে, মোমেনের রুহ মৃত্যুর সময় এত সহজে বের হয়, যেমন গোলান আটা থেকে চুল বের করা হয়। এ কথা কি সত্য? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেনঃ হ্যাঁ সত্য। সে ব্যক্তি আরজ করলো, পবিত্র কোরআনে তো রুহ বের হওয়ার অবস্থাকে অত্যন্ত কঠিন বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন এ আয়াতে রয়েছেঃ

اذا بلغت التراقى .....

এমন অবস্থায় পবিত্র কোরআন ও হাদীস শরীফের মর্মের মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্য বিধান হবে? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, তুমি সূরায়ে ইউসুফ পাঠ কর, তোমার প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে। জাগ্রত হয়ে সে বারে বারে সূরা ইউসুফ পাঠ করলো। কিন্তু প্রশ্নের জবাব বুঝতে পারলো না। তখন সে একজন বড় আলেম এবং কামেল ব্যক্তির নিকট হাযির হয়ে তার স্বপ্নের বর্ণনা দিল। তিনি বললেন, তোমার প্রশ্নের জবাব এ আয়াতে রয়েছেঃ

فلما رئيه

এর ব্যাখ্যা হলো মিশরের মেয়েরা যখন হাতের লেবু এবং ছুরি নিয়ে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি দৃষ্টিপাত করে মুগ্ধ এবং তন্ময় হয়েছিল তখন তারা ঐ অবস্থায় তাদের অলক্ষ্যে নিজের হাত কেটে ফেলেছিল এবং বলেছিলঃ সুবহানাল্লাহ! এ-তো মানুষ নয়, ফেরেশতা!

ঠিক এমনিভাবে যখন মর্দে মোমেনের রুহ তার দেহ থেকে বের হয় তখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের **জামাল বা সৌন্দর্য্য তার সম্মুখে থাকে, আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূরানী চেহারা মুবারক দেখার কারণে সে এত তন্ময় হয়ে থাকে যে, রুহ বের হওয়ার যে কষ্ট রয়েছে তা ঐ তন্ময়তার কারণে উপলব্ধি করে না।** পবিত্র কোরআনে রুহ বের হওয়ার সে সত্যিকার কষ্ট রয়েছে তার বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। আর হাদীস শরীফে সেই কষ্ট যে উপলব্ধি হবে না তার সুসংবাদ রয়েছে। কষ্ট হবে

না যে এ কথা বলা হয়নি; বরং কষ্ট অবশ্যই হয়ে থাকে কিন্তু প্রকৃত মর্দে মোমিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেহারা মুবারক জেয়ারতে মশগুল ও তন্ময় থাকার কারণে সে কষ্ট উপলব্ধি করবে না।[১৬৮]

১৮৫। তুমি ভুল জবাব দিয়েছ

(৬৪) আলী ইবনে ইউনুস (রঃ)-কে তাঁর পুত্র জিজ্ঞাসা করেছিল যে কফ যদি গলা পর্যন্ত চলে আসে তখন কি অযূ থাকে না নষ্ট হয়ে যায়? তখন তিনি জবাব দিয়েছিলেনঃ অযূ নষ্ট হয়ে যায়। রাত্রে স্বপ্নে তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাত লাভ করলেন। তিনি এরশাদ করলেনঃ হে আলী ইবনে ইউনুস! তুমি ভুল জবাব দিয়েছ। যে পর্যন্ত কফ দ্বারা মুখ পরিপূর্ণ না হবে সে পর্যন্ত অযূ নষ্ট হবে না।

আলী ইবনে ইউনুস বর্ণনা করেনঃ আমি জাগ্রত হয়ে এ সত্য উপলব্ধি করলাম, আমরা যে ফতোয়া দিয়ে থাকি তার সবই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে প্রেরণ করা হয়। এরপর থেকে আমি ফতোয়া প্রদান করা পরিত্যাগ করি।[১৬৯]

আর একথা এজন্য সত্য যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে উম্মতের আমলের বিবরণ পেশ করা হয়, একথা হাদীসে বর্ণিত আছে।

১৮৬। আমার পায়ের কি হলো

শায়খ আবুল খায়ের তাসনীয়াতুল আকতায়ের পায়ে এমন এক রোগ হয় যে কারণে চিকিৎসকগণ তার পা কেটে ফেলবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি তাতে রাজী হননি। মুরিদগণ বললো, শায়খ যখন নামাজে দন্ডয়মান হন, তখন পা কেটে দিলে দেয়া যায়। কেননা তখন শায়েখের কোন খবর থাকেনা। অবশেষে তাই করা হলো। যখন নামাজ সম্পন্ন করলেন, তখন দেখলেন তাঁর পা কেটে ফেলা হয়েছিলো। উপলব্ধি করে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার পায়ের কি হলো"।

---

[১৬৮] ১। সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসাল্লুন্নবী, পৃষ্ঠা ২০০
রুহুল বয়ান, মওলানা সৈয়দ আহমদ, সম্পাদক রেজওয়ান লাহোর, পৃষ্ঠা ৬৪-৬৫

[১৬৯] ২। আল আম্মারুল জিন্নিয়া ফী তাবাকা তিল যাফিয়া, কৃত মোল্লা আলী কারী, সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসাল্লুন্নবী, পৃষ্ঠা ২০০-০১

"তাসনীয়াত" নামক স্থানটি মিশরে অবস্থিত। শায়খ আবুল খায়ের আল্লাহ পাকের প্রতি যে তাওয়াক্কুল রাখতেন তা অতুলনীয়। জঙ্গলের বাঘও তাঁর অনুগত ছিলো। তাঁর নাম ছিল হাম্মাদ। ৩২২ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি বলেন, আমি পাঁচ দিন যাবত অভুক্ত ছিলাম। এ পাঁচ দিনের মেধ্য কোন কিছুই মুখে দেয়া হয়নি। ষষ্ঠ দিন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওযায়ে পাকে হাযির হই, তখন আমি তাঁর প্রতি সালাম পেশ করি এবং হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর প্রতিও সালাম পেশ করি। এরপর আরজ করি, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আজ আমি আপনার মেহমান, এ কথা বলে মিম্বর শরীফের পেছনে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। একটু পরই আমি দেখলাম, হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শুভাগমন হয়েছে। তাঁর ডান পার্শ্বে হযরত আবুবকর (রাঃ) ছিলেন। বাম পার্শ্বে ছিলেন হযরত ওমর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন তাঁর সম্মুখে। আমি উঠলাম এবং তাঁর ললাট মোবারকে চুম্বন করলাম। তিনি আমাকে একটি রুটি দান করলেন, তার অর্ধেক খাওয়ার পর ঘুম ভেঙ্গে গেল, তখনও রুটির অবশিষ্টাংশ আমার হাতে ছিল।[১৭০]

১৮৭। অগ্নিপূজক এসে দশ হাজার টাকা দিয়ে গেলেন

তাতারখানিয়া গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, বাগদাদে একটি কমিটি ছিল, যাকে "উমরা কমিটি" বলা হতো। এ কমিটির কর্মসূচী ছিল এ যে, কারো অর্থ-সম্পদের প্রয়োজন হলে কমিটির সদস্যগণ চাঁদা করে তার প্রয়োজনের আয়োজন করতেন। একবার একজন মুসলমানের পাঁচ হাজার টাকার প্রয়োজন হলো, কমিটির সদস্যগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, চাঁদা করে এ টাকার ব্যবস্থা করবেন। এমনি সময় একজন অগ্নিপূজক এসে অতি সঙ্গোপনে তাঁর হাতে দশ হাজার টাকা দিয়ে গেলেন, পাঁচ হাজার টাকা করজ আদায়ের জন্যে আর পাঁচ হাজার টাকা ব্যবসায়ের জন্যে। এ রাত্রেই অগ্নিপূজক ব্যক্তি স্বপ্নে সাক্ষাত লাভ করলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর। তিনি

[১৭০] ১। ফাজায়েলে হজ্জ, পৃষ্ঠা ২১৯
তাবকাতুল আউলিয়া, পৃষ্ঠা ২১৯
নেয়ামতে ওজমা, খন্ড-৩ পৃষ্ঠা ৩০০
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ২১১

এরশাদ করলেন, তুমি একজন মুসলমানের কষ্ট দূর করেছো। আল্লাহ পাক তোমার চেষ্টা কবুল করুন। সে জিজ্ঞাসা করলো, "আপনার পরিচয় জানতে পারি কি"? তিনি এরশাদ করলেন, "মোহাম্মদু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম"। লোকটি তখনই প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দস্ত মোবারকে ঈমান আনল। সকালে জামে মসজিদে হাযির হয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করলো।

তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করছেনঃ মুসলমানদের কর্তব্য হলো পরস্পর সহমর্মিতা, এবং মমত্ববোধের পরিচয় দেয়া, আর একটি দেহের মতো হয়ে জীবন যাপন করা। যদি কোন অঙ্গের একাংশে ব্যথা হয় তবে তা সর্বাঙ্গে অনুভূত হয়।

তিবরানী (রঃ) এ হাদীস বর্ণনা করে বলেন যে, আমি স্বপ্নে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাত লাভ করি এবং এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তখন তিনি তাঁর দস্ত মোবারক দ্বারা ইশারা করে এরশাদ করেন, সঠিক, সঠিক'।[১৭১]

১৮৮। দোয়া পাঠ না করে শুধু দরূদ শরীফ পাঠ করে

হজ্জের মওসুমে লোকেরা এক ব্যক্তিকে দেখল, সে তওয়াফ সায়ীর নির্দিষ্ট দোয়া পাঠ না করে শুধু দরূদ শরীফ পাঠ করে, লোকেরা তাকে বিজ্ঞাসা করল, 'আপনি তওয়াফ সায়ীর দোয়া পাঠ না করে শুধু দরূদ শরীফ কেন পাঠ করেন?'। সে বললোঃ আমি অঙ্গীকার করেছি যে দরূদ শরীফের সঙ্গে অন্য কিছু পড়বো না। এর কারণ এই যে আমার পিতার যখন মৃত্যু হয়, তখন তাঁর চেহারা গাধার আকৃতি ধারণ করে। আমি এ অবস্থা দেখে অত্যন্ত চিন্তিত হলাম, আমি স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাত লাভে ধন্য হলাম। তাঁর চাদর মোবারকের দামান স্পর্শ করে আমার পিতার জন্যে শাফায়াত করার মিনতি জানালাম এবং এই অবস্থা হওয়ার কারণ জানার আরজী পেশ করলাম। তিনি এরশাদ করলেন, সে সুদখোর ছিলো। আর যে

[১৭১] ১। মজমুয়ায়ে শাআদত, খন্ড-২, পৃষ্ঠা ২৭
মাহবুবুল কুলুব, পৃষ্ঠা ৪০৫

সুদ খাবে, দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে তার এ শাস্তিই হবে। তবে তোমার পিতা নিদ্রিত হওয়ার পূর্বে একশত বার দরূদ শরীফ পাঠ করতো, এজন্যে আমি তা শাফায়াত করেছি যা কবুল হয়েছে।

আমি জাগ্রত হয়ে দেখলাম আমার পিতার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মতো চমকদার হয়েছিলো। যখন তাঁকে দাফন করা হয়, তখন আমি গায়েবী আওয়াজ শ্রবণ করি, আল্লাহ পাকের বিশেষ দান এবং হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণের কারণে তাকে মাফ করা হয়েছে।[১৭২]

১৮৯। আবু আব্দুল্লাহ জরীর এর কবরের নিকট রেখে আসে

আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ (রঃ) জন্মান্ধ ছিলেন, আর এজন্যে যা কিছু একবার শ্রবণ করতেন তা তাঁর কণ্ঠস্ত হয়ে যেত। হেদায়া নামক গ্রন্থ মাত্র একবার শ্রবণ করার কারণেই তাঁর কণ্ঠস্ত হয়েছিল। মালেক মুজাহেদের আমলে আরব দেশে অত্যন্ত অশান্তি দৃষ্টি হয়েছিল, বনী যিয়াদের আলেমদের নিকট অনেক মূল্যবান গ্রন্থ ছিল, যা তাঁরা কোথাও নিয়ে যেতে পারছিলেন না এবং সেখানে রেখে যাওয়াও সম্ভব হচ্ছিলনা, এজন্যে তাঁরা এ গ্রন্থ সমূহ সম্পর্কে অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। ঘটনক্রমে শায়খ তালহা ইবনে ঈসা তাঁদের মেহমান হলেন এবং তাঁদেরকে এভাবে চিন্তিত দেখে তিনিও চিন্তিত হলেন। রাত্রে স্বপ্নে তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাত লাভ করলেন রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে নির্দেশ দিলেন বনী যিয়াদের আলেমদেরকে বলো, তাদের কিতাবগুলো যেন আবু আব্দুল্লাহ জরীর এর কবরের নিকট রেখে আসে, কোন ক্ষতি হবে না। জাগ্রত হয়ে তিনি তাঁদেরকে এই খবর দিলেন এবং নির্দেশ মোতাবেক কিতাব সমূহ নির্দিষ্ট স্থানে রাখা হলো। এক বছর পর্যন্ত কিতাব সমূহ সেখানেই রইল এর কোন ক্ষতিও হলোনা। আবু আব্দুল্লাহ জরীরের মৃত্যু হয় ৬০০ হিজরীতে।[১৭৩]

---

[১৭২] ১। খায়রুল মাওয়ানেস , খন্ড- পৃষ্ঠা ১৭২
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ভেসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ২১৩
আনোয়ারুল মোহসেনীন, পৃষ্ঠা ৬০
[১৭৩] ১। তাওয়ারীখুল আউলিয়া, খন্ড-২, পৃষ্ঠা ৪৭

১৯০। কাসিদায়ে' নাসিরিয়া ফারেজিয়া

শেখ ইবনুল ফারেজ হোমোবী আল মিশরী (রঃ) এর নাম ছিল ওমর। বনী সাদ গোত্রের সঙ্গে ছিল তাঁর সম্পর্ক, যিনি হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুগ্ধ মাতা হালিমা সাদিয়ার দাদা ছিলেন। শেখ ইবনুল ফারেজের জন্ম হয় মিশরে। তাঁর রচিত কবিতা সমূহের একটি সংকলন রয়েছে তার নাম হলো, 'কাসিদায়ে' নাসিরিয়া ফারেজিয়া। এই সংকলনে সাতশত পঞ্চাশটি পংক্তি রয়েছে। শেখ ফারেজ বলেন, এই গ্রন্থটি সম্পন্ন হওয়ার পর আমি স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাত লাভ করলাম। তিনি এরশাদ করলেনঃ তুমি এই গ্রন্থটির কি নামকরণ করেছ? আমি আরজ করলাম, "লাওয়াএহুল জেনান", তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ না, এর নাম রাখ জমুসুক"। তাঁর এ গ্রন্থটি স্বাভাবিকভাবে রচিত হয়নি, আধ্যাত্মিক বা রুহানী কথা-বার্তা সম্বলিত এই গ্রন্থটি এক অতি অসাধারণ পন্থায় রচিত হয়েছে। কোন কোন সময় শায়খ ফারেজ বেহুশ হয়ে যেতেন। অতঃপর যখন হুশ ফিরে আসতো তখন তিনি ত্রিশ চল্লিশ পংক্তি লিখে দিতেন।

আল্লাহ পাক তাঁর অন্তরে হেকমত ও মারেফাতের যে সমস্ত রহস্য উদ্‌ঘাটন করতেন তাই তিনি লিপিবদ্ধ করতেন। এভাবে এ বিস্ময়কর গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়।[১৭৪]

১৯১। দ্বীনের ব্যাপারে তাকে পরীক্ষায় ফেলবেন

হযরত ইমাম শাফেয়ী (রঃ) যখন মিশর গমন করেন তখন স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দীদার লাভ করেন। তিনি ইমাম শাফেয়ীকে (রঃ) ঐ স্বপ্নে এই নির্দেশ প্রদান করেন যে, আহমদ ইবনে হাম্বলকে এই সুসংবাদ দাও যে, আল্লাহ পাক তাকে পবিত্র কোরআনের ব্যাপারে পরীক্ষা করবেন। রবী ইবনে সোলায়মান বর্ণনা করেন যে, ইমাম শাফেয়ী (রঃ) একটি চিঠি আমাকে দিয়ে বললেন, এই চিঠিটি অতি সত্বর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে পৌছাও। আমি ঐ চিঠি নিয়ে ইরাকে হাযির হলাম এবং ফজরের নামাজের পর মসজিদে তাঁর হাতে চিঠিটি অর্পণ করলাম।

---

[১৭৪] ১। সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ভেসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ১৫৬

চিঠি পেয়েই তিনি ইমাম শাফেয়ী (রঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি চিঠিটি দেখেছ"? আমি আরজ করলাম, "জী-না"। অতঃপর তিনি চিঠিটি পড়তে লাগলেন, এরই মধ্যে তাঁর চোখ দুটো অশ্রু সজল হয়ে উঠলো। তিনি বললেনঃ আমি। আশা করি আল্লাহ পাক ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর কথাকে সত্য প্রমাণিত করবেন। রবী জিজ্ঞাসা করলেনঃ চিঠিতে তিনি কি লিখেছেনঃ তিনি বললেনঃ ইমাম শাফেয়ী (রঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে স্বপ্নে দেখেছেন। তিনি এরশাদ করেছেনঃ "এই যুবক আবু আব্দুল্লাহ আহমদ ইবনে হাম্বলকে সুসংবাদ দাও যে, আল্লাহ পাক দ্বীনের ব্যাপারে তাকে পরীক্ষায় ফেলবেন, পবিত্র কোরআন আল্লাহর সৃষ্টি একথাকে স্বীকার করার জন্যে তাকে বাধ্য করা হবে, কিন্তু তার জন্যে উচিত একথা স্বীকার না করা, এজন্যে তাকে বেত্রাঘাতও করা হবে, অবশেষে আল্লাহ পাক তার ঝান্ডাকে এত বুলন্দ করবেন যে, কেয়ামত পর্যন্ত তার সুনাম হতে থাকবে"।

রবী বললেনঃ এই খোশখবরীর খুশীতে আমাকে কি পুরস্কার দান করবেন? তিনি তখন তাঁর দেহ থেকে একটি পোষাক তাকে দান করলেন।

রবী ইবনে সোলায়মান সেই চিঠির জবাব নিয়ে ইমাম শায়েফী (রঃ)-এর খেদমতে হাযির হলেন এবং সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বললেনঃ "তুমি এই কাপড়টি পানিতে ভিজিয়ে তার বরকতময় পানি আমাকে দাও"। আমি এই নির্দেশ পালন করলাম। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) সেই পানি একটি পাত্রে রেখে দিলেন এবং প্রতিদিন সেই পানির কিছু অংশ বরকতের জন্যে তাঁর চেহারায় মালিশ করতেন।[১৭৫]

১৯২। নিজের আওয়াজ দ্বারা কোরআনকে সৌন্দর্য দিয়েছে

হযরত ক্বারী হাশিম (রঃ) স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাক্ষাত লাভ করলেন। তিনি এরশাদ করলেনঃ তুমি কি সেই হাশিম যে নিজের আওয়াজ দ্বারা কোরআনকে সৌন্দর্য দিয়েছে? অর্থাৎ তুমি সুন্দর লেহান

[১৭৫] সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ভেসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ১৩
কিতাবুস সালাত , ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ২৮পৃষ্ঠা ,
সিরাতে আইম্মায়ে আরবায়া ৫০৭ পৃঃ
খয়রুল মাওয়ানেহ ২য় খন্ড ৪৪৬ পৃঃ

দ্বারা পবিত্র কোরআন পাঠ কর তিনি আরজ করলেন, জ্বি-হ্যা। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে এভাবে দোয়া করলেনঃ আল্লাহ তোমাকে উত্তম জাযা দান করুন।[১৭৬]

১৯৩। দরূদ প্রেরণে অবহেলা

এক ব্যক্তি হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ প্রেরণে অবহেলা করতো। এক রাত্রে স্বপ্নে সে তাঁর সাক্ষাত লাভ করলো কিন্তু তিনি তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন না। সে তাঁর সম্মুখে হাযির হলো। তিনি মুখমন্ডল ফিরিয়ে নিলেন, তখন সে আরজ করলোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কি আমার প্রতি রাগান্বিত? তিনি এরশাদ করলেন, না। তখন সে আরজ করলো, তা হলে কেন আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না?

তিনি এরশাদ করলেনঃ আমি তোমাকে চিনি না। কিভাবে তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করবো? সে আরজ করলোঃ আমি আপনারই উম্মত, আর আমি আলেমগণের নিকট শ্রবণ করেছি যে, আপনি স্বীয় উম্মতকে পিতার চেয়েও অধিক পরিমাণ ভালবাসেন। তিনি এরশাদ করলেনঃ একথা সত্য, কিন্তু তুমি আমাকে দরূদ পাঠের মাধ্যম স্মরণ করো না। আর আমার যে উম্মতই আমার প্রতি অধিক পরিমাণ দরূদ প্রেরণ করে আমি তাকে অধিক পরিমাণে চিনতে পারি।

জাগ্রত হওয়ার পর সে প্রতিদিন নিয়মিত একশতবার করে দরূদ শরীফ পাঠ শুরু করলো। কিছুদিন পর পুনরায় সে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দীদার লাভ করলো। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ এখন আমি তোমাকে ভাল ভাবেই চিনি এবং কেয়ামতের দিন আমি তোমার জন্যে শাফায়াত করবো? [১৭৭]

১৯৪। শেখ আহমদ আমার বংশধরদের অর্ন্তভুক্ত

সৈয়দ আহম্মদ সওন (রঃ)-এর পিতা শায়খ মোহাম্মদ বিন ইলিয়াস সওন গারফশী (রঃ) পাঞ্জাব (পাকিস্তান) এর অধিবাসী ছিলেন। পিতার ইন্তেকাল হয় ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে, আর সৈয়দ আহমদ সওন (রঃ) তখন পিতার স্থলাভিষিক্ত হন।

[১৭৬] ২। নেয়ামতুল ওজমা, খন্ড-২, পৃষ্ঠা ৭১-৭২
[১৭৭] ১। সালাওয়াতে নাসেরী, পৃষ্ঠা ৫৪
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ২৩১

জাহাঙ্গীর তখন উপমহাদেশের বাদশাহ। তাঁকে আগ্রায় ডেকে আনলেন। তিনি হাযির হলেন কিন্তু শাহী দরবারের সম্মান প্রদর্শক সেজদা প্রদর্শনে অস্বীকৃতি জানালেন। এই অপরাধে তাঁকে গোয়ালিয়রের জেলে তিনটি বছর আটক রাখা হলো।

বন্দী জীবনে যে জিঞ্জীর দ্বারা তাঁকে বেঁধে রাখা হতো সেগুলোর প্রতি তিনি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং বলতেন, এগুলোই আমার জন্যে সত্য পথের প্রদর্শক। তিনি ওআইসি ছিলেন। ৮০ বছর বয়স পেয়ে ইন্তেকাল করেন এবং স্বগ্রামে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁকে "সওন" বলার কারণ এই, একদিন তাঁর পিতাকে স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তোমার পুত্র শেখ আহমদ আমার বংশধরদের অর্ন্তভুক্ত। তাঁকে সৈয়দ আহমদ বল, শেখ আহমদ বলোনা। তখন থেকে তাঁর খেতাব হলো সৈয়দ আহমদ।[১৭৮]

১৯৫। সঙ্গে সঙ্গে শ্বেত রোগে আক্রান্ত হয়

যে ব্যক্তি শনিবার কি বুধবার শিংগা লাগায় তবে তার যদি শ্বেত হয় তজ্জন্যে সে নিজেই দায়ী। (হাদীস) একজন মোহাদ্দিস এই হাদীসকে দুর্বল মনে করে শনিবার দিনই শিঙ্গা লাগায়। সঙ্গে সঙ্গে শ্বেত রোগে আক্রান্ত হয়। সে এজন্যে অত্যন্ত পেরেশান এবং বিব্রত হয়। এক রাত্রে স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত নসীব হয়। তিনি তাঁর কষ্টের ব্যাপারে ফরিয়াদ করলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, তুমি ঐ হাদীসের উপর কেন আমল করলেনা? মোহাদ্দিস আরজ করলেন, এই হাদীসের একজন বর্ণনাকারী দুর্বল ছিল। তিনি এরশাদ করলেনঃ কিন্তু প্রশ্ন হলো সে কি আমার পক্ষ থেকে হাদীস বর্ণনা করেনি? তখন মোহাদ্দিস আরজ করলেন, আমি এ জন্যে অত্যন্ত লজ্জিত, অনুতপ্ত ও ক্ষমাপ্রার্থী। তখন হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আরোগ্য লাভের জন্যে দোয়া করলেন। যখন মোহাদ্দিস জাগ্রহ, হলেন, তখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। এদ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, কোন জিনিসের সঙ্গে যদি শুধু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামই সংযুক্ত হয় তবে ফয়েজ ও বরকত প্রকাশ হওয়া সুনিশ্চিত হয়।[১৭৯]

[১৭৮] আজকারে আবরার, তৃতীয় সংস্কারণ, পৃষ্ঠা ৩৫৪-৫৭
[১৭৯] স্বপ্ন জগতে প্রিয় নবী (দঃ) ৯০ পৃষ্ঠা

১৯৬। সারা রাত হারাম শরীফে মোরাকাবায় অবস্থান

কুতবুল আওলিয়া হযরত শাহ মোহাম্মদ সাজ্জাত (রঃ) পাঁচবার হজ্জ করেছেন। ৪০ বছর বয়সে দুনিয়া ত্যাগী হয়েছেন। আর ঐ বয়সেই সর্ব প্রথম হজ্জে গমন করেন। দু'বছর মদীনায়ে তৈয়্যেবায় অতিবাহিত করেন। অতঃপর হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর আদেশক্রমে আজমীর আসেন। অনেকদিন খাজা আজমীরি (রঃ)-এর মাজারে অবস্থানের পর দানাপুর এসে কিছুদিন অতিবাহিত করেন। তৃতীয় বছর পুনরায় হজ্জে গমন করেন এবং সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত মদীনায়ে তৈয়্যেবায় থাকেন। তাঁর নিয়ম ছিল এই, সারা রাত হারাম শরীফে মোরাকাবায় অবস্থান করতেন। একদিন এক সৈয়দ সাহেব তাঁকে গোশ্ত খাওয়ার দাওয়াত দেন। সে রাত্রে তিনি আর রওজা শরীফে হাযির হননি। রাত্রে স্বপ্নে সাক্ষাত লাভ করলেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর তিনি এরশাদ করেন, হে আমার সন্তান! তুমি কি মদীনা শরীফে গোশ্ত খাওয়ার জন্যে এসেছ না আমার কাছে এসেছ? সেদিন থেকে অঙ্গীকার করেন যে, জীবনে আর গোশ্ত খাবেন না। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আর গোশ্ত খাননি।[১৮০]

১৯৭। আহলে বায়েতের সিলসিলায় দাখেল করবো

হযরত মাওলানা আবদুল গফুর আব্বাসী মাদানী (রঃ)-এর পিতার নাম ছিল শাহ সৈয়দ আব্বাসী। তিনি খলিফা ছিলেন মাওলানা ফজলে আলী কোরাইশীর, তিনি নকশ্বন্দীয়া তরীকার লোক ছিলেন। হযরত শাহ সৈয়দ আব্বাসী (রঃ) সারা রাত দরূদ শরীফ পাঠ করতেন। এক রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে। তিনি এরশাদ করেন, "উদ্নুমিন্নী" (অর্থাৎ তুমি আমার কাছে আস)। সৈয়দ আব্বাসী আরজ করলেন, আমি নকশ্বন্দীয়া তরীকায় মুরীদ হয়েছি। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, আমি তোমাকে আহলে বায়েতের সিলসিলায় দাখেল করবো। এরপর তিনি অযূ করলেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে কাদেরীয়া সিলসিলায় বয়আত করলেন। ৪২ বছর বয়সে তিনি এই স্বপ্ন দেখেন। তিনি ছিলেন পাকিস্তানের ছোয়াত এলাকার অধিবাসী। এ স্বপ্ন দেখার পর তিনি মদীরায়ে তৈয়্যেবায় হিজরত করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফান করা হয়। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর মাজারের কাছাকাছি স্থান পান।[১৮১]

[১৮০] সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ২২৩
[১৮১] ১। সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ২২৪-২৫

১৯৮। আমার ঘরের দুয়ারে করাঘাত

হযরত আবুল হাসান তামীমী (রঃ) বর্ণনা করেন, একবার আমি অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত ছিলাম। বিশেষতঃ ঈদের রাত্রে আমার অস্থিরতা চরম পর্যায়ে পৌছে যায়। কেননা ঈদের খরচ বলতে আমার নিকট কিছুই ছিলনা এবং শিশুদের নতুন কাপড়ের কোন ব্যবস্থাও হয়নি। এমনি সময় হঠাৎ আমার ঘরের দুয়ারে করাঘাত হলো। আমি বাইরে এসে দেখি, ইবনে আবি ওমর আমার জন্যে অপেক্ষামান রয়েছেন। তিনি আমাকে বললেন, আমি এই মাত্র স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাক্ষাত লাভে ধন্য হয়েছি। তিনি আমাকে এই আদেশ দিয়েছেন। যে, আবুল হাসান তমীমী এবং তাঁর সন্তান-সন্ততি অত্যন্ত অভাব-গ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে। তুমি এ মুহূর্তেই তাকে সাহায্য কর, যাতে করে তাদের ঈদ হয়ে যায়। তাই আমি জাগ্রত হওয়া মাত্র কিছু পোশাক-পরিচ্ছদ ক্রয় করে আপনার নিকট হাযির হয়েছি। এভাবে আবুল হাসান তামীমী এবং তাঁর বাড়ীর লোকদের ঈদের ব্যবস্থা হয়। [১৮২]

১৯৯। তিনদিন যাবত কিছুই খাওয়ার সুযোগ হয়নি

সৈয়দ মোহাম্মদ আবদুস সালাম হোসাইনী (রঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি মদীনায়ে তৈয়্যেবায় ছিলাম। তিনদিন যাবত কিছুই খাওয়ার সুযোগ হয়নি। আমি মিম্বর শরীফের নিকট দু'রাকাআত নামাজ আদায় করি। এরপর আরজ করি' দাদাজান! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার খুব ক্ষুধা পেয়েছে এবং মন 'সরীত' (এক প্রকার খাদ্য) খেতে চায়। এরপর আমি ঘুমিয়ে পড়ি। একটু পরেই এক ব্যক্তি এসে আমাকে জাগ্রত করলো এবং কাষ্ঠ নির্মিত একটি পেয়ালায় 'সরীত' আমাকে দিল। তাতে ছিল ঘি, গোশত এবং অন্যান্য আরও অনেক কিছু। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এগুলো কোথা থেকে এসেছ? লোকটি বললোঃ আজ তিনদিন থেকে আমার বাচ্চারা এগুলো খেতে চেয়েছিল। তাই আজ আল্লাহ আমাকে কিছু দান করেছেন, আমি পাক করেছিলাম। এরপর আমি নিদ্রিত হই এবং স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাক্ষাত লাভ করি। তিনি এরশাদ করেনঃ তোমার এক ভাইও আমার নিকট এগুলো খাওয়ার আকাংক্ষা পেশ করেছে, এতএব তাকেও কিছু খাওয়াও। [১৮৩]

---

১৮২ ১। সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ২১৯

১৮৩ ২। ফাজায়েলে হজ্জ, পৃষ্ঠা ২২৯

২০০। সত্য উপলব্ধি করার পর মত পরিবর্তন করেছিলেন

হযরত শাহ গোলাম আলী মুজাদ্দেদী (রঃ) তাঁর রচিত "দারুল মারেফ" গ্রন্থে লিখেছেনঃ যদিও হযরত শেখ আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলবী (রঃ) হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ) সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন কিন্তু সত্য উপলব্ধি করার পর তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেছিলেন। অতঃপর যখন তিনি হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাক্ষাত লাভে ধন্য হন, তখন তিনি দেখলেন হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ)-এর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, যে আমার সাথে আন্তরিক মহব্বত রাখবে সে এর সাথেও আন্তরিক মহব্বত রাখবে। শেখ আবদুল হক দেহলবী (রঃ) হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ)-এর প্রতি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ স্নেহ দেখে নিজের পূর্বকৃত ধারণা সমূহ থেকে তওবা করলেন। [১৮৪]

২০১। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে এশার নামাজ আদায় করলেন

হাজী মোহাম্মদ মোমতাজ আলী খান মিরাট শহরের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। একবার তাঁর হার্নিয়া রোগ হলো। তাতে তিনি অন্যন্ত কষ্ট পাচ্ছিলেন। চিকিৎসা হয়েছে কিন্তু কোন ফল হয়নি। সে যুগে ভরতপুর রাজ্যে মিয়া বেদারশাহ নামক এজন দরবেশ থাকতেন। তিনি বললেন, প্রত্যেক দিন অযূ অবস্থায় পাঁচ হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ করতে হবে। ঐ দিনগুলোতে যে রান্না করবে তাকেও পাক তথা বা অযূ থাকতে হবে। এভাবে ৪০ দিন এই আমল করতে হবে। ৪০ দিন শেষ হবার পূর্বেই মোমতাজ আলী খান স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাক্ষাত লাভ করলেন এবং তাঁর

সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ২২০

১৮৪ ১। মালফুজাতে হযরত থানবী (রঃ), খন্ড-৭, পৃষ্ঠা ৬-৭

২। তাজকেরায়ে গাওসিয়া, পৃষ্ঠা ৩৮৯-৯০

৩। এনশেরাহুস দুসুর, পৃষ্ঠা ৩০৯

৪। বালাগুল মোবীন, কৃত হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রঃ), পৃষ্ঠা ৩০৯

৫। সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ২৩৯-৪১

৬। ওলামায়ে হিন্দ কা শান্দার মাজী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা ২৪০

সঙ্গে এশার নামাজ আদায় করলেন। সকালে দরবেশ সাহেব তাঁকে বললেন। সেই দরূদ শরীফখানি হলো এই, "আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা মুহাম্মাদ্বীন ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ্বীন বে-আদাদে কুল্লি শাইয়্যিন মা'লুমিল্লাক।[১৮৫]

২০২। তাঁর সাথে মোসাফাহা করলেন

হযরত খাজা সৈয়দ আদম বিন্নরী (রঃ) মক্কায়ে মোয়াজ্জামায় পৌঁছে হজ্জ সুসম্পন্ন করে মদীনায়ে তৈয়্যেবায় উপস্থিত হলেন। একদিন তাঁর মজলিসে তিনি বসে আছেন, এমন সময় আধ্যাত্মিকভাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথে মোসাফাহা করলেন এবং তাঁকে বললেন, যে তোমার সঙ্গে মোসাফেহা করবে সে যেন আমার সঙ্গে মোসাফেহা করলো আর যে আমার সঙ্গে মোসাফেহা করলো তাকে মাফ করা হবে। তখন সৈয়দ সাহেব তাঁর সমস্ত মুরীদদের সাথে এক সঙ্গে মোসাফেহা করলেন, যাতে করে কেউ মাহরুম না থাকে। এ বিষয়টি অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করেছিল। তাই তাঁর বাসস্থানে মানুষের ঢল নেমে এল। তখন সৈয়দ সাহেবকে মোসাফেহার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হলো।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরফ থেকে তাঁকে এই সুসংবাদও দেয়া হলো যে, তুমি আমার প্রতিবেশী হও। তাই তিনি মদীনা শরীফেই অবস্থান করলেন এবং ১০৫৩ হিজরীতে মদীনায়ে মোনাওয়রায় ইন্তে কাল করেন। হযরত ওসমান গণি (রাঃ)-এর মাজারের পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রঃ)-এর খলীফা ছিলেন। তাঁর খলিফাগণের সংখ্যা ছিল একশত। তাঁর মুরীদের সংখ্যা এক লক্ষ বলা হয়। হাজার হাজার পাঠান সর্বদা তাঁর সঙ্গে থাকতেন। বাদশাহ জাহাঙ্গীরকে কেউ এই রিপোর্ট দিয়েছিল যে, হযরত আদম বিন্নুরী (রঃ) তাঁর রাজত্ব ছিনিয়ে নিতে চান। তাই বাদশাহ তাঁকে হজ্জে রওয়ানা করে দিলেন।[১৮৬]

---

[১৮৫] ১। সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ২৪১
[১৮৬] ১। মাশায়েখে নক্সবন্দীয়া, পৃষ্ঠা ২০০
২। দফতরে হাকীকত, পৃষ্ঠা ১৮৪
৩। সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ২৪৭

২০৩। মন চায় তুমি মদীনা শরীফ এসে আমার কাছে থাক

হযরত শেখ ইয়াহইয়া মাদানী (রঃ) হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এই সুসংবাদ পেয়েছিলেন যে, হে ইয়াহইয়া! আমার মন চায় তুমি মদীনা শরীফ এসে আমার কাছে থাক। তিনি এ সুসংবাদ পাওয়া মাত্র মদীনা শরীফ চলে গেলেন। সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত তিনি দরবারে নববী থেকে ফয়েজ হাসিল করেন। ১০১০ হিজরীতে ভারতের আহমদাবাদে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ২৮শে সফর ১১০১ হিজরীতে তিনি মদীনায়ে তৈয়্যেবায় ইন্তেকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে হযরত ওসমান (রাঃ)-এর মাজারের পাশ্বে তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি হযরত শাহ কলিমুল্লাহর মুরীদ ছিলেন।[১৮৭]

২০৪। শাহ কলিমুল্লাহ চিশ্‌তী কদম বুসি করি

হযরত শাহ কলিমুল্লাহ জাহানাবাদী (রঃ) দিল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১১৪৭ হিরজীর ২৪শে রবিউল আউয়াল ইন্তেকাল করেন। তিনি চিশতীয়া তরীকার একজন বুজুর্গ ছিলেন। আওরঙ্গজেব থেকে নিয়ে মোহাম্মদ শাহ পর্যন্ত দিল্লীর সমস্ত বাদশাহ তাঁর মুরীদ ছিলেন। তিনি হযরত শেখ ইয়াহইয়া (রঃ)-এর মুরীদ ছিলেন। মদীনা শরীফে পীর ও মুর্শেদের তত্ত্বাবধানে সুদীর্ঘ সময় সাধনা করার পর খেলাফত লাভ করেন।

মীর গোলাম আলী আজাদ বিলগেরামী তাঁর রচিত "আহসানুল কালাম" গ্রন্থে লিখেছেন, আমি ১১৩৫ হিজরীতে যখন দিল্লী আসি তখন শাহ কলিমুল্লাহ চিশ্‌তী (রঃ)-এর কদম বুসি করি। তিনি মীর আবদুল আহাদ সাহেব (রঃ)-এর কথা আলোচনা করে বলেলেনঃ আমি এক রাত্রে স্বপ্নে প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভ করি। আমি দেখলাম তিনি অত্যন্ত মহব্বতের সাথে এ ব্যক্তির সাথে কথা বলছেন। আমি সৈয়দ সেবগাতুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, ইনি মীর আবদুল আহাদ।

---

[১৮৭] ১। হাপ্তাদে আওলিয়া, পৃষ্ঠা ৩৮৯
২। তোহফাতুল আবরার, পৃষ্ঠা ১০৮
৩। সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ২৪৭

এই স্বপ্ন বয়ান করার পর শাহ কলিমুল্লাহ (রঃ) বললেনঃ এই স্বপ্ন দেখার পর মীর আবদুল আহাদের প্রতি আমার ভক্তি-অনুরক্তি শতগুণ বৃদ্ধি পেল। আকবর বাদশাহ মীর আবদুল আহাদের নামে হাদীয়া পেশ করে ১০১৭ হিজরীর ২রা রামাদ্বানুল মোবারক বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে তিনি ইন্তেকাল করেন।[১৮৮]

২০৫। আমি তিন দিন থেকে স্বপ্নে দেখছি

হযরত শেখ মোহাম্মদ সাদেক শাহ আবু সাঈদ গঙ্গুহী (রঃ)-এর ভ্রাতুস্পুত্র এবং প্রথম খলিফা ছিলেন। হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেখ সাদেককে এই আদেশ দিয়েছিলেন যে, তোমার পুত্র দাউদের রুহানী তরবিয়ত বা আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের প্রতি বিশেষ নজর দাও। তাই বুজুর্গ পিতার বিশেষ প্রশিক্ষণের বরকতে পুত্র অতি অল্প সময়ে উচ্চ মর্তবায় উন্নীত হন। সে যুগের প্রখ্যাত বুজুর্গ হযরত দাউদ গঙ্গুহী (রঃ) তাঁর এন্তেকালের তিন দিন পূর্বেই তার এন্তেজামে ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শেখ মোহাম্মদকে বলেছিলেন যে, আমি তিন দিন থেকে হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখছি। তিনি এরশাদ করছেন, ওঠ দাউদ । আমার নিকট চলে আস। আমি তোমার অপেক্ষা করছি। তিনি সুস্থ ছিলেন, কোন রোগ তাঁর ছিলনা। ১১০২ হিজরীর ৬ই রমজান তারিখে নামাজে মশগুল হন এবং নামাজের অবস্থাতেই ইন্তেকাল করেন। তিনি আওরঙ্গজেবের যুগের বিখ্যাত বুজুর্গ ছিলেন।[১৮৯]

২০৬। হে শাহবাজ! যুবকটি আমার সন্তান

একবার এক যুবক মসজিদে বসে নেশা জাতীয় বস্তু পান করছিল। মালেক শরফুদ্দিন যাকে হযরত শাহ শাহবাজ খেতাবে ভূষিত করা হয়েছিল, তিনি তাকে মারপিট করে মসজিদ থেকে বের করে দিলেন। রাত্রে তিনি স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাক্ষাত লাভ করলেন। তাঁর প্রতি হুকুম হলো হে শাহবাজ! যুবকটি আমার সন্তান। অতএব, তাকে শাস্তি

[১৮৮] ১ তাজকেরায়ে কুতুবুল আকতাব ৬৮১
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ২৪৭
[১৮৯] ২। হাপ্তাদে আওলিয়া, পৃষ্ঠা ৩৮৭
আনোয়ারুল আশেকীন, পৃষ্ঠা ১০২
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ২৪৮

দিওনা। মাওলানা শাহবাজ জাগ্রত হয়ে দেখলেন, যুবকটি পুনরায় মসজিদে বসে নেশাকার বস্তু পান করছে। মাওলানা শাহবাজ এবারও তাকে মারপিট করে মসজিদ থেকে বের করে দিলেন।

পুনরায় তিনি স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাক্ষাত লাভ করলেন। দেখলেন যে, ঐ যুবকটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কদম মোবারকে মাথা রেখে ফরিয়াদ করছে যে, শাহবাজ আপনার কথা শোনেনা, সে এরপরও আমাকে মেরেছে।

তিনি এরশাদ করলেন, শাহবাজ! আমি তোমাকে এ ব্যাপারে নিষেধ করেছিলাম কিন্তু তবুও তুমি তাকে আবার মেরেছ? তিনি জাগ্রহ হয়ে দেখলেন ঐ ছেলেটি পুনরায় নেশা করছে। তিনি তাকে পূর্বের চেয়ে বেশী মারপিট করলেন এবং মসজিদ থেকে বের করে দিলেন। পুনরায় তিনি স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাক্ষাত লাভ করলেন এবং দেখলেন, ছেলেটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কদম মোবারকে মাথ রেখে ফরিয়াদ করছে। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেছিলেন যে, এর প্রতি কোন বাড়াবাড়ি করোনা, কিন্তু তুমি এদিকে ভ্রুক্ষেপও করোনি। তখন মাওলানা শাহবাজ নিজের হাত থেকে একটি আংটি খুলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সম্মুখে রেখে দিলেন এবং আরজ করলেনঃ আমাকে শরীয়তের আংটি প্রদান করা হয়েছিল। তাই আমি শরীয়ত মোতাবেক কাজ করেছি। এখন আর এমন কাজ আমার দ্বারা হবে না। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। এরশাদ করেনঃ এটি ছিল তোমার পরীক্ষা। আল্লাহ পাক শরীফতের এ আংটি তোমার এবং তোমার বংশধরদের জন্যে মোবারক করুন।[১৯০]

২০৭। স্থানে পৌছলেন যা যমিনও নয় আসমানও নয়

"মাকাসেদুস সালেকীন" গ্রন্থের রচয়িতা হযরত খাজা জিয়াউল্লাহ নকশেবন্দী (রঃ) একবার স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাত লাভ করলেন কোথাও দ্রুত তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছেন। হযরত শেখ সেহাবুদ্দিন সরোয়ার্দী (রঃ) তাঁর পেছনে রয়েছেন এবং হযরত সারোয়ার্দী (রঃ)-এর পেছনে রয়েছেন হযরত জিয়াউল্লাহর মোর্শেদ। অবশেষে তিনি

[১৯০] ১। সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ২৩৩

এমন এক স্থানে পৌছলেন যা যমীনও নয় আসমানও নয়, কোন বাড়ী-ঘরও নয়। তিনি সেখানে ক্ষণিকের জন্যে অবস্থান করলেন। অতঃপর হযরত সারোয়ার্দী (রঃ)-এর মাথার উপর দস্তে মোবারক রেখে এই দোয়া করলেন, হে আমার আল্লাহ! হে আমার মাওলা! তুমি সম্পূর্ণ অবগত এ হলো সিহাবুদ্দিন সারোয়ার্দী। সে আমার অনুসরণের সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে। আমার সকল সুন্নত সে আদায় করেছে। আমি তাঁর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট। হে আল্লাহ! তুমিও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাক।

যখন আমি জাগ্রত হলাম তখন এ স্বপ্নের কারনে আমার অন্তর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়। একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মহান আদর্শ ও বরকতময় সুন্নতের বাস্তবায়নের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করা মধ্যেই রয়েছে সার্বিক কল্যাণ, যাতে করে এতদ্বারা আধ্যাত্মিক জগতে উচ্চ মর্যাদা লাভ করা যায়। হযরত খাজা জিয়াউল্লাহ (রঃ) ১১৪০ হিরজীতে মাকাসেদুস্যালেকীন নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এর উর্দু তরজমা মাতালেবুল আরেফীন নামে লোহোর থেকে ১৩২৪ হিজরীতে প্রকাশিত হয়। [১৯১]

২০৮। জাহাঙ্গীরকে আমার সাথে জান্নাতে নিয়ে যাব

বাদশাহ জাহাঙ্গীরকে একবার কেউ জাগ্রত অবস্থায় তার সিংহাসন থেকে তুলে ফেলে দিয়েছে। এতে সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে অসুস্থ থাকলো। চিকিৎসা করা হলো কিন্তু কোন ফল হলো না। অবশেষে একদিন স্বপ্নে সে সাক্ষাত লাভ করলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর তিনি তাকে সম্বেধন করে এরশাদ করেছিলেন, হে জালেম! তুমি মুজাদ্দেদে ইসলাম এবং এ যুগের ইমামকে কষ্ট দিয়েছ। এই রোগ সে কারণেই হয়েছে। যদি কল্যাণ চাও তবে তার নিকট থেকে দোয়া লও। জাহাঙ্গীর জাগ্রত হয়েই হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ)-কে কারাগার থেকে মুক্তি দেয়ার নির্দেশ দিল এবং তাঁর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে সাক্ষাতের আরজী পেশ করে একটি চিঠি লিখলো। হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ) মোলাকাতের জন্যে কয়েকটি শর্ত আরোপ করলেন যা জাহাঙ্গীর মেনে নিল। অতঃপর তিনি গোয়ালিয়রের কারাগার থেকে বিদায় নিলেন। রাজপুত্র শাহজাহান এবং প্রধানমন্ত্রী তাঁর

[১৯১] ১। সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ২৫৫

সম্বর্ধনার জন্যে উপস্থিত হয়। তিনি শাহী মহলে তাশরীফ নেন এবং দোয়া শুরু করেন, আর বাদশাহকে আদেশ দেন তুমি তোমার পাপাচারের জন্য তওবা করে আল্লাহ পাকের দরবারে ক্রন্দন করতে থাক। ফলে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই বাদশাহ সুস্থ হয়ে উঠলো।

সে হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ)-এর কদমে পড়ে রইলো এবং তাঁর মুরীদদের অর্ন্তভুক্ত হলো, তাঁর দরবারের সেজদা প্রথা সহ অন্যান্য যাবতীয় মন্দ কাজ বন্ধ করে দিল।

একবার হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ) তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন, ইনশাআল্লাহ জাহাঙ্গীরকে আমার সাথে জান্নাতে নিয়ে যাব।[১৯২]

২০৯। গোসানিশিন হয়ে যাবেন

হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ)-এর এক নাতী ছিলেন। তাঁর নাম ছিল শেখ আবদুল আহাদ। একবার তিনি ইচ্ছা করলেন যে, গোসানিশিন হয়ে যাবেন তথা নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করবেন এবং মানুষের আসা-যাওয়া বন্ধ করে দেবেন। ঠিক সেই সময় তাঁর ভাই শেখ সাদউদ্দিন স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর দরবারে রয়েছেন। সে দরবারে এক ব্যক্তি আরজ করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শেখ আবদুল আহাদ গোসানিশিন হওয়ার ইচ্ছা করছে। এ সম্পর্কে আপনার কি নির্দেশ? তিনি এরশাদ করলেনঃ তাকে বলো এ ইচ্ছা বর্জন করতে। কেননা আমি তার প্রতি এ বিশ্বের কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেছি। এ স্বপ্নের কথা জানতে পেরে হযরত শেখ আবদুল আহাদ নিজেই আধ্যাত্মিকভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং জানতে পারলেন, মানুষ থেকে দূরে থাকার যে ইচ্ছা তিনি করেছেন তাতে প্রিয়বনী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মর্জি নেই।[১৯৩]

[১৯২] ১। সীরাতে ইমাম রব্বানী, পৃষ্ঠা ১৩১-৩২
[১৯৩] ১। মাশায়েখে নকশেবন্দীয়া মুজাদ্দেদীয়া, পৃষ্ঠা ২১৭
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ২৫৬

২১০। জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলাম

মাশায়েখে নকশেবন্দীয়া মুজাদ্দেদীয়া গ্রন্থের লেখক হযরত মাওলানা মোহাম্মদ হাসান নকশেবন্দী মুজাদ্দেদী (রঃ) বলেন, আমার লেখা-পড়া শেষে চাকুরীর সন্ধান করি। বড় বড় সুপারিশ সত্ত্বেও চাকরীর কোন ব্যবস্থা যখন হলো না, তখন দরবেশদের নিকট দোয়ার জন্যে হাযির হলাম। এই সময় স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাক্ষাত লাভে ধন্য হই। তখনও অনিচ্ছাকৃতভাবে আমার মুখে এই কথা এসে যায় যে, দোয়া করুন যেন আমার চাকরী হয়। তখন তিনি এরশাদ করেনঃ চাকরী হয়ে যাবে তবে তুমি আল্লাহকে ভুলে যেয়ো না। তখন আরজ করলামঃ এর জন্যেও দোয়া করুন। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ আল্লাহর কথাও স্মরণ থাকবে। একথা শ্রবণ করে আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলাম।[১৯৪]

২১১। তোমার নাম আবদুল মোমিন রাখা হলো

আরেফ বিল্লাহ আশেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল গণী (রঃ) একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাক্ষাত লাভে ধন্য হলেন স্বপ্নে জগতে। তিনি এরশাদ করলেনঃ যেহেতু তুমি আমার দ্বীনের খেদমত কর এবং আল্লাহর বন্দাদেরকে আল্লাহর জিকরের নূর দ্বারা আলোকিত কর, এজন্যে তোমার নাম আবদুল মোমিন রাখা হলো। আবেদ হওয়া সহজ, জাহেদ হওয়া সহজ, সুফী হওয়া সহজ, জাকের হওয়া সহজ কিন্তু মোমিন হওয়া কঠিন। যখন মানুষ প্রকৃত অর্থে মোমিন হয় তখন তার মধ্যে সকল বুজুর্গী একত্রিত হয়। তখন সে উচ্চ মর্তবায় আসীন হয়।[১৯৫]

PDF BY (MASUM BILLAH SNNY)
SUNNIPEDIA.BLOGSPOT.COM

১৯৪ ২। মাশায়েখে নকশেবন্দীয়া মুজাদ্দেদীয়া, পৃষ্ঠা ৩৯২
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ২৫৭
১৯৫ ১। আনোয়ারুল আরেফীন, পৃষ্ঠা ২২-২৩
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ২৫৭

২১২। নামাজের পূর্বে নিদ্রিত হওয়া উচিত নয়

আরেফ বিল্লাহ আশেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত শাহ আবদুল গণী (রঃ) একবার এশার নামাজের পূর্বে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তখন তিনি স্বপ্নে দেখলেন ফখরে দোজাহাঁ হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর শুভাগমন হয়েছে। তিনি এরশাদ করছিলেনঃ এশার নামাজের পূর্বে নিদ্রিত হওয়া উচিত নয়; বরং এতে ক্ষতি রয়েছে।[১৯৬]

২১৩। বানরগুলোর সঙ্গে একত্রিত হলো

ইমাম মুস্তাগফেরী (রঃ) তাঁর "দালায়েলুন নবুওয়্যাত" গ্রন্থে আর একটি ঘটনা লিখেছেন যে, একজন অত্যন্ত নেককার ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন আমরা তিনজন লোক ইয়েমেন গমন করেছিলাম। আমাদের সঙ্গে কুফার অধিবাসী একজন লোক ছিল। সে হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ)-কে মন্দ বলতো। আমরা তকে অনেকবার বাধা দিয়েছি কিন্তু সে বিরত হতো না। আমরা যখন ইয়েমেন উপস্থিত হলাম তখন একস্থানে বিশ্রাম করলাম। সকলেই অল্পক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন সেখান থেকে বিদায় হবার সময় আসলো, আমরা সকলেই উঠে অযূ করলাম এবং তাকে জাগ্রত করলাম। সে উঠে বললো, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, আমি তোমাদের সঙ্গে যেতে পারবো না, এখানেই থেকে যাব। এই মাত্র আমি স্বপ্নে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাক্ষাত লাভ করেছি। তিনি আমার মাথার উপর দন্ডায়মান হয়ে বলেছেনঃ হে ফাসেক, এখানেই তুমি একটি জন্তুতে পরিণত হবে। আমি তাকে বললাম তুমি অযূ করো। কিন্তু লক্ষ্য করলাম তার পাগুলো ছোট হয়ে আসছে, ক্ষণিকের মধ্যেই তার পাগুলো বানরের পায়ের মত হয়ে গেছে! আর কিছুক্ষণ পর দেখলাম সে সম্পূর্ণ বানরে পরিণত হয়েছে। আমরা তাকে উটের সঙ্গে বেধে নিলাম এবং সেখান থেকে রওয়ানা হলাম। পথে সন্ধ্যা হলো, সেখানে আরো বানর ছিল, সে ঐ বানরগুলোকে দেখে রজ্জু ছিড়ে ঐ বানরগুলোর সঙ্গে একত্রিত হলো।[১৯৭] (নাউজুবিল্লাহ)

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা আমার সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে আল্লাহকে

১৯৬ ১। আনোয়ারুল আরেফীন, পৃষ্ঠা ২২-২৩
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ২৫৭
১৯৭ ১। সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ২৬১

ভয় করো। তাঁদের শানের বরখেলাফ কোন কথা বলো না। তাদের সম্পর্কে কোন মন্দ মন্তব্য করোনা। যে তাঁদের সঙ্গে মহব্বত রাখবে তা আমার মহব্বতের কারণেই রাখবে, আর যে তাঁদের সাথে শত্রুতা রাখবে সে আমার সঙ্গে শত্রুতা রাখার কারণেই রাখবে। যে তাদেরকে কষ্ট দেবে সে আমাকে কষ্ট দেবে, আর যে আমাকে কষ্ট দেবে সে আল্লাহ পাককে কষ্ট দেবে, আর যে আল্লাহ পাককে কষ্ট দেবে আল্লাহ পাক অতিসত্তর তাকে পাকড়াও করবেন।

বুজুর্গানে দ্বীন লিখেছেন, যে ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খেলাফতের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করে, সে যেন সমস্ত সাহাবায়ে কেরামকে মন্দ বলে এবং সাহাবায়ে কেরামকে মন্দ বলার অর্থ দ্বীন ইসলামের ভিত্তির উপর আঘাত করা। এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ।

২১৪। তোমার জীহ্বার কর্তিত অংশ জুড়ে দেবে

হিজরী নবম শতাব্দীর বিখ্যাত আলেম আল্লামা আবদুল আজিজ মক্কী (রঃ) তাঁর গ্রন্থ "ফয়জুল জুদে" আরেফ বিল্লাহ সৈয়দ আবদুল্লাহ ইবনে আসআদ ইয়াফাঈ রচিত "নশরুল মাহাছেন" গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, হযরত ইয়াফাই (রঃ) বর্ণনা করেন, হযরত আরেফ বিল্লাহ শেখ ইবনুজ যোগাব ইয়েমেনী (রঃ)-এর অভ্যাস ছিল, তিনি সর্বদা প্রথমে হজ্জ করতেন, পরে রওজায়ে পাকের জেয়ারতে হাযির হতেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শানে তাঁর রচিত কবিতা আবৃত্তি করতেন। এমনি ভাবে হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ)-এর শানেও স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করতেন।

একবার আদত মোতাবেক তিনি কবিতা আবৃত্তি শেষ করলে একজন রাফেজী তার বাড়ীতে তাঁকে দাওয়াত করলো। তিনি দাওয়াত কবুল করা সুন্নত এই হিসেবে দাওয়াত কবুল করলেন। কিন্তু তিনি জানতেন না যে এই লোকটি রাফেজী, সে হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর প্রশংসা শ্রবণ করতে পরেনা বা শ্রবণ করা পছন্দ করেনা। তিনি নির্দিষ্ট সময়ে তার বাড়ীতে গমন করলেন। তার বাড়ীতে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সে দু'জন হাবশী গোলামকে ইঙ্গিত করলো এবং উভয়ে আল্লাহর এ অলীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাঁর জীহ্বা কেটে ফেলল। এরপর সেই বদনসীব রাফেজী বললো, এই জীহ্বা হযরত আবুবকর, হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট নিয়ে যাও, যাদের প্রশংসা তুমি করেছিলে। তাঁরা তোমার জীহ্বার কর্তিত অংশ জুড়ে দেবে।

শেখ সাহেব জীহ্বাটি হাতে নিয়ে রওজায়ে পাকের সম্মুখে হাযির হলেন এবং নয়নের অশ্রু দ্বারা ফরিয়াদ পেশ করলেন। ঐ অবস্থায় তিনি তন্দ্রাহত হলেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - সাক্ষাত নসীব হলো। তাঁর সঙ্গে ছিলেন হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তাঁর হাত থেকে কর্তিত জীহ্বাটি দন্তে মোবারকে নিয়ে স্ব-স্থানে জুড়ে দিলেন। একটু পরে জাগ্রত হয়ে তিনি দেখলেন তাঁর জীহ্বা পূর্বের মতই ঠিক আছে। এটি ছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মোজেযা। অতঃপর তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। দ্বিতীয় বছর তিনি হজ্জের পর পুনরায় মদীনায়ে তৈয়্যেবায় হাজির হলেন এবং তাঁর অভ্যাস মোতাবেক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওজায়ে পাকে কবিতা পাঠ করলেন। অতঃপর এক ব্যক্তি তাঁকে তার বাড়ীতে যাওয়ার জন্যে দাওয়াত করলেন। তিনি আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করে তার দাওয়াত কবুল করলেন এবং তার সঙ্গে গমন করলেন। বাড়ীতে প্রবেশ করেই উপলব্ধি করলেন যে, গত বছরের সেই বাড়ীতেই তিনি এসেছেন। আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করে তিনি বাড়ীতে প্রবেশ করলেন। সেই ব্যক্তি অত্যন্ত সম্মান এবং মর্যাদার সঙ্গে তাঁকে বসালেন এবং অত্যন্ত সুস্বাদু খাবারের ব্যবস্থা করলেন। অতঃপর তাঁকে একটি কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি সেখানে দেখলেন একটি বানর বসে আছে। সে ব্যক্তি বললো, আপনি কি জানেন বানরটি কে? তিনি বললেন, না।

তখন লোকটি আরজ করলো, এ হলো সেই ব্যক্তি যে গত বছর আপনার জীহ্বা কেটেছিল। আল্লাহ পাক তাকে বানরে পরিবর্তন করেছেন। সে ছিল আমার পিতা, আমি তার পুত্র। যাহোক, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মোজেযার ক্ষেত্রে এটি কোন বড় জিনিষ নয়। তবে এতদ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এন্তেকালের পর তিনি শুধু যে রওজায়ে পাকে জীবিত রয়েছেন তাই নয়; বরং তাঁর মোজেযা সমূহও অব্যাহত রয়েছে।[১৯৮]

১৯৮। খায়রুল মাওয়ানেহ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা ৩২৬
হুজ্জাতুল্লাহে আলাল আলামীন, পৃষ্ঠা ২৬-২৭
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসাতুন্নবী, পৃঃ২৬৪

PDF BY (MASUM BILLAH SNNY)
SUNNIPEDIA.BLOGSPOT.COM

২১৫। এই ছুরিটি নিয়ে যাও এবং তাকে জবাই করো

মোহাম্মদ ইবনে সাম্মাক (রঃ) বর্ণনা করেন যে, তাঁর একজন প্রতিবেশী ছিল যে হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (লাঃ)-কে মন্দ বলতো। একদিন তার সঙ্গে আমার ঝগড়া হলো। এমনকি মারপিট পর্যন্ত হলো। আমি অত্যন্ত রাগন্বিত অবস্থায় বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করলাম। রাত্রে স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দাদীর লাভ করলাম এবং এই ঘটনার উল্লেখ করলাম; তখন তিনি এরশাদ করলেন; এই ছুরিটি নিয়ে যাও এবং তাকে জবাই করো। আমি তাই করলাম, জাগ্রত হয়ে শুনি তার বাড়ী থেকে চিৎকার শোনা যাচ্ছে। আমি গিয়ে দেখলাম সে বাড়ীতে গোসলখানার পার্শ্বে মৃত অবস্থায় পড়ে আছে।[১৯৯]

২১৬। কেউ তাকে বাড়ী থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে

একজন অত্যন্ত নেককার ব্যক্তি হজ্জে রওয়ানা হলেন। তাঁর বাড়তি মালপত্র বাগদাদের এক ব্যক্তির নিকট রেখে যান। সে লোকটি বললো, আপনি যখন মদীনা শরীফে পৌছবেন তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমার সালাম দেবেন এবং বলবেন; আপনার পাশে যে দু জন রয়েছেন তারা যদি না হত তা হলে আমি প্রতি বছর আপনার জেয়ারতে হাজির হতাম। মদীনা মোনাওয়ারায় পৌছার পর তিনি স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাক্ষাত লাভ করলো। তাঁর সঙ্গে ছিলেন হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)। এই স্বপ্নের বিবরণ দিয়ে বলেন, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঐ ব্যক্তি তোমাকে কি বলেছিল বলো, আমি যখন তার কথা আরজ করলাম তখন তিনি হযরত আলীকে আদেশ করলেনঃ এই ব্যক্তিকে আমার নিকট উপস্থিত করো। সঙ্গে সঙ্গে তাকে উপস্থিত করানো হলো। তখন তিনি তার জন্যে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হলো। তার রক্তের কয়েক ফোটা আমার পোষাকেও পড়লো। আমি জাগ্রত হয়ে দেখি যে, এখনও আমার পোষাকে সেই রক্তের ফোটাগুলো

[১৯৯] । খায়রুল মাওয়ানেছ, খন্ড-২. পৃষ্ঠা ২৬৫
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী . পৃষ্ঠা ২৬৫

রয়েছে। অতঃপর আমি মদীনা শরীফ থেকে বাগদাদে ফিরে আসলাম। দেখলাম সে ব্যক্তির ছেলে আছে, সে নেই। তার পিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো সে বললো, কেউ তাকে বাড়ী থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে, এরপর আর আমরা তার খবর জানিনা। তখন আমি আমার স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলাম, সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করে সে ক্রন্দন করতে লাগলো এবং হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-কে গালি দেয়া থেকে তওবা করলো এবং আমার মালপত্র ফেরত দিল।[২০০]

২১৭। দরবারে এই প্রশ্ন উত্থাপন করি

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রঃ) দিল্লীর দশজন বাদশাহকে ক্ষমতা পরিচালনা করতে দেখেছেন। তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, রোমক সাম্রাজ্য এবং পারশ্য সাম্রাজ্যের মধ্যে যে সব মন্দ চরিত্রের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল তা মোঘল সম্রাজ্যেও দেখা দিয়েছ। আল্লাহ পাকের মর্জি হয়তো এই যে, ক্ষমতা পরিচালনার এ ধারা শেষ হয়ে যাক।

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রাঃ)-এর একান্ত আকাংক্ষা ছিল যে, অযোগ্য ব্যক্তিদের হাত থেকে ক্ষমতা জনসাধারণের নিকট পৌছে যাক। তাঁর এ আকাংক্ষার বাস্তাবায়নের জন্যে তাঁর সুযোগ্য সন্তান শাহ আবদুল আজিজ (রঃ) জেহাদে অংশগ্রহণ করেন। এভাবে তাঁরা উপমহাদেশের মানুষের কল্যাণের জন্যে জীবন উৎসর্গ করেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রঃ) দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের কল্যাণের জন্যে চারটি বুনিয়াদের উল্লেখ করেছেনঃ

(১) পবিত্রতা অর্জন, (২) আল্লাহর ভয় ও তাঁর নিকট মিনতি জ্ঞাপন, (৩) আত্মানিয়ন্ত্রণ, (৪) সুবিচার প্রতিষ্ঠাকরণ।

পবিত্র কোরআন যখন নাজিল হয় তখনকার দুনিয়ার অবস্থা ছিল এই যে, রোমক সাম্রাজ্য এবং পারশ্য সাম্রাজ্য বিশ্বের এক বিরাট অংশের জনগণকে অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন রেখেছিল। পবিত্র কোরআন নাজিল হওয়ার পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর অনুসরণ করার পর বিশ্ববাসী সেই বিপদ থেকে উদ্ধার পায়।

[২০০] ১। খায়রুল মাওয়ানেছ, খন্ড- পৃষ্ঠা ৩২৭
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ২৬৬

পবিত্র কোরআন এমনি একটি সংবিধান পেশ করে, যাতে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (রঃ) লিখেছেন যে, আমি হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর দরবারে এই প্রশ্ন উথাপন করি যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ) কি কারণে হযরত আলী (রাঃ) থেকে উত্তম? অথচ হযরত আলী (রাঃ) এ উম্মতের প্রথম সুফী, প্রথম মাযজুব এবং প্রথম আরেফ।

তখন তাঁকে বলা হয় হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর দরবারে ফজিলত ও মর্তবার ভিত্তি হলো নবুওয়্যত বিষয়ক ইলম বা জ্ঞানের প্রচার। মানুষকে দ্বীন ইসলামের অনুগত করা এমনি বিষয় যা নবুওয়্যতের সাথে সম্পর্কীত। আর এই ফজিলতের প্রকৃত রূপ হলো বেলায়েত। আল্লাহর দানের যে কেন্দ্র তা হলো প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর পবিত্র সত্তা, তাঁর ফয়েজ ও নূর। হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) বংশের দিক থেকে এই তাঁর জন্মগত চরিত্র-মাধুর্যের দিক থেকে হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ) থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর অধিক নিকটে ছিলেন এবং ফয়েজ ও বরকত আহরণে এবং মারেফাত অর্জনে অধিকতর শক্তিশালী ছিলেন। কিন্তু এতসত্ত্বেও প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের দু'জনের দিকে বেশী আকৃষ্ট ছিলেন।[২০১]

২১৮। আহমদ শাহ দূররানী নিদ্রিত ছিলেন

একরাত্রে আহমদ শাহ দূররানী নিদ্রিত ছিলেন। গভীর রাত্রে জাগ্রত হয়ে তিনি বাইরে আসলেন। কোন লোককে এ সম্পর্কে খবর দিলেন না। তিনশত অশ্বরোহী যারা তাঁর বিশেষ পাহারাদার ছিলেন, তাদেরকে নিয়ে হিন্দুস্তানের দিকে রওয়ানা হলেন। রওয়ানা হবার সময় পাহারাদারদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, শাহ ওলী খানকে বলবে, আমি জেহাদের উদ্দেশ্যে হিন্দুস্থান যাচ্ছি। তোমরা সৈন্য নিয়ে সকলে আমার নিকট হাযির হবে। উজীর একথা শ্রবণ করে আশ্চর্যন্বিত হলেন, তিনি মনে মনে ভাবলেন হয়তো বাদশাহ স্বপ্নে দেখেছেন, তাই কোন প্রস্তুতি ছাড়া এভাবে রওয়ানা হয়ে গেলেন। উজীর

[২০১] ১। মূলঃ ফযুযুল হারামাইন, কৃত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রঃ),
মোশাহেদাত ও মা'আরেফ, পৃষ্ঠা ৪৪
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসাতুন্নবী, পৃষ্ঠা ২৭২

অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন। তাই তিনি সৈন্য নিয়ে রওনা হলেন। আহমদ শাহ দুররাণী যখন লাহোরের নিকট পৌছলেন তখন তাঁর নিকট দশ/বার জন অশ্বারোহী ব্যতীত আর কেউ ছিলেন না। বাদশাহ যখন রাবী নদী অতিক্রম করলেন তখন একজন মুসলমানের সঙ্গে দেখা হলো। শাহ জিজ্ঞাসা করলেন, শিখেরা এখন কোথায় আছে? তিনি বললেন, পাঞ্জাবের সমস্ত শিখ (সত্তর হাজার) জাণ্ডালা দুর্গে একত্রিত হয়েছে। তারা দুর্গকে ঘেরাও করে রেখেছেন। এবং আজান দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে। মুসলমানগণ অত্যন্ত কষ্টে আছেন। বাদশাহ এ খবর শোনা মাত্র জাণ্ডালার দিকে রওনা হলেন। যখন শিখেরা খবর পেলো যে, শাহ দুররাণী এসে গেছেন, তখন শিখেরা দুর্গ ছেড়ে পলায়ন করলো। শাহ দুররাণী দুর্গের নিকট এসে অবস্থান করলেন। সকাল পর্যন্ত প্রায় ছয় হাজার মুসলিম সৈন্য একত্রিত হলো। উজির শাহ ওলী খান আহমদ শাহকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, এভাবে অপ্রস্তুত অবস্থায় এখানে আসার কারণ কি? বাদশাহ বললেন, প্রায় অর্ধেক রাতে আমি স্বপ্নে হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রঃ)-এর সাক্ষাত লাভ করি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আমি তোমাকে নির্বাচন করেছি। তুমি শীঘ্র হঠো এবং পাঞ্জাব রওয়ানা হয়ে যাও। শিখেরা জাণ্ডালার মুসলমানদেরকে অত্যন্ত অসহায় করে ফেলেছে"। এজন্যে আমি বিলম্ব করা পছন্দ করিনি। তাঁর হুকুম পালনার্থে সৈন্য-সামন্ত ব্যতীতই রওনা হয়েছি এবং তোমার জন্যে পয়গাম রেখে এসেছি। অতঃপর শাহ খবর পেলেন যে, শিখেরা কোপ নামক স্থানে একত্রিত হয়েছে। সেখানে মুসলমানদের কষ্ট দিচ্ছে। আহমদ শাহ সঙ্গে সঙ্গে তাদের সাহায্যের জন্যে রওনা হলেন। শিখদের সৈন্য ছিলো আশি হাজার কিন্তু আহমদ শাহের মোকাবেলা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ত্রিশ হাজার শিখ সেখানে নিহত হয়। শিখদেরকে সমুচিত শাস্তি দেয়ার পর কয়েকদিন তিনি সেখানে অস্থান করলেন এবং পরে কান্দাহার প্রত্যাবর্তন করলেন।

২১৯। আমার পরে এ রাজত্ব তুমি পাবে

নাদের শাহ আহমদ খানের উপর অত্যন্ত বেশী সন্তুষ্ট ছিল। সে বলতো, আমি ইরান, তুরান, হিন্দুস্তানে আহমদ খানের ন্যায় উন্নত চরিত্রের অধিকারী আর কোন লোক দেখিনি। কখনও বলতো, আহমদ খান মনে রেখো, আমার পরে এ রাজত্ব তুমি পাবে। নাদের শাহের হত্যার তিন বছর পূর্বে সাবের শাহ নামক এক দরবেশ (যাঁর মাজার লাহোরে শাহী মসজিদের নিকটে আছে) নাদের শাহের সৈন্য বাহিনীতে আগমন করেন। তাঁর অবস্থা ছিল এই, তিনি

ছোট ছোট কাষ্ঠ খন্ডের উপর ছোট ছোট তাঁবু তৈরী করতেন, আর ঐ তাঁবুর সম্মুখে মাটির দ্বারা ঘোড়া তৈরী করে বেঁধে রাখতেন এং আহমদ খানকে বলতেন, আমি এইসব তোমার বাদশাহীর বন্দোবস্ত করছি। আহমদ খান তখন এই দরবেশের অনেক খেদমত করতেন। নাদের শাহের হত্যার পর আহমদ খান যখন কান্দাহার রওয়ানা হলেন, তখন দরবেশকেও সঙ্গে নিয়ে গেলেন। পরে দরবেশ আহমদ খানকে বললো, হে আহমদ শাহ! তুমি এখন বাদশাহ হয়ে যাও। আহমদ শাহ বললো, হযরত আমার নিকট বাদশাহাতের আবসাব পত্র কোথায়? তখন তিনি মাটির একটি ঘর তৈরী করলেন এবং আহমদ শাহের হাত ধরে নিয়ে তাতে বসিয়ে দিলেন এবং বললেন, এটিই তোমার সিংহাসন। আর কয়েকটি সবুজ ঘাস তাঁর মাথায় রেখে বললেন, এটিই তোমার মুকুট। আর তুমি হলে দোররাণী, বাদশাহ ঐদিন থেকেই আহমদ শাহ আবদালীর স্থলে "দোররাণী" খেতাব গ্রহণ করলেন এবং নিজের নাম রাখালেন আহমদ শাহ দোররাণী এবং সবুজ ঘাসকে নিজের নিদর্শন হিসাবে ঘোষনা করলেন। আহমদ শাহ দোররাণী হিন্দুস্তানের উপর ছয়বার হামলা করেছেন এবং মারাঠা, রাজপূত এবং শিখদের জুলুম থেকে মুসলমানদেরকে নাজাত দিয়েছেন। বাদশাহ ২৩ বছর ২মাস আরো কয়েকটি রাজত্ব করে ২৩শে অক্টোবর ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। কান্দাহারে তাঁকে দাফন করা হয়।[২০২]

২২০। ভাগ্নীর ঘরে আল্লাহর একজন ওলী পয়দা হবে

হযরত আবদুল আজীজ দাব্বাগ (রঃ) বর্ণনা করেন, তাঁর মাতা ফারেহা বলতেনঃ তাঁর মামা আল আরবী আল ফাশ্‌শালী তাঁকে বলেছেন যে, তিনি স্বপ্নে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাক্ষাত লাভে ধন্য হয়েছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেছেন যে, তোমার ভাগ্নীর ঘরে আল্লাহর একজন ওলী পয়দা হবে। তখন তিনি আরজ করেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সেই ওলীর পিতাকে হবেন? তিনি এরশাদ করলেন, মাসউদ দাব্বাগ। এ কারণেই আল আরবী আল ফাশ্‌শালী

[২০২] ১। সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ২৭৫-৭৭
ওয়াকেয়াতে দুররানী, পৃষ্ঠা ৫১-৫৫

আমার পিতা মাসউদ (রঃ)-কে আত্মীয়তার জন্যে পছন্দ করেছিলেন। আমার পিতা তাঁর অন্যতম শাগরেদ ছিলেন, আল আরবী আল্ ফাশ্‌শালী যেমন আল্লাহর ওলী ছিলেন, তেমনি ছিলেন বড় আলেম, ক্বারী এবং শিক্ষক। তিনি দ্বীনি ইলিম শিক্ষা দিতেন। সৈয়দ আব্দুল আজীজ দাব্বাগ (রঃ) উম্মী ছিলেন কিন্তু বতেনী ইলিমের ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান ছিলো অনেক উচ্চ। তাঁর জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে ধারণা করতে হলে "আবরেজ" পাঠ করা উচিত।[২০৩]

২২১। কফির পাঁচটি দানা প্রদান করেছেন

হযরত মাওলানা শাহ্ ফখরুদ্দীন (রঃ) ১১১২ হিজরী মোতাবেরক ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের আওরঙ্গাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত শাহ কলিমউল্লাহ যাঁহাবাদী (রঃ) তাঁর এই নাম রাখেন। যখন তার বয়স সাত বছর তখন একদিন তার পিতা হযরত শাহ নেজামুদ্দীন ওলী (রঃ) বিশ্রাম করছিলেন এবং তিনি পিতার পায়ের কাছে বসে খেদমত করছিলেন, এমন সময় তিনি নিদ্রিত হলেন, পিতার হাটুর উপর রেখে দিয়েছিলেন তাঁর মাতা তখন স্বপ্নে দেখলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেছেন এবং তিনি মাওলানা ফখরুদ্দীনকে কফির পাঁচটি দানা প্রদান করেছেন। জাগ্রত হয়ে দেখলেন, দানাগুলো তাঁর হাতেই রয়েছে, তাঁর সম্মানিত পিতা এ বিষয়ে স্বপ্নেই অবগত হলেন, জাগ্রত হয়ে তিনি তাঁর হাত ধরে বললেন, আমার প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র, দানাগুলো তুমি একা যেয়োনা, আমাকেও তার অংশ দিয়ো। তিনি পিতার নিকট সমস্ত দানাগুলো দিয়ে দিলেন। পরে উভয়ে দানাগুলো খেয়ে ফেললেন। পিতার এন্তেকালের পর ষোল/সতের বছর বয়সে তিনি আওরঙ্গাবাদ থেকে দিল্লী আগমন করলেন। কিছুদিন পর আল্লাহ পাক তাঁকে এমন খ্যাতি দান করলেন যে, দিল্লীর সমস্ত আমীর ওমরাহ এমনকি বাদশাহ পর্যন্ত তাঁর মুরীদ হন। ৭৩ বছর বয়সে ২৭ জামাদিউস্‌সানী ১১৯৯ হিজরী মোতাবেক ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং হযরত কুতুব শাহ (রঃ)-এর মাজারের নিকট তাঁকে দাফন করা হয়।

[২০৩] ২। তোহফাতুল আবরার, পৃষ্ঠা ১১১
হাফতাদে আউলিয়া, পৃষ্ঠা ৩৯৬
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ২৭৫-৭৭

২২২। অমুক অমুক ব্যক্তিকে খানকাহ থেকে বহিস্কার করা হোক

হযরত শাহ গোলাম আলী (রঃ)-এর এন্তেকালের পর হযরত শাহ আবু সাঈদ মুজাদ্দেদী (রঃ) খানকায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। একবার খানকার লোকদের মধ্যে ঝগড়া হলো। একজন মুরীদ স্বপ্নে দেখলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর দরবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং খানকায়ে মুজাদ্দেদীয়ার ঝগড়ার বিষয়টি তাঁর সম্মুখে পেশ করা হয়েছে। তিনি আদেশ দিলেন যে, অমুক অমুক ব্যক্তিকে খানকাহ থেকে বহিস্কার করা হোক। যে মুরীদ স্বপ্নে দেখলেন তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হলেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি বহিস্কৃত লোকদের নামের সঙ্গে তার নামও উল্লেখ করেন তবে কি হবে, এই ভয়ের কারণে ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাহাজ্জুদের নামাজের জন্যে সে মুরীদই হযরত আবু সাঈদ (রঃ)-এর অযূর পানি এগিয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি মুরীদের দিকে দৃষ্টিপাত করে মুচকী হেসে বললেনঃ তুমি ভয় করছো কেন? তোমার নামতো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লেখ করেননি। সকালে হযরত আবু সাঈদ (রঃ) সে সব লোকদেরকে খানকাহ থেকে বহিস্কার করে দিলেন, যাদের নামোল্লেখ করেছেন স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

হযরত আবু সাঈদ (রঃ)-এর জন্ম হয়েছিল ১১৯৬ হিজরীতে। আর ইন্তেকাল হয়েছে ১২৫০ হিজরীতে, দিন ছিল শনিবার আর তা ছিল ঈদের দিন। টোঁক নামক স্থানে তাঁর ইন্তেকাল হয়। দিল্লীতে এনে তাঁর পীর ও মোর্শেদের পার্শ্বে তাঁকে দাফন করা হয়।[২০৪]

২২৩। মুখে তিনটি খেজুর দিয়ে দেন

একবার স্বপ্নে হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৈয়দ আহমদ (রঃ)-এর মুখে তিনটি খেজুর দিয়ে দেন এবং অত্যন্ত আদর স্নেহ, মায়া মমতা দিয়ে তাঁকে আহার করান। যখন তিনি জাগ্রত হন তখন খেজুরের মিষ্টি তাঁর মুখে ছিল এবং জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রে তার শুভ-পরিণতি পরিলক্ষিত হয়। এর কিছুদিন পর সৈয়দ সাহেব (রঃ) হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে স্বপ্নে দেখলেন। তিনি দেখলেন হযরত

[২০৪] ১। সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ২৮৫

আলী (রাঃ) তাঁকে স্বহস্তে এভাবে গোসল করাচ্ছেন যেমন পিতা নিজের পুত্রকে গোসল করিয়ে দেয়। আর হযরত ফাতেমা (রাঃ) তাঁকে অতি মূল্যবান পোষাক পরিধান করে দেন। এরপরই তাঁর মাধ্যমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মহান আদর্শের বরকত সমূহ প্রকাশ পেতে থাকে।[২০৫]

২২৪। আমার সঙ্গে নামাজে শরীক হও

হযরত শাহ মোহাম্মদ কাজেম কলন্দর ওলবী কাকুরবী (রঃ) হযরত শাহ বাসেত আলী বালক তখন একদিন তাঁর জুমআর নামাজ আদায়ের সুযোগ হয়নি। এজন্যে তাঁর বড় কষ্ট হয়েছে। এ কষ্ট নিয়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। স্বপ্নে দেখেন হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মজলিস অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং নামাজের প্রস্তুতি চলছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি নামাজ আদায় করেছ? তিনি আরজ করলেন, জ্বি-না। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ তা হলে আমার সঙ্গে নামাজে শরীক হও। তিনি পেছনের কাতারে দন্ডায়মান হতে চাইলেন। কিন্তু হযরত আলী (রাঃ) তাঁকে টেনে এনে নিজের পার্শ্বে দাড় করিয়ে দিলেন।[২০৬]

২২৫। আর ইমারত অত্যন্ত বরকতময় হবে

নওয়াব আসাব-উদ-দৌলা যখন শাহ মোহাম্মদ কাজেম (রঃ)-এর ভক্ত হলেন তখন তিনি শাহ সাহেবের জন্যে একটি খানকাহ নির্মাণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু শাহ সাহেব তা মঞ্জুর করলেন না। তিনি বললেন, একটি ছোট কক্ষই যথেষ্ট। অবশেষে নওয়াব আসাব-উদ-দৌলা একটি ইমারত তৈরী করলেন। তাতে কূপের ব্যবস্থা করলেন। তখন থেকে তিনি নিয়মিত সেখানেই অবস্থান করতেন এবং অনেক লোক তাঁর ভক্ত হলো। ঐ সময় তাঁর পুত্র হযরত শাহ তোরাব আলী কলন্দর স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাক্ষাত লাভ করলেন। দেখলেন, তিনি শ্রমিকদের সঙ্গে মাথা

[২০৫] ১। সীরাতে মুস্তাকিম, কৃত হযরত ইসমাঈল শহীদ (রঃ), পৃষ্ঠা ১৬৪
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ২৮৪
[২০৬] ১। নাফহাতুল আম্বরিয়া, পৃষ্ঠা ৩৩৫ সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ২৮৪

মোবারককে মাটির টুকরী রেখে নির্মানাধিন ইমারতের দিকে গমন করছেন। যখন তাঁর পিতার নিকট এই স্বপ্ন বর্ণনা করলেন তখন তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, এটি অত্যন্ত মোবারক স্বপ্ন। আর ইমারত অত্যন্ত বরকতময় হবে।[২০৭]

২২৬। স্বীয় টুপি মোবারক আশেকুল্লাহর মাথায়

হযরত শাহ আসেকুল্লাহ কলন্দর (রঃ) একদিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জেয়ারতে ধন্য হন। তিনি স্বীয় টুপি মোবারক আশেকুল্লাহর মাথায় স্থাপন করে বললেনঃ আমি তোমাকে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের বিপদ থেকে নাজাত দিয়েছি। আর তাঁর নাম রাখলেন মোনিম শাহ। তিনিই ছিলেন শাহ মোহাম্মদ কাজেম (রঃ)-এর মুরীদ এবং খলীফা। তাঁর আসল নাম ছিল মুশকিল খান। তিনি কানপুর জেলার আকবরপুর নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন।[২০৮]

২২৭। হামিদুদ্দিনের নিকট জিজ্ঞাসা কর

হযরত শাহ মোহাম্মদ কলন্দরী (রঃ) বিখ্যাত বুজুর্গদের অর্ন্তভুক্ত ছিলেন। তিনি বয়সে মোল্লা হামিদুদ্দিনের ছোট ছিলেন। কিন্তু কঠোর সাধনা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে ইলিম এবং আমলে পরম উন্নতি লাভ করেন এবং সে যুগের বড় আলেমদের মধ্যে পরিগণিত হন। একবার শাহ কাজেম (রঃ) স্বপ্নে হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাক্ষাত লাভে ধন্য হন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, এ আয়াত- انك لعلى خلق عظيم

আপনার শানে নাযিল হয়েছে। আমাকে এ আয়াতের ব্যাখ্যা শিখিয়ে দিন। এর জবাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, তুমি মৌলবী হামিদুদ্দিনের নিকট জিজ্ঞাসা কর, অথবা শিখ। শাহ কাজেম সঙ্গে সঙ্গে মৌলবী হামিদুদ্দিনের নিকট গমন করলেন এবং বললেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর দরবার থেকে আদেশ পেয়ে আপনার নিকট এসেছি যেন আপনার নিকট ইলমে আখলাক শিখতে পারি। তখন তিনি

[২০৭] ১। নাফহাতুল আম্বরিয়া মিন আনফাসিল কলন্দরিয়া পৃষ্ঠা ২৪৩
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ২৮৯
[২০৮] ১। আনফাসুল কলন্দরিয়া, পৃষ্ঠা ৩৮৬
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ২৯০

এই উদ্দেশ্যে একটি পুস্তিকা রচনা করেন, তার নামকরণ করেন আখলাকে হামিদী।[২০৯]

২২৮। আখলাকে হামিদী"

বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাক্ষাত লাভে ধন্য হয়েছেন এবং তাঁকে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমাকে দেখতে চায় সে যেন হামিদুদ্দিনকে দেখে, অর্থাৎ হযরত মোল্লা হামিদুদ্দিন মোহদ্দেস কাকুরবি (রঃ)। তিনি অত্যন্ত বড় আলেম ছিলেন। খেলা-ধূলাকে তিনি ঘৃণা করতেন। তাঁর রচিত পুস্তিকা "আখলাকে হামিদী" অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ অথচ সংক্ষিপ্ত এবং সমাজের জন্যে বিশেষভাবে উপকারী হয়েছিল। তিনি অত্যন্ত পরহেজগার ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর মধুর ব্যবহার ছিল অতুলনীয়। তখন বাহাদুর মৌলবী মসিউদ্দিন তাঁর "সফরনামা এ লন্ডন" নামক গ্রন্থে লিখেছিলেন, তিনি ভ্রমণকালে নামাজের পর অজীফা পাঠ করছিলেন, এমন সময় এক অশ্বারোহী ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসলেন। লোকটির হাতে ছিল একটি বর্শা। সে অশ্ব থেকে অবতরণ করে বর্শাটিকে মাটিতে স্থাপন করে তাঁর সাথে কথা বলতে লাগলেন। সে লোকটির ধারণা মোতাবেক বর্ণাটিকে সে মাটিতেই স্থাপন করেছে। অথচ সে অন্ধকারে বর্শাটি তাঁর পায়ের উপরই স্থাপন করেছে এবং তার পা-কে ক্ষত বিক্ষত করেছে। সে তাঁর সাথে প্রায় দু' ঘন্টা কথা বলেছে। তিনি এত কষ্ট সত্বেও কিছুই বলেননি; বরং বর্া উটিয়ে তার নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। তিনি এ ব্যক্তি লজ্জিত হবে আশংকা করে তাকে কিছুই বলেননি। সে চলে যাওয়ার পর তিনি যখম ধৌত করলেন এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন।[২১০]

২২৯। শরীয়তের খেয়াল রাখা উচিত

হযরত শাহ ফতেহ কলন্দর জৌনপুরী (রঃ) আধ্যাত্মিক অবস্থান প্রভাবের কারণে কয়েকদিন নামাজ আদায় করতে পারেননি। ঐ সময় তিনি স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর জেয়রত লাভ করেন। তিনি এরশাদ করেন, আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রভাব যত বেশীই থাকুক না কেন শরীয়তের খেয়াল রাখা উচিত। সেদিন থেকে নামাজের পাবন্দি হয়েছে অত্যন্ত

[২০৯] সীরাতুন্নবী বা'দআজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ২৮৮
[২১০] ১। সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ২৮৮-৮৯
নাফহাতুল আম্বরিয়া মিন আনফাসিল কলন্দরিয়া পৃষ্ঠা ২৩৪

বেশী। এমনকি মৃত্যু-পর্যন্ত এতে কোন পার্থক্য হয়নি। পাশেই তৈয়ম্মুমের জন্যে মাটি রাখা থাকতো এবং তিনি তৈয়ম্মুম করে নামাজ আদায় করতেন।[২১১]

২৩০। হিজরত করে মক্কা শরীফ গমন করলেন

হযরত মাওলানা শাহ মোহাম্মদ ইসহাক মোহাদ্দিসে দেহলভী (রঃ) স্বপ্নে দেখলেন যে, একটি রাস্তার উপরে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর লাশ বিনা কাফনে পড়ে আছে। মানুষ তাঁকে স্পর্শ করে এগিয়ে যাচ্ছে (নাউজবিল্লাহে মিন জালিক)। শাহ সাহেব তাঁকে এই স্বপ্নের তা'বীরে বললেন, এ দেশে শরীয়তের বিধান অমান্য করা হবে। এজন্যে তিনি হিন্দুস্তান থেকে হিজরত করে মক্কা শরীফ গমন করলেন। এই স্বপ্নে ইসলামকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর আকৃতিতে দেখানো হয়েছে।[২১২]

শাহ মোহাম্মদ ইসহাকের পিতা ছিলেন মোহাম্মদ আবদুল ফারুকী। শাহ মোহাম্মদ ইসহাক (রঃ) শাহ আবদুল আজীজ মোহাদ্দিসে দেহলভী (রঃ)-এর নাতি এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত ছিলেন ১২৫৮ হিজরীতে দিল্লী থেকে মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় গমন করেন এবং জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো সেখানেই অতিবাহিত করেন। ১২৬২ হিরজীতে ৭০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। জান্নাতুল মুআল্লায় উম্মুল মোমেনীন হযরত খাদীজাতুল কোবরা (রাঃ)-এর মাজারের নিকট তাঁকে দাফন করা হয়।

২৩১। এই ফকীর হিন্দুস্তানের ওলী ছিলেন

হযরত শাহ মোহাম্মদ আমীন কলন্দর (রঃ) হযরত সৈয়দ শাহ ফাতেহ কলন্দর (রঃ)-এর মুরীদ এবং খলীফা ছিলেন। বিভিন্ন দেশ সফর করে বাগদাদ শরীফ হয়ে মদীনায়ে তৈয়্যেবায় পৌছেন। সেখানে ইন্তেকাল করেন। লোকেরা তাঁর সম্পর্কে কিছুই জানতনা। তাই একটি বিরাণ স্থানে দাফন করেছিলো। ঐদিনই মদীনা শরীফের একজন বুজুর্গ হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখেন এবং তিনি সেই বুজুর্গকে সম্বোধন করে এরশাদ করেন, এই ফকীর হিন্দুস্তানের ওলী ছিলেন। তাঁকে সেখানে কেন দাফন করা হয়েছে? তখন লোকেরা সেখান থেকে তাঁর লাশ উঠিয়ে জান্নাতুল বাকীতে দাফন কলেন।[২১৩]

---

[২১১] ১। সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ২৯০

[২১২] ১। সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ২৯০

[২১৩] নাফহাতুল আম্বরিয়া মিন আনফাসিল কলন্দরিয়া পৃষ্ঠা ২৬৫

২৩২। তোমার দুশমন সতেরো মাসে ডুবে যাবে

হযরত শাহ ফতেহ কলন্দর জৈনপুরী যখন জৈনপুর থেকে চলে গেলেন এবং আজমগড়ে কলন্দরপুর আবাদ করলেন, তখন সেখানের রাজা বাবু আজমত খান শিকার করতে আসল। তিনিও তাঁর মুরীদদের নিয়ে শিকার করতে গেলেন। তাঁর ভাগিনার নিকট একটি উত্তম কুকুর ছিল, যখন অন্য কুকুর শিকার ধরতে সক্ষম হতো না তখন সে শিকারের উপর হামলা করতো এবং জীবিত অবস্থায় শিকার ধরে নিয়ে আসত। বাবু আজমত খান এই কুকুরটিকে অত্যন্ত পছন্দ করলো এবং বললো, কুকুরটি আমাকে দিয়ে দিন। কিন্তু শাহ ফতেহ কলন্দর বললেন, কুকুরটি আমার ভাগিনার। যদি আমি এটি তোমাকে দিয়ে দেই তবে সে অসন্তুষ্ট হবে। আর তার অসন্তুষ্টি আমার অপছন্দনীয়। এ কথার কারণে বাবু আজমত খান তাঁর প্রতি রাগন্বিত হলো এবং তাঁকে কষ্ট দেয়ার চেষ্ট করলো। তখন তিনি কলন্দরপুর চলে গেলেন এবং যাবার সময় বলে গেলেন, এই জালেম যখন পানিতে ডুবে মারা যাবে তখন আসব। কয়েকদিন পর তিনি হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর দীদার লাভ করলেন। তিনি এরশাদ করেন, তোমার দুশমন সতেরো মাসে ডুবে যাবে। এ স্বপ্নের তা'বীর প্রকাশ পেলো সতেরো মাসে। এ ঘটনার সতেরো মাসের সময় হিম্মত খান বাহাদুর এলাহাবাদ থেকে আজমগড় দখল করার জন্যে আসলেন এবং বাবু আজমত খান মোকাবেলা করতে অপারগ হয়ে পালায়ন করলো। সে নৌকায় আরোহণ করে কোথাও রওয়ানা হলো। পথে নৌকা ডুবল এবং তার সলিল সমাধি হলো। বস্তুতঃ যারা আল্লাহর ওলীদের মোকাবেলায় আসে তাদের পরিণাম এমনই হয়।[২১৪]

---

[২১৪] ১। আনফাসুল কলন্দরিয়া, পৃষ্ঠা ২৩০
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ২৬১-৬২

২৩৩। প্রতিদিন স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাক্ষাত লাভ করতেন

হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রঃ) বর্ণনা করেন যে, তাঁর ওস্তাদ হযরত কলন্দর সাহেব (রঃ) জালালাবাদে থাকলেন। তিনি "সাহেবে হুযূরী" ছিলেন। অর্থাৎ তিনি প্রতিদিন স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাক্ষাত লাভ করতেন। যদিও কোন কোন এমন ভাগ্যবান লোকও ছিলেন যারা জাগ্রত অবস্থায়ই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাক্ষাত লাভ করতেন। তবে স্বপ্নে সাক্ষাত কারীদের সংখ্যা ছিল অধিক।

২৩৪। সাক্ষাত বন্ধ হয়ে যায়

হযরত মাওলানা কলন্দর (রঃ) যখন মদীনা শরীফ গমন করছিলেন, তখন তাঁর মাল-পত্রের বাহক একজন যুবক ছিল। কোন ভুল-ত্রুটির কারণে সেই যুবককে তিনি একটি চড় মারেন। আর সেদিন থেকেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাক্ষাত বন্ধ হয়ে যায়। তিনি এজন্যে অত্যন্ত চিন্তিত এবং ব্যথিত হন। এ ব্যথা সে ব্যক্তিই উপলব্ধি করতে পারে, যে কিছু পেয়ে হারিয়েছে। যে কিছু পায়নি এবং যে হারায়নি সে এই ব্যথার কি বুঝবে। যহোক, তিনি এ ব্যথা নিয়েই মদীনায়ে তৈয়্যেবায় হাযির হলেন। মদীনা শরীফের বুজুর্গদের সঙ্গে এ বিষয় পরামর্শ করলেন এবং তাঁদের সাহায্য কামনা করলেন। কিন্তু তাঁরা বললেন, এই বিষয়টি আমাদের সাধ্যের বাইরে। তবে একজন মহিলা মজজুব আছেন, তিনি মাঝে মধ্যে রওজায়ে পাকে জেয়ারতে আসেন এবং তোমার ব্যাপারে মনোনিবেশ করেন, তবে ইনশাআল্লাহ পুনরায় তুমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাক্ষাত লাভে ধন্য হবে। কিছুদিন পর সেই মজজুব মহিলা রওজায়ে পাকে হাযির হলেন। হযরত মাওলানা কলন্দর (রঃ) তাঁর নিকট নিজের বিনীত আরজী পেশ করলেন, তখন তিনি ভাবাবেগে রওজায়ে পাকের দিকে ইশারা করে বললেন, "শুফ" অর্থাৎ দেখ, তখন তিনি রওজায়ে পাকের দিকে দৃষ্টিপাত করে জাগ্রত অবস্থায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাক্ষাত লাভ করলেন। এরপর প্রতি রাত্রে সাক্ষাত লাভ করলেন। এরপর প্রতি রাত্রে সাক্ষাত লাভের ধারা অব্যাহত হলো।

যদিও চড় মারার পর মাওলানা কলন্দর সাহেব (রঃ) তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থী হয়েছিলেন। সে মাফও করে দিয়েছিল। কিন্তু এর পরিণাম হলো কষ্টদায়ক, অনুসন্ধানে জানা গেল, ঐ ছেলেটি ছিল সৈয়দ বংশীয়। [২১৫]

[২১৫] ১। সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ২৯২-৯৩

২৩৫। তাঁকে দুটি রুটি দিয়েছেন

মাওলানা মাজদুদ্দীন, যিনি শাহ মোহাম্মদ মাসুম হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি বহুদিন ধরে তাঁর জীবিকা নির্বাহের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা এবং অল্পে তুষ্টির উপর আমল করছিলেন। কোন সময়ই তাঁর সংকল্পের দৃঢ়তার এতটুকু লাঘব হয়নি। একরাত্রে স্বপ্নে দেখলেন যে, হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে দুটি রুটি দিয়েছেন। জাগ্রত হয়ে এই স্বপ্নের তা'বীরের অপেক্ষা করলেন। কয়েকদি পরই নেজামুল মুলক আসেফ জামানী তাঁকে দু'টি গ্রামের জায়গীরদান করলেন। তখন তিনি বললেন, এটিই হলো তা'বীর সেই স্বপ্নের যে স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দু'টি রুটি দান করেছেন।[২১৬]

২৩৬। এক বছর পর একজন মজজুব ব্যক্তি

মখদুম আহমদ (রঃ) সিন্দুর বিখ্যাত সুফী দরবেশ ছিলেন। হায়দারাবাদের (সিন্দু) হালাকান্দী নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। শরীয়ত এবং সুন্নতের অনুকরণে বিশেষ সাধনা করতেন। তাঁর ওস্তাদ মাওলানা আবদুল রশীদ তাঁকে বলেছিলেন যে, এক বছর পর তোমার নিকট এক ব্যক্তি আসবে, তাঁর কারণে তোমাকে অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হতে, কিন্তু ইনশাআল্লাহ পরিনাম খুবই ভালো হবে। ঠিক এক বছর পর একজন মজজুব ব্যক্তি তাঁর নিকট আসল এবং বললো, আমার জন্যে পাঁচটি টুকরা আন্ তিনি তাঁর খাদেমকে ইঙ্গিত করলেন। খাদেম পাঁচটি রুটি এনে মজজুবের সামনে রেখে দিল। মজজুব রুটিগুলো খাওয়ার পর মখদুম আহমদকে বললেন, মনে হয়, আমার কাজ করতে তুমি লজ্জাবোধ করেছ এবং এজন্যে নিজের স্থান থেকে ওঠনি এবং খাদেমকে আদেশ দিয়েছ। তাই তুমি এখান থেকে পলায়ন কর, যেখানে পার সেখানে পলায়ন কর। অন্যথায় বেশী ভালো হবে না। মজজুবের এ কথায় তাঁর অন্তরে ভয়ের উদ্রেক হলো। তিনি মজলিশ থেকে উঠে এবাদতের ঘরে চলে গেলেন। কিন্তু সেখানেও যেদিকে দৃষ্টিপাত করতেন, সেদিকেই দেখতেন, মজজুব বাঘের উপরে আরোহন করে হামলায় উদ্যত রয়েছে। পরিণামে তাঁর আন্তরের ভয় আরো বেড়ে গেলো, এমনকি অবস্থা এত ভয়াবহ হলো যে, ঘরে বাইরে

[২১৬] ১। সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ২৯৩

সেখানেই তিনি তাকাতেন, মজজুবকে দেখতেন। এক মুহূর্তের জন্যেও তার ছবি তাঁর সম্মুখ থেকে সরে যেতনা। ফলে তিনি অত্যন্ত বেশী চিন্তিত অবস্থায় সময় অতিবাহিত করতেন। কয়েকদিন পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র খুব ভোরে তাঁর খেদমতে হাযির হলেন এবং আরজ করলেন যে, মখদুম আমার শরীয়তের আদব বিশেষভাবে রক্ষা করে, আর তুমি তার সাথে শত্রুতা কর। এখনই যাও এবং তার নিকট ক্ষমা-প্রার্থী হও। ঠিক তখনই একথাটি শেষ হওয়ার পূর্বেই দেখা গেল, ঐ মজজুব দ্রুত বেগে তাঁর খেদমতে হাযির হলো এবং ক্ষমাপ্রার্থী হলো। তিনি তাকে মাফ করে দিলেন।[২১৭]

২৩৭। স্বপ্নেই তাঁর নিকট বয়আত হওয়ার

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মোহসেনের পিতা ছিলেন মৌলভী শাহ হাসান বল্ল। তিনি লক্ষ্ণৌ জেলার কাকড়ী নামক স্থানে ১২৪২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ঐতিহাসিক নাম ছিল নজর মোহাম্মদ। তিনি শাহ কেরামত আলী কলন্দরের মুরীদ ছিলেন। দশ বছর যাবত তাঁর দাদার ছায়ায়ই ছিলেন। সে যুগে যখন তাঁর বয়স মাত্র নয় বছর, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখেছিলেন এবং স্বপ্নেই তাঁর নিকট বয়আত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। আর সে যুগে হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর মোবারক রসনা তাঁর মুখে দিলেন। যার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তাঁর অন্তর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশের উদ্দেশ্যে না'ত রচনায় অনুপ্রাণিত হলো। আর তাঁর রচিত না'তগুলো জনগণের নিকট অতি পছন্দনীয় হয়েছিল। এর চেয়ে বড় কথা হলো এই যে, এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখেছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে অন্যান্য কবিগণ নিজ নিজ কবিতা পেশ করেছেন, তখন হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেনঃ "মওলবী মোহাম্মদ মোহসেনের কবিতা শুনাও", "ঐ কবিতাটি ভাল, আর আমাদের এখানে অতি পছন্দনীয়"।[২১৮]

---

২১৭ ১। তাজকেরায়ে সুফিয়ায়ে সিন্ধ, পৃষ্ঠা ৩৯-৪০
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসাল্লুন্নবী, পৃষ্ঠা ২৯৪

২১৮ ১। তাজকেরায়ে মাশাহীরে কাকুরী, পৃষ্ঠা ৩৬৭
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসাল্লুন্নবী, পৃষ্ঠা ২৯৪

মওলবী মোহাম্মদ মোহসেন ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত আগ্রায় ওকালতি করতেন। অতঃপর সেনপুর গমন করেন। সেখানে তিনি পরম উন্নতি লাভ করেন। পরবর্তী কালে তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর শানে না'ত শরীফ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন।

২৩৮। জাগ্রত হওয়ার পর তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন

হযরত বাহরুল উলুম হাফেজ মোহাম্মদ আজিম সাহেব পেশোয়ার শহরের গঙ্গ মসজিদের ইমাম ও খতিব ছিলেন। পেশোয়ার শহরের এই মহল্লাটি তাঁর নামেই খ্যাতি লাভ করে। হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সঙ্গে তাঁর যে মহব্বত ছিল তা বর্ণনাতীত, এমনকি কল্পনাতীত। একবার তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর দীদার লাভ করলেন এবং আরজ করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ আমার এ নয়ন যূগল আপনার সাক্ষাত লাভ করার পর আর কিছুই দেখতে চায় না। জাগ্রত হওয়ার পর তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর প্রতি তাঁর যে মহব্বত ছিল তা সত্যিই অতুলনীয়। এ মহব্বতের শুভ-পরিণতি স্বরূপ আল্লাহ পাক তাঁকে ইলিমে লাদুন্নী দান করেছেন। তাঁর দর্শনের শক্তি ছিল না কিন্তু সারা জীবন হাদীস শরীফের দরস্ দিয়ে গেছেন। হাদীস শরীফের সনদগুলো তাঁর কণ্ঠস্ত ছিল। তাঁর ইন্তেকাল হয় ১২৭৫ হিজরী মোতাবেক ১৮৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর জানাজায় এত লোকের সমাগম হয়েছিল যে, শহরের লোকেরা এ বিষয়ে বিস্ময়াভিভূত ছিল যে, এত লোক কোথা থেকে এল![২১৯]

২৩৯। একখানি চুল আমাকে দান করলেন

শেখ আসলাম ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে মইন কাশ্মিরী বর্ণনা করেন যে, আমিম এক রাত্রে স্বপ্নে হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাক্ষাত লাভ করি। তিনি আমার জন্যে বরকতের দোয়া করলেন এবং তাঁর চুল মোবারক থেকে একখানি চুল আমাকে দান করলেন। যখন আমি জাগ্রত হলাম তখন দেখলাম আমার হাতে একখানি কালো চুল। তখন আমি যে কক্ষে ছিলাম তা সুগন্ধে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আর ঐ সময় আমার দাড়িগুলো সাদা হয়ে গিয়েছিল।[২২০]

---

২১৯ ২। তাজকেরায়ে ওলামা ও মাশায়ে, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩০-৩৮
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসাল্লুন্নবী, পৃষ্ঠা ২৯৪৫-৯৬

২২০ সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসাল্লুন্নবী, পৃষ্ঠা ২৯৫

২৪০। এ ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থী হলেন

হযরত শাহ মোহাম্মদ সোলায়মান তুনসবী (রঃ) প্রায়ই একটি ঘটনা বর্ণনা করতেন, একবার শিখেরা মুলতান শহরটি ঘেরাও করে ফেলেছিল, তদানীন্তন নকালের একজন বুজুর্গ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এ ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থী হলেন। তখন স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এরশাদ করেছেনঃ

امت من متابعت من گزاشته اند

অর্থাৎ আমার উম্মত, আমার অনুকরণ ছেড়ে দিয়েছে। অথচ দ্বীন-দুনিয়ার সাফল্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর অনুকরনের উপর নির্ভর করে। তাঁর অনুকরণ ব্যতীত উদ্দেশ্য সফল হওয়া সম্ভব নয়, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও তখনই পাওয়া যেতে পারে, যখন সার্বজনীন আদর্শ, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর অনুকরণ করা হয়। আর আধ্যাত্মিক সাধনার পরিপূর্ণতাও তখন আসে, যখন তাঁর অনুসরণ করা হয়। তাঁর অনুসরণ ব্যতীত আধ্যাত্মিক সাধনার সুদীর্ঘ সুকঠিন পথ অতিক্রম করা যায় না।

محال است سعدی که راه صفا

توان رفت جزدرپے مصطف

"হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ব্যতীত, হে সাদী, আধ্যাত্মিক সাধনার পথ অতিক্রম করা সম্ভব নয়"।

হযরত শাহ মোহাম্মদ সোলায়মান ১১৮৪ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং তুনেসা শরীফে ১৩৬৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। হযরত খাজা নূর মোহাম্মদ মহারভী (রঃ) তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ খলীফা ছিলেন।

২৪১। তুমি আমাকে সন্তুষ্ট করেছ

হযরত খাজা মোহাম্মদ আকেল (রঃ) হযরত খাজা নূর মোহাম্মদ মহারভী (রঃ)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ খলীফা ছিলেন। তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সুন্নতের অনুসরণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ইন্তেকালের কয়েকদিন পূর্বে স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাক্ষাত লাভ করেন। তিনি তাকে লক্ষ্য করে এরশাদ করেন, তুমি আমাকে সন্তুষ্ট করেছ, কেননা, তুমি আমার সমস্ত সুন্নতকে জীবিত করেছ। খাজা জালালপুরী (রঃ) বলেছেন, তিনি ফানাফীর রাসূলে র মকাম হাসিল করেছিলেন।[২২১]

২২১ ১। তারীখে মাশায়েখে চিশতিয়া, পৃষ্ঠা ৫৮৭

২৪২। ইসলাম কবুল করলেন

শেখ আবদুল্লাহ আরেফ বিল্লাহ বদায়ুনবী পাঞ্জাবে কায়েস্থ ছিলেন। অল্প বয়সে তিনি তাঁর ওস্তাদের নিকট থেকে বিখ্যাত কবি সাদী (রঃ)-এর রচিত বোস্তাপাঠ করছিলেন। তাতে এ কবিতাটি যখন পাঠ করলেন:

محال است سعدی که راه صفا

توان رفت جزدرپے مصطفی

অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সাধনার পথ অতিক্রম করা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর অনুসরণ ব্যতীত সম্ভব নয়।

ওস্তাদের নিকট তিনি এ কবিতাটির অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন যে, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে? ওস্তাদ তাঁর কিছু অবস্থা বর্ণনা করলেন। ওস্তাদের মুখে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কথা শ্রবণ মাত্র মনের অবস্থার পরিবর্তন পরিবর্ধন হয়ে গেল। তিনি ইসলাম কবুল করলেন এবং সে যুগের অত্যন্ত বুজুর্গ হিসাবে পরিগণিত হলেন। যখন তাঁর ইন্তেকালের সময় আসল তখন তিনি বললেন, আমার নামাজে জানাজা সে ব্যক্তি পড়াবে যে আসরের নামাজে চার রাকাআত সুন্নত কোন দিন বাদ দেয়নি। তখন লোকেরা খুব চিন্তিত হলেন, এমন সময় এক বুজুর্গ এসে জানাজার নামাজ আদায় করলেন। তিনি বলেছেন, আমাকে সেখানে দাফন করো, সেখানে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দর্শন দেয়ার সময় তাঁর মোবারক লাঠি স্থাপন করেছিলেন। আর সেখান থেকে পানি প্রাবহিত হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর লোকেরা ঐ স্থানটি নির্দিষ্ট করেছিল। তাঁকে সেখানেই দাফন করা হয়।[২২২]

২৪৩। সাক্ষাত লাভ করতে পারি নাই

একদিন মাওলানা মোহাম্মদ সাইয়িদ গোহানবী (রঃ) হযরত খাজা মোহাম্মদ সাইয়িদ কোরাইশ (রঃ)-এর দরবারে আরজ করলেন যে, অনেক দিন হয়ে গেছে, আমি হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাক্ষাত লাভ করতে পারি নাই। তখন তিনি বললেন, এই পংক্তিগুলো পাঠ করঃ

সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ২৯৭

২২২ ১। তাযকেরাতুল ওয়াসেলীন, পৃষ্ঠা ১৮৫

সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ২৯৮

كجائ يا رسول الله كجائ + چرادر ديده تارم نيائ

متم مشتاق باصدارزوها + چه خوش باشد كه ديدارم نمائ

به بويت زنده ام بز جاكه بستم + به رويت ارذ ومندم كجائ

যার অর্থ হলো, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আপনি কোথায়, আমার অন্ধকার নয়নে আপনার শুভাগমন হয়না, অথচ অগণিত আশা আকাংক্ষা নিয়ে আমি আপনার দীদারের জন্যে অধীর আগ্রহের অপেক্ষামান থাকি। কত ভালো হতো! যদি আপনি আমাকে আপনার দীদার দ্বারা ধন্য করতেন । আমি যেখানেই থাকিনা কেন, আপনার মোবারক খুশবুর কারনেই জীবিত আছি, আমি সাক্ষাতের আকাংক্ষা নিয়ে অপেক্ষা করছি। ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনি কোথায়? মাওলানা গোহানভী (রঃ) এ পংক্তিগুলো উচ্চারণ করে ঘুমিয়ে পড়েন। রাত্রে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাত নসীব হয়। সকালে খাজা মোহাম্মদ সাইয়িদ (রঃ)-এর নিকট গিয়ে স্বপ্ন বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাক্ষাতের জন্যে কোন আমল করা হয়, তখন তাঁরই সাক্ষাত হয়। [২২৩]

২৪৩। তোমার মনোবাঞ্ছনা পূর্ণ হবে।

হযরত আবু আব্দুল্লাহ মাগরিবী বর্ণনা করেনঃ আমি এক রাত্রে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাত লাভে ধন্য হই। আমি আরজ করলামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম! আমার একটি প্রয়োজন আছে, তার জন্যে আমি কোন্ দোয়াটি পাঠ করবো? তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ তুমি দু'রাকাআত নামাজ আদায় করো এবং চারটি সেজদার মধ্যে প্রত্যেকটিতে চল্লিশবার করে এই দোয়া পাঠ করোঃ لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين ইনশাআল্লাহ তোমার মনোবাঞ্ছনা পূর্ণ হবে।[২২৪]

২২৩ ১। হায়াতে যাদীয়া, পৃষ্ঠা ১০৯-১০
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ওয়াসালুন্নবী , পৃষ্ঠা ২৯৮-৯৯

২৪৪। তখনও বিয়ে করেননি

হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ) যিনি বিখ্যাত ওলী ছিলেন। তিনি তখনও বিয়ে করেননি। একবার তিনি স্বপ্নে দেখলেন একটি বিরাট মহল, তাতে আল্লাহর ওলীগণ আসা-যাওয়া করেন, কিন্তু যখন তিনি তাতে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করেন, তখন দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। আর একথাও অবগত হলেন এই মহলটি হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তিনি তখন চিন্তা করতে লাগলেন, আল্লাহ পাক তো আমাকে অনেক নেয়ামত দান করেছেন, কি কারণে এই মহলে প্রবেশের অনুমতি পাচ্ছি না। এমনি সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে সম্বোধন করে বললেনঃ এখানে প্রবেশের অনুমতি শুধু তাদের জন্যই, যারা আমার সুন্নতের অনুসরণ করে। এরপর হযরত বায়েজীদ বোস্তামী জাগ্রত হলেন, তাঁর নয়ন যুগল অশ্রুসিক্ত হলো, বললেনঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদেশ পালন ব্যতীত গত্যন্তর নেই।[২২৫]

২৪৫। আরবী ব্যাকরণবিদ হিসেবে

(৭৪) আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে জায়েদ ইবনে সায়্যার নাহ্বী, যিনি সায়ালাব নাহবী নামে বিখ্যাত ছিলেন। আরবী ব্যাকরণবিদ হিসেবে তিনি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাঁর জন্ম ২০১ হিজরী, মৃত্যু ২৯১ হিজরীতে। ক্বারী আবু বকর ইবনে মুজাহেদ থেকে বর্নিত আছে যে, আমাকে সয়লাব (রহঃ) বলেছেনঃ হে আবুবকর! যাঁরা কোরআন নিয়ে ব্যস্ত আছেন, তাঁরা পবিত্র কোরআনের বরকতে নাজাত পাবেন, আর যাঁরা হাদীস শরীফ নিয়ে ব্যস্ত আছেন, তাঁরা হাদীসের বরকতে মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছবেন, যাঁরা ফেকাহ্শাস্ত্র নিয়ে মশগুলো রয়েছেন, তারা এর বরকতে সাফল্য মন্ডিত হবেন। আমিতো সারাজীবন আরবী ভাষার ব্যাকরণ নিয়ে ব্যস্থ তাকলাম, জানিনা কেয়ামতের দিন আমার কি অবস্থা হবে। ক্বারী আবু বকর ইবনে মুজাদেহ বর্ণনা করেনঃ আমি স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাত লাভ করি। তিনি এরশাদ করেছেনঃ আবুল আব্বাস নাহবীকে আমার সালাম দিও এবং এই সুসংবাদ দিও যে, সে কেয়ামতের দিন বিরাট এবং উচ্চ পতাকার অধিকারী হবে কেননা ইলমে দ্বীন আরবী ব্যাকরণের মুখাপেক্ষী।[২২৬]

৩। খায়রুল মাওয়ানেস, খন্ড-২, পৃষ্ঠা ১৭২
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ভেসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ১৪৪
২২৬ ১। সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ভেসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ১৩৮

২৪৬। ছোট সিরিয়া' বলেন

ওস্তাদ আবু আলী দাক্কাক (রঃ) যখন নাসা নামক স্থানে আসলেন (এই স্থানটিতে অনেক বুর্জুগানে দ্বীনের মাজার ছিল) তখন সেখানে মাশায়েখ বা সুফীদের অবস্থানের জন্যে কোন বাড়ী-ঘর ছিলনা। ঐ রাতে তিনি স্বপ্নে সাক্ষাত লাভ করলেন হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তিনি এরশাদ করলেনঃ সুফীদের জন্যে এখানে একটি ঘর তৈরী কর। ওস্তাদ আবু আলী দাক্কাক আরজ কররেনঃ তা হলে একটি চিহ্ন দিয়ে দিন কতখানি জমিতে ঘর তৈরী করতে হবে। সকালে যে ভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় দন্ত মোবারকে চিহ্ন টেনে দিয়েছিলেন সে ভাবেই দেখতে পেলেন। সকলে এসে এই নিশানী দেখল এবং সেই নিশানী এই খানকাহটির পার্শ্বে সংরক্ষিত কবরস্থানে চারশত বুজুর্গের কবর রয়েছে। এজন্যে সানা নামক স্থানটিকে সুফিগণ 'ছোট সিরিয়া' বলেন, অর্থাৎ সিরিয়া দেশে নবীগণের মাজার রয়েছে ঠিক সেভাবে এখানে আউলিয়ায়ে কেরামের মাজার রয়েছে।[২২৭]

২৪৭। আমি আপনার মেহমান

শেখ মোহাম্মদ সাখেরী প্রিয়নবী হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে হাযির হয়ে আরজ করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি আপনার মেহমান, হয় আপনি আমাকে আহার করিয়ে তৃপ্ত করবেন, না হয় আমি আপনার দরবারের বাতির ঝাড়গুলো ভেঙ্গে ফেলব। ঠিক ঐ মুহূর্তে এক ব্যক্তি তাঁকে ডাক দিলেন এবং খেজুর ও অন্যান্য সুখাদ্য তাঁকে দিলেন। তিনি আহারা করে তৃপ্তি লাভ করলেন। তখন ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি রওজায়ে পাকে দন্ডায়মান হয়ে কি বলেছিলে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করেছেন, তিনি মুচকি মুচকি হাসছিলেন এবং তুমি যা বলেছিলে তাই তিনি এরশাদ করছিলেন। তখন শেখ মোহাম্মদ সাখেরী বললেনঃ আপনি এসব কথা কি করে জানলেন? তিনি বললেনঃ আমি নিদ্রিত ছিলাম, স্বপ্নে আমি হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাক্ষাত লাভ করি। তিনি এরশাদ করলেনঃ আমার একজন মেহমান আছে তার মেজাজ অত্যন্ত কড়া, তুমি তাকে বাড়ী নিয়ে পেট ভরে আহার করাও এবং তাকে বল যে সে যেন তার স্থান পরিবর্তন করে কেননা, এটি আকাংক্ষার স্থান নয়।

মকতুবাত, হযরত মওলানা হোসাইন আহমদ মদনী খন্ড-২, পৃষ্ঠা ১৮১-৮২
২২৭ নোফাখাতুল উন্স, পৃষ্ঠা ৩২

২৪৮। মুসলমানদের জন্যে পানির ব্যবস্থা কর

বিখ্যাত মোহাদ্দিস আবু আবদুল্লাহ হাকেম (রঃ) এর চেহারায় একটা ক্ষত হয়েছিল। এজন্যে সর্ব প্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিন্তু কোন উপকার হয়নি। এভাবে একটি বছর অতিবাহিত হলো। একবার ওস্তাদ আবু ওসমান ছাবুনী (রঃ)-এর নিকট দোয়ার দরখাস্ত করলেন, জুমআর দিন ছিল। তিনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত দোয়া করলেন এবং উপস্থিত লোকেরা আমীন বললো। পরের শুক্রবার একজন স্ত্রীলোক একটি চিঠি দিলেন, যাতে লেখা ছিল আমি শুক্রবার বাড়ী ফিরে হাকেম (রঃ)-এর জন্যে অত্যন্ত বিনীতভাবে দোয়া করছিলাম। রাত্রে স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাক্ষাত নসীব হয়। তিনি এরশাদ করলেনঃ হাকেমকে বল সে যেন মুসলমানদের জন্যে পানির ব্যবস্থা করে। হাকেম একথা শ্রণ করে তাঁর বাড়ীর সামনে বিনামূল্যে পানি সংগ্রহের একটা ব্যবস্থা করলেন। এ ব্যবস্থা গ্রহণের এক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁর চেহারার ক্ষত ভাল হলো এবং পূর্বের চেয়ে চেহারা আরো সুন্দর হলো।[২২৮]

২৪৯। দরবারে হাযিরীর সৌভাগ্য লাভ করি

হাফেজ শায়খ বাহাউদ্দীন আবরোহী (রঃ) বর্ণনা করেনঃ আমি যখন আরবের সফরে বাগদাদ পৌছি, তখন শায়খ নুরুদ্দীন আব্দুর রহমান বাগদাদের শায়খুল ইসলাম ছিলেন, তাঁর দাদার খলিফা ছিলেন তিনি। বিদায়ের সময় আমাকে তিনি এই অসিয়ত করলেনঃ যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাক্ষাত লাভে ধন্য হবে, তখন আমার বিনীত সালাম তাঁর মহান দরবারে পৌছে দিও। আর একথা বলবে, আপনার উম্মতের একজন বৃদ্ধ গুণাহগার আব্দুর রহমান বোগদাদী আপনার খেদমতে সালাম আরজ করেছে। আমি যখন তাঁর দাবারে হাযিরীর সৌভাগ্য লাভ করি তখন শায়খ আব্দুর রহমানের কথা স্মরণ হয়, তাই তিনি যে ভাষায় সালাম দিতে বলেন, আমি ঠিক সেই ভাষায়ই সালাম পেশ করি। তখন স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে এরশাদ করলেনঃ তুমি এভাবে বলবেনা কারণ সে অত্যন্ত বিনয় প্রকাশার্থে এভাবে বলেছে, সে আমার উম্মতের অন্যতম বুজুর্গ। প্রত্যার্তনকালে শায়খের নিকট আমি এ ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি অত্যন্ত খুশী হন এবং আমার জন্যে অনেক দোয়া করেন।[২২৯]

২২৮। ফাজায়েলে সদাকাত, পৃষ্ঠা ১১৮
২২৯ নোফখাতুল উন্স, পৃষ্ঠা ৪৮০

২৫০। বিছানা থেকে উঠিয়ে আনেন

আবু মুসলিমের যুগে একজন বেকসুর দরবেশকে চুরির অপরাধে গ্রেফতার করে জেলখানায় বন্দী রাখা হয়। রাত্রে আবু মুসলিম স্বপ্নে প্রিয়নবী হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জেয়রত লাভ করেন। তিনি তাঁকে বলেনঃ আবু মুসলিম! আমাকে আল্লাহ পাক তোমার নিকট পাঠিয়েছেন। কেনা, আমার বন্ধুদের মধ্যে একজন বেকসুর তোমার জেলখানায় রয়েছে। ওঠো! এখনই তাকে জেলখানা থেকে মুক্তি দাও। আবু মুসলিম তখনই বিছানা থেকে উঠলেন এবং নগ্নমাথায়, নগ্নপায়ে দ্রুত জেলখানায় উপস্থিত হলেন এবং দারোগাকে এই বলে হুকুম দিলেন, অতি সত্বর দরজা খোল এবং দরবেশকে বাইরে আন। যখন তিনি বাইরে তশরিফ আনলেন তখন আবু মুসলিম তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থী হলেন এবং বললেনঃ যদি কোন প্রয়োজন থাকে তবে বলুন, আমি আপনার কেদমতের জন্যে প্রস্তুত রয়েছি, দরবেশ জবাব দিলেনঃ হে আমীর! যে ব্যক্তির এমন মালিক রয়েছেন, যিনি আবু মুসলিমকে মধ্যরাত্রিতে বিছানা থেকে উঠিয়ে আনে যেন আমাকে এই বিপদ থেকে মুক্তি দেয়, তার জন্যে কিভাবে বৈধ হবে এমন মালিককে ছেড়ে অন্য কারো নিকট কোন কিছুর জন্যে প্রার্থী হয়ে অন্যের নিকট নিজের প্রয়োজনে বৈধ হবে এমন মালিককে ছেড়ে অন্য কারো নিকট কোন কিছুর জন্যে প্রার্থী হয়ে অন্যের নিকট নিজের প্রয়োজনের কথা বলা? একথা শ্রবণ করে আবু মুসলিম ক্রন্দন করতে লাগলেন। দরবেশ তার সম্মুখ থেকে চলে গেলেন।[২৩০]

২৫১। তাঁকে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নমুনা বলত

হযরত শাহ মোহাম্মদ মদনী (রঃ) হযরত শাহ পীরানে পীর ইবনে শাহ দরবেশ মহিউদ্দীন কাদেরী (রঃ)-এর পুত্র ছিলেন। আনোয়ারুল আখিয়ার নামক গ্রন্থের লেখক লিখেছেনঃ তিনি আঠারো বছর বয়সেই জাহেরী বাতেনী ইলিম হাসিল করেন। তিনি তাঁর সম্মানিত পিতার নিকট মুরীদ হয়ে তাঁর খলিফা এবং স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি রচনায় কি বক্তব্যে ছিলেন অতুলনীয়। "মেশকাতুন নবুওয়্যত" গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে রয়েছেঃ অতি সুন্দর হবার কারণে লোকেরা তাঁকে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নমুনা বলত। হায়দরাবাদে (দক্ষিণ) তাঁর বাড়ী ছিল। যখন তিনি বোরহানপুর প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন পথে এক জায়গায় একটু বিশ্রাম করলেন। স্বপ্নে দেখলেন একটি কবরে

২৩০ ২। কাশপূল মাহযুব, অনবাদক- আব্দুর রহমান তারেক, (বি,এ) পৃষ্ঠা ৩০৯ সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ভেসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ২০৬

আজাব হচ্ছে। তিনি এ সম্পর্কে প্রিয়নবী হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে আরজ করলেন। তখন সঙ্গে সঙ্গে সেই কবরে আজাব বন্ধ হলো। তিনি বললেনঃ দরবেশ ব্যক্তি যাদুকর নয়, বরং সত্যিকার দরবেশ হলো এই যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন কিছুর খেয়াল তাঁর অন্তরে থাকবেনা, আর তওহীদের মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে ফানাফিল্লাহর মর্তবা হাসিল করবে, অতঃপর বাকাবিল্লাহর মকামে পৌছবে। এমনি অবস্থা যদি কোন আলৌকিক কিছু দেখা দেয় তবে আল্লাহর পথের সাধক মাজুব অন্যথায় যাঁরা ওলীয়ে কামেল, তাঁদের প্রতি কারামত প্রকাশ না করার আদেশ রয়েছে। কেননা কারামত প্রকাশ করার মাধ্যমে প্রবৃত্তি আনন্দিত হয় অথচ প্রবৃত্তিকে চরমভাবে নিয়ন্ত্রণ করাই হলো দরবেশের প্রধানতম কর্তব্য।[২৩১]

২৫২। একটি চড় মেরে দিল

সাবেত ইবনে আহমদ আবুল কাসেম (রঃ) বর্ণনা করেন, তিনি একজন মোয়াজ্জেনকে দেখলেন ফজরের আজান দিচ্ছেন, যখন তিনি আসসালাতু খায়রুম মিনান নাউম বললেন, তখন একজন খাদেম তাঁর গালে একটি চড় মেরে দিল। এ মোয়াজ্জেন কাঁদতে লাগলো এবং আরজ করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার উপস্থিতিতে আমার সঙ্গে এই ব্যবহার হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ঐ খাদেমের সমস্ত দেহ অবশ হয়ে গেল। লোকেরা তাকে উঠিয়ে বাড়ী নিয়ে গেল। তিনদিন পর তার মৃত্যু হয়।[২৩২]

২৫৩। আপনাদের নিকট কিছু পৌছে দেই

এবনুল মকরী (রঃ), আবুশ শেখ (রঃ) এবং তিবরানী (রঃ), তাঁরা তাঁদের যুগের বিখ্যাত আলেম ছিলেন। ছাত্র জীবনে তাঁরা মদীনা শরীফে একসঙ্গে লেখাপড়া করেছেন। একবার এমন এক কঠিন সময় আসল যে তাঁদের নিকট জীবিকা নির্বাহ করার মত সঙ্গতি ছিল না। কপর্দক শূণ্য অবস্থায় তাঁরা রোজা রাখলেন। ক্ষুধার তাড়নায় জঠর জ্বালায় অস্থির হয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজায়ে পাকে দন্ডায়মান হয়ে ডাক দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপর তিবরানী (রঃ) ওখানেই বসে গেলেন এবং বললেনঃ মৃত্যু আসবে না হয় রিযুক। ইবনুল মকরী (রঃ) এবং আবুশ শেখ (রঃ) ঘরে ফিরে এলেন।

২৩১ মাহবুবে জুল সেনান, খন্ড-১, পৃষ্ঠা ৪৫২ সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ভেসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ২০৭
২৩২ । পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২০১

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে ফরিয়াদ করা হলে তা ব্যর্থ হতে পারে না। কিছুক্ষণ পর এক ব্যক্তি দুয়ারে করাঘাত করলো। সে অনেক খাদ্য-দ্রব্য নিয়ে হাযির হয় এবং সে একথা বলতে থাকে, আপনারা আমার বিরুদ্ধে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে অভিযোগ করেছিলেন। তিনি আমাকে স্বপ্নে আদেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন আপনাদের নিকট কিছু পৌছে দেই। তাই হাযির হয়েছি।

খতীব বর্ণনা করেন, আমাকে বশরা ইবনে আবদুল্লাহ রুমী বলেছেন যে, আমি হোসাইন ইবনে ওবাইদ আসকারী (রঃ)-কে একথা বলতে শুনেছি যে, আবুল ইসহাক নাসের (রঃ) বলেছেন, আমি যখন হাদীস লিপিবদ্ধ করতাম তখন প্রত্যেক হাদীস আমি এভাবে লিখতামঃ قال النبى صلى الله عليه وسلم

একদিন আমি স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাত লাভ করলাম। আমি দেখলাম তাঁর দস্তে মোবারকে আমার কিতাবের একটি অংশ রয়েছে। তিনি কিতাবটির প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন, এটি অত্যন্ত ভাল।[২৩৩]

২৫৪। তুমি আমার পক্ষ থেকে লাব্বাইকা বলেছ

ইবনে মুয়াফেক (রঃ) বর্ণনা করেন, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তরফ থেকে কয়েকবার হজ্জ করি। একবার স্বপ্নে তাঁর জেয়রত নসীব হয়। তিনি আমাকে সম্বোধন করে এরশাদ করলেনঃ যে মুয়াফেক! তুমি আমার তরফ থেকে হজ্জ করেছো? আমি আরজ করলাম, জ্বি হুযূর । তিনি এরশাদ করলেন, তুমি আমার পক্ষ থেকে লাব্বাইক বলেছো? আমি আরজ করলাম, জ্বি হুযূর । তিনি এরশাদ করলেন, আমি কেয়ামতের দিন এর বদলা দেব। সেদিন তোমার হাত ধরে আমি জান্নাতে প্রবেশ করাবো। যখন অন্য লোকেরা হিবাব-কিতাব নিয়ে ব্যস্থ থাকবে।[২৩৪]

২৫৫। এই হাদীসসমূহ সহীহ

ইমাম আবুল হাসান আশআরী (রঃ) বর্ণনা করেন, একদিন (রমজানের প্রথম দশকে) স্বপ্ন আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাত লাভ করি। তিনি এরশাদ করলেন. তুমি আমার হাদীস সমূহের সত্যতা বর্ণনা কর। এই হাদীস সমূহ সহীহ। এরপর আমি জাগ্রত হলাম। কিন্তু এ কথার সঠিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারলাম না। রমজানের দ্বিতীয় দশকে পুনরায় স্বপ্নে

[২৩৩] স্বপ্ন জগতে প্রিয় নবী (দ.)৭৬
[২৩৪] স্বপ্ন জগতে প্রিয় নবী (দ.) ৭৬

তাঁর সাক্ষাত লাভ করি। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আমার আদেশ সম্পর্কে কি করেছো? আমি আরজ করলাম আমি আপনার হাদীস থেকে এমন এমন মাসয়ালা প্রমাণ করেছি যা যুক্তিবাদী লোকদের নিকট দলিল হিসাবে পেশ করা হয়ায়। আর আমি বিশুদ্ধ সনদের অনুসরণ করেছি। তিনি পুনরায় আমাকে একই কথা এরশাদ করলেন। তুমি আমর হাদীস সমূহের তায়িদ কর কেনা হাদীস সমূহ সহীহ , তখন আমি অত্যন্ত অস্থিরতার মধ্যে জাগ্রত হলাম এবং যুক্তিবাদী পন্থা বর্জন করার ইচ্ছা করলাম। আমার নিয়ম ছিল ২০শে রমজান রাতে বসরার ওলামাদের সাথে শবীনা পাঠ করতাম। কিন্তু এই রাত্রি যখন আসল, আমাকে নিদ্রায় পেয়ে বসল, আমি বাড়ীতে এসে নিদ্রিত হলাম। ঐ রাতেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাত নসীব হল। তিনি পুনরায় একই প্রশ্ন করলেন। আমি আরজ করলাম যে, আমি যুক্তিবাদী পন্থ বর্জন করেছি এবং পবিত্র কোরআন এবং আপনার বাণী সমূহ পাঠ করা শুরু করেছি। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আমি তোমার যুক্তিবাদী পন্থা র্বজনের নির্দেশ দেইনি, আমি শুধু এইটুকু বলেছিলাম যে তুমি আমার হাদীস সমূহের তায়িদ কর এগুলো সহীহ । তখন আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি এই হাদীস সমূহের প্রমাণ স্বপ্নের চেয়ে অধিক উপলব্ধি করিনি, কিভাবে এর তায়িদ করবো? তিনি এরশাদ করলেনঃ যদি আমার এই ইলিম না হতো যে আল্লাহ পাক তোমার প্রতি বিশেষ রহমত বর্ষণ করবেন, তবে আমি তোমর নিকট থেকে সে পর্যন্ত পৃথক হতাম না, যে পর্যন্ত এই বিষয় সমূহের ব্যাখ্যা না করতাম। যদি তুমি তোমার নিকট আমার আগমনকে শুধু স্বপ্নে মনে কর, তবে আমার নিকট জিব্রাঈলের আগমনও শুধু স্বপ্নই ছিল, তবে আজকের পর তুমি আর আমাকে এভাবে দেখবে না। অতএব তুমি কাজে লেগে যাও আল্লাহ পাক তোমাকে সাহায্য করবেন। এর পর আমি জাগ্রত হয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস তায়িদ শুরু করলাম। এরপর আমার অন্তরে এমন কথা আসতে লাগলো যা আমার বিরোধীরাও কোন দিন বলেনি এবং আমি কোন গ্রন্থেও পাঠ করিনি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

আল্লামা শিবলী শিবলী নোমানী লিখেছেনঃ (আল-গাজ্জালী পৃষ্ঠা-৮৩) ইমাম আবুল হাসান আশআরী (রঃ) প্রথমে মুহতাজেরা মতবাদে বিশ্বাস করতেন, পরে হাদীস সমূহে গবেষণার পর ঐ বাতিল মতবাদ বর্জন করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতবাদ গ্রহণ করেন।[২৩৫]

[২৩৫] ১১। সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ভেসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ২০১-০৪
ফাজায়েলে হজ্জে,পৃষ্ঠা ৪৫

২৫৬। দু' বছর যাবত একখানি আয়াতের ব্যাখ্যা করছিলেন

আল্লামা ইবনে জাওজী (রঃ) দু' বছর যাবত পবিত্র কোরআনের একখানি আয়াতের ব্যাখ্যা করছিলেন। আয়াতখানি হলোঃ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ একদিন তিনি তাঁর এ ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে গৌরববোধ করলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, আমাদের আল্লাহ এখন কি শানে আছেন? এবং কি করছেন? আল্লামা জাওজী (রঃ) এর জবাব দিতে অক্ষম হলেন ঐ ব্যক্তি তিন দিন ধরে একাধারে ঐ একই প্রশ্ন করতে থাকল। আর আল্লামা জাওজী (রঃ) লা-জবাব থাকতে বাধ্য হলেন। তিনি সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁর কোন গত্যন্তর ছিল না। চতুর্থ রাত্রে আল্লামা ইবনে জাওজী (রঃ) স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাক্ষাত লাভ করলেন। তিনি এরশাদ করলেন, "ইবনে জাওজী, এই প্রশ্নকারী হলো খিজির তুমি তাকে এই জবাব দাও যে আমাদের আল্লাহ আযলী এবং কাদিমী শান সমূহকে কখনও কখনও প্রকাশ করে থাকেন। কোন নতুন শান শরু করেন না, এই সময়ও তাই করছেন যা সৃষ্টির প্রথম দিনে করেছেন"।

হযরত খিজির (আঃ) এ কথা শ্রবণ করে বললেনঃ হে ইবনে জাওজী! দরূদ প্রেরণ কর সেই নবীর প্রতি যিনি তোমাকে স্বপ্নে তা'লীম দিয়েছেন।[২৩৬]

২৫৭। আল কওলুল বাদী গ্রন্থটি পেশ করেন

আল্লামা সাখাবী (রঃ) বর্ণনা করেন, শেখ আহমদ ইবনে আরসারা (রঃ)-এর শাগরেদদের একজন আমাকে বলেছেন, তিনি স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাত লাভ করেছেন, আর তাঁর দরবারে "কওলে বাদী ফিসসালাতে আলাল হাবীবি শাফিয়ে" নামক গ্রন্থটি পেশ করেছেন, (এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন আল্লামা সাখাবী (রঃ)। দরূদ শরীফের ফজিলত বর্নিত হয়েছে এই গ্রন্থে

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই গ্রন্থটি কবুল করলেন। একথা শ্রবণ করে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। আমি আল্লাহ পক এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবার থেকে এই গ্রন্থের কবুলিয়তের

খাব কি দুনিয়া, কৃত আবদুল মালেক আরদী
২৩৬ ১। খায়রুল মাওয়ানেস, খন্ড-২ পৃষ্ঠা ৪৩৩-৩৪
সীরাতুননবী বা'দ আজ ভেসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ২০৭-০৮

আশা রেখেছি। এবং এর জন্যে বিশেষ সওয়াবের আশা রাখি। হে পাঠক! তুমিও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি দরূদ শরীফ অধিক পরিমাণে পাঠ করতে থাক। কেননা তোমার দরূদ তাঁর দরবারে রওজা পাকে পৌছানো হয় এবং তাঁর মহান দরবারে তোমার নাম পেশ করা হয়।[২৩৭]

২৫৮। অভাবগ্রস্ত অবস্থায়ই মদীনা শরীফে হাযির

সুফি আবদুল্লাহ ইবনে জোরআহ বর্ণনা করেন যে, আমি আমার পিতা শায়খ আবু আবদুল্লাহ ইবনে খফিফের সঙ্গে মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় হাযির হই। আমাদের অভাব-অনটন খুব বেশী ছিল। অভাবগ্রস্ত অবস্থায়ই মদীনা শরীফে হাযির হই, অভুক্ত অবস্থায় রাত্রি যাপন করি, আমি তখন নাবালেগ ছিলাম, বারে বারে আমার ক্ষুধার অবস্থার কথা জনাই। আব্বাজান উঠে রওযায়ে পাকের নিকট হাযির হয়ে আরজ করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমি আজ আপনার মেহমান, এই আরজ করে মোরাকাবায় বসে গেলেন। একটু পরই মোরাকাবা থেকে মাথা তুললেন, তখন তাঁর অবস্থা এরূপ ছিল; কতক্ষণ কাঁদেন কতক্ষণ হাসেন। এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেনঃ আমি এই মাত্র স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাত লাভ করি। তিনি আমার হাতে কয়েকটি দেরহাম দিলেন। আমার তন্দ্রা ভঙ্গ হলো আমি দেখি আমার হাতে দেরহামগুলো রয়েছে।

সুফি আবদুল্লাহ ইবনে আবি জোরআহ বর্ণনা করেন, ঐ দেরহামগুলোতে আল্লাহ পাক এত বরকত দান করেন যে, আমরা সিরাজ প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত এই দেরহামগুলো দ্বারা উপকৃত হই হযরত শেখ আবু আব্দুল্লাহ ইবনে খাফিফের নাম ছিল মোহাম্মদ। তিনি সিরাজের অধিবাসী ছিলেন। তিনি সে যুগের কুতুব ছিলেন।[২৩৮]

PDF BY (MASUM BILLAH SUNNY)
SUNNIPEDIA.BLOGSPOT.COM

২৩৭ সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ভেসলুন্নবী, পৃষ্ঠা ২০৮
২৩৮ সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ভেসলুন্নবী, পৃষ্ঠা ২০৮

২৫৯। সাথীদেরকে নিয়ে ডাকাতি করতে গমন

ইরাকের কুর্দীস্তান এলাকায় কুর্দ গোত্রের বাস। এই গোত্রের এক ব্যক্তি ডাকাত ছিল। সে তার ঘটনা বর্ণনা করে যে, আমি আমার সাথীদেরকে নিয়ে ডাকাতি করতে গমন করি। এক স্থানে তিনটি খেজুর বৃক্ষ দেখি। তন্মধ্যে দুটি বৃক্ষে বেশ ফল আছে, আর একটি শুস্ক হয়ে গেছে। আমি দেখলাম একটি পাখি ফলদার গাছটিতে বার বার আসে এবং তার ঠোটে করে তাজা খেজুর নিয়ে শুস্ক বৃক্ষটির উপর যায়। ঐদিকে লক্ষ্য করে দেখি শুস্ক বৃক্ষটির চূড়ায় একটি অন্ধ সর্প তার মুখ উন্মুত করে বসে আছে। এই পাখিটি বার বার তাজা খেজুর নিয়ে ঐ সর্পটির মুখে ঢেলে দিচ্ছে। এ বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে আমি ক্রন্দন করতে লাগলাম। এই বিষাক্ত সর্প যাকে মেরে ফেলবার আদেশ দিয়েছেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । যখন এই সর্পটি অন্ধ হয়ে গেল তখন তুমি তার রুটি পৌছাবার জন্যে একটি পাখি নিযুক্ত করে দিয়েছ। অতচ আমি তোমার বান্দা এবং তোমার তওহীদে বিশ্বাসী বান্দা। আমাকে মানুষের ধন-সম্পদ লুটপাট করার কাজে লাগিয়েছ। আমি একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তরে এ কথাটি আসলো যে, তওবার দুয়ার এখনও উম্মুক্ত। আমি ঠিক ঐ মুহূর্তেই আমার তলোয়ারটি ভেঙ্গে ফেললাম, যা মানুষের অর্থ সম্পদ লুট করার কাজে ব্যবহৃত হতো এবং নিজের মাথায় মাটি ফেললাম, আর বললামঃ হে আল্লাহ! মাফ কর। আর তা উচ্চস্বরে বলতে থাকলাম। এমন সময় গায়েবী আওয়াজ শুনলাম আমি মাফ করেছি, আমি মাফ করেছি। আমার সঙ্গীরা জিজ্ঞাসা করতে লাগলো, তোমার কি হয়েছে? তোমার কি হয়েছে? আমি সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলাম। তখন তারা সকলে বললো, আমরাও তওবা করলাম। এ কথা বলে সকলেই নিজ নিজ নিকট তলোয়ার ভেঙ্গে ফেললো এবং লুণ্ঠিত সমস্ত মালপত্র ফেলে আমরা সকলেই ইহরাম বেঁধে মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় রওয়ানা দিলাম। তিন দিন চলার পর আমরা একটি গ্রামে উপস্থিত হলাম সেখানে এক বৃদ্ধার সাক্ষাৎ পেলাম। সে অন্ধ ছিল, সে আমার নাম নিয়ে জিজ্ঞাসা করলোঃ তোমাদের মধ্যে এ নামের কোন কুর্দ গোত্রীয় লোক আছে কি? লোকেরা বললো, হ্যাঁ আছে। তখন সে কিছু কাপড় বের করলো এবং বললো তিন দিন হলো আমার পুত্র মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে। সে এই কাপড়গুলো রেখে গেছে এবং তিন দিন থেকে প্রতিদিনই স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখছি। তিনি এরশাদ করেছেন এই কাপড়গুলো অমুক কুর্দী ব্যক্তিকে দিও। তখন আমি কাপড়গুলো গ্রহণ করলাম এবং আমরা সকলেই পরিধান করলাম।[২৩৯]

[২৩৯] ১। সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ভেসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ১০৯-১০

২৬০। সালাম পৌছাবার কথা তিনি ভুলে যান

রওজাতুর আফাকার গ্রন্থে রিপিবদ্ধ আছে, ইয়েমেনের এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজায়ে পাকে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বের হয়। রওয়ানা হবার পথে কিছু লোক তাকে বলে যে, আমরা যারা দরবার থেকে অনেক দূরে পড়ে আছি, আমাদের সালাম পৌছে দেবেন প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজায়ে পাকে এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেদমতে। কিন্তু সাক্ষাতের সময় সালাম পৌছাবার কথা তিনি ভুলে যান। মক্কায়ে মোয়াজ্জমার পথ থেকে তিনি ফিরে আসেন রওজায়ে পাকে সালাম পৌছাবার জন্যে। এ দায়িত্ব শেষ করে যখন পুনরায় মক্কায়ে মোয়াজ্জামায় রওয়ানা হন তখন দেখেন মক্কাগামী কাফেলা অনেক দূরে চলে গেছে। তাই ফিরে আসেন পুনরায় রওজায়ে পাকে এবং নিরাশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। স্বপ্নে সাক্ষাত লাভ করেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর উভয় উজির। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর দিকে ইঙ্গিত করে বলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সেই ব্যক্তি। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ হ্যা। অতঃপর তিনি তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করে এরশাদ করলেনঃ আবুল ওয়াফা (অর্থাৎ সেই ব্যক্তি যার মধ্যে অঙ্গীকার রক্ষার গুণ রয়েছে পরিপূর্ণভাবে)। তিনি আরজ করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আবুল আব্বাস বলা হয়, তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ আজ থেকে তুমি আবুল ওয়াফা। অতঃপর তিনি আমার হাত ধরে উঠিয়ে বসিয়ে দিলেন। তখন আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি নিজেকে কা'বা শরীফ প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট দেখলাম এবং ৮দিন পর্যন্ত মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় অতিবাহিত করি। অতঃপর যে কাফেলা ছেড়ে চলে এসেছিল তারা মক্কায়ে মোয়াজ্জামায় পৌছে।[২৪০]

PDF BY (MASUM BILLAH SUNNY)
SUNNIPEDIA.BLOGSPOT.COM

[২৪০] ১ রওজাতুর আফাকার ।
খায়রুল মাওয়ানেস, খন্ড-২, পৃষ্ঠা ৩
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ভেসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ২১০-

২৬১। সাত কদম অগ্রসর হয়ে তাঁর এস্তেকবাল করলেন

আমীর ইসমাঈল ইবনে আহমদ সামানী খোরাসানের বাদশাহ ছিলেন। তাঁর বড় ভাই আমীর ইসহাক তাঁর দরবারীদের অর্ন্তভুক্ত ছিরেন। একদিন বোখারার শায়খুল ইসলাম মোহাম্মদ ইবনে নসর মরুজী (রঃ) কোন প্রয়োজনে আমীর ইসমাঈলের নিকট তশরিফ আনলেন। আমীর তাঁর প্রতি আদব রক্ষার্থে সাত কদম অগ্রসর হয়ে তাঁর ইস্তেকবাল করলেন। আমীর ইসহাক এ কাজটি পছন্দ করলেন না এবং আমীর ইসমাঈলকে বোঝালেন যে এভাবে তা'যীম করা বাদশাহদের খেলাফ। প্রত্যেকেরই মর্যাদার একটি সীমা নির্ধারিত রয়েছে। তখন আমীর ইসমাঈল জবাব দিলেনঃ আমি শায়খুল ইসলামের ইলমের কারণেই তাঁর সম্মান করেছি কেননা, ইলিম হলো সর্বশ্রেষ্ঠ বুজুর্গী এবং মর্তবা। ঐ রাতেই আমীর ইসমাঈল স্বপ্নে সাক্ষাত লাভ করলেন পেয়ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর। তিনি এরশাদ করেনঃ তুমি আমার উম্মতের একজন আলেমের সম্মান করেছ এবং তাকে সম্বর্ধনা জানাবার উদ্দেশ্যে সাত কদম অগ্রসর হয়েছ, আমি আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করি যেন দুনিয়াতে তোমার নাম এবং বংশ জীবিত থাকে এবং তোমার পর তোমার সাতটি সন্তান বাদশাহী করে এবং তোমার ভাইয়ের বংশ শেষ হয়ে যায়, তার সন্তানদের মধ্যে বাদশাহী কারো নসীব না হয়। [২৪১]

২৪১ ১। আইয়ানুল হোজ্জাজ, পৃষ্ঠা ১৮১
জাওয়ামেউল হেকায়াত, পৃষ্ঠা ১১-১২

২৬২। রওনাকুর মাজ্যালেজে

আবু হাফস সমরখন্দী (রঃ) তাঁর কেতাব "রওনাকুর মাজ্যালেজে" লিখেছেনঃ বরখ শহরে একজন সম্পদশালী ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি দু'ছেলে রেখে মৃত্যু বরণ করেন। উভয় ছেলে তাঁর উত্তরাধিকার ভাগ করে নিল। তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদের মধ্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনটি চুল মোবারকও ছিল। প্রত্যেকে একখানি করে নেয়ার পর বড় ভাই বললো তৃতীয়খানি কেটে অর্ধেক নিয়ে নাও। কিন্তু ছোট ভাই বললঃ না-এ কাজ করা বেয়াদবী হবে। তখন বড় ভাই বলালো, যদি এই চুল মোবারকের প্রতি তোমার এতই ভক্তি মহব্বত থাকে তবে তিনখানিই তুমি নিয়ে নাও এবং তোমার ভাগের অর্থ সম্পদ আমাকে দিয়ে দাও। ছোট ভাই এতে রাজী হলো এবং এ তিনখানি চুল মোবারকের বিনিময়ে তার সমস্ত ধন-সম্পদ বড় ভাইকে দিয়ে দিল। কিছু দিন পর বড় ভাইয়ের সমস্ত ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল। সে একেবারে নিঃস্ব ফকীর হয়ে গেল। হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় একদিন স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাত লাভ করলো এবং নিজের বিপদের কথা তাঁর নিকট বর্ণনা করে ক্রন্দন করলো। তিনি এরশাদ করলেনঃ হে বদনসীব! তুমি আমার চুলের প্রতি অবহেলা করে দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়েছ, অথচ তোমার ছোট ভাই সেগুলোকে অত্যন্ত ভক্তি ও মহব্বতের সঙ্গে গ্রহণ করেছে। যখনই ওগুলোকে দেখে সে আমার প্রতি দরূদ পেশ করে আল্লাহ পাক তাকে দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানের সাফল্য দান করেছেন। জাগ্রত হয়ে লোকটি তার ছোট ভাইয়ের খাদেমদের অর্ন্তভুক্ত হয়। [২৪২]

২৪২ খায়রুল মাওয়ানেস, খন্ড-২, পৃষ্ঠা ১৯১
সীরাতুন্নবী বা'দ আজ ভেসারুন্নবী, পৃষ্ঠা ২১৪-১৫
শামায়েলে তিরমিজী, (উর্দু) ব্যাখ্যা-খসায়েসে নব্বী, পৃষ্ঠা ৪০

২৬৩। পূর্ববর্তী উম্মতদের ধ্বংস হওয়া আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে

মাকারেমুল আখলাক গ্রন্থের লিপিবদ্ধ আছে যে, আবু আলী শুবুয়ী (রঃ) স্বপ্নে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাত লাভ করেন, তখন তিনি আরজ করেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকেরা এই হাদীস বর্ণনা করে যে, আপনি এরশাদ করেছেনঃ সূরায়ে হুদ এবং পয়গম্বরদের ঘটনাবলী ও পূর্ববর্তী উম্মতদের ধ্বংস হওয়া আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে। এই হাদীস কি সত্য? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ হ্যাঁ। এই সূরায় একটি আয়াত আছেঃ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ অর্থাৎ তোমাকে যেভাবে আদেশ প্রদান করা হয়েছে, ঠিক সেভাবে সুদৃঢ় থাক। আর একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, যেভাবে আল্লাহ পাকের হুকুম রয়েছে ঠিক সেভাবে সুদৃঢ় থাকা অত্যন্ত কঠিন কাজ।

বর্ণিত আছে যে, যখন এ আয়াত নাজিল হয় তখন এর মর্মবাণীর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কয়েকখানি চুল মুবারক সাদা হয়ে গিয়েছিল।[২৪৩]

২৬৪। পথে ডাকাতদের দ্বারা কাফেলা লুণ্ঠিত হয়

আবু মোহাম্মদ আল আরজাক আম্বারী (রঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি আমার ভাতিজি এবং তার মাতাকে নিয়ে মিশর রওয়ানা হই, আমার ভাই আবু ইয়াকুব সেখানেই থাকতেন। পথে ডাকাতদের দ্বারা কাফেলা লুণ্ঠিত হয়। আমাদের যথাসর্বস্ব ডাকাতরা নিয়ে যায়। আমরা চরম অসুবিধার সম্মুখীন হই। ক্ষুধা-তৃষ্ণার কারণেই বেশী কষ্ঠ পাই। এমন সময় একজন উষ্ট্রওয়ালা পেয়ে যাই। সে আমাদেরকে কিছু অর্থের বিনিময়ে দামেস্ক পৌছে দেয়। এখানে পৌছে দেখি এক ব্যক্তি বার বার আমার নাম নিয়ে ডাকছে। আমি তার সম্মুখে উপস্থিত হই সে আমাদের উটের ভাড়া আদায় করে এবং আমাদেরকে তার বাড়ীতে নিয়ে যায়। তিনদিন আমরা তার নিকট থাকি। আমি ভেবেছি হয়তো আমার ভাই দামেস্কে আমাদের মেহমানদারীর জন্যে তার কোন বন্ধুকে লিখে দিয়েছেন। সে কারণেই এ ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু বিদায়ের সময় জানতে পারলাম সে আমার ভাই সম্পর্কে আদৌ অবগত নয়। এতে আমি আশ্চর্যন্বিত

২৪৩ মকারেমুল আখলাক

হলাম। তখন সে ব্যক্তি কললঃ আমি স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাত লাভ করি। তিনি এরশাদ করেনঃ হে ইবনে সাবুনী! আবু মোহাম্মদ ইবনুল আম্বারীর খবর লও। তাঁর সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর। তাঁকে তাঁর গন্তব্য-স্থলে পৌছে দাও।

আমি জাগ্রত হয়ে আপনার সন্ধান করলাম। আমি এ ঘটনা শুনে আশ্চর্যন্বিত হলাম। অতঃপর ইবনে সাবুনী থেকে প্রচুর পথ-খরচ নিয়ে মিশরে রওনা হলাম। মিশর পৌছে আমর ভাইকে এ ঘটনা জানালাম। আর যখন মিশর থেকে দামেস্ক প্রত্যাবর্তন করলাম তখন ইবনে সাবুনীকে অত্যন্ত অভাবগ্রস্থ অবস্থায় পেলাম। আমার ভাইয়ের মিশরে যে মূল্যবান সম্পদ ছিল তা তিনি ইবনে সাবুনীকে দান করলেন।[২৪৪]

২৬৫। সাবুনীর আকীদা অবলম্বন কর

ইমামুল হারামাইন আবুল মা'আলী আল জোয়াইনীর (রঃ) স্বপ্ন তাঁর পক্ষে অতি উত্তম সুসংবাদ হয়েছে। কেননা এই স্বপ্ন দেখার পুর্বে ইমাম সাহেব মোতাজিলা, দর্শন শাস্ত্র এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা সম্পর্কে চিন্তা চর্চা করেন এবং সকল পক্ষের যুক্তিপূর্ণ দলিল দেখে কিংকর্তব্যবিমুঢ় হন যে, কার মতবাদ গ্রহণ করবেন। এমন সময় স্বপ্ন হুযূরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাত লাভ হলো। তিনি এরশাদ করলেনঃ সাবুনীর আকীদা অবলম্বন কর।

হযরত সাবুনী (রঃ) নিশাপুরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি বিখ্যাত আলেম এবং অলী আল্লাহ ছিলেন। হাদীস শাস্ত্রের তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হলো কিতাবুল মোয়াতাইনে লিস সাবুনী।[২৪৫]

২৬৬। তুমি এই দোয়টি পাঠ কর

এক বুজুর্গ তিন মাস যাবত অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত মনে হচ্ছিল। প্রতিটি নিঃশ্বাস সুমার করা হচ্ছিল। ঠিক এমন তিনি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাত লাভ করলেন। তিনি এরশাদ করলেনঃ তুমি এই দোয়টি পাঠ কর। আল্লাহুম্ম ইন্নি আসআলুকা আফ-ওয়া ওয়াল আফিয়াতা ওয়াল মোয়াফাতা দ্দায়িমাতা ফিদ্দুনিয়া ওয়াল আখেরাতা। তিনি জাগ্রত হয়ে দেখলেন যে, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছেন।

২৪৪ সীরাতুন্নবী আজ ওয়াসালুন্নবী, পৃষ্ঠা ২১৬
২৪৫ বুসতানুল মোহাদ্দেসীন, (উর্দু) শাহ আবদুল আজীজ (রঃ), পৃষ্ঠা ১৪৭

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেসে দেলভী (রহ) তার আদদুরুছছামীন কিতাবে নিম্নের হাদীস শরীফ গুলো

গজুবাটের একটি মসজিদে আসরের নামাজের পর ধ্যান মগ্ন অবস্থায় আমি দেখতে পেলাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক রূহ তাশরীফ এনেছেন এবং আমাকে একটি চাদর পরিয়ে দিলেন। এতে ইলমে শরীয়তের কতিপয় কঠিন বিষয় এমন ভাবে প্রকাশিত হল যে, সময়ে সময়ে তা আমার নিকট আরও বৃদ্ধি পেতে থাকল।

হাদীস নং-০৩

একদা আমি স্বপ্ন দেখলাম, হযরত হাসান ও হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা আমার ঘরে শূভাগমন করেছেন। হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নিব ভাঁঙ্গা একটি কলম আমাকে দান করার জন্য হাত বাড়ালেন, এবং তা আমার দাদার/নানার মুবারক কলম। অত:পর তিনি থেমে গেলেন এবং হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে কলমটি মেরামত করে দিতে বলেন। হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তা মেরামত করে দিলে তিনি আমাকে উপহার দেন। এর পরে একটি চাদর নিয়ে আসা হল এবং হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তা হাতে নিয়ে বললেন, তা আমার নানার চাদর মুবারক। তিনি মুবারক চাদর আমাকে পরিয়ে দিলেন। সেদিন থেকেই ইলমে শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে লেখা লেখিতে আমার অন্তর প্রসারিত হয়ে যায়। সকল প্রশংসার অধিপতি মহান আল্লাহ- والحمد لله

হাদীস নং-০৬

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আধ্যাত্মিক ভাবে আমার প্রতি ইঙ্গিত করে ইরশাদ করেন, তোমার মধ্যে সত্যের মর্মার্থ বা উদ্দেশ্য এই হল যে, আল্লাহ যেন তোমার মাধ্যমে পূর্ববর্তী উম্মতগণের আদর্শ ও উত্তম বৈশিষ্ট সমূহ পরবর্তীদের সমন্বিত করছেন।

হাদীস নং-০৭

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি আত্মগত ভাবে তাসাববুর বা পার্থিব মাধ্যম অর্থাৎ পার্থিব ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ত্রতির প্রীতি রাখব না ছেড়ে দেব? কোনটি আমার জন্য উত্তম? তা জিজ্ঞাসা করলাম।

তখন তার মুবারক অন্তর থেকে আমার অন্তরে এমন এক অনুভূতির আহরিত হল যাতে আমি বুঝলাম যে, তাসাববুরা পার্থিব প্রীতি ছেড়ে দেয়াই উত্তম। ধ্যান মগ্নতা কেটে গেলে আমি অনুভব করলাম যে, স্বাভাবিকতা আসবাব ও আওলাদের প্রতি প্রভাব বিস্তার করছে এবং আত্মা ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অনূভূত বিষয়ের প্রতি প্রভাবিত।

হাদীস নং-০৮

আত্মিক ভাবে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম যে হযরত আলী (র:) উপর শায়খাইন অর্থাৎ হযরত আবুবকর ও উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার ফদ্বীলতের গোপন ভেদ কি? অথচ হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বংশগত দিক প্রজ্ঞা এবং বীরত্বের বিবেচনায় অনেক এগিয়ে। তারই সাথে সুফীগণের সকল তরীকা ও হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সম্পৃক্ত।

তখন তার মুবারক রূহ থেকে আমার অন্তরে বিষয়টি এভাবেই প্রতিভাত হল যে, এখানে দুটি কারণ রয়েছে। তার একটি দৃশ্যমান ও অপরটি অদৃশ্য। প্রথমা কারণটি হল এই, তা মানুষের মাঝে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং তাদেরে বাহ্যিক শরীয়তের প্রতি উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করার ক্ষেত্রে তাঁরা জাওয়ারিহ অর্থাৎ মোসাম হাতিয়ারের অবস্থানে অধিষ্ঠিত। দ্বিতীয় কারণটি বাক্কা ও ফানাহর মর্যাদার সাথে সম্পর্কিত। আর বর্ণিত সকল জ্ঞান বাহ্যিক দিক থেকেই প্রসারিত হয়ে থাকে।

* এখানে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে অদৃশ্য দিকে প্রধান্য দেয়া হয়েছে যেহেতু শরীয়ত দৃশ্যমান আইনকানুন নিয়মনীতি ও হুকুম আহকাম এর দৃশ্যময় সমন্বয় তাই বাহ্য দৃষ্টি বিবেচনা শায়খাইনকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

হাদীস নং-০৯

আধ্যাত্মিক ভাবে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শীয়াদের গ্রহণ যোগ্যতা ও অগ্রহণ যোগ্যতা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। প্রত্যুত্তরে তিনি ইঙ্গিত করলেন যে, শীয়াগণ আদর্শ ভ্রষ্ট বা গুমরাহ। তাদের মতাদর্শের ইমাম শব্দটিই ভ্রষ্টতার লক্ষণ বহন করছে। আমার এ ধ্যানমগ্নতা শেষে আমি বুঝতে পারলাম যে, তাদের মতে ইমাম তাদের নিষ্পাপ। যার অনুসরণ করা ফরজ এবং ইমামের কাছে গোপনীয় ভাবে অহী আসে এ তাদের বিশ্বাস। তাদের এসব বিশ্বাসের গুণাবলী নবীর পরিচয় বহন করে। তাই তাদের এ মতবাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খতমে নবুওয়াতের পরিপন্থী। তাই তারা বাতিল ও গুমরাহ আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন।

হাদীস নং-১০

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শরীয়তে প্রণীত বিভিন্ন মাযহাবও সুফীগণের বিভিন্ন তরীকা/ পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, এসবের কোনটি তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য ও প্রিয়।

তখন আমার অন্তরে পরিষ্কার ভাবে প্রতিভাত হল যে, মাযহাব ও তরীকা সমূহের সবকটি মর্যাদা ও গুরুত্বের দৃষ্টি কোণে সমান। একটিরও অপরটির উপর প্রকার গুরুত্ব বা তাৎপর্য নেই।

হাদীস নং-১১

উলামায়ে কেরাম, মুহাদ্দিছিনে ইজাম তাদের অনুসারীদেরকে বাহ্যিক আমল আখলাকের প্রশিক্ষণ দিতে দেখেছি। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রিয় হচ্ছে-আত্মিক প্রশিক্ষণ যাকে ছুফীয়ায়ে কেরাম গ্রহণ করেছেন ও গুরুত্ব দিয়েছেন। তারা বাহ্যিক আমল আখলাকের প্রশিক্ষণ কে কম গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

হাদীস নং-১২

একবার আমাকে ক্ষুধা রোগে আক্রমন করল। কোন ক্রমেই তা নিবারিত হয় না। নিরুপায় হয়ে আমি এ রোগ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। তখনই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি রুটি সাথে নিয়ে অবতরণ করতে দেখলাম। আল্লাহ যেন আমাকে এ রুটি খাইয়ে দিতে তাকে আদেশ করেছেন। তিনি তা আমাকে দিলেন এবং আমি তা খেয়ে নিলাম।

হাদীস নং-১৩

আমি অনেক রাত অতৃপ্ত পিপাসিত ছিলাম। একদা আমার এক সাথীকে প্রত্যাদেশ (ইলহাম) করা হল, তিনি যেন আমাকে একটি প্লেটে কিছু দুধ হাদিয়া করেন। তিনি হাদিয়া করলে আমি তা পান করে অযূর সাথে ঘুমিয়ে পড়লাম। দেখতে পেলাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক রূহ আমার প্রতি ইঙ্গিতে বলছেন, আমিই তোমার জন্য দুধ প্রেরণ করেছিলাম। ঐ ব্যক্তির অন্তরে আমিই তা জাগিয়ে দিয়েছি।

হাদীস নং-১৪

আমার সম্মানিত পিতা আমাকে বলেছেন যে, তিনি একদা স্বপ্নে রাসূল করীম সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক সাহচর্যে ধন্য হয়েছিলেন এবং তাঁর দস্ত মুবারক বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। অত:পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নফী ইছবাত এর প্রশিক্ষণ দেন। (ছুফিয়ায়ে কেরামের নিকট এ কলিমার বিশেষ পদ্ধতিগত জপকে নফী ইছবাত বলে) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে যেভাবে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন তিনি ঠিক সেমত আমাকে বাইআত করালেন এবং বিশেষ পদ্ধতির জপ নফী ইসবাত, আমাকে দীক্ষা দিলেন।

হাদীস নং-১৫

আমার সম্মানিত পিতার কাছ থেকে জেনেছি যে, এক সময়ে তিনি খুব বেশী অসুস্থ্য ছিলেন। এমতাবস্থায় একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন,বৎস! তোমার এ কি অবস্থা! অত:পর তিনি তাঁকে আরোগ্যের সুসংবাদ দিয়ে তাঁর দুগাছি দাড়ি মোবারক উপহার দেন। সাথে সাথেই তিনি সুস্থ্যতা লাভ করেন এবং জেগে দেখতে পান মোবারক ঐ দুগাছি দাড়ি তার হাতে বিদ্যমান। একগাছি মোবারক দাড়ি তিনি আমাকে হাদিয়া করেছিলেন যা সযতনে আমার কাছেই রয়েছে।

হাদীস নং-১৬

আমার সম্মানিত পিতা আমাকে এ দুরুদ শরীফ ------- পাঠ করতে হুকুম করেছিলেন এবং বলেছেন যে, আমি স্বপ্নে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোবারক দরবারে এ দুরুদ শরীফ পাঠ করেছিলাম তিনি তা উত্তম বলে অভিহিত করেছেন।

হাদীস নং-১৭

আমার ওয়ালিদ মুহতারাম আমাকে বলেছেন, তাঁকে তার পীর সাইয়্যিদ আব্দুল্লাহিল ক্বারী বলেছেন। তিনি বলেন, আমি একজন ক্বারী সাহেবের কাছে কুরআন শরীফ হিফজ করেছি যিনি তুরবাহ (মৃত্তিকা) তে বসবাস করতেন একদা আমরা কুরআন শরীফ শিক্ষা করছি এমন সময়ে একদল আরবী

লোকের সমাগম হল। যাদের অগ্রভাগে রয়েছেন তাদের সরদার। তাঁরা মনোযোগ সহকারে কুরআন শরীফের তেলাওয়াত শুনে বললেন, আল্লাহ তোমাতে মহত্ব দান করুন। তুমি কুরআন শরীফের হক আদায় করে ফেলেছ। এ বলে তাঁরা ফিরে গেলেন। এরপর ঐ পোষাকে আরেকজন ব্যক্তি আগমন করে সুসংবাদ পরিবেশন করলেন যে, গত রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে এই ক্বারী সাহেবের কুরআন শরীফ তেলাওয়াত শুনতে এসেছিলেন। তখনই আমরা বুঝতে পারলাম ঐ আগন্তুক দলের সরদারই ছিলেন নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আমার স্বচক্ষে এ ঘটনা অবলোকন করেছি। আল্লাহ-ই এ বিষয়ে সর্বাধিক অবগত।

হাদীস নং–১৮

আমার সম্মানিত পিতা আমাকে বলেছেন যে, তার তপস্যার প্রাথমিক যুগে তিনি সর্বদা রোযা রাখার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। কিন্তু এতে উলামায়ে কেরামের মতদ্বৈততার কারণে তিনি সর্বদা সিয়াম সাধনার মন বাসনা থেকে বিরত থাকেন। অত:পর তিনি এ বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অর্ন্তদৃষ্টি নিবদ্ধ করে ধ্যানে নিমগ্ন হন ও তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে দেখতে পান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে একখানা রুটি দান করেছেন। তদৃষ্টে আবুবকর রাদ্বিয়াআল্লাহু আনহু বলেন, উপহারে সাথীর অধিকার রয়েছে। তদশ্রবনে আমি রুটিখানা তাঁর হাতে দিয়ে ছিলাম। তিনি তার একটি অংশ রেখে আমাকে তা ফেরত দিলেন। অত:পর উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রথম জনের মত সেই দাবী করলে আমি বললাম আপনারা যদি এ রুটিখানা এমন ভাবে বন্টন করে নিয়ে যান তবে এ অধমের জন্য অবশিষ্ট থাকবে কী? এতে তিনি নিবৃত হয়ে গেলেন।

হাদীস নং–১৯

আমার সম্মানিত পিতা আমাকে জানিয়েছেন যে, একবার রামাদ্বান শরীফে সফরের জন্য বাহনে আরোহন করেছিলেন। এক জায়গায় গিয়ে অধিক গরমে অতি কষ্টের মধ্যে নিপতিত হন। ঐ অবস্থায় তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। তখন তিনি দেখতে পান যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এমন কিছু সুস্বাদু খাবার উপহার দিলেন যাতে ভাত, মিষ্টি, জাফরান ও ঘি

রয়েছে। তিনি তা পরিতৃপ্ত ভাবে খেলেন। অত:পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সুশীতল পানি উপহার দিলে তিনি তৃপ্তি ভরে তা পান করলেন। তন্দ্রা কেটে গেলে তিনি কোন প্রকার ক্ষুদা পিপাসা বা অবসাদ বোধ করছেন না এবং জাফরানের মনোহারি সুবাস এখনো তার হাতে বিদ্যমান রয়েছে।

হাদীস নং–২০

আমার শ্রদ্ধাভাজন পিতা আমাকে বলেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণীটি তাঁর কাছে পৌঁছেছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "আমি হলাম শ্যামল বরণ ও আমার ভাই ইউছুফ আলাইহিস সাল্লাম উজ্জল বরণ"। এ হাদীসের মর্মার্থ উদঘাটনে আমি পেরেশান হেয়ে গেলাম। কেননা শ্যামলতা উজ্জলতার চেয়ে প্রেমিককে আকৃষ্ট করে বেশী। অথচ আলকুরআনে বর্ণিত, ইউছুফ আলাইহিস সালাম শ্যাম কান্তি উজ্জল অবয়ব দর্শনে রমনীগণের দৃষ্টি বিভ্রম হয়ে তারা লেবুর বদলে হাত কেটে ফেলেছিল। এ দিকে আমার নবী সাল্লামের দর্শনে মানুষ মৃত্যুকে উপক্ষো করেনা। অথচ তাঁর ক্ষেত্রে তো এমন কোন ঘটনার বিবরণ নেই কারণ অনুসন্ধানে আমি ব্যাপক হলাম। একদা স্বপ্নে তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসাও করে ফেললাম। প্রত্যত্তরে তিনি ইরশাদ করেন, আমার সৌন্দর্যকে লোক চক্ষু থেকে আল্লাহ্‌র সম্মানে আড়ালে রাখা হয়েছে। যদি তা প্রকাশ হয় তবে ইউছুফ আলাইহিস সাল্লামের ঘটনার চেয়ে মানুষ নি:সন্দেহে আরও বহুগুণ বিব্রত হত।

হাদীস নং–২১

আমার শ্রদ্ধা ভাজন পিতা আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি স্বপ্নে একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাতে ধন্য হলেন। তিনি ঐ অবস্থায় তাঁর মাধ্যমে প্রকাশিত আল্লাহর কামালিয়াত দর্শনে তৃপ্ত হয়ে তাৎক্ষনিক ভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে সিজদাবনত হয়ে পড়েন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উষ্ণাসহ আঙ্গুল উচিয়ে তাকে এমন সিজদা করতে নিষেধ করেন।

হাদীস নং-২২

আমার শ্রদ্ধাভাজন পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি প্রতিবছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুভ জন্ম উপলক্ষ্যে আপ্যায়ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতাম। কিন্তু একবছর সামান্য ভাঁজা ছুলা ক্রয় করে আমি লোকদের মাঝে বিতরণ করে দেই। অত:পর আমি দেখতে পাই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুমহান বদনে ঐ ছোলা গুলো তাঁর দু"হাতে নাড়া চাড়া করছেন।

হাদীস নং-২৩

আমার শ্রদ্ধাভাজন পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি স্বপ্নে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করলাম। আমার নিসবতে ক্বলবিয়াহর অবস্থান (ক্বলবের অবস্থান সম্পর্কিত ইলমের মা'রিফতের পরিভাষাগত একটি অবস্থা) কী? তা কী এ রূপ যেমন আপনারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সাহচর্যে ধন্য হয়ে অর্জন করেছিলেন। তখন তিনি বললেন, তোমার কলবের প্রতি মনোনিবেশ করে তাতে সে নিসবত উপস্থাপন করি, যা তোমার রয়েছে অত:পর আমি আমার নিসবতে ক্বলবী তার সামনে আমার ক্বলবে উপস্থাপন করলে তিনি বলেন, হ্যাঁ তাইতো।

হাদীস নং-২৪

আমার সম্মানিত পিতা আমাকে জানিয়েছেন, তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে দেখলাম। তিনি আমার আত্মার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। এতে আমি এমন সব মাকামাত (জায়গা সমূহ অতিক্রম করালাম এবং এমন স্থানে পৌছলাম যেখানে একমাত্র নবীগণ ছাড়া আর কেউ পৌছতে পারে না। অত:পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার আত্মাকে তাঁর মোবারক আত্মায় মিলিয়ে নিলেন এতে আমি শুধু আগুনের সাগরই প্রত্যক্ষ করলাম। অত:পর অগ্রবর্তী মাকামাত (জায়গা সমূহ) আমার দৃষ্টিতে ভেসে উঠল, দেখলাম শুধু ধৈর্য ও তাওয়াককুল (আল্লাহর প্রতি ভরসা) ও তদসদৃশ বিষয় সমূহ। ইহা আর কিছুই নয় বরং তাই হল মূল ভিত্তি এবং প্রথমটি হল শাখা মাত্র।

হাদীস নং-২৫

আমার সম্মানিত পিতা থেকে জেনেছি, তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে অত্যুজ্জল ইয়াকুত পাথরে নির্মিত যার বাইরে ভেতর দেখা যায় এমন এক মসজিদে ধ্যানমগ্ন দেখতে পেলাম। সাহাবা ও আওলিয়ায়ে কেরাম তাঁকে ঘিরে রেখেছেন। আমি যখন দ্বার প্রান্তে উপনিত হলাম তখন দেখলাম সাইয়্যিদ আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.) ও শায়খ বাহাউদ্দীন নকশবন্দী (রহ.) উঠে এলেন এবং তারা পারস্পরিক আলোচনা করছেন, হযরত আব্দুল কাদীর জিলানী (রহ.) বলছেন, আমি-ই তাঁর অভিভাবক কেননা তাঁর পিতৃপুরুষেরা আমার-ই তরীকার লোক ছিল। হযরত বাহাউদ্দীন নকশবন্দী (রহ.) বলেছেন, আমিই তাঁর অভিভাবক। কেননা সে তার নানার রুহানীয়তে বা আধ্যাত্মিকতা দীক্ষিত হয়েছে এবং তাঁর নানা আমারই তরীকার লোকছিল। অত:পর তারা চুক্তিবদ্ধ হলেন যে, প্রথমে শায়খ বাহাউদ্দীন নকশবন্দী (রহ.) আমার অভিভাবত্ব করবেন ওপরে জিলানী (রহ.) যা ইচ্ছা আমাকে ফয়জিয়াব করবেন। অত:পর শায়খ বাহাউদ্দীন নকশবন্দী রহ. আমাকে মসজিদে নিয়ে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে বসিয়ে দিলেন। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধ্যানমগ্নতা থেকে মোবারক চোখদ্বয় উত্তোলন করলেন তখন প্রথম দৃষ্টিটাই আমার প্রতি নিপাতিত হল।

হাদীস নং-২৬

আমার শ্রদ্ধাভাজন পিতা আমাকে জানিয়েছেন, তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তির বংশ নিয়ে সন্দেহ পোষণ করতাম। কেননা সাইয়্যিদ বংশের লোক বলে দাবী করত। একদা আমি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একটি খাটের ওপরেও ঐ লোকটাকে খাটের নিচে শায়িত অবস্থায় দেখতে পেলাম। তখন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, সে যদি সাইয়্যিদ বংশের লোক না হত তবে এখানে অবস্থান করত না।

হাদীস নং-২৭

আমার ওয়ালিদ মুহতারাম আমাকে জানিয়েছেন, তিনি বলেন, আমাদের মাঝে একব্যাক্তি তামাক চুষত না বরং তার মেহমানদের জন্য তেহারী তামাদারীর জন্য বড় ডেগে রান্না করত। তখন সে জাগ্রত অথবা নিদ্রাবস্থায়

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতে পেল তার দিকে আসছেন। কিন্তু তাকে উপেক্ষা করে যে জায়গা থেকে সরে গেলেন এবং বললেন ঐ ডেগটি ঢেকে দাও। আমি ঢেকে দিলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কি দুষ? তিনি বললেন তোমার ঘরে রয়েছে ঐ ডেগ আমি তা পছন্দ করি না।

হাদীস নং-২৮

আমার শ্রদ্ধাভাজন বাবা আমাকে জানিয়েছেন, তিনি বলেন, দুই জন পূণ্যবান ব্যক্তির একজন আলেম ও আবেদ ছিলেন। অপর জন শুধু আবেদ আলেম নয়। তারা উভয়ে একই সময়ে একই অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পেলেন। তাঁর সে মাহফিলে শুধু আবেদকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন কিন্তু আলেমকে অনুমতি দিলেন না। আবেদ জনৈক ব্যক্তির কাছে বিষয়টির মর্ম জানতে চাইলেন। উত্তরে তিনি বললেন, ঐ আলেম ব্যক্তি ধুমপান করেন। ধুমপান করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পছন্দ করেন না। তাই তিনি মজলিসে প্রবেশের অনুমতি পাননি।

পরের দিন আবেদ ব্যক্তি আলেমের কাছে গিয়ে দেখলেন তিনি অঝোরে কাপঁছেন ও অনুতাপ করছেন। কারণ গতরাতে তিনি মোবারক মজলিসে অংশ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। অত:পর আবেদ ব্যক্তি আলেমকে বিষয়টি খুলে বলেন এবং আলেম ব্যক্তি সাথে সাথে তাওবা করে ধুমপান চিরতরে ত্যাগ করেন এরপর তাঁরা উভয়েই সেই পূর্বাবস্থায় রাসূল সাল্লামের শুভ দর্শনে ধন্য হন এবং আলেম মাজলিশে অংশগ্রহণের অনুমতি পান। এমন কি আবেদের চেয়ে তিনি রাসূল সাল্লামের অধিক নিকটে উপবিষ্ট হন।

হাদীস নং-২৯

আমার শ্রদ্ধেয় পিতৃব্যের কাছ থেকে আমি জেনেছি যে, তিনি স্বপ্নে দেখেন, একদা তিনি এক নির্জন পথ ধরে হাটছেন। তখন তিনি দেখলেন, জনৈক ব্যক্তি তার প্রতি ইঙ্গিতে বললেন, ওহে ধীর গতির পথিক এসো। আমি আলি। আমাকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবার জন্য পাঠিয়েছেন। তখন আমরা হেটে হেটে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌছে গেলাম। তখন আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমার হাত তাঁর হাতের নিচে রেখে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের হাত মোবারকে রাখলেন এবং বললেন এ হাতটি আবু রেদ্বা মুহাম্মদের হাত। অত:পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইয়াত গ্রহণ করালেন। আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আউলিয়াকেরামের সেতুবন্ধন। ইহাই তোমাকে বুঝিয়ে দেয়া হল। এরপরে তিনি আমাকে অনেক জিকির আযকার জরব করতে দীক্ষা দিলেন।

হাদীস নং-৩০

আমার শ্রদ্ধাভাজন চাচার কাছ থেকে জেনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখলাম যে, তিনি আমাকে এমন ভাবে তাঁর কাছে টানছেন-টেনে টেনে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেলেন। আমি যেন তাঁর মোবারক আল্লাহর মাঝে বিলিন হয়ে গেছি। ঐ মোবারক অস্থিত্ব সত্তা ব্যতিত আমি আর কিছুই অনুভব করতে পারিনি।

হাদীস নং-৩১

আমাকে শায়খ আবু তাহের শায়খ ক্বাশাশী থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, তার এক প্রয়োজনে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিটির ভাষা এরূপ ছিল যে, ইয়া রাসূল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ঐ বিষয় না আপনি আমার অধিক আত্মীয় বা নিকটবর্তী? যদিও আমি দুরে তবুও আপনার নৈকট্যের দোহাই! আমার পার্থিব ও পরকালীন সকল প্রয়োজনে একমাত্র আপনাই সুপারিশ যথেষ্ট। আমি তো আপনাকেই ভালবাসি আপনি তা গ্রহণ করুন।

বছরের মাস কয়েক অতিবাহিত হওয়ার পর সাইয়্যিদ মুহাম্মদ বিন আলাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখলেন, তাকে ইরশাদ করছেন, আহমদ কাশাশীকে বলো এবং শাফাতের সুসংবাদ দাও। পরের রাতে তিনি আবারও স্বপ্নে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাকে দেখলেন এবং তাকে বলছেন, আহমদ কাশাসীকে সালাম বলো এবং আরও বলো, জান্নাতুল ফিরদাউসে সে আমার সাথী।

হাদীস নং–৩২

আমি আবু তাহের থেকে জেনেছি, তিনি বলেন, তাকে শায়খ আহমদ নাখালী বলেছেন, আমাকে শায়খ ঈসা বিন কিনান খিলওয়াতি মক্কা শরীফে তার প্রতিনিধিত্ব করতে হুকুম দিলেন। খিলওয়াতী সাইয়্যিদগণ তাহাজ্জুদের পর আমার ধারায় তাঁদের জরব সমূহ প্রশিক্ষণ করবেন। অধিকন্তু আমি নকশবন্দী তরীকার অনুরক্ত। শায়খ ইছার হুকুমের বিপরীত কিছু আমার জন্য গুরুভাবে পরিণত হল। এমতাবস্থায় আমি উভয় সংকটে পড়ে গেলাম আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওসীলা নিয়ে ইস্তেখারা ও দুআ করলাম। এ বছরই আল্লাহ আমাকে যিয়ারতে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নছীব করলেন। মদীনা শরীফে পৌছে জুমুআর নামাযের আগে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, স্বপ্নে দেখলাম মেহরাব ও কবর শরীফ সামনে রেখে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথা মোবারকের দিকে দাড়িয়ে আছি। আর চার খলিফা পশ্চিমাবর্তে মসজিদে নবীর উছমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ধিত অংশে অবস্থান করছেন। আমি দ্রুতগতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে তার দুই দস্ত মোবারকে চুমা দিয়ে একের পর এক খোলাফায়ে রাশেদ্বীনেরও হাতে চুমা দিলাম। মুছাফাহা ও হস্তচুম্বনের পর্ব শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ডান হাতে ধরে রওদ্বা শরীফের পাশে নিয়ে গেলেন। খোলাফায়ে রাশেদীনও তাঁর সাথে রয়েছেন। ইমাম মেহরাবে যেমন জায়নামাজে নামাজ পড়েন তেমনি নতুন এক জায়নামাজ রওদ্বাহ শরীফের শিয়রের দিকে প্রথম সারির পাশাপাশি পাতানো দেখলাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ইরশাদ করেন, এ জায়নামাজ শায়খ তাজের, তুমি এখানে বসো

শায়খ তাজ (রহ.) (আল্লাহ তার মাধ্যমে মোদের উপকৃত করুন) ছিলেন এক বিশাল ওলি ও আল্লাহ্র আরিফ। ১০৪০ হিজরীতে মক্কা শরীফে তাশরীফ এনে দীর্ঘদিন এখানে বসবাস করেন ও এখানেই মৃত্যু বরণ করেন। শায়খ আহমদ নখলী (রহ.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পেতে তিনি আমার বিশেষ গুরু ছিলেন। যদিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবৎ মুমিনের গুরু। শায়খ আহমদ নখলী (রহ.) শায়খ আবু তাহেরকে খিরক্বাহ (বিশেষ বস্ত্র) পরিয়ে ছিলেন এবং শায়খ আবু তাহের এ অধমকে পরিয়েছেন ও অনুমতি দিয়েছেন।

হাদীস নং–৩৩

আমাকে শায়খ আবু তাহের, তাঁকে শায়খ আহমদ নাখলী, তাকে শায়খ সাইয়্যিদ আহমদ বিন আব্দুল কাদির, তাকে শায়খ জামাল উদ্দীন কিরুয়ানী জানিয়েছেন, তিনি তার মুরশিদ ইয়াহইয়া হাত্তার আল মালিকি থেকে, তিনি তার চাচা বারকাত আল হাত্তার থেকে, তিনি তার পিতা ও পিতা দাদা শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান আল ছাত্তার ("মুখতারে খলিল" এর ব্যাখ্যাতা) থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমরা আমাদের মুরশিদ শায়খ আরিফ বিল্লাহ আব্দুল মুতি তিউনিসী এর সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোবারক যিয়ারতে গেলাম। রওদ্বা শরীফের নিকটবর্তী হলে আমরা আমাদের বাহন থেকে নেমে হাটতে শুরু করলাম দেখলাম মুরশিদ কিছুক্ষণ হেটে থেমে যান। এভাবে আমরা কবর শরীফ পর্যন্ত পৌছলাম। তখন তিনি রওদ্বা শরীফের সামনে গিয়ে থামলেন। এমন কিছু কথাবার্তা বললেন যা আমরা বুঝে উঠতে পারিনি। ফিরে গিয়ে আমরা তাঁকে এ 'থামা'র রহস্য জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমতি চাইতেই থেমে ছিলাম। তিনি যখন আমাকে তাঁর দরবার শরীফে যাবার অনুমতি দিয়ে বললেন এসো। তখনই আমি তাঁর কাছে গিয়ে দাড়ালাম। সেখানে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম ইমাম বুখারী (রহ.) আপনার যে সব বাণী (হাদিস) সংকলন করেছেন তাঁর সবই কি ছহীহ (বিশুদ্ধ) জবাবে তিনি বললেন হ্যাঁ! বিশুদ্ধ। তখন আমি এসব হাদীস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে রিওয়াইয়াতের (বর্ণনার) অনুমতি চাইলে তিনি বললেন তুমি আমার থেকে সরাসরি বর্ণনা করতে পারো। এভাবেই শায়খ আব্দুল মুতি (রহ.) শায়খ মুহাম্মদ আল হাত্তাবকে বর্ণনার অনুমতি দিয়েছেন। পারস্পরিক ভাবে পরের জনকে অনুমতি দিয়েছেন। এভাবেই সাইয়্যিদ আহমদ নাখলী ইজাজত পেয়ে শায়খ আবু তাহেরকে অনুমতি দিয়েছেন এবং তিনি আমাকে এসব হাদীস বর্ণনার অনুমতি দিয়েছেন। আমি শায়খ আব্দুল হক দেহলবীর এক চিঠিতে উপর্যুক্ত শায়খ আব্দুল মুতির সনদে এ হাদীস খানা পেয়েছি। এতে রয়েছে– যখন তিনি যেয়ারত ও প্রাসঙ্গিকতা সরে নিলেন তখন বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীস সমূহ সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনার ইজাযত প্রার্থনা করলে তিনি অনুমতি পেয়েছেন বলে শুনতে পান। এ হাদিস বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফেও উল্লেখ করেছেন।

সমাপ্ত

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্যতম আলেম মধ্যপ্রাচ্য ওহাবী ইযমের কবর রচনাকারী আলেম ড. হাবীব আলী জিফরী আল ইয়ামেনী রচিত নিম্নোক্ত রেছালা প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহন করা হচ্ছে।

١. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة
٢. شبهة ما كل القرآن يقرأ
٣. الإجماع على أن قبر النبي أفضل من العرش
٤. شبهة يعرفون متى الأجل
٥. شبهة هاتف ابن المنكدر
٦. شبهة أطعني اجعلك تقول للشئ كن فيكون
٧. شبهة هاتف لابن أدهم
٨. شبهة الشاذلي يتكلم مع الله سؤال وجواب
٩. من علومك علم اللوح والقلم
١٠. شبهة العز ابن عبد السلام
١١. الهواتف أهي من مفردات الشيخ الحبيب علي الجفري
١٢. شبهة الإطلاع على الغيب
١٣. شبهة العز ابن عبد السلام
١٤. الهواتف أهي من مفردات الشيخ الحبيب علي الجفري
١٥. شبهة الإطلاع على الغيب
١٦. آدم يتوسل بالنبي عليهم الصلاة والسلام
١٧. عزو حديث خطأ أو الخطأ في الحديث
١٨. الرد على شبهة عودة اليد المقطوعة
١٩. قصة أذان بلال وارتجاج المدينة
٢٠. الرد على شبهة يُضعف حديثاً في صحيح مسلم
٢١. جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي
٢٢. حكم العمل بالحديث الضعيف
٢٣. الرد على شبهة صحيح الجفري
٢٤. مشايخ السلفية يسقطون هيبة الصحيحين
٢٥. شبهة اخدمي من خدمني
٢٦. الرد على فتوى عبيد الجابري
٢٧. الرد على فتوى حامد العلي في الشيخ الجفري
٢٨. الرد على الشبهات الحديثية
٢٩. نورد في هذه النافذة بعض الردود على شبهات موقع المجهر حول الحبيب علي الجفري والتي يسميها الأخطاء الحديثية للحبيب علي الجفري

PDF BY (MASUM BILLAH SUNNY)
SUNNIPEDIA.BLOGSPOT.COM

আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থ

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সৃষ্টিতত্ত্ব (১০০টি নূরের দলিল)
মো.আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল হক

সৃষ্টিতত্ত্ব ২য় খন্ড (আওন পর্ব)
মো. আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল হক

ইলমে গাইব (খাসায়েসুল কুবরা অবলম্বনে)
ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ)

বারাহিনে কাতিয়া ফি মাওলিদি খাইরিল বারিয়্যা
মাও. কারামত আলী জৈনপুরী (রহঃ)

হুছনুল মাকসিদ ফি আমালিল মাওলিদ
ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ)

আন নিয়ামাতুল কুবরা
ইমাম ইবনে হাজার হাইতামী (রহঃ)

আদ দুররুছ ছামীন
শাহ ওয়ালী উল্লাহ মোহাদ্দিসে দেহলবী (রহঃ)

যুগে যুগে দেশে দেশে পবিত্র মীলাদ শরীফ
মো. আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল হক

মাদারেজুন নবুওত নির্বাচিত বিষয়

মাদারেজুন নবুওত ১ম
শাহ আব্দুল হক মোহাদ্দিসে দেহলবী (রহঃ)

আল মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ
মাওঃ খলিল আহমদ হাযারানপুরী

স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থায় হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাত লাভ
মো.আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল হক

প্রকাশিত হচ্ছে

ফুয়ূজুল হারামাইন
শাহ ওয়ালী উল্লাহ মোহাদ্দিসে দেহলবী (রহঃ)

আল মাওরিদুর রাবী
ইমাম মুল্লা আলী কারী (রহ)

মীলাদ শরীফের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (তিন শতাধিক দলিল)
মো.আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল হক

আহকামুল মায়্যিত
মো.আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল হক

হানাফি মাজহাবের আলোকে নামায
মো.আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল হক

ফাযায়েলে মাসনুন ঝিকির ও দোয়া
ইমাম হাফিজ ইবনুল মুনজিরি (রহ.)

চটি বই

১। পেশাব- পায়খানার আদব
২। কিতাবুল অযূ
৩। গোসল ও পানির মাসআলা - মাসাইল
৪। মহিলাদের মাসআলা- মাসাইল
৫। কিতাবুস সালাত (আরকান অধ্যায়)
৬। সালাতুল জুমুয়া
৭। দৈনিন্দন সুন্নাত ও মুস্তাহাব নামায সমূহ
৮। নির্বাচিত মাসআলা - মাসাইল
৯। নূরই মুহাম্মদী (স.) ও তাঁর জন্ম রজনীর মাজেজা
১০। দৈনিক আদব ও আমল
১১। বিশ্ব নবী (সা.) এর দেহ মুবারক চুরির সড়যন্ত্র
১২। বিশ্ব নবী (সা.) এর ইলমে গাইব